

মীলাদুনবী

শাযখুল ইসলাম

ড. তাহের আল কাদৰী

সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম



অনুবাদক

অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আবদুল হাই
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

লেখক পরিচিতি

বর্তমান সময়ের জগৎখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল কাদৰী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও আধ্যাত্মিক পুরুষ হ্যরত ড. ফরিদুদ্দীন আল কাদৰি। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাশ করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নম্বর পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাশ করেন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাকে ‘ইসলামে শাস্তি: এর প্রকার ও দর্শন’ শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রহনী ব্যক্তিত্ব, ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদৰী আল-বাগদাদী (রহ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থকে তরীকত ও তাসাউফ এর দ্বিক্ষা ও ফায়ায় অর্জন করেছেন। হ্যরতের শন্দেহ শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরিদুদ্দীন কাদৰী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী, মাওলানা আহমেদ সাঈদ কাজেমী, ড. বেরহান আহমেদ ফারকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলনী আল-মালেকী আল-মুক্কী রহ, এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তান ব্যাপি উপস্থিতি বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে কায়েদে আজম গোল্ড মেডেল অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরও অনেকগুলি গোল্ড মেডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এছাড়াও তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট সিভিকেট একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শারয়ী আদালতে ফিকাহ উপদেষ্টা, পাকিস্তান সুবিধামকোর্টের উপদেষ্টা, ইসলামী পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য, আলাতাহরিক মিনহাজুল কোরানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সভাপতি, আর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের সহ-সভাপতি, আর্জাতিক ইসলামী একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দল বিশিষ্ট সংগঠন পাকিস্তান আওয়ামী ইন্ডেহাদ এর সভাপতি।

শাইখুল ইসলাম মিনহাজুল কোরান প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৮১ সালে। যার সদর দণ্ড লাহোরে অবস্থিত এবং বিশের ৯০টিরও বেশি দেশে বর্তমানে এর সংস্কৃতি, মানব কল্যাণ, আধ্যাত্মিকতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন এবং এই সমস্ত মহত্ব কর্মকাণ্ডের প্রাণপুরুষ ড. তাহের আল কাদৰী। তিনি তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা দ্বারা উক্ত কর্মকাণ্ড আরও এগিয়ে নিচ্ছেন। তিনি এ পর্যন্ত এক হাজারের ওপর কিতাব রচনা করেছেন। যার মাঝে চারশত প্রকাশিত হয়েছে এবং বাকিগুলো প্রকাশের পথে। সন্দেহাত্তিত ভাবে শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল কাদৰী মুসলিম উম্মাহর জন্য এক নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য হবেন।

আবতাহী ফাউন্ডেশন

প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১। চতুর্থ হাদিস - সংকলনে-আলহাজু হ্যরত মাওলানা সালাহউদ্দিন
খতীব, বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ

২। মীলাদ কি বিদ্যায়ত? - অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আবদুল হাই

৩। মীলাদ জায়েজ - অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আবদুল হাই

৪। মিলাদুল্লাহী (সঃ)- অনুবাদ- (২য়, তয় খণ্ড প্রকাশিতব্য)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa

(Sallallaho Alayhi Wasallim)

Abtahi Foundation (Publication department)

House # 416 Road#7, Baridhara DOHS

Dhaka

tel : 8415711

Fax : 8415713

E-mail

আবতাহী ফাউন্ডেশন প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষীত

প্রথম প্রকাশ : ০১ সাবান-১৪৩৩ ইঃ
২২ শে জুন-২০১২ইং
০৮ ই আষাঢ়-১৪১৯বাৎ

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ :

বিস্মিল্লাহ কম্পিউটার
৩৪নর্থ ক্রক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

প্রাপ্তিস্থান

অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আবদুল হাই (গুরুবাখালী)

সদস্য-জাকের পার্টি, শরীয়া কাউন্সিল

সদস্য-জাকের পার্টি, স্থায়ী কমিটি।

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, জাকের পার্টি ওলামা ফ্রন্ট

মোবাইল : ০১৭১৬-৮৯৭০১৪, ০১৮২৯-৯৯২০৩৮

বিশ্ব জাকের মণ্ডল লাইব্রেরী

আটরশি পাক দরবার শরীফ, সদরপুর, ফরিদপুর

মাওঃ আবুল কালাম

মিনহাজুল কুরআন একাডেমী

বাসানং ২৪, লেইন-৭, রোড-১, ব্রক-বি, হালি শহর

হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম।

মোবাঃ ০১৮১৯-১৪৯৬৩৪

স্টুডেন্টস্ সার্ভিস

জামিয়া মাকেতি, টেশন রোড, কিশোরগঞ্জ।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন ঠাকুর

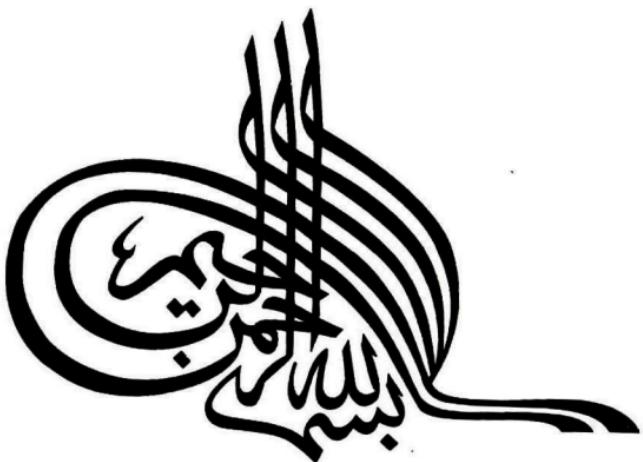
আর্টস টেক্নোলজি (জাকারিয়া কম্পিউটার) দরিল্লা বাজার।

তাড়াইল রোড, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

মোবাইল- ০১৮২৭-৩৪৯৯৮৯

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa

(Sallallaho Alayhi Wasallim)



مَوْلَايَ صَلَّ وَسَلِّمُ دَآئِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَىْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

«صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ»

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



”فرما دیجئے: (یہ ب کچھ) اللہ کے فضل اور اُس کی رحمت کے باعث ہے (جو بعثتِ محمدی ﷺ کے ذریعے تم پر ہوا ہے) پس مسلمانوں کو چاہئے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ (خوشی منانا) اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں ۵۰“

(القرآن، یونس، ۵۸:۱۰)

প্রাক কথন

গীঁথে সৃষ্টি না করলে মহান রক্ষুল আলামীন কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না, যাকে হাঁচেন প্রতি পালক সমগ্র সৃষ্টির রহমত বা রহমাতুল্লিল আলামীন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। অন্য কথায় এই পৃথিবীতে কিংবা পরকালে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত রহমত ও দয়া একমাত্র যাঁর মাধ্যমে প্রবাহিত করেছেন এবং করবেন, তিনিই আমাদের দয়াল নবী সৃষ্টির সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ)। মহান বারী তায়ালার দয়াও রহমত যে একমাত্র দয়াল নবী (সঃ) এর মাধ্যমেই সৃষ্টি জগতে বন্টন হয় বা হবে এর প্রকৃষ্ট উদ্দরণ স্বরূপ বলা যায়-হাশরের ময়দানে সমগ্র হাশরবাসী যখন হাশরের ময়দানে বিভিন্ন বিভীষিকা তথা গজব আয়াবে নিপত্তি থাকবে, কিন্তু হিসাব নিকাশ শুরু হবে না বা হওয়ার লক্ষণও থাকবে না, তখন সবাই অতিষ্ঠ হয়ে ঐ সময় অন্তত চাইবে ফয়সালা যাই হোক হিসাব নিকাশ শেষ হোক, তাহলে অন্তত এই অবস্থা থেকে তো মুক্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু তখন সৃষ্টি জগতের এমন কারো সাহস থাকবে না যে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে হিসাব নিকাশ আরম্ভ করনের আর্জি বা সুপারিশ পেশ করার বা সেদিন তিনি কারো কথায় কর্ণপাতও করবেন না।

সেদিনের সেই কঠিন মুহূর্তে ক্ষেবল-মাত্র দয়াল নবী (সঃ) সমস্ত হাশরবাসীর একান্ত অনুরোধে মহান রক্ষুল আলামীনের কাছে সপারিশ নিয়ে যাবেন সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থান বা মাকামে মাহ্মুদে এবং মহান রক্ষুল ইজ্জতও তাঁর সুপারিশ মনজুর করে হিসাব নিকাশ শুরু পরিত্র নির্দেশ দিবেন এবং বলবেন- আমার হাবীব (সঃ) এর এ দিনের সমস্ত আর্জিই একে একে পূরণ করা হবে। হাশরের ময়দানের সকলেই এই সংবাদে অত্যন্ত খুশি হয়ে যাবে এবং দয়াল নবী (সঃ) এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। হাশরের ময়দানে মহান প্রভু তাঁর প্রথম ও পরবর্তী রহমত সমূহ দয়াল নবী (সঃ) এর মাধ্যমেই সৃষ্টি জগতে এভাবেই প্রবাহিত করবেন। তাই এই মহান নবী (সঃ) এর নব আবির্ভাব দিবস কোন অর্থেই আবহেলার বা অস্মরনীয় দিন হতে পারে না। বিশেষ করে তার উচ্চতগণের বা অনুসারীগণের জন্য। তাঁর আবির্ভাব কিংবা জন্ম গ্রহনের দিন তাই আমাদের জন্য অবিস্মরনীয় খুশির উৎসবের দিন। কেননা এক কথায় এই দিন না আসলে অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাব না হলে আমরা আমাদের মহান প্রতিপালকে চিনতে, জানতে কিংবা বুঝতেই পারতাম না, অঙ্ককারের অমানিশায় এখনো হারুডুরু খেতাম। তাই এ দিনটি কিংবা তাঁর আগমন দিনটি আমাদের মহান প্রতিপালক কর্তৃক আমাদের জন্য সর্বোচ্চ তোহফা দেয়ার দিন। আমাদের প্রতি তাঁর সর্বোচ্চ রহমত ও দয়ার দিন। তাই আমাদের সবার উচিত্তি আমাদের মহান প্রতিপালকের সর্বোচ্চ এই দয়া ও রহমতে *Bangla'darul Ghufran Ahsanul Ma'ab* করা এবং সদা-
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

সর্বদা স্মরণ রাখা। যে বা যাঁরা এর ব্যতিক্রম তারা না শোকরণজারী ও মহান আল্লাহ তায়ালার এই দয়া ও রহমত সম্পর্কে গাফেল হিসাবে গণ্য হবে।
এই মিলাদুন্নবী (স:) এর সঠিক আলোচনা তথা কেন এই পবিত্র দিন স্মরণযোগ্য খুশি ও উৎসবের দিন, আমাদের জন্য তার বিস্তারিত বর্ণনা পবিত্র কোরআন, হাদীস ও ঐতিহাসিক ঘটনা পঞ্জী হতে এর প্রমান- সব কিছুই এক সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন জগৎ খ্যাত আলেম ও শায়খুল ইসলাম হযরত ড: তাহের আল কাদৰী (মা: জি: আ:) তাঁর সুবিশাল ‘গ্রন্থ-মিলাদুন্নবী (স:)’ এর মধ্যে। আমি বেশ কয়েক বৎসর আগে শায়খুল ইসলাম সাহেবের বক্তৃতা শুনি QTV তে। তাঁর প্রথম বক্তব্য শুনেই তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়ি।
পরবর্তীতে উনার প্রতিষ্ঠিত “মিনহাজুল কুরআন” এর ওয়েবে সাইটে তাঁর লিখিত বইয়ের তালিকা থেকে এই ‘মিলাদুন্নবী (স:)’ সহ আরো কিছু বই করাচী থেকে সংগ্রহ করি। প্রথমেই এই বইটি অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেই। কেননা এটি তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য একটি বই এবং আমার জানামতে ‘মিলাদুন্নবী (স:)’ এর উপর লিখিত এ্যাবৎ কালের সুবিশাল একটি প্রামাণ্য রচনা। মূল গ্রন্থকার এটি উর্দ্ধতে রচনা করেছেন বিধায় আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকদের মিলাদুন্নবী (স:) সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব জানার এবং বুরার জন্যই এটি বাংলায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেই।
সেমতে আমার প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আব্দুল হাই সাহেবকে এটি অনুবাদ করার অনুরোধ জানাই। উনার শত ব্যক্ততার মাঝেও তিনি এর অনুবাদ করা শুরু করেন এবং কিছুটা দেরীতে হলেও এর অনুবাদ কাজ শেষ করেন।

বাতিল পছন্দের গোমরাহী আক্ষিদার প্রচারণায় সাধারণ মুসলমানগণ অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন- ড: তাহের আল-কাদৰী (মা: জি: আ:) এর বইটি নিঃসন্দেহে এই গোমরাহী আক্ষিদার বিপক্ষে মহীরূহ হিসাবে কাজ করবে।

আমরা সাধারণ পাঠকদের ক্রয়ের ও পঠনের সুবিধার্থে মূল গ্রন্থকে তিন ভাগে বা খণ্ডে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেই।
সেমতে ১ম খণ্ড হিসাবে এটি প্রকাশিত হলো, বাকিগুলো ইন্শা-আল্লাহ-তায়ালা খুব শিষ্টাই প্রকাশিত হবে।
আশা করি মহান রাবুল আলামিন আমাদের এই অতি নগণ্য প্রয়াসকে তাঁর হাবীব পাকের (স:)
এর খাতিরে দয়া করে কবুল করবেন এবং এর মাধ্যমে আমাদের সবাইকে
সঠিক পথ ও আদর্শে চলার তৌফিক এনায়েত করে রহমতের ছায়াতলে
রাখবেন। আমীন। ছুঁশা আমীন।

প্রকৌশলী : সিপাহীদ খান মানিক
বারিধারা ডি. ও . এইচ এস ঢাকা ।

Bangladesh Anjumane Ashrafe Mosjid / ২০১২ইং
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

اپنے ایجاد - پرائیویٹ

উৎসব: ১১ মীলাদুন্নবী (স) জشن میلاد النبی (س)

پاب اول پرথম অধ্যায়

- جشن میلاد النبی ﷺ اور شعائر اسلام (تاریخی تناظر میں) # ۲۶
﴿مُتَّهِمٌ﴾ میلاد نبی ﷺ کے عقیدتی تواریخی و علمی دلائل اور اسلام کے نزدیکیں
 - قران حکیم کے نظام ہدایت میں "یاد" منانے کی ایمت
کوئی آنے والے پیغمبر کے نام سے نہیں بلکہ مسیح اصلیٰ کے نام سے ہے
 - ملت ابراہیم-یحییٰ (آ:) اور میڈیاٹ # ۲۹

প্রথম পরিচেদ

- نماز پنجگانہ انبیاء علیہم السلام کی یادگار ہے (آ:) اور یہاں دیگر کاموں کی نماز کی جائے # ۳۸
 - نماز فجر سبdenا ادم (ع) کی یادگار ہے آدم (آ:) اور یہاں دیگر کاموں کی نماز کی جائے # ۳۹
 - نماز ظہر سبdenا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے ابراہیم (آ:) اور یہاں دیگر کاموں کی نماز کی جائے # ۴۰
 - نماز عصر سبdenا عزیز علیہ السلام کی یادگار ہے سبdenا عزیز (آ:) اور یہاں دیگر کاموں کی نماز کی جائے # ۴۱
 - نماز مغرب سبdenا داؤد علیہ السلام کی یادگار ہے داؤد (آ:) اور یہاں دیگر کاموں کی نماز کی جائے # ۴۲
 - نماز عشاء تاجدار کائنات حضور ﷺ کی یادگار ہے گدشہ و حکیم (آ:) اور یہاں دیگر کاموں کی نماز کی جائے # ۴۳

فصل دوم : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

- حج جملہ مناسک حج انبیاء، علیہم السلام کی یادگاریں۔ سمعہ آذینیا (آ:) # ۳۷
 - احرام انبیاء، کرام علیہم السلام کے لباس حج کی یادگاری حججہر پوشاک کے سرخے # ۸۰
 - تبلیغ سیدنا ابراہیم ﷺ کی پسکار اور اس کے جواب کی یادمنانی تالیفیتیں آماما دے ر سرداری کے حضرات ایضاً (آ:) - اور آنکھیاں اور تاریخیں جوابیں # ۴۳

﴿ آسیخاً طواف کرناسنت انساء کے یادمنانے ﴾ (آ)- ار شراغے تا ویکھ کرنا سُنعت # ۵۰

رمل حضور ﷺ اور صحابہ (رض) کے انداز طواف کی یاد منانے پر
رمل (دپرے ساتھ چلن) راس سُلے پاک سُلٹا جائیں اور سُلٹا جائیں
تاویل افہر پریمیاپرے ییادے (سُرگے) # ۵۳

• طواف مبن اضطیاب کرنا بھی سنت مصطفیٰ ﷺ ہے
‘اجْتَهَادُ’ کرنا سُنّتِ مُحَمَّدٰ ﷺ # ۵۷

● سماں صفا و مروہ کی سعی سیدہ هاجرہ علیہا السلام کی سنت ہے (پاہادے) ساہی (دُوڈانے) کرنا سایی دینا ہے رات ہاجرہ (آ:) اور سونت # 68

عرفات مزدلفہ اور منی حضرت ادم و حوا ﷺ کی یادگار ہیں

عروف و مزدلفہ میں ظہرین و مغربین کی ادائیگی سنت مصطفیٰ ﷺ
آزاد فنا و موجدان لئے جسکے نتیجے مارکسیوں کا مذہبی انقلاب ہوا۔

قریانی ذبح اسماعیل علیہ السلام کی باد ہے
کُرَبَانِيْ ذَبْحُ اسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْ يَادَ بَيْهُ
ایسماں ایل (آ:) # ۹۸

﴿ قریانی کے جانور شعائر اللہ پس آنکھاں نیوں # ۹۵ ﴾

﴿كَنْكِرٍ يَا مَارِنَّ كَاعِمَلٍ سُنْتَ ابْرَاهِيمَ (ع) بِهِ هَيْرَاتٍ إِبْرَاهِيمَ (أَمَّا) إِرْ سُونْتَ # ۷۶﴾

☞ اک اعضاً # ۸۱

● سماں لاؤ چنار جو اب اور بے مارا نقطہ نظر # ۸۲
دوم باب دھیتیاً اُخْدَىٰ

﴿وَمَرْسَتْ مُسْرَتْ وَغَمْ كَيْ يَادْ # ٨٥
 ﴿أَنَانْدْ وَپِرسَانِيْ مُلْكَ شَطْنَا بَلَّيْرَ الْعَرَنْ # ٨٦
 ﴿يَوْمَ مُوسَى (ع) مَنَانِيْ كَيْ بَلْ اِیَتْ # ٨٧
 ﴿يَوْمَ تَكْمِيلْ دِینْ بَهْ طُورْ عَبِيدْ مَنَانَا # ٨٨
 ﴿إِسْلَامَ پَارِپُورْ هَوْيَا رَدِینْ سَنْدِ هِسَا بَهْ پَالَانْ كَرَا # ٨٩
 ﴿هَجَرَ إِلَاكَا مَقَامَ حَجَرَسَيْ گَزْرَتَيْ وَقَتْ حَضُورَ (ص) كَيْ بَدَایَاتْ # ٩٠
 ﴿أَتِکْرُمْكَالَهْ هَوْجَرَ (س) إِرَهْ عَوْضَدَهْ # ٩١﴾

● هجرا نامک سٹانے 'حامد' مقام حجرر قوم ثمود کے کنوں سے پانی پینے کی مانعت جاتیں کوپرے پانی پان کرتے نیزخواہا # ۹۰

ହ୍ୟରତ ଛାଲେହ (ଆ:) ଏଇ
ଉନ୍ନିର ପାନିର *Bangladesh Janatul Imamat Mostofa*
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

তৃতীয় অধ্যায়

- مہا پیغمبر آل-کوئرআনের ভাষায়
● قرآن تزکرہ میلاد انبیاء
● نبیগণের میلاد ۱۰۷
- میلاد نامہ کا پس منظر
● میلاد نامہ کا (جنু বিষয়ক) দৃশ্যপট ۱۰۷
- تزکرہ انبیاء سنت الہیہ یے
● نبیگণের میلاد ۱۰۸
- آرمیہ (آ:) گণের میلادের গুরুত্ব # ۱۱۵
- میلاد انبیاء علیہم السلام کی اہمیت
● میریم (آ:) اور جیون বিদ্রোহ # ۱۲۲
- میلاد نامہ مریم علیہا السلام
● ایয়াহ-ইয়া (آ:) اور میلاد نامہ بحیی علیہ السلام # ۱۲۶
- ایسا (آ:) اور جیون ইতিহাস # ۱۳۰
- میلاد نامہ عیسیٰ علیہ السلام
● میلاد نامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
● احمدیہ # ۱۳۸
- میلاد نامہ انبیاء سے میلاد نامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک
● آرمیہ (آ:) اور جনু ইতিহাস থেকে مুহাম্মদ মুস্তফা (স:) এর জীবন
● পর্যন্ত # ۱۳۸

চতুর্থ অধ্যায়

- جشن میلاد النبی ﷺ کا قران حکیم سے استدلال
● میلاد نبی ﷺ উৎসবের پক্ষে کুরআনে کاریم থেকে আমাণی دلیل # ۱۸۸
- شب میلاد و شবے میلاد و شবے کদরের মুখোযুধি # ۱۸۷
- جشن نزول خوان نعمت سے استدلال
● نیয়মতের থালা নাজিলের উৎসবের থেকে دلیل # ۱۵۳
- جشن آزادی منانے سے استدلال
● جشن آزادی منانے স্বাধীনতা উৎসব পালন থেকে দলীল # ۱۵۴
- تہذیبی کৃষ্টি কালচারের ধারাবাহিকতার অত্যাবশ্যকীয়
তাগিদ # ۱۵۶
- نعمتوں پর খুশি মনাস্ত এবং عالیہم السلام
● نبیগণের سন্নত # ۱۵۷
- میلاد مصطفیٰ ﷺ کی خوشیان منانے کا حکم خداوندی
● مুহাম্মদ মুস্তফা (স:) এর জন্মের দিনে আনন্দ পালন করা আল্লাহর নির্দেশ # ۱۵۹
- ایمان بالله سے پہلے ایمان بالرسالت کی ناگزیریت
● آلام্ভ প্রতি ঈমান গ্রহণের পূর্বে রাসূলে পাক (স) এর প্রতি ঈমান বাধ্যতামূলক # ۱۶۲
- لفظ قل سے حکم کی ایمیت اور قضیلت اور بشره جاتی
● “کুল” শব্দের
থেকে হকুমের গুরুত্বও ফজিলত আরো বৃদ্ধি পায় # ۱۶۳
- حضور نبی اکرم ﷺ کی فضل اور اس کی رحمت بیس
● حبّلুর নবী আকরাম (স) আল্লাহর ফজল এবং তাঁর রহমত # ۱۶۴
- ایکটি سূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানীক বিচক্ষণতা # ۱۶۸
- ایکی لطیف علمی نکته
● **Bangladesh নিয়মের বাধ্যতা কোরআন** # ۱۶۹
● **অসল কোরআন** # ۱۶۹
● **(Sallallaho Alayhi Wasallim)**

- ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ كَامِعُنِي﴾ # ۱۹۱
- ﴿أَنَّمَا تَفْسِيرُكَ نَزَدِكَ فِي مُفْحَصِّرِنَةِ كَرَامَةِ مَرَادٍ﴾ # ۱۹۲
 'فَجَلُّوْلَاهُ' دُوَارًا كَمُورَادٌ # ۱۹۲
- ﴿أَنَّمَا تَفْسِيرُكَ نَزَدِكَ فِي فَضْلِ وَرْحَمَةِ كَامِفَهُومَ﴾ # ۱۹۳
 فَجَلُّ وَرَحْمَتِ الرَّحْمَنِ حَمْرَمْ # ۱۹۳
- ﴿عَلَامَهُ طَبَرِيَّ (م ۵۴۸) نَسَى أَسَى آيَتَ كَمِيزِ ذِيلِ مَيِّزِ لَكَهَا بَهَ﴾
 (رَهْ): (هِ ۵۸۷) إِنَّ آيَاتِ الرَّحْمَنِ سَبَقَكَ لِيَخْتَهَنَ # ۱۸۲
- ﴿مَوْلَانَا اشْرَافُ عَلِيٍّ تَهَانُوا كَانَقَطَهُ نَظَرٌ﴾ # ۱۸۳
 سُكُونُ دُرْثِي # ۱۸۴
- ﴿فَضْلُ وَرْحَمَتِ الرَّحْمَنِ كَمِيزِ خُوشِيَّ كَيُونَ كَرَمَانِيَّ جَانِيَّ﴾ # ۱۸۵
 آغَمَنِيَّرِيَّ عَلَيْهِمُ الْعُوْشِيَّ الْمُلَانِ كَرَأَيَّا يَابَهَ # ۱۸۶
- ﴿آيَتَ آيَاتِ الرَّحْمَنِ مَدْحُوَّ سَامِيلَ كَرَأَرَ فَلَ # ۱۸۷﴾
- ﴿فَبِذَلِكَ كَيَّسِتُكَ حَكْمَةَ آيَاتِ الرَّحْمَنِ حَكْمَةَ هَكْمَتَ # ۱۸۸﴾
- ﴿نَعْمَتَ كَيَّسِتُكَ شَكْرَانِيَّ كَانَفَرَادِيَّ وَاجْتِمَاعِيَّ سَطْحِ بَرَ حَكْمَ نِيَّمَتِرِيَّ عَلَيْهِمُ الْعُوْشِيَّ الْمُلَانِ # ۱۸۹﴾
- ﴿آيَتَ مَذَكُورَهُ مَيِّزِ كَشِيرَ تَاكِيدَاتِ كَاسِتِعَمَالِ بَهْرَيْتَ آيَاتِ الرَّحْمَنِ تَاكِيدَاتِ آدَمِيَّهُ # ۱۹۰﴾
- ﴿هُوَ خَيْرُ مَا يَجْمِعُونَ كَيَّسِتُكَ حَلَّيَّا خَاهِرَمَ مِيشَاهَ إِيَّاهَجَمَاؤَنَّ﴾ # ۱۹۱
 آيَاتِ الرَّحْمَنِ بَهْرَيْخَاهَ # ۱۹۲
- ﴿جَشِنِ مِيلَادِ شَكْرَانِهِ نَعْمَتُ عَظِيمِ ﷺ﴾ # ۱۹۳
 مَيِّلَادِ عَوْسَبِ نِيَّمَتِرِيَّ وَجَمَارِ (مَهَا نِيَّمَتِرِيَّ) كُتْجَتَتَا # ۱۹۴
- ﴿نَعْمَتُونَ كَأَشْكَرَ بِجَالَانَا سَمْهَرِيَّ شَوَّرِيَّ بَهَ؟﴾ # ۱۹۵
 كَرَأَيَّا كَنَّ أَبَشَّيَّكَ؟ # ۱۹۶
- ﴿نَعْمَتُ شَكْرَانِهِ نَعْمَتُ كَمِيزِ طَرِيقَيَّ نِيَّمَهُرِيَّ نِيَّمَ۱۹۷﴾
- ﴿ذَكْرُ نَعْمَتِ نِيَّمَتِرِيَّ سَهَرَنِ # ۱۹۸﴾
- ﴿إِيَّادِتَ وَعَبَادَتَ وَعَوْسَانَا # ۱۹۹﴾
- ﴿آلَوَّاَنَارِيَّ مَادَحَمَ نِيَّمَتِرِيَّ شَوَّكَرِ # ۲۰۰﴾
- ﴿تَحْدِيثُ نَعْمَتِ كَيْسِيَّ كَيَّانِيَّ تَحْدِيثُ نَعْمَتِ # ۲۰۱﴾
- ﴿جَشِنِ عِيدِ # ۲۰۲﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

میلاد النبی ﷺ

پاکستانی

بنگلہ دیش

উৎসব

গোয়ারে কায়েনাত সাইয়েদুল মুরসালীন হজুর নবীয়ে করীম ﷺ এর পৃণ্যময়
শোর দিনে (শুকরিয়াতান) খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করাকে জশনে মীলাদুন্নবী
এবং গীলাদুন্নবী উৎসব বলা হয়। ইহা এমনই বরকতময় আমল, যার
ফলে আবু লাহাবের মত কাট্টা কাফেরের ও উপকার সাধিত হয়। রাসুলে মাকবুল
এর জন্মের দিনে খুশি প্রকাশ করার প্রেক্ষিতে প্রতি সোমবার যদি কাট্টা
কাফেরের (আবু লাহাবের) কবরের আজাব লাঘব হওয়া নছীব হয়, তাহলে ঐ
সকল মুসলমানদের পৃণ্যময় আমলের বাবরকতে তাদের ঠিকানা কোথায় হবে,
যাদের গোটা জীবন এই রাসুলে পূরনূর এর পৃণ্যময় জন্মের জন্ম উৎসবে
অগ্রাহিত হয়।

কৃপ কায়েনাতের সর্দার হজুর নবী করীম ﷺ স্বয়ং নিজ জন্ম দিনের তাজীম
করতেন এবং এ বিশ্বভূবনে তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ প্রতি সোমবার
গোজা পালন করতেন। হজুর ﷺ এর পৃণ্যময় জন্ম দিনের তা'জীম-তাকরীমের
স্বরূপ প্রকাশে নিয়মতরে শোকর আদায় করা আল্লাহ্ ত্বরক তায়ালার সরাসরি
নির্দেশ। কেননা একমাত্র হজুর নবী করীম ﷺ এর পৃণ্য আস্থার অস্তিত্বের
ধারাগ্রাহিকতায় সকল অযুদের পৃণ্য লাভ হয়েছে।

মীলাদুন নবী ﷺ-এর (জন্ম উৎসবের) আমল হিসেবে হজুরে পাক ﷺ এর
শুগ দরুদ ও সালাম পেশ যেন অত্যাবশ্যকীয় ফরজ সমূহ আদায়ের প্রতি প্রলুক্ত
করে এবং অন্তর রাজ্য (পৃণ্য লাভের প্রতি) উৎসাহ উদ্দিপনা ও আগ্রহের প্রসার
খটায়। প্রতিনিয়ত মীলাদ ও সালাতু-সালাম পেশ স্বভাবতই খোদ শরীয়তের
(ধৰ্মীয়) বিধানাবলি পালনে আগ্রহ যোগায় এবং তার বিনিময়ে বরকত নছীবের
কারণ হয়। যার ফলে জমছরে (অধিকাংশ) উচ্চতে মোহাম্মদী ﷺ মীলাদুন্নবী
উৎসব পালনে গর্ব বোধ করে এবং উত্তম আমল হিসাবে অতীব মুস্তাহসান
আলেগাকুল এবাদত মনে করে থাকে।

ধৰ্ম পবিত্র জীবন তাৎপর্য ও নূরময় করতে এবং রাসুল প্রেমের আবেগ উচ্ছাস
শাপন চরিত্রে আলোকিত ও উন্নিসিত করতে 'মাহফিলে মীলাদ' মহান সুষ্ঠার কুঞ্জী
কর্তৃণা (পরিত্রাণ মূলক আমল) আদায়ে মহান ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। এ
সমাই মীলাদুন্নবী ﷺ উৎসবে রাসুলে মাকবুল ﷺ এর ফজিলত, আকৃতি প্রকৃতি,

অন্তরঙ্গ জীবন, চরিত্র মাধুর্য ও মহান মো'জেয়ার বর্ণনা সহ উত্তম আদর্শ সমূহের ইতিবৃত্ত এবং শাফায়াতের প্রার্থনা, বিনয়ের সূরে, আবেগাকুল হৃদয়ে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে।

মীলাদুন্নবী উৎসবের এক তাৎপর্যময় আবশ্যিকীয় উদ্দেশ্য এই যে, রাসূল পাক
এর মহবত ও তাঁর নৈকট্য লাভ করে অন্তরে নূর সৃষ্টি হওয়া এবং রাসূল
এর মহান সত্ত্বার সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক গভীর ও সতেজ হওয়া। আর ইহাই শরীয়তের বাস্তব উদ্দেশ্য।

হজুর নবী আকরাম
এর ফজিলত ও কামালাতের পরিচয়ে ঈমান বিন্নাহ
(আল্লাহর উপর ঈমান) এবং ঈমান বিরিসালাত (রাসূলের
প্রতি ঈমান) বৃদ্ধির আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে। রাসূলে পাক
এর প্রতি শুদ্ধা, তাজীম
সম্মানবোধ ও ঈমানের প্রাথমিক ভিত্তি মজবুত করে। মীলাদে মুস্তফা
এর প্রচলনে খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করা, মাহফিলে মীলাদে ধ্যক্তির ও নায়াতের
অনুষ্ঠান করা, খানাপীনা এবং মিষ্ঠি বিতরণের ব্যবস্থা করা। আল্লাহ তবারক
তায়ালার দরবারে শোকরগুজারীর সর্বাপেক্ষা দৃশ্যমান কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে
গণ্য।

আল্লাহ তবারক তায়ালা আমাদের জন্য রাসূল মুহাম্মদ (স)কে নবী হিসেবে
প্রেরণ করে আমাদেরকে অসীম দয়া, মেহেরবাণী ও অনুগ্রহের পার্শ্বে আবদ্ধ করে
দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহ তায়ালার এ অসীম দয়ার দানে
আমাদেরকে সাফল্যের চরম শিখরে উপনীত করেছেন।

যেমন করে পবিত্র রম্যানুল মোবারক মাসকে আল্লাহ রাকবুল ইজ্জত মহা গ্রন্থ
আল-কোরআন এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার উচ্চিলায় অন্যান্য মাস সমূহের উপর
প্রাধান্য দিয়েছেন, অনুরূপ রবিউল আউয়াল মাসের প্রাধান্যের এবং একক
শ্রেষ্ঠত্বের কারণও এই যে, মহা গ্রন্থ আল কোরআনের বাহক এই মাসেই
তাশরীফ গ্রহণ করেছেন। এই বরকতময় মাস হজুর নবী আকরাম
এর পূর্ণময় জন্মের মাস হেতু সকল মাসের উপর দর্শনীয় পার্থক্য ও ফজিলত বহন
করে। রাসূলে পাক
এর জন্ম মুহূর্ত লাইলাতুল কদর অপেক্ষা ফজিলতপূর্ণ।
লাইলাতুল কদরের রাতে কোরআন নাজেল হয়েছে। তাহলে শবে মীলাদে পবিত্র
কোরআনের বাহকের আগমন হয়েছে। বাহকের আগমন পূর্বে না হলে কোরআন
কোথায়, কার উপর বাহন হত? লাইলাতুর কদরের মর্যাদা ও মর্তবা এ জন্য
হয়েছে যে, উহা কোরআন অবতীর্ণ এবং ফেরেশতা আগমনের রাত পক্ষান্তরে
মহা পবিত্র আল কোরআন (মুহাম্মদ মুস্তফা সুস) ব্রহ্ম কুলে অসেছে। যদি হজুর
Panjadeshi Anjuman Ashikqane Mostafa
(*Sallallaho Alayhi Wasallim*)

নবী আকরাম (স:) এর আগমন না হত, তাহলে কোরআন অবর্তীণ হত না। শবে কদর হত না, অন্য কোন রাতও হত না। এ সকল ফজিলত এবং শ্রেষ্ঠত্ব মুহাম্মদ মুস্তফা সালাম আলাইকুম এর জন্মের কারণে বা বিনিময়ের ফল। অতএব মীলাদুর্মুবী সালাম আলাইকুম শবে কদর অপেক্ষা অবশ্যই আফজল ও উত্তম।

এই মানবীয় বিশ্বের উপর আল্লাহু রবুল ইজত বেশুমার দয়া ও নেয়ামত প্রদান করেছেন। ইনসানের প্রতি আসীম দয়া, করুণা ও অনুগ্রহ করেছেন। আর এ অবদান ও নেয়ামতের এ নিয়ম আবাদুল আবাদ পর্যন্ত অসীম দান হিসেবে জারী ও কায়েম থাকবে। মহা মহীম আল্লাহু তবারক তায়ালা আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা করুণা করেছেন। যার মধ্যে প্রত্যেক নেয়ামত সমূহ একটা অপেক্ষা অন্যটা বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। তথাপি সেই মহান বারী তায়ালা কখনই তাঁর নেয়ামতের উপর খোঁটা দেন না। আল্লাহ তবারক তায়ালার প্রদানকৃত নেয়ামতের সংখ্যা নির্ধারণ করা যাবে না। যে দিকেই তাকাব সে দিকেই সেই মহান বারী তায়ালার অসীম নেয়ামত দৃষ্টি আকৃষ্ট করবে চক্ষুশমানদের চোখে। যেমন—মহান আল্লাহু তায়ালা বিভিন্ন স্বাদ ও রুচিতে সমৃদ্ধি করে রকমারী খাদ্য ও পানীয় দান করেছেন। তথাপিয় তজ্জন্য কোন খোঁটা দেন না। দিন-রাতের মধ্যে এমন এক শৃংখলাপূর্ণ ওয়াক্ত সমূহ দান করেছেন যা বিশ্রাম, আরাম-আয়েশ ও কর্মবিরীতর সাথে সাথে আমাদের আবশ্যকীয় জীবনের জন্য তা শান্তির উপায় হয়ে যায়। সাগর-মহা সাগর, পাহাড়-পর্বত সমূহ এবং প্রশস্ত শূণ্যতাকে আমাদের জন্য মন্ত্রমুঞ্ছ করে দিয়েছেন। আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন এবং আমাদের শরীরে বুজুর্গী ও শ্রেষ্ঠত্বের তাজ পড়িয়ে দিয়েছেন। পিতামাতা-ভাইবোন, আওলাদ ফর্জন্দ ইত্যাদি নেয়ামত সমূহ যেমনি সূলভে দান করেছেন, ভূমগুল ও আকাশ মণ্ডলকেও স্বীয় দান এবং মেহেরবাণী দ্বারা তেমনি রহমতে পরিপূর্ণ করেছেন যে, আমরা তার বাস্তবতা অনুভব করতে হিমশিম আচ্ছি। তা সত্ত্বেও তাঁর এ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে আল্লাহ তবারক তায়ালা একক বা যৌথভাবে কোন ইহসান জিতলায়নি বা খোঁটা দেন নি।

বাস্তুত তিনি (আল্লাহু) বিশ্বজগতের মহান প্রতি পালক হওয়ার ফলে বিনা পার্থক্যে মোমেন কাফের তথা সকল সৃষ্টির প্রতি সমান দয়ালু এবং তাঁর (আল্লাহর) দয়া মাধ্যম্যে সকলকেই আপন রহমতের আশ্রয়ে রেখেছেন। কিন্তু কোন এক মহা নেয়ামত যার কারণে অন্য সকল নেয়ামত দান করা হয়েছে, সেই মহা নেয়ামতের শ্রেষ্ঠত্বের বেষ্টনী আবর্তে রেখে যখন মানবিক প্রকারে রূপান্তর করলেন তখন কুল কায়েনাতের নেয়ামতের বাস্তুত প্রতিষ্ঠান **Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostoifa** জিত্লাইলেন বা খোঁটা

দিলেন। তাঁর প্রকাশ ও শুভাগমণ সাধারণ্যের ন্যায় করেননি, বরং কুল মাখলুকাতের মধ্যে এক অভিস্মরণীয় ও অতুলনীয় একক আবির্ভাব হিসেবে মোমেনদের জন্য শুভবার্তা পাঠালেন। সেই সাথে এই একক মহা নেয়ামতের জন্য ইহসান জিত্তাইলেন বা খোঁটা দিয়ে আল্লাহ সরাসরি ঘোষণা করলেন—

لَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ (الْعِمَرَانَ ١٦٤)

(১৬৪- উম্রান)

অর্থাৎ “নিঃসন্দেহে আল্লাহ ত্বারক তায়ালা মোমেনদের প্রতি অসীম এহ্সান করেছেন এই যে, তাদের জন্য তাদের মধ্য থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল ﷺ প্রেরণ করেছেন।”

ইসলামের জন্য আল্লাহ ত্বারক তায়ালার নেয়ামত সমূহ এবং তাঁর ফজল ও করম এর প্রতি শোকর আদায় করা গোলামিত্ত ও বন্দেগীর জন্য অত্যাবশ্যক। তা সত্ত্বেও কোরআন এক জায়গায় তার প্রতি যে হেকমত বর্ণনা করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমান :

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيَّدَ تَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ (ابراهিম - ৭)

অর্থাৎ “যদি তুমি শোকর আদায় কর তা হলে আমি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সমূহ আরো বৃদ্ধি করব। পক্ষান্তরে যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে জেনে রাখ আমার শাস্তি খুব কঠিন। (সূরা ইব্রাহিম-নং-৭)

বর্ণিত আয়াতের মর্মে ইহা প্রণিধান যোগ্য যে, নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের প্রতিদানে নেয়ামত বৃদ্ধি অবশ্যভাবী। বস্তত নেয়ামতের শুকরিয়া করার বিধান শুধু উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ এর জন্যই নহে; বরং পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের প্রতিও এ নির্দেশ ছিল। সুরায় বাকারাহ এর ৪৯নং আয়াতে বনিইস্রাইলকে ঐ নেয়ামতের স্মরণ করায়েছেন, যার বিনিময়ে বিশ্বের মধ্যে তারা সম্মানের স্তরে উপনীত ছিল। অতঃপর ঐ কাওমকে ফিরাউনি যুগে তাদের প্রতিশ্রূতি ভংগের জন্য কঠিন শাস্তিতে নিমজ্জিত করা হয়েছিল। যার পরিআচারে তাদের জন্য উহা এক বড় নেয়ামতের ছুরাতে পরিণত হয়ে ছিল। সে প্রেক্ষীতে আল্লাহ ফরমান :

وَإِذْ نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَسْوُمُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ (البقرة - ৪৯)

“এবং (হে ইয়াকুবের বংশধর! স্বীয় কাওমের ঐতিহাসিক ঐ ঘটনার কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের কাওমকে ফেরাউন থেকে পরিআচার দেই। যা তোমাদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ে (বালিদান শাস্তি দিয়েছিল)

মহা পবিত্র আল কুরআনের অত্যুজ্জল বর্ণনায় দাশত্ত ও বন্দত্তি জীবন থেকে স্বাধীনতা অনেক বড় নিয়ামত। যার প্রতি শোকরিয়া আদায় করা পরবর্তী বংশধরদের একান্ত কর্তব্য। বর্ণিত ঘটনার প্রমাণ সাপেক্ষে আমাদের প্রতি এই দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, কাওমের স্বাধীনতাকে আল্লাহ্ তবারক তায়ালার তরফ থেকে প্রদান কৃত অনাকাংখীত নেয়ামত জ্ঞান করা এবং তার প্রতি শোকর আদায় করা কর্তব্য। বর্ণিত আয়াতে কারীমাহ এই হৃকুমের সাক্ষ্য প্রদান করে যে, নেয়ামতের শোকরিয়ার প্রেক্ষাপটে একই পদ্ধতিতে যথাযথ নিয়মে খুশি ও আনন্দ শোকাশ এ জন্য আবশ্যিক যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যেও যেন এই নেয়ামতের কদম ও মূল্য একইভাবে আরো উত্তমরূপে বিশেষ আগ্রহের সাথে চলতে থাকে। স্বৃষ্টি ইন্সান বছরান্তেই শুধু নয়, বরং সার্বক্ষণিকভাবে নেয়ামতে এলাহিয়ার প্রতি সুজুর্গ বরতর আল্লাহ্ র জাতে করীমাহ এর শোকর আদায় করতে থাকবে। তারপর দিন, সময়, কাল ও যুগের বিবর্তনে ঐ দিন ঐ মুহূর্ত দ্বিতীয়বার আবার ঘূরে আসবে, যার প্রতি একই পদ্ধতিতে (ঐ কাওমের প্রতি) সমানভাবে আল্লাহ্ র শাজাল ও করম আসতেছে, তখন খুশি ও আনন্দের অবস্থা আপনা-আপনি উৎসবে ঝুঁপ লাভ করবে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এমনি ভাবেই বর্ণনা ঘটেছে।

যখন বণী ইস্রাইলদিগের ফেরাউনি অত্যাচার ও নির্যাতন এবং তার প্রভাব শক্তি থেকে স্বাধীনতা লাভ হল এবং নীল নদের তুফানী চেউ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে শীমা উপত্যাকায় পৌছলো, তথায় তখন প্রচণ্ড গরম ও কাঠফাঁটা রোদের তীব্রতা ছিল। তখন সেখানে বৃষ্টির ছায়ানীড় খাড়া করে দেয়া হয়েছিল।

পবিত্র আল কোরআনের আয়াতেই সে বর্ণনা ঘটেছে।

وَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالشَّلُوْا . (البقرة - ১০৭)

অর্থাৎ “এবং (স্মরণ কর) যখন (ফেরাউন নীলনদে তুবে যাওয়ার পরে তোমরা শাম দেশে রওয়ানা হয়ে গেলে এবং তীহ উপত্যাকায় পেরেশান অবস্থায় ঘূরাফেরা করতে ছিলে) তখন আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া রেখে দিলাম এবং তোমাদের জন্য “মান্না সালওয়া” অবর্তীর্ণ করলাম।”

এমনি ভাবে মহা পবিত্র আল-কোরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে খাছ খাছ নেয়ামত সমূহের উল্লেখ করে সে সকল দিনের তাৎপর্য উল্লেখপূর্বক স্মরণ করার হৃকুম দিয়েছেন।

বস্তুত আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের উপরে খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করা সুন্নতে আবিয়াও প্রমাণিত হয়। যেমন— হ্যরত ঈসা (আঃ) যখন স্বীয় কাওমের জন্য মায়েদা (এক প্রকার খাদ্য বিশেষ) এর প্রার্থনা জানালেন, তখন আপন রবের প্রতি যে আরাধনা করে ছিলেন:

رَبَّنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَأْيَدًا مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلَنَا وَإِبَةً
مِنْكَ - (المائدہ - ۱۱۴)

অর্থাৎ “হে আমাদের প্রভু, আমাদের প্রতি আসমান থেকে খানা (নেয়ামত) অবতীর্ণ করুন যে, (তার নাজেলের দিন) আমাদের জন্য ঈদ (অর্থাৎ খুশির দিন) হয়ে যায়। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্যও উহা (খানা) তোমার তরফ থেকে (তোমার কুদরতী কালেমার জন্য) নির্দশন হিসেবে গণ্য হয়।”

কোরআন মাজীদের এই আয়াতে কারীমাহ এর দ্বারা আপন নবীর বরাত দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে এই নির্দশন দান করেছেন যে, যেদিন এ সকল নেয়ামত সমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এই দিন উৎসব হিসেবে পালন করা নেয়ামতের শুকরীয়া আদায় করার মুস্তাহসান বা সর্বোৎকৃষ্ট ছুরাত। এ আয়াতে কারীমায়ে ইহাও শিক্ষণীয় জ্ঞানীক বিষয় যে, কোন নেয়ামত লাভের পর তারাই আনন্দিত হবে যাদের অন্তরে স্বীয় নবীর প্রতি প্রেম ও ভালবাসা জাগ্রত আছে। আর সে তার প্রেম প্রকাশে আপন নবীর সাথে শরীক হয়।

আল্লাহ তবারক তায়ালার কোন নেয়ামতের শোকর আদায় করার অন্য এক প্রসিদ্ধ পদ্ধতি ইহাও যে, মানুষ নেয়ামত লাভের পরে নিজ নিজ খুশি প্রকাশের সাথে সাথে অন্যান্যদের সামনে তা প্রকাশও করে। ইহাও শোকর আদায় করার একনিয়ম। আর এভাবে শোকর আদায় করার হুকুম কোরআনে কারীমা থেকেই ছাবেত। (১- رَبِّكَ فَحَدِّثَ - (الضحى -

অর্থাৎ “এবং আপনি রব প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের বেশী বেশী আলোচনা করুন। (যাতে মানুষ বুঝে ও আমল করে।)

বর্ণীত আয়াতে প্রথমেই নেয়ামতের জিকরের হুকুম এই যে, আল্লাহ তবারক তায়ালা প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে সার্বিকভাবে জ্ঞান-প্রাপ্তি দিয়ে স্মরণ রাখতে হবে। আর নিজ ভাষায় তার জিকর (প্রকাশ) করতে হবে। কিন্তু এই জিকর অন্য কারো জন্য নয়, এক মাত্র আল্লাহ তবারক তায়ালার জন্যই হতে হবে। অতঃপর নেয়ামতের আলোচনার হুকুম দেয়া হয়েছে খোদাব মাখলুক একমাত্র বান্দাদের সম্মুখে তাঁর বর্ণনা এভাবে করতে হবেয়ে, প্রশংসনের মাধ্যমে (Salahaho Alayhi Wasallim)।

দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রকাশ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নেয়মতের জিকর বা আলোচনার বিষয় বা সম্পর্ক আল্লাহ্ তায়ালার সাথে আর শোকর আদায় করার সম্পর্কটি মাখলুকের সাথে। যাতেকরে লোকের মধ্যে অধিকতর গ্রাচলন হয়ে যায়। যেমন— আল-কোরআনে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন :

فَإِذْ كُرُونَ نِيْ إِذْ كَرْكِمْ وَشَكْرُوْالِيْ لَوْلَكْفِرُوْنَ - (البقرة - ١٥٢)

অর্থাৎ ‘যদি তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমদের স্মরণ করব এবং আমার শোকর আদায় কর, (নেয়মতের) অবজ্ঞা কর না।’

বর্ণিত আয়াতে কারীমা এই শিক্ষা দেয় যে, তোমরা শুধু আমাকে স্মরণই করবে না; বরং আমি আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়মতের শোকর আদায়ের সাথে এভাবে জিকর কর যেন আল্লাহ্ তবারক তায়ালার সাথে খালকে খোদা (আল্লাহ্ সৃষ্টি মাখলুকাত) যেন শ্রবণ করে।

অতঃপর অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ কর। শোকর আদায় করার পদ্ধতি এ রকমও হয় যে, নেয়মতের উপর খুশি ও আনন্দ প্রকাশের উৎসব যেন ঈদের উৎসবের ন্যায় করা যায় বা করা হয়। পূর্ববর্তী উম্মেগগণও যেদিন তাদের নেয়মত প্রাপ্তির দিন আসতো ঐ দিনকে তারা ঈদ উৎসবের ন্যায় পালন করত। কোরআনে মজীদে হ্যরত ঈসা (আঃ) এর সেই দোয়ার উল্লেখ আছে। যার মধ্যে তিনি আল্লাহর দরবারে ইহার আশাবাদীও ছিলেন। যেমন: আল্লাহর দরবারে হ্যরত ঈসা (আঃ) এর ফরিয়াদ।

- رَسَّنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِبِيدًا لَا وَلِنَا وَأَخِرَنَا -

(المائدة - ١١٤)

“হে আমাদের প্রতিপালক! আসমান থেকে আমাদের প্রতি খানা (নেয়মত) অবর্তীর্ণ কর। যেন (তা অবর্তীর্ণের দিন) আমাদের জন্য ঈদ (অর্থাৎ খুশির দিন) হয়ে যায়। আমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের জন্যও।”

বর্ণিত আয়াতের মর্মে ইহা প্রণিধান যোগ্য যে, এখানে ‘মায়েদাহ’ এর জন্য প্রার্থনার প্রতি নেয়মতের উপর খুশির ঈদ মূলক আবেদনের অর্থাৎ নেয়মত প্রাপ্তির দিনও যেন ঈদের দিন হিসাবে পরিগণিত হয়, তজ্জ্যও প্রার্থনায় উল্লেখ হয়েছে। ঈসাই সম্প্রদায় আজ অবধি রোববার দিন ঐ নেয়মত লাভের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বা শোকর আদায়ের পদ্ধতিতে ঈদ হিসেবে গণ্য করে থাকে। সে মুহূর্তকাল আমাদের জন্য *Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostoja* ‘মায়েদাহ’ অবর্তীর্ণের দিন

যেমন নেয়মতের জন্ম ও মাবউছ বা প্রেরণের বিষয়, অনুরূপ মীলাদে মুস্তফা আল্লাহু আল্লাহ এর সাথে কি তুলনা হয়? মূলত এই মহা নেয়মতের (মীলাদে মুস্তফা স:) উপরই তো ‘মায়েদাহ’ এর মত কোটি কোটি নেয়মত ক্ষেত্রবান হয়ে যায়। মূলত : মীলাদে মুস্তফা আল্লাহু আল্লাহ এর দিনের (মীলাদুন্নবী আল্লাহু আল্লাহ) সাথে বা মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ এর সাথে এমনকি তাঁর জন্মের সাথে ‘মায়েদাহ’ এবং তা অবতীর্ণের দিনের কোন তুলনা হয় না।

ছহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে হ্যরত ওমর (রা) এর এক বর্ণনা এসেছে যে, এক ইহাহ্নী তাঁর খেদমতে প্রশ্ন করলেন-যেদিন এই আয়াত أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لِكُمْ دِينَكُمْ নাজেল হল, সেদিন কি আপনারা ঈদের উৎসব হিসেবে পালন করেন? যদি আমাদের প্রতি অনুরূপ আয়াত রাতেও নাজেল হত; তাহলে আমরা ঐ রাতকেও ঈদ মান্য করে নিতাম। এ প্রশ্নের উত্তরে হ্যরত উমর (রাঃ) ফরমাইলেন : আমি সেই দিন এবং স্থান যথায় বর্ণিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তা আমি বিশেষভাবে আবগত আছি। উক্ত আয়াত ইয়াওমে হজ্জ এবং ইয়াওমে জম্যাতুল মোবারাকাহ এ আরাফাতের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল। আমাদের জন্য এই উভয়দিন ঈদের দিন। ১

বর্ণিত আলোচনার উপর এভাবে প্রশ্নের উত্তেক হয় যে, যদি তাকমীলে দীন (দীনের পূর্ণতার আয়াত) এর আয়াত নাজিলের দিন ঈদ হিসেবে পালন জায়েজ বা বৈধ হয়, তাহলে যেদিন স্বয়ং مُحَسِّنٌ إِنْسَانِيَّتٍ মুহসীনে এনসানিয়াত (অর্থাৎ মানবতার আদর্শ হজুর আল্লাহু আল্লাহ স্বয়ং এই পার্থিব জগতে তাশরীফ গ্রহণ করলেন, সেদিন নিয়ম মোতাবেক ঈদের দিন কেন মান্য করা যাবে না? এই প্রশ্ন ফজিলতে ইয়াওমে জুমুয়া এর বাবে আরবাবে ফিকর ও নজরকে গভীর ভাবে অনুধাবনের জন্য অনুরোধ করা গেল।

বর্ণিত বর্ণনায় ইহাও উল্লেখ হয়েছে যে, হজুর নবী আকরাম আল্লাহু আল্লাহ স্বয়ং স্বীয় মীলাদের খুশিতে বকরী জবেহ করে মেহমানদারীর আয়োজন ফরমায়েছেন। হ্যরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণনা মোতাবেক হ্যরত নবী করীম আল্লাহু আল্লাহ তাঁর

১. বর্ণিত হাদীস খানার সূত্র :

১. ছহীহ বুখারী- কিতাবুল ঈমান, বাবু জিয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুকছানিহি- ১ : ২৫ নং ৪৫
২. ছহীহ মুসলিম- কিতাবুততাফসীর- ৪ : ২৩১৩ নং ৩০১৭
৩. ছহীহ জামিয়ত তিরমীজি-আবওয়াবে তাফসীরুল কোরআন, বাবু সুরায়ে মায়েদা-৫:২৫৯
৩০৪৩।
৪. নাসাই, আসসুনান, কিতাবুল ঈমান, বাবু জিয়াদাতুল ঈমান-৮ : ১১৪ নং ৫০১২।
Bangladesh Anjuman Ashekane Mastafa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

আবিভাবের পরে তাঁর নিজের আকীকাহ করেছেন। উক্ত বর্ণনার উপর ইমাম মৈতৃত্বী (হিঃ ৭৫৯-৯১১)-এর দলিল সমূহ রয়েছে যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ এর আকীকাহ তাঁর দাদা হ্যরত আবদুল মোতালেব তাঁর জন্মের পরে করেছিলেন মৈতৃত্বী (হি: ৭৫৯-৯১১) এর দলিল সমূহ রয়েছে যে,

এবং আকীকাহ জীবনে শুধু একবারই করা হয়ে থাকে এবং ইহাই বিধান। এ জন্ম তাঁর صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ এই মেহমানদারী তাঁর জন্ম দিনের ঈদে মীলাদুন্নবী হিসেবেই করেছেন আকীকা হিসাবে করেননি। (বিস্তারিত জানার জন্য অত্র কিতাবের পথওম স্থাবের আলোচনা দেখুন)।

কুল মাখলুকের জন্য বিশ্ব জগতে হজুর নবী আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ অপেক্ষা অধিক বড় মৌমাত সম্পূর্ণই বিরল। তাঁর উপর যে অসাধারণ খুশি, আনন্দ ও প্রফুল্লতা আকাশ করা হয়েছে তার যৎকিঞ্চিত ধারনা নেয়ার জন্য كِتَابٌ سِرِّ وَتَارِيخٌ (কিতাব, ভূমন ও ইতিহাস) পাঠ থেকে আন্দাজ করা সম্ভব। ঐ কিতাব সমূহে মাঝিলত, অভ্যাস ও বৈশিষ্ট সমূহের উল্লেখযোগ্য বহু বর্ণনা পাওয়া যাবে। যাতে উহা প্রকাশ পায় যে, স্বয়ং আল্লাহ ত্বারক তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবের জন্মের স্মৃতি কর খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

রাত্যাতেই স্বাক্ষী যে, সরকারে দোআলম মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ এর জন্মের পূর্ণ মুছরাই নুরময় দৃশ্যাবলীর সমাহার এবং আকেল শুভ ঘটনা পৃঞ্জীর বছর ছিল।

ঐ বছর আল্লাহ ত্বারক তায়ালার খাছ রহমত সমূহ প্রবাহিত ছিল। এমনকি সেই খোশ নছীব প্রহর সমূহ যার জন্য সকল শতাব্দি প্রতিক্ষমান ছিল। পরিবর্তনশীল মাস ও বছর গুলি পার্শ্ব পাল্টাতে তার মুহূর্তকালের প্রতিক্ষমান অবস্থায় ছাঠাখ যেন এসে গিয়েছিল। যার মধ্যে বিশ্ব স্রষ্টার সর্বোত্তম ঈর্ষণীয় সাফল্যের মিদর্শন সমূহ স্বাক্ষ্যরূপে সর্বশেষ অবিনশ্বর রূপ সৌন্দর্যের দ্যুতি বইতে ছিল। আল্লাহ ত্বারক তায়ালার আপন প্রিয় হাবীবের এ জগতে শুভাগমন উপলক্ষে শুধুবী এমন চমকদার নূরের আলোকে উদ্ভাসিত হতে ছিল যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল আকাশ নূরে নূরাবিত হয়ে ছিল। হ্যরত ওসমান ইবনে আবিল আছ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন :

شَهِدَتْ أَمْنَةُ لِمَائِلَدَ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) فَلَمَّاْ ضَرَبَهَا الْمُخَاصِّ نَظَرٌ
إِلَى النُّجُومِ تَلَقَّى بِهِ مَوْفِي أَبِيهِ أَشْكَارِي مَوْفِي (Sallallaho Atayhi Wasallim)

خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لِلْبَيْتِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ وَالدَّارُ . فَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْظُرْ
أَلَيْهِ الْأَنْوَرُ - ۱۰۵

“অর্থাৎ যখন হজুর নবী আকরাম (স:) এর জন্মের সময় ঘনিয়ে আসলো, তখন আমি সাইয়েদা আমেনা সালামাল্লাহু আলাইহা এর পাশে ছিলাম। আমি দেখতেছি যে, আকাশ থেকে তারকা সমূহ নীচে ঝুকে পড়ে ঝুব নিকটতর হতে লাগলো। এমনিভাবে আমি দেখতেছি যে, তারকা সমূহ যেন আমার উপর ঢলে পরতেছে। অতঃপর হজুর (স:) এর পৃণ্যময় জন্মে হয়ে গেল। তখন সাইয়েদা আমেনা সালামালাল্লাহু আলাইহা থেকে এমন নুর প্রবাহিত হল, যাতে করে পূর্ণ ঘর যথায় আমরা ছিলাম এবং আশপাশগুলো যগমগ করতেছিল। আর আমার এমনি লাগলো যে, সকল জিনিসের মধ্যে নুর আর নুর চমকাচ্ছে, তা-ই দৃষ্টি নিবন্ধ হল।”^১

১. বর্ণিত হাদীস খনার সূত্র :

১. শাইবাণী: আলআহাদ ওয়াল মাছানী ৬৩১ নং ১০৯৪ (উর্দু ওসমান বেনতে আবীল আহ (রা:))
২. তিবরানী: আল মুয়াজ্জামুল কবীর: ২৫ : ১৪৭-১৮১ নং ৩৫৫-৪৫৭।
৩. মাওয়াদী: এলামান নবুওয়াত: ২৪৭।
৪. তীবরী: তারীখে উমামুল মুলুক: ১-৪৫৪।
৫. বায়হাকী: দালায়েলুন নবুওয়াত ওয়া মায়ারেকাতু আহওয়ালে ছাহেবেশ শরীয়ত- ১ : ১১১।
৬. আবু নাসির- দালায়েলুন নবুওয়াত- ১৩৫ নং ৭৬।
৭. ইবনে জুজী: আলমুনতাজামু ফি তারীখিল উমামে ওয়াল মুলুক ২ : ২৪৭।
৮. ইবনে আছাকীর: তারীখে দামাশকুল কাবীর: ৩ : ৭৯।
৯. ইবনে আছাকীর: আসসৰ্রাতুন নবুওয়াত- ৩ : ৪৩।
১০. ইবনে কাহীর-আল বেদায়াতা ওয়াল নেহায়াহ- ২ : ২৬৪।
১১. হায়ছুমী: মুজমায়েজ জাওয়ায়েদ ওয়া মুমবায়েল ফাওয়ায়েদ- ৮ : ২২০।
১২. ইবনে রাজীব হায়বুলী: লাতায়েফুল মায়ারিফ ফিমা লেমাওয়াসিমেল আমে মিনাল ওজায়েফ: ১৭৩।
১৩. আছকলানী: ফাতহল বায়ী- ৬ : ৫৮৩।

ইয়রত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলে পাক এর খেদমতে আরজ করলেন; ইয়া রাসুলাত্ত্ব, আপনার নবুওয়াত মোবারক কখন থেকে শুরু হয়? হজুর আলমানাম ফরমাইলেন :

(۱) دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ - وَسِرِّي عِيسَى وَرَأْتُ أُمِّي أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نُورًا صَاعِدًا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ -

অর্থাৎ আমি আমার পিতা ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া এবং ইসা (আঃ) এর শুস্ত্যাদ। (আমার জন্মের সময়) আমার মা মাজেদাহ দেখলেন যে, তাঁর পবিত্র দেহ মোবারক থেকে এমন একটা নূর প্রবাহিত হল, যার আলোকরশ্মিতে শাম দেশের অট্টালিকা সমূহ আলোকোজল হয়েছে। (যা আমি (মা) দেখতে পেলাম)।

৩. বৈত হাদীস খানার সূত্র :

১. আহমদ ইবনে হানবল : আলমুসনাদ- ৫ : ২৬২ নং ২২৩১৫
২. ইবনে হাববান: আচ্ছাইহ- (১৪ : ৩১৩ নং ৬৪০৮) এর মধ্যে অন্য এক সনদ থেকে অন্যান্য শব্দ সমূহের উপর দীর্ঘকারে বর্ণনা করেছেন।
৩. ইয়রত ইমাম বুখারী (রহঃ) : “তারীখে কবীর (৫ : ৩৪২ নং ৭৮০৭/১৭৩৬) এর মধ্যে বিভিন্ন সনদে একই শব্দ সমূহের উপর দীর্ঘকারে বর্ণনা করেছেন।
৪. ইয়রত বুখারী (রহঃ) : “আততারীখুল আওসাত (১ : ১৩ নং ৩৩)” এর মধ্যে একই শব্দ সমূহের উপর দীর্ঘকারে বর্ণনা করেছেন।
৫. ইবনে আবি উসামা- আলমুসনাদ- ২ : ৮৬৭ নং ৯২৭।
৬. কাইয়ানী : আল মুসনাদ- ২ : ২০৯ নং ১২৬৭।
৭. ইবনুল যায়াদ : আলমুসনাদ- ৪৯২ নং ৩৪২৮।
৮. তিয়ালিসি: আল মুসনাদ- ১৫৫ নং ১১৪০।
৯. তিবরানী : আলমুয়াজ্জামুল কবীর- ৮ : ১৭৫ নং ৭৭২৯।
১০. তিবরানী : মুসনাদুস শামীয়িন- ২ : ৪০২ নং ১৫৮২।
১১. দায়লামী : আলফিরদাউস বিমাচুরুল খত্তাব- ১ : ৪৬ নং ১১৩।
১২. লেআল্কায়ী : এ'তেকাদে আহলিস সুন্নাতেওয়াল জামায়াত- ১ : ৪২২-৪২৩ নং ১৪০৮।
১৩. আবু নাসির- হলিয়াতুল আউলিয়া ওয়াতাবকাতুল আচ্ছিয়া- ৬ : ৯০
১৪. ইবনে জুজী- আলমুনতাজাম ফি তারীখিল উমাম ওয়াল মুলুক- ২ : ২৪৮।
১৫. ইবনে আচ্ছাকীর- আসসীরাতুন নবুওয়াত- ১ : ১২৭।
১৬. ইবনে কাহার- আলবেদায়াতা ওয়াননেহায়াহ- ২ : ২৭৫, ৩০৬, ৩২২।
১৭. হাইসুমী- মুজমাইজ জাওয়ায়েদ ওয়া মুমবাইল ফাওয়ায়েদ (৮ : ২২২) এর মধ্যে বলেছেন ইহা আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তার সনদ বাসন (আত্তিব্র)
১৮. সুমতী- কেফায়তে তালেল (সেবাহি পথ থেকে হাবীবী হাবীবী দিল) ৭৯

হ্যরত আমেনা রাসূলে পাক بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ জন্মের সম্পূর্ণ শিশুকালীন অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে ফরমান :-

لَمَّا فَصَلَ مِنْتَ خَرَجَ مَعَهُ نُورٌ أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَسْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ

অর্থাৎ “যখন সরোয়ারে কায়েনাত بَيْنَ الْمَسْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ প্রশব হলেন (এই মাত্র ভূমিকা হলো)

হ্যরত আমেনা বর্ণনা করতেছেন সাথে সাথে এতই নূর প্রকাশিত হলো যাতে কুল আফাক (বিশ্ব জগৎ) পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকোজ্জল হয়ে গেল। ১

এক বর্ণনায় সাইয়েদা আমেনা (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, জন্মের মৃহৃতে এতই নূর প্রকাশিত হতে ছিল যে, সেই নূরের বিছুরণ থেকে তাদের দৃষ্টিতে শাম দেশে বছরার ঘরবাড়ি অট্টালিকা এবং বাজার পর্যন্ত আলোকিত হল। এমনকি বছরায় চলমান উটের ঘাড়গুলো পর্যন্ত দৃশ্যমান হচ্ছিল। ২

১. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. ইবনে সায়াদ : আত্তাবকাতুল কবীর- ১ : ১০২।
২. ইবনে জুজী : ছফওয়াতেছফওয়াত ১ : ৫২।
৩. ইবনে আছাকীর : আস্সীরাতুন নবুওয়াত- ৩ : ৪৬।
৪. ইবনে কাছীর : আল বেদায়াত ওয়াননেহায়াহ ২ : ২৬৪।
৫. ইবনে রজব হাস্তুলী : লাতায়েফেল মায়ারিফু ফিমা লিমাওয়াসিমিল আমে মিনাল অজায়েফ : ১৭২
৬. সুযুতী : কেফায়েতু তালেবেল লবীব ফি খাছায়েছিল হাবীব ১ : ৭৯।
৭. হলুববী : ইনসানুল উয়ন ফি সীরাতিল আমীনুলমামুন ১ : ৭৩।

২. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র:-

১. ইবনে সায়াদ : আত্তাবকাতুল কবীর- ১ : ১০২,
২. তীবরানী : আলমুয়াজ্জামুল কবীর- ২৪ : ২১৪ নং ৫৪৫।
৩. ইবনে হাববান : আচ্ছাইহ- ১৪ : ৩১৩ নং ৬৪০৮।
৪. আবদুর রাজ্জাক : আলমুছন্নাফ- ৫ : ৩১৮।
৫. দারামী- আসসুনান- ১ : ২০ নং ১৩।
৬. সাইবাগী- আহাদুল মাছানী ৩ : ৫৬ নং ১৩৬৯, এবং ৪ : ৩৯৭ নং ২৪৪৬।
৭. হাকেম- আলমুসতাদরাক আলাই ছহীহাইন- ২ : ৬৭৩ নং ৪২৩০।
৮. হাইছুমী- মাওয়ারেদেজ্জমান ইলা জাওয়ায়েদ ইবনে হাববান- ৫১২ নং ২০৯৩।
৯. ইবনে ইসহাক : আস্সীরাতুন নবুবীয়াত- ১ : ৯৭-১০৩।
১০. ইবনে হিসাম- আসসীরাতুন নবুবীয়াত- ১৬০।
১১. ইবনে আছীর- আল কামেল ফিত্ত তারীখ- ১ : ৪৫৯।
১২. তীবরী- তারীখুল উমামে ওয়াল মুলুক ১ : ৪৫৫।
১৩. ইবনে আছাকীর- তারীখে দামেশ্কেল কবীর- ১ : ১৭১-১৭২ ও ২ : ৪৬৬।
১৪. ইবনে আছাকীর- আস্সীরাতুন নবুবীয়াত- ৩ : ৪৬।
১৫. ইবনে কাছীর- আলবেদায়াত ওয়াননেহায়াহ- ২ : ২৬৪-২৭৫।
১৬. সুযুতী- কেফায়েতেল তালেবেলবীব ফি খাছায়েছেল হাবীব- ১ : ৭৮।
১৭. ইবনে রজব Bangla Ishaqainan Atteekatun Mabsutayim আমি মিনাল অজায়েফ : ১৭৩ (Sallallaho Alayhi Wasallim)

ছাদীস সমূহে ইয়াওমে আশুরার (আশুরার দিন) উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত গীলাদ উৎসবে খুশির ঈদ এর ন্যায় পালন করা ও মেনে নেয়ার জন্য মুহাদ্দেসীনে কেরাম দলিল পেশ করেছেন। ইয়াওমে আশুরাকে (আশুরার দিনকে) ইয়াহুদীগণ ঘান্য করে ও পালন করে। ইয়াওমে আশুরা ঐ দিন যেদিন হ্যরত মুসা (আঃ) এর কাওম বনী ইসরাইল সম্প্রদায় ফেরাউনের জুলুম অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে মাযাত লাভ করে। আর এ জন্যই এই দিন তাদের কাছে কামিয়াবী-স্বাধীনতা জাহ্নের দিন। যার ফলে তারা এ দিন রোজা পালন করে আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। আল্লাহর তরফ থেকে এই নেয়মত প্রাণ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার বাসনায় তারা এ নিয়ম পালন করে। যা একদিকে এবাদত ও আনন্দ অন্য দিকে আত্মত্ত্বির বিহুৎপ্রকাশ। শোকরিয়া জ্ঞাপনের এ নিয়ম তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এতদ্ব্রেক্ষাপটে ইহাও প্রণিধান যোগ্য যে, অতীতের নবী রাসূলগণের কৃত অনেক কর্মকাণ্ডই উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য এবাদতের রোকন হয়েছে। পাঁচ গোকুল নামায, হজ্জের রোকনসমূহ ইত্যাদি তার বাস্তবতা।

হিজরতের পরে হজুর ﷺ মদীনার ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে এই আমল করতে দেখলেন, তখন ফরমাইলেন যে, মুসা (আঃ) একজন নবী হওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁর ওপর আমার হক তদাপেক্ষা (তার উম্মত অপেক্ষা) অনেক বেশী। এমাত্বাবস্থায় হজুর ﷺ আশুরার দিন শুকরিয়া জ্ঞাপনের নিমিত্তে স্বয়ং রোজাপালন করতে শুরু করলেন এবং ছাহাবায় কেরামদেরকেও রোজা রাখার (এই দিনে) নির্দেশ প্রদান করলেন।^১

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. বুখারী, কিতাবুহ ছওম, বাবু ছিয়াম ইয়াওমি আশুরা। ২ : ৭০৮ নং ১৯০০।
২. বুখারী, আচ্ছহীহ, কিতাবুল আবিয়ায়ে, বাবু কাওলুঘাহি তায়ালা, ওয়া হাল আতাকা হাদীছুমুসা ৩ : ১২৪৪ নং ৩২১৬
৩. বুখারী, আচ্ছহীহ, কিতাবু ফাজায়েলেহ ছাহাবাহ, বাবু ইতিয়ানিল ইয়াহুদুন্নবী (সঃ) হিনা কাদামাল মাদীনাতা- ৩ : ১৪৩৪ নং ৩৭২৭,
৪. মুসলীম, আচ্ছহীহ, কিতাবুহ সিয়াম, বাবু ছওমে ইয়াওমে আশুরা- ২ : ৭৯৫-৭৯৬,- নং ১১৩০।
৫. আবু দাউদ আসসুনান, কিতাবুহ ছওম, বাবু ফি ছওমি ইয়াওমি আশুরা- ২ : ৩২৬ নং ২৮৮৮।
৬. ইবনেমাজাহ, আসসুনান, কিতাবুহ সিয়াম, বাবু সিয়ামু ইয়াওমি আশুরা- ১ : ৫৫২ নং ১৭৪১।
৭. আহামদ ইবনে হাসল-আল মুসনাদ- ১ : ২৯১, ৩৩৬ নং -২৬৪৪, ৩১১২।
Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
৮. আবু ইয়ালা-আলমুসনাদ- ৪ : ৪৪১ নং ১৫৬৭।
(Sallalahu Alayhi Wasallim)

এ বিষয়ের উপরে অনেক রাওয়ায়েত এসেছে। যাদ্বারা এভাবে দলিল উপস্থাপনা করা যায় যে, যদি ইয়াহুদি স্থীয় পয়গম্বরের কামিয়াবী এবং নিজ স্বাধীনতার দিন ঈদের খুশির ন্যায় মান্য বা পালন করতে থাকে বা করতেছে, তা হলে আমরা মুসলমানগণ শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে রাসূলে পাক ﷺ এর জন্য উৎসব এমন চিত্তাকর্ষকতার সাথে পালন করব, যা আল্লাহ তবারক তায়ালার ফজল ও রহমতে পরিণত হয়ে গোটা মানব জাতিকে সর্বপ্রকার জুলুম এবং বেইন্সাফী থেকে পরিত্রাণ দেয়, সেই সাথে প্রমাণিত হয় যে, এ জন্যই মহান নবী ﷺ এই ধরাধামে আবর্তিত হয়ে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন,

وَرَبَّعٌ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلُلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ - (الاعراف - ١٥٧)

“অর্থাৎ এবং তাদের থেকে তাদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে যে জিজিঁর বা কয়েদ লটকানো হয়ে ছিল, তা তাদের নেয়মতে আযাদীর জন্য উপরে ফেলা হয়েছে।”

(উল্লেখ্য যে, ‘পবিত্র কোরআন কর্তৃক যা মানসুখ কৃত, সেই বিধান দলিলে পরিণত করে তার উপর উম্মতে মোহাম্মদী শরয়ী আইন মেনে জায়েজ বা না জায়েজ রায় প্রদান করতে পারে না।’ এ যুক্তি গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা অতীতের নবী রাসূলগণ কর্তৃক কৃত বহু আমল ইসলামী বিধানে রোকন বা নিয়মে পরিণত হয়ে এবাদতে পরিণত হয়েছে। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত নামায, হজ্জের রোকন, নামাযের নিয়ম প্রদত্তি ইত্যাদি। যা অতীতের নবী রাসূল বা পয়গম্বরগণ অবস্থার প্রেক্ষাপটে করেছেন। যেমন- ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সায়ী করেছেন হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) বিবি মা হাজেরা (রা:) আর তাই হজ্জের রোকন।)

সর্বশেষ চূড়ান্ত মন্তব্য বা বক্তব্য এই যে, এই বিশ্ব ভূমণ্ডলে একজন মোমেন ইমানদারের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ খুশি বা আনন্দ তিনি অপেক্ষা অন্য কি হতে পারে। যখন হজুর নবী আকরাম ﷺ এর সেই মোবারকময় মাস প্রত্যাবর্তন করে তখন ইহাই উপলব্ধি হতে থাকে যে, বিশ্ব জগতের সর্বস্তরেই যেন (সেই মহা জন্মের জন্য) আনন্দের মহা প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। মাখলুক সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে যার শুভাগমন বার্তা বহিতে ছিল তা-ই আজ বাস্তবে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের নষ্টীব হল। এ উম্মতের জন্য ইহা কত মহা নেয়মত কত আনন্দ ও খুশির বিষয় তা বর্ণনাতীত। অতএব তাদের জন্য মীলাদে মুস্তফা ﷺ এর খুশিই যেন প্রকৃত খুশি হিসেবে প্রতিয়মান হয়। *Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

কেননা পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতি যেই বিধিবিধান বা নেয়মত প্রদান করা হয়েছিল, তা ছিল পেশ কৃত ও সমসাময়িক। তার মোকাবেলায় হজুর পূর্ন^{প্রাপ্তির উপর অধিকারী} এর মত মহান নবীর আবির্ভাব এমনি এক মহা নেয়ামতে ওজমা যা আবাদুল আবাদ পর্যন্ত জারীকৃত এবং উম্মতে মুসলিমার মহান অবস্থানের উপর প্রকাশিত। আর তা প্রত্যেক উম্মতে মুসলিমার প্রতি এভাবে উত্তুন্দ করে যে, পরিপূর্ণ জীবনের সর্ব মৃহূর্তে, সর্বাবস্থায়, সার্বিক জীবনে তজজন্য শোকরিয়া আদায়ের মধ্যে এতমিনানে শূলব বা কুলবের প্রশাস্তির কারণ হিসাবে পরিণত হয়। আর তার উপর খুশি ও আনন্দ প্রকাশে যেন কোন অবস্থায়ই ত্রুটিবিচ্ছুতি ও বিগ্ন না ঘটে।

মহা পবিত্র আল-কোরআনে মজীদে অত্যন্ত প্রাঞ্জলতার সাথে দীর্ঘ সূতীকাগারের আলোচনায় সর্বস্তরের উম্মতে মোহাম্মদীর প্রতি এই মহা নেয়মত মানবতার উৎকর্ষ সাধনে রহমত স্বরূপ বলে কঠিন নির্দেশ প্রদান করেছেন। কেননা অতীতের নবী রাসূলগণ কর্তক জারীকৃত বিধিবিধান ভুলে গিয়ে গোটা বিশ্ব অঙ্ককারে নিমজ্জিত হয়ে শতাদ্বির পর শতাদ্বি চলছিল। হিংসা-বিদ্বেষের কারণে ব্রহ্মারক্তি এবং গোত্রদন্ত তাঁর বংশধরদের মধ্যেও বিদ্যামান ছিল। তাই আল্লাহু আরশাদ করেছেন-

وَإِذْ كُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالْفَلَّافَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَاصْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ أَخْوَانَهُ - (ال عمران ১০৩ -)

“অর্থাৎ এবং তোমাদের প্রতি (করা হয়েছে) আল্লাহুর ঐ নেয়মত সমূহের স্বরূপ কর যে, যখন তোমরা (এক অপরের) দুশ্মন ছিলে। তখন আমি (আল্লাহু আয়ালা) তোমাদের দিলে উলফত মহববত তৈরি করে দিলাম এবং তোমরা ঐ নেয়মতের ফলে পরম্পরের মধ্যে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলে।’

সেই পরম্পর বিচ্ছিন্ন অন্তর পুণরায় ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং গোত্রদন্তে বিধায়স্থ মানবতাকে স্বগোত্রীয় ভাতৃত্ব ও মহববতে পরিণত করা এক দীর্ঘ ঘটনা। যার বাস্তব চিত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থাপনে এ বিশ্ব সম্পূর্ণ অপারাগ। অঙ্ককারে নিমজ্জিত, পরিপূর্ণ ধৰ্মে নিপতিত এই মানবতাকে যিনি আলো দান করলেন, তিনি যেমন অতুলনীয়, অনুরূপ এক ও ইউনিক (একক)। তাঁর জন্মোৎসবের শান্তি বিমুক্ত হয়ে আনন্দিত চিত্তে মহান আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করা মুসলিম উম্মাহর জন্য সকল আনন্দ থেকে ব্যাপ্তিলাভ করে ওয়াজেব দরজা রাখে। মানবদার রাসূল প্রেমিক মীলাদের (দরদ শরীফ) মাধ্যমে রবিউল আউয়াল ঘাসেই শুধু নয়, সকল মুহূর্তে শোকরিয়া আদায় করে। যার বিকল্প চিন্তা অবাস্তর আর সে মীলাদ ছয় শত হিজৰীর পরে আবিস্তুত বিময় স্থিতান্ত্রে অমূলক মন্তব্য সম্পূর্ণ অগ্রহ্য। যার আলোচনা আকাত্য এবং মুসলিম সামনে আসবে।

بَابُ أُولٰءِ প্রথম অধ্যায়

جشن میلاد النبی ﷺ اور شعائر اسلام (تاریخی تناظر میں) (ऐতیہ سیک دستی کون خیکے) میلاد نبی ﷺ عوسمی ای وہ ایسلاہمیہ نیدرشن ناولی آماদের آন্তরিক বিশ্বাসের ব্যাপ্তি এবং তাত্ত্বিক জীবনের পরিধী সমুহের “যিকর” (স্মরণ) স্মরণে রাখা স্মরণীয় বিষয় হিসেবে মান্য করার মধ্যে সামিল। آماদের দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক, আচার-আচরণ, চলাফেরা, কথপ কথন, জ্ঞান, বুঝা, ধারনা, লেখাপড়া, পারম্পরিক মিলবুল সর্বপরি সকল হৃকৰী জিন্দেগী এই ‘জ্ঞানের’ উপর সীমাবদ্ধ থাকে যা আমরা লাভ করি এবং স্বীয় স্মরণে সংরক্ষণ করে থাকি। এমনি করে সম্পূর্ণ জীবনের পরতে পরতে ‘সব কিছুই’ স্মরণের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। এই ‘স্মরণই’ আমাদের জীবনাতিবাহিত করার নিয়ম পদ্ধতি এবং জ্ঞান শিক্ষা দেয়। সকল নতুন পুরাতনের সম্পর্ক এই ‘স্মরণ’ থেকেই সতেজ থাকে। এর উপর ভিত্তি করেই আমাদের অভ্যাস এবং চরিত্র গঠিত হয়। ইহা ব্যতীত আমাদের কোন ভাষা বা কথাবার্তার জ্ঞান আসে না এবং দোষ-দুশমনের পরিচয় জানা যায় না। স্মরণ ব্যতীত বরং সবকিছুই উদাসীন। বুদ্ধি মত্তা ও বিজ্ঞতার অস্তিত্ব শুধু এই স্মরণের সাহায্যে কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত হয়।

قرآن حکیم کے نظام ہدایت میں "یاد" منانے کی اہمیت
জ্ঞানময় কোরআনের হেদায়াতের পথ নির্দেশনায় 'স্মরণ' মেনে নেয়ার তাৎপর্য

মহা জ্ঞানময় কোরআন মানুষকে যেই হেদায়াতের অভ্যাস বা নীতিমালা বা পথনির্দেশনা দিয়েছে তার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ীভৱের ভিত্তি এই ‘স্মরণের’ উপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় ঐ মানুষ যারা আল্লাহ এবং তার শেষ নবী রাসুল মুহাম্মদ ﷺ এর উপর ঈমান গ্রহণ করে, সে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের জন্য অতীত এবং ভবিষ্যতের উপরও ঈমান গ্রহণ করে থাকে। কোরআনে হাকীমে আল্লাহ তবারক তায়ালা এরশাদ ফরমান :

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ (بقرة - ٤) (Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa Sallallaho Alayhi Wasallim)

“অর্থাৎ এবং ঐ সকল লোক, যা আপনার প্রতি নাজিল হয়েছে এবং আপনার পূর্ববর্তীগণের উপর নাজিল হয়েছে, (সব কিছু) তার উপর ঈমান গ্রহণ করছে। এবং পরকালের প্রতিও (পরিপূর্ণ) বিশ্বাস রাখে।” এখানে আপন নবী^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম} এর পূর্বে নাজেল কৃত কিতাব সমূহের উপর ঈমান গ্রহণ করা স্মরণের ভিত্তির উপর ঈমানের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান নবীর উপর নাজিলকৃত কিতাব সমূহের উপর ঈমান গ্রহণ করলেই পরিপূর্ণ ঈমান হবে না, বরং পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও পয়গম্বর গণের প্রতি যা নাজিল হয়েছে তার উপর পূর্ণ ঈমান থাকতে হবে। যা স্মরণীয় বিষয়। না জানা বিষয়ের উপর ঈমান পরিপক্ষ হয় না। যাকে অঙ্গ বিশ্বাস বলা হয়। দেখিনি কিন্তু জানি, এই জানাই স্মরণ। ইহাকে অঙ্গ বিশ্বাস বলা যাবে না। তখন মোমেনগণের বাকী জীবনেও ঐ হেদায়াতকে স্মরনে রাখা অবস্থায় জীবনাতিপাত করা পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য আবশ্যিকীয় হয়ে গেল।

মানুষ চয়নিত আমলের দ্বার প্রান্তে অবস্থান করে। যখন সে কোন আমলের ইচ্ছা করে তখন সে যা কিছু তার স্মরণে থাকবে তদানুযায়ী তার আমল (এবাদতের বাস্তু কর্মসূচী) চলতে থাকবে। এখানে একটি গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান আছে যে, দেহের অবস্থা অথবা অন্তরের আমল যে সব আমরা মহৱত, ভয়, প্রেসানী, প্রার্থনা এবং উৎসর্গ ও আশামূলক শব্দ সমূহ ব্যবহার করে তার নির্দর্শন নিজ অন্তরে কায়েম করার চেষ্টা করে থাকি, তা সবই স্মরণ এবং স্মরণ সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদিও ইহা উচ্ছাস (জজবাহ) কিন্তু খেয়ালের হরকত (ধাক্কা) ব্যতীত তার অযুদ (অস্তিত্ব) প্রকাশ পাবে না। এ জন্য আল্লাহ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম} তবারক তায়ালা মানুষদেরকে স্মরণ, স্মরনে রাখা, স্মরণীয়, বা স্মরণমূলক নেয়ামত দান করেছেন।

যখন কুফ্ফার ও মুশরেকদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়া হয়, তখন তারা তদুতরে ইহাই বলতে থাকে যে, আমরা ঐ মুসলকের উপর (নীতির) চলতে চাই, যা আমাদের বাপ-দাদা এবং তার পূর্ববর্তী বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। অর্থাৎ তারা অতীতের স্মরণ থেকে বিচ্ছিন্ন বা জ্ঞাতব্য পূর্বপুরুষের নীতি বা ধর্ম ত্যাগ থেকে এন্কেতায় করতে (বিরত হতে) পারছে না। অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে পারে না। তাদের ‘স্মরণ’ তাদের অন্তরে বাঁধা প্রদান করে। যদিও তাদের বাপ দাদার পথ অভিষ্ঠ লক্ষ্য উপনীত হতে পারেনি। মূলত: তারা ভুল পথে ছিল। স্রষ্টা তত্ত্বের তাত্ত্বিকতায় পৌছার তো প্রশঁসন্ত আসে না। তারপরও তাদের ‘স্মরণ’ তাদেরকে ভুলের মধ্যে কঠিনভাবে আকড়ে রেখেছে। তাদের নিকট হেদায়াতের পয়গম্বর এসেছে, কিন্তু তারা আল্লাহ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম} এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে(প্রথম হয়েছে Alayhi Wasallam)।

فَانجِيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الْذِينَ كَذَبُوا بِاِيْتِنَا^۱
وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (الاعراف - ۷۲)

“অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদেরকে এবং যারা তাদের সাথে ছিল তাদের সকলকে স্বীয় রহমতের মাধ্যমে নাযাত প্রদান করেছি। পক্ষান্তরে যারা আমার আয়ত সমূহ মিথ্যা জেনেছে তাদের শিকড় পর্যন্ত উপরে ফেলেছি। যেহেতু তারা ঈমানদার ছিল না।”

(‘স্বরণ’ অর্থই ভুলে না যাওয়া। আর ভুলে না যাওয়ার ফলে যাছাই বাছাই বা সঠিক বেঠিক নিরূপণ করা সম্ভব।) তাই এখানে কুফফর এবং মুশরেকদেরকে স্বরণ (ইয়াদ) করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ভুল বা গলত পথে চলতেছিল, ফলে তারা ধ্বংশ হয়েছে। অতএব ঐ পথে তোমাদের জন্যও হতে চলেছে। অর্থাৎ তোমরাও ঐ পথে চলতে থাকলে ধ্বংশ অনিবার্য। তার বাস্তব দৃষ্টান্ত এই যে, তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও সঠিক পথে আহবান করা হয়েছিল। কিন্তু সে দাওয়াত তারা প্রত্যাখান করেছে। ফলে ধ্বংশ হয়েছে।

বিপরীত পক্ষে মুসলমানদেরকে এমনিভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আবিয়ায় কেরাম ও রাসূল-পয়গম্বরগণ আল্লাহর তরফ থেকে যে বার্তা (পয়গাম)নিয়ে তাশরীফ এনেছিলেন, তা ঐ বার্তা যা বর্তমানে কোরআনে এসেছে। অর্থাৎ অতীতের পয়গাম সঠিক। যতটুকু সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছে তা বান্দার মস্তিষ্কের সহনশীলতা বাস্তবে প্রদর্শন করে সঠিক পথে বদ্ধমূল করার জন্য। যেমন-পূর্ববর্তী কোন নবীর যুগে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করা ছিল না। কিন্তু নামায ছিল। অনুরূপ রোজা। অনুরূপ হজ্জের রোকন সমূহ। অতএব ইহা স্বরণে না থাকলে সঠিকতায় সংকল্প বদ্ধ হওয়া যাবে না। অতএব মুসলমানদের প্রতি কঠিন নির্দেশ এভাবে যে, প্রথম কিতাব সমূহের উপর ঈমান গ্রহণ এমনিভাবে জরুরী বা আবশ্যিক যেমনিভাবে কোরআনের প্রতি ঈমান গ্রহণ আবশ্যিক বা বাস্তব শর্ত। বিপরীত হলে ঈমান হবে না। অতীতকে বাস্তিমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় স্বরণে রাখার মধ্যে ঈমানের পূর্ণতা নিহিত। বান্দার সহনশীলতা যাছাই করার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানে প্রেরীত কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন আনয়ন করেছেন। যা স্মৃষ্টার কুদরাতী খেলাও বটে। অতএব তার ‘স্বরণে’ ভুল করলে ঈমান সঠিক হবে না। তাই ‘স্বরণ’ একটি ঈমানের বিষয়। (যার নাম স্বরণ করলে পাপ মোচন হয়, তাঁর কোন জীবনে তাঁর নাম নেই! বরং সব জীবনে আছে। যাঁর নামে এত শক্তি, তাঁর সকল জীবন, বিভিন্ন রূপটি ও জ্ঞান যপনা করলেই বরং পাপ বাঢ়ে যাবে। আর ইহাই অতীতের **স্বরণ** (সকল বিকুঠীয় মেরামত বাস্তবতা)

(Sallallaho Alayhi Wasallim)

مَلْكُ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ (আঃ) এর মিল্লাত

শুরুতেই আব্দিয়ায়ে কেরামের ইয়াদ মান্য করা (শ্বরন মেনে নেয়া) এবং তাদের মরুভ্যাত ও রেসালাতের দ্বীকারণ্তি উপরে মোহাম্মদীর জন্য ঈমানের আবশ্যকীয় অংশ। এতদপ্রেক্ষাপটে ইসলামকে কোরআনে হাকীমের বহু জায়গায় মীল্লাতে ইব্রাহিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

(۱) وَمَنْ يُرْغَبُ عَنِّ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَهٍ نَفْسَهُ - وَلَقَدِ اصْطَفَيْتَ
فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ - (البقرة - ۱۳۰)

(۱) অর্থাৎ এ রকম কে আছে যে, হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) এর ধর্ম থেকে মুখ ফেরায়? এক মাত্র ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে আত্মভুলা করে বোকা প্রতিপন্ন করেছে। (সে ভুল পথে চলে গিয়েছে।) মূলত: আমি তাঁকে (হ্যরত ইব্রাহিমকে) অবশ্যই এই জগতে মনোনীত করেছি। (যার ফলে) সে পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(۲) অন্য আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেন :

(۲) وَقَاتُوا كُوْنُوا هُوْدًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا طْ قُلْ بْلِ مِلْكُ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا طَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - (البقرة - ۱۳۵)

অর্থাৎ এবং (আহলে কিতাব) বলতেছে, ইহুদী অথবা নাছারার ধর্ম গ্রহণ কর, সঠিক পথ পেয়ে যাবে। হে নবী ﷺ আপনি বলুন-না, বরং আমি তো (ঐ) ইব্রাহিম (আঃ)-এর দ্বীন গ্রহণ করেছি। যা সকল বাতেল থেকে পৃথক। যিনি এক মাত্র আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

(৩) মহা গ্রন্থ আল কোরআনের সূরা আল ইমরানের ৯৫ নং আয়াতে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন

(۳) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ (Sallallaho Alayhi Wasallim)

অর্থাৎ “হে রাসুল ﷺ আপনি বলুন, আল্লাহ্ তবারক তায়ালা সত্য বলেছেন। অতএব তোমরা ইব্রাহিম (আ:) এর দীনের পায়রবী কর, যা সকল বাতেল থেকে মোড় সুরিয়ে এক মাত্র আল্লাহ্’র জন্য হয়ে গিয়েছেন। তিনি মুশরেকীনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।”

(৮) আল্লাহ্ তবারক তায়ালা অন্য আয়াতে আরো উল্লেখ করেছেন-

(৪) وَمَنْ أَحَسِنَ دِيْنًا مِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ - وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا - وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا - (النساء - ১২৫)

অর্থাৎ দীনের অনুসরণে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে উত্তম হতে পারে, যিনি আপন জীবনে চেহারা এক মাত্র আল্লাহ্’র প্রতি নতজানু করেছেন? ফলে তিনি মোহসেনীনগণের মধ্যে সামীল হয়েছেন। ঐ দীনে ইব্রাহিমের পায়রবি করতে থাক, যিনি (আল্লাহ্’র জন্য) একাধিচিত্ত ছিলেন এবং আল্লাহ্ তবারক তায়ালা হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) কে একনিষ্ঠ বক্তু রংপে গ্রহণ করেছেন। (অতএব যে বা যারা এই ইব্রাহিম (আ:) এর দীন গ্রহণ করলো তারা আল্লাহ্’র একনিষ্ঠ বক্তু হয়ে গেল।)

(৫) قُلْ إِنَّمَا هَدَنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ حِدِّيْنَا فِيمَا مِلَّتْ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا - وَمَا كَانَ مِنِ الْمُشْرِكِينَ (الأنعام - ১৬১)

(৫) অর্থাৎ (হে নবী আপনি) বলুন, অবশ্যই আমার পরওয়ারদেগার আমাকে সোজা বা সঠিক পথে হেদায়াত করেছেন। একাধিচিত্তে ইব্রাহিম (আ:) এর বিশুদ্ধ ধর্মে। সকল বাতিল থেকে ইব্রাহিম (আ:) এর মীল্লাত পৃথক। সে অংশীবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

(৬) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا - وَمَا كَانَ مِنِ الْمُشْرِكِينَ - (النحل - ১৩৩)

(৬) অর্থাৎ অতঃপর হে (হাবীবে মুকাররম) আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ দিলাম যে, আপনি একাধিচিত্তে ইব্রাহিম (আ) এর দীনের আনুগত্য করুন যা সকল বাতেল থেকে পৃথক। তিনি মুশরেকগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

(৭) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقًّ جَهَادِه طُهُوْجَتْبُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ طِ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ طُهُوْسَمْكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا كَعْنَ السَّمْوَاتِ وَشَهَادَةَ شَهَادَةَ شَهَادَةَ شَهَادَةَ عَلَى

النَّاسُ إِذْ جَعَلُوكُمْ مِّنَ الظَّالِمِينَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الرَّكُوْةَ . وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ مَوْلَكُمْ حَفْنِعُ الْمَوْلَى وَنَعِمُ النَّصِيرُ . (الحج - ٧٨)

“অর্থাৎ এবং আল্লাহর (মহকৰত, এতায়াত এবং তাঁর দ্বীন প্রচার ও বাস্তবায়নের) মধ্যে চেষ্টা ও সাধনা কর যেভাবে চেষ্টা-সাধনা করা একান্ত আবশ্যক। তিনি (তোমাদেরকে পৃথকভাবে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের জন্য তোমাদের প্রতি কোন সংক্ষৰণতা রাখেননি। (ইহা) তোমাদের পিতা ইব্রাহিম (আ:) এর ধর্ম। তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের নাম ‘মুসলমান’ রেখেছেন এর পূর্বেও (কিতাব সমূহে) এবং সৃষ্টিমানে (কোরআনে) ও। যাতে এই রাসূল ﷺ (শেষ জমানার শেষ নবী) তোমাদের প্রতি সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরাও সাক্ষ্যদাতা হও সকল মানবমণ্ডলীর জন্য। অতএব (এই মর্যাদায় সমাসীন থাকার জন্য) তোমরা নামায কায়েম কর, শাকাত আদায় কর আর (আল্লাহর দ্বীন) কায়েম করার জন্য আল্লাহর রজ্জু শুক্রভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মদদগার ও মালিক। তিনি কত উত্তম কৌশলী মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।”

বর্ণিত সকল আয়াত সমূহে ইব্রাহিম (আ:) এর দ্বীনের আনুগত্য করার হুকুম আসেছে। হ্যরত ইউসূফ (আ:) জেল খানায় দুই কয়েদীকে তাদের স্বপ্নের তা'বীর বলে দেয়ার পূর্বে তাঁর ধর্মের দাওয়াত দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাদের শানে বলেন :

وَاتَّبَعْتُ مِلْلَةَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ (يوسف - ٣٨)

“অর্থাৎ আমি তো আমার বাবা দাদা হ্যরত ইব্রাহিম (আ:), ইসহাক (আ:) এবং ইয়াকুব (আ:) এর ধর্মের আনুগত্য করি।”

বর্ণিত আয়াত সমূহে পূর্ববর্তী আবিয়া এর “ইয়াদ” (স্মরণ) কে ধর্মের ভিত্তিক্রমে স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের এবং তাঁদের উদ্ধতের অবস্থা সমূহের স্মরণ (ইয়াদ) রাখার মাধ্যমে এ সকল নবীগণের সুন্নত ও পায়রবী (আনুগত্য) করাও নবীগণের সুন্নত। এ জন্য আল্লাহ বলেন :

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالثِّينَ مِنْ بَعْدِهِ (النساء - ١٦٣)

অর্থাৎ (হে নবী) অবশ্যই আমি আপনার নিকট (তেমনি) ওহী প্রেরণ করেছি যেমনি আমি নুহ (আ:) এর নিকট এবং তত পরবর্তী পয়গম্বরগণের নিকটও ওহী প্রেরণ করে ছিলাম।

পূর্ববর্তী উদ্ধতগণ এবং আবেরী নবী ﷺ এর মর্যাদা ও তাঁর পূর্বে তাশরীফ শৈলেকারী আবিয়ায় কেরামের অবস্থা এবং ইব্রাহিম (আ:) এর ধর্মের অবস্থা (থেকে অর্জনকৃত জ্ঞান (আহলে সমান) বৃত্তমান সমন্বয়দারদের অন্তরে এবং

চিন্তাচেতনায় স্মরণের (ইয়াদের) ছুরাতে নুরান্নিত হয়ে প্রতি কদমের উপর আমাদের জন্য হেদায়াতের নূর আলোকিত করতে থাকে।

‘ইয়াদ’ স্মরণের বিষয়টি সুদূর প্রসারী এবং অতীব দীর্ঘ সৃতিকাগারে প্রশস্ত। শুধু তা-ই নয়; বরং ‘ইয়াদ’ এর ব্যাপ্তি সর্বস্তরে আলোচনার জন্য ভিন্ন পুস্তকের আবশ্যক। মানবীয় জীবনের এই সুন্দর ভিত্তিকে ফলপ্রসূ ভাবে আপন চরিত্রে বাস্তবায়নের জন্য মহাজ্ঞানময় কোরআনে অসংখ্য স্থানে এই প্রয়োজনীয় বিষয়ের বর্ণনা এসেছে। এখানে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় সুস্থ দৃষ্টিকোনে স্মৃতিস্থীত করনার্থে এতটুকনই যথেষ্ট বলে মনে করি যে, আমাদের ‘ইয়াদ’ অতীতকে স্মরণে রাখা বা স্মৃতিচারণ করা যে কত প্রয়োজন তা জানার জন্য মহা জ্ঞানময় কোরআনের শব্দ সমূহ যা এ বিষয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে তা পাঠ করা উচিত। এতদ্প্রেক্ষাপটে জাতব্য বিষয় এই যে, ‘ইয়াদ’ বা যিকির বা স্মরণ শব্দটি কোরআনে হাকীমে কম-বেশি ২৬৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে। তার অর্থ বাদ কর করিনা - باد دلنا - محفوظ كرلينا - سمران كرلا - سمران كرلانو - و سمرانকه سংরক্ষণ করা ইত্যাদি শব্দ সমূহ উপদেশ ও নছিহতের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কোরআনে মজীদে^১ (উজ্কুর) বলা হয়েছে। কোন কোন যায়গায় কর (যিকির) এর মোকাবেলায় نسيان (নেসইয়ান) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার উদ্দেশ্য ياغير اهم (ভুলে যাওয়া) بهلادينا (ভুলিয়ে দেয়া) بهول جانا (ভুলে যাওয়া) (অথবা অন্যটি উল্লেখযোগ্য মনে করে ত্যাগ করে দেয়া) । অতএব অতীতকে ‘ভুলে না যাওয়া’ এবাদত। পক্ষাত্তরে ‘ভুলে যাওয়া’ পাপ বা গোনাহ থেকে খালী নয়। আর ভুলে না যাওয়ার অর্থ তার কর্ম সূচীর স্মৃতি চারণ করা। আর তখনই ইহা এবাদতের মধ্যে গণ্য হল। ১

বর্ণিত ব্যাখ্যার সূত্র :-

১. ফারাহিদী- কিতাবুল আইন- ৭ : ৩০৪, ৩০৫।
২. ইবনে মনজুর- লেসানুল আরব- ১৫ : ৩২২, ৩২৩।
৩. ফিরেজ আবাদী- আল কামুস ওয়াল মুহাত- ৪ ও ৩৭।
*Bangladesh Anjuman Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

আল্লাহ তবারক তায়ালা মানুষদিগের পথ প্রদর্শনের জন্য যেই তালীম নাজেল করেছেন, তা মূল নীতির উপর প্রথম ও শেষ একই ছিল। কিন্তু মনুষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজনের কারণে কোন কোন স্থানে তার মূল বৈশিষ্ট্য সঠিক নেই। মহা পবিত্র আল-কোরআন বিভ্রান্তিকর অবস্থান থেকে সঠিক ও তথ্য বহুল আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে মানবিক দিক দর্শন ও ধ্যানধরণা তার প্রতি ধাবিত হয়। পবিত্র কোরআনে যে সকল আহকাম বর্ণিত হয়েছে উহাও বিভিন্ন আংগীক থেকে অগ্রগামী করে একস্থানকে অন্য স্থানের উপর স্মরণ করিয়ে দেয়ার ফলে মানুষের অন্তরে বিধিমালার কাংপ এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনুধাবন তৈরি করে দেয়। যাতে মানুষ তার নিয়মানুবর্তিতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এখন আমি পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে এ কথার বৈধতা প্রমাণ করব যে, আমাদের আবাদত কি করে আবিয়া (আ:) এর স্মরণের সাথে জড়িত ও গ্রথিত এবং কি আমন্দাবস্থায় ও প্রেসানীতে আবিয়ায়ে কেরামের পবিত্র হায়াতে জেন্দেগী থেকে আমাদের জন্য নূর, প্রেসানী, ভয়, প্রেম মহবত ও সম্মান আকর্ষণ করতেছে।

فَصْلٌ أُولٌ^১ প্রথম পরিচ্ছেদ

نماز پنجگانہ انبیاء علیہم السلام کی یادگار ہے
پাঁচ وسیع نامای آسٹریا (آ:) اور ایوادے گار ہا سارک تھیں

মুসলিম বিশ্ব বারই রবিউল আউয়ালের দিন মীলাদুন্নবী উৎসব , আনন্দ ও জোলসের সাথে পালন করে থাকে । কেননা মহান রাবুল ইজতের মনোনীত নবী রহমতে আলম হজুর صلوات اللہ علیہ و سلم এর প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ ও স্বীয় একাত্মবাদের বিশ্বাস সেই সাথে প্রেমের প্রকাশ আপনাপন ধারায় করে থাকে । অতীতের কোন কোন ঘটনার স্মরণের সাথে সাথে মান্য ও পালন করা ইসলামী বিধানের বাস্তব হুকুম । ইসলামী বিধানের ভিত্তি ও স্তরের দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায আছে । যা মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে পার্থক্যের স্তর হিসাবে গণ্য । আর এই নামায মুসলমানদের উপর ফরয করা হয়েছে । মূলত : এই নামায আল্লাহ রাবুল ইজতের মনোনীত নবী-রাসূল ও পয়গম্বরগণের শোকরিয়া জ্ঞাপনের সেজদা । বিভিন্ন সময় আল্লাহর কর্মনা প্রাণ্ডির প্রেক্ষাপটে তাঁরা এই সেজদা করেছেন । আর সেই বাস্তবতা ইয়াদে گار বা স্মরনীয় হিসেবে বিভিন্ন সময়ের উপর ভিত্তি করে উম্মতে মোহাম্মদীর উপর ফরজ করা হয়েছে । অথচ আস্তিয়ায়ে কেরামগণ ইহা নফল (সেজদা) হিসেবে পালন করে ছিলেন ।

যেহেতু স্বীয় বান্দা (মনোনীত প্রিয়নবী) গণের এই ‘আদায়’ আল্লাহ তবারক তায়ালার দরবারে এতই মনপৃত : হয়েছে যে, সেই নফল সমূহ তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা (آ:) এর উম্মতের উপর ফরজ নামায হিসাবে উপহার দিলেন । সেহেতু পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রধান মধ্যম নামায ।

ইমাম তহাবী (র:) (২২৯-৩২১) পাঁচ ফরজ নামায সর্বকে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আয়েশা (امام محمد بن عائشة) এর এক খানা কাওল নকল করে সূর্য নামক কিতাবে নিম্নের তাফছির বর্ণনা করেছেন ।

(۱) نماز فجر سیدنا ادم (ع) کی یادگار ہے

১. ফজরের নামায সাইয়েদেনা হ্যরত আদম (آ:) এর স্মরণে:

ইরশাদ হচ্ছে:-

اَلْا اَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَاتَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ الْفَجْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعَتَتْ
Bangladesh Anjumane Ashekdaané Mostba
لصارت الصبح (Sallallaho Alayhi Wasallim)

অর্থাৎ যখন ছোবহের সময় আবুল বাশার সাইয়েদেনা হ্যরত আদম (আ) এর কর্তৃত্বে করুলিয়াতের বাণী দৃঢ় হয় তখন তিনি (শোকরিয়াতান) দুরাকআত নামায আদায় করলেন। অতএব এই নামাযই ফজরের নামায হিসেবে গণ্য হল।

(২) نماز ظهر سید نا ابراهیم علیہ السلام کی یادگاری

জহরের নামায হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) এর স্মরণে :

এরশাদ হচ্ছে:-

وَقَدْ أَسْحَاقَ عِنْدَ الظُّهُرِ فَصَلَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْبَعًا
فَصَارَتِ الظُّهُرُ^و

অর্থাৎ জহরের সময় সাইয়েদেনা হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) কে যখন হ্যরত ইসহাক (আ:) এর সুসংবাদ দেয়া হল তখন তিনি শোকরিয়াতান চার রাকয়াত নামায আদায় করলেন। অতএব উহাই নামাযে জহুর হয়ে গেল।

(৩) نماز عصر سید نا عزیر علیہ السلام کی یادگاری

আছরের নামায সাইয়েদেনা হ্যরত ওজায়ের (আ:)-এর স্মরণে।

এরশাদ হচ্ছে:

وَبُعْثَ عُزِيزٌ . فَقِيلَ لَهُ : كَمْ لَبِثْتَ . فَقَالَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . فَصَارَتِ الْعَصْرُ .

অর্থাৎ হ্যরত ওজায়ের (আ:) কে যখন (১০০ একশত বছর পর) উঠান হল তখন তার কাছে প্রশ্ন করা হল, আপনি (আপনার পূর্ববর্তী অবস্থায়) কত সময় অবস্থান করছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, একদিন বা একদিনের কিছু সময়। অতএব তিনি চার রাকআত নামায (শুকরিয়া হিসেবে) আদায় করলেন। আর সেই নামাযই আছরের নামায হিসেবে গণ্য হল।

(৪) نماز مغرب سیدنا داؤد علیہ السلام کی یادگاری

মাগরিবের নামায হ্যরত দাউদ (আ:) এর স্মরণে। এরশাদ করেছেন -

وَقَدْ قِيلَ : غُفرَ لِعَزِيزٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَغُفرَ لِدَاوُدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَقَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَجَهَدَ فَجَلَسَ فِي التَّالِيَةِ
فَصَارَتِ الْمَغْرِبُ ثَلَاثًا .

অর্থাৎ এবং ইহাও বলা হয়েছে যে, হ্যরত ওজায়ের (আ:) এবং দাউদ (আ:) উভয়ের মাগরিবের সময় (Sallalahu Alayhi Wasallam) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের

নিমিত্তে চার রাকয়াত নামায শুরু করে (দূর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে) বসে গিয়ে পুণ: তৃতীয় রাকয়াতে গিয়ে বসে গেলেন। (এমনিভাবে তিন রাকয়াত নামায আদায় করলেন, চতুর্থ রাকয়াত পরিপূর্ণ হয়নি।) ফলে ঐ নামাযই মাগরিবের নামায হল।

(৫) نماز عشاء تاجدار كائنات حضور ﷺ کی بادگاری

৫. এশার নামায দোজহানের বাদশাহ হজুর ﷺ এর স্মরণে।

এরশাদ হচ্ছে-

(۱) وَأَوْلُ مِنْ صَلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ

অর্থাৎ এবং সেই অন্তিম যিনি [সর্ব প্রথম সৃষ্টির অন্তিম লাভ করেছেন সেই নবী ﷺ সর্বাঙ্গে শেষ নামায (এশার নামায) আদায় করলেন তিনি আমাদের মাহবুব দুজাহানের বাদশাহ হ্যরত মুহাম্মদ ﷺ।

বস্তুত আল্লাহ ত্বারক তায়ালা তাঁর মনোনীত জলিল কদর পয়গম্বরগণের এবাদতের স্বীকৃতি হিসেবে এই পাঞ্জেগানা নামায দিয়েছেন। কেননা তাদের প্রতি আশেষ দয়া, রহমত, করুণা, বখশিষ, ফজল, মর্যাদা ও এহ্সান ফরমায়েছেন এবং তারা সকলেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দুইগুণ ও চারগুণ নফল নামায আদায় করেছেন। যা আল্লাহ রাবুল ইজত উম্মতে মোহাম্মদী ﷺ এর জন্য পাঁচ ওয়াজ ফরঁজ নামাজের অবস্থায় তাঁদেরকে স্মরণীয় বানিয়েছেন। এমনিভাবে রাত দিনের এ সকল নামায আল্লাহ ত্বারক তায়ালা আমাদের জন্য আশিয়ায়ে কেরামগণের স্মরণের গোআনুক ভিত্তি করে দিয়েছেন।

رَدُّ الْمُحتَار عَلَى دُرْ المُختارِ أَبْدِيلِ شَافِعِي (١٢٤٤-١٣٥٦) তাঁর ফতুয়ায় (১২৪৪-১৩০৬) নামক কিতাবে পাঁচ ফরঁজ নামায সম্পর্কে এরশাদ ফরমান-

قِبْلَ الصُّبُحُ صَلَةُ آدَمَ - وَالظَّهَرُ لِدَاؤَدَ وَالعَصْرُ لِسُلَيْমَانَ وَالْمَغْرِبُ
لِيَعْقُوبَ - وَالْعِشَاءُ لِيُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَمِيعَتُ فِي هُذِهِ الْأُمَّةِ .

“বলা হয়েছে যে, ফজরের নামায হ্যরত আদম (আ:), জহুর হ্যরত দাউদ

(আ:), আছর হ্যরত সুলাইমান (আ:), মাগরিব হ্যরত ইয়াকুব (আ:) এবং এশা হ্যরত ইউনুচ (আ:) এর জন্য ছিল। যা এই উপত্রের মধ্যে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে।”^২

ঐ মূল্যবান সময় যা আম্বিয়ায় কেরাম আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা, প্রেসানী, ভয়, অনুশোচনা এবং বিনয়ীভাবে কাটিয়েছেন, আল্লাহ তবারক তায়ালা সেই সময় সমূহ ঘটনা বহুল হিসাবে স্বীকৃতাদেশ করে দিয়েছেন। তাঁর (আল্লাহর) শেষ নবী রাসুলে মাকবুল رض এর উম্মতদিগের আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। মহবত, ফরমাবরদারী ও এতায়াতের নূরময় ছুরাতের মাধ্যমে রহমত শাস্তির পথ সহজলভ্য করে দিলেন। আল্লাহ তবারক তায়ালার জলিল কদর প্রয়াগমুরগণের ঐ সকল সেজদা সমূহ যা কবুলিয়াতের ভাগ্যলাভ করেছে, তা মোজাহানের বাদশাহ হ্যরত মুহাম্মদ ص এর উচ্চিলায় উম্মতে মুহাম্মদীগণ পেয়ে দেলেন। যা কেয়ামত পর্যন্ত স্বরণীয় করে রেখেছে। ইয়াদের (শ্বরণীয়) তাৎপর্য তাঁর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে যে, ইসলামের রোকন বা ভিত্তির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য বা শ্রেষ্ঠ ‘নামায’। এই নামাজের আমলের ছুরাতের মধ্যে যেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত হয়েছে, তা সবই কোন না কোন নবী (আ:) এর শ্বরণেই হয়েছে। অতএব সনাক্ত হল, প্রমাণ হল এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে বুঝা গেল যে, দরবারে এলাহীর নিকট গৃহিত, কবুলযোগ্য বা স্বীকৃতির প্রেক্ষীতে কোন আমল বা ঘটনা ইয়াদ মানা বা শ্বরণীয় করে রাখা শুধু বৈধ নয়; বরং দ্বিন ইসলামের প্রবেশণালank ভিত্তি, দর্শন তথ্য এবং তত্ত্বের প্রতি মুসলিম উম্মাহকে প্রলুব্দ করে। (ص) مِنْ مَيْلَادِ النَّبِيِّ

১. বর্ণিত দলিল সমূহের সমূহ *Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*

২. বন্দে আবেদীন-রাদুল মুহতার *আল-মুবারকুল মুবারকুল আলা ও মুবারিজুল আলা* বছার। ১ : ৩৫১।

فصل دوم : د্বিতীয় পরিচ্ছেদ

جملہ مناسک حج انبیاء علیہم السلام کی یادگاریں ۔

হজ্জের সকল রোকন সমূহ আম্বিয়া (আ:) এর স্মরণে

মহা পবিত্র হজ্জ সাক্ষ্য এবং নামাযের পরে ইসলামের তৃতীয় রোকন হিসাবে
পরিগণিত। এই হজ্জের ফরজ সমূহের ভিত্তি এবং হজ্জের রোকন সমূহ কিভাবে
কোন সূত্র থেকে এবং কি অবস্থায় হয়েছে তা সবই স্মরণীয় বিধান। যেমন হযরত
ইব্রাহিম (আ:) হযরত ইসমাঈল (আ:) এবং হযরত হাজেরা বিবি (আ:) এর
জিনিসগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর সাথে তা সবই সংশ্লিষ্ট। তারা ধৈর্য,
অনুকূল্যা, ফরমাবরদারী এবং ত্যাগের মহীমায় যে সকল কর্মসূচী সমূহ করেছেন,
তাঁর নির্দশনাবলী উপস্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহু রাকবুল ইজ্জত তা স্মরণীয় হিসাবে
উচ্চতে মুসলীমা এর প্রতি মান্য ও পালন করার জন্য ফরজ এবাদত হিসেবে
নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

দুনিয়ার সর্ব এলাকা থেকে লাখ লাখ মুসলমান প্রতি বছর একই মাসে একই
তারিখে মক্কা মুকাররমায় আগমন করে ঐ সকল পয়গম্বরগণের কৃত কর্মানুরূপ
কার্য সম্পাদন করবে, তাতে হজ্জব্রত পালন সম্পন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহু রাকবুল
ইজ্জত ঐ সকল কর্মসূচী পালনের মধ্যে এবাদতের সফলতার মাপকাঠি নির্ধারণ
করেছেন। আল্লাহুর প্রিয় বান্দাগণ যেই মুহূর্তকালগুলো স্বীয় পরওয়ারদেগারে
আলমের প্রতি প্রকৃত মহবত, এতায়াত ও প্রেম-প্রীতির মধ্যে অতিক্রম
করেছেন, সার্বক্ষণিকের জন্য উহা সংরক্ষণ করে তাঁর প্রতি শুন্দা জ্ঞাপনই আল্লাহর
এবাদত বলে বিধান করে দিয়েছেন।

‘মাকামে ইব্রাহিম’ ঐ কদম মুবারকের চিহ্ন যা স্মরণীয় হিসাবে মান্য করা হয়,
তাঁদের দৌড় এবং উচ্চাদনা সমূহ আল্লাহ তবারক তায়ালা ঐ সকল নির্দশনাবলীর
মধ্যে কতিপয় নির্দশন মনোনীত করে দিয়েছেন। যা তাঁদেরই স্মরণের বাস্তবতা।

আল্লাহর ঘরে প্রবেশের প্রাক্কর্মনে অক্ষর্ণুলের তাৎস্মান্ত আল্লাহর ভয়, প্রেমের
(Bangladesh English Arabic Latin Mawlid)
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

আকিলেন, আল্লাহর নির্দশনাবলীর প্রতি শুন্দা সবই দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত। অশুর বন্যা, জজবাহ, প্রেমের উচ্ছাস, উম্মাদনা সবই আল্লাহর শাস্তির প্রতীক। নামায কাবায কদম রাখার সাথে সাথে খোদার বান্দাগণ তাওয়াফ শুরু করে, হেজেরে আস্তওয়াদের দিকে পাগলের মত ছুটতে থাকে এবং হয়রানী ও প্রেসানীর মধ্যে অত্যন্ত মেহেন্ত এবং জান কোরবান এর মাধ্যমে ঐ পাথরের নিকটবর্তী হয়। এবং বুছা প্রদান করেন। অতঃপর সাফা মারওয়া পাহাড়ে সায়ী করে।

মুখ্যমন্ত্রী ৯ই ফিলহজ্জ আসে তখন সকল হাজীগণ স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় আরাফাতের ময়দানের দিকে রওয়ানা হন। আরাফাতের ময়দানে জহুর ও আছরের নামায একত্রে আদায় করেন। মুজদালেফায় মাগরিবের নামায পড়েন না; বরং উহা অশুর নামাজের সময় একত্রে আদায় করেন। অতঃপর মীনায় পৌঁছে রমী করেন এবং কোরবানীর ফরজ সমূহের আনজাম দিতে থাকেন। এ সকল হুকুমের জানগত ব্যাখ্যার আবশ্যিকতা নেই। যেহেতু সকল ব্যবস্থাপনাই প্রেম ও উম্মাদনার মুষ্টিকোন থেকে। সাধারণ জ্ঞানে লাখ প্রশ্ন করা যাবে যে, এ সকল ব্যবস্থাপনার জাকিকত কি? মূলতঃ তাদের থেকে শাস্তনা মূলক জবাব পাওয়া যাবে না। যখন এই প্রশ্ন প্রেম থেকে করা হবে, তখন উত্তর আসবে যে, হজ্জের প্রতিটি আমলের পিছনে প্রেম, মহবত এবং অতীতের কোন না কোন বিধান লুকায়িত আছে। মিজা প্রিয় বান্দাদের আদায়কৃত কোন আমলকে আল্লাহ্ ত্বারক তায়ালা এত শুভ ফরমায়েছেন যে, উহা কেয়ামত পয়ন্ত ইবাদতের স্তরে নির্ধারণ করে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্। বারী তায়ালার মহান দরবারে মাহবুব বান্দাদের কৃত রং রং, আন্দাজ, রীতি নীতি স্মরনীয় করে যথারীতি এবাদত নির্ধারণ করে দিলেন।

পৃষ্ঠত হজ্জ ঐ ফরজ এবাদতের মধ্যে গণ্য, যার সকল রোকন সমূহ মূলতঃ আল্লাহ রাবুল ইজ্জতের অতীত আম্বিয়াগণের মহবতপূর্ণ এবাদত কৃতকর্ম এবং আচরণ বিধির তাগীদের মধ্যে শামিল। অতএব এ অধ্যায়ের আলোচনায় এই পৃষ্ঠত প্রতিভাত হয়ে প্রমাণিত হল যে, হজ্জের রোকন সমূহ সম্পূর্ণরূপে অতীতের স্মরণীয় বিষয় মান্য করা ও পালন করা। অর্থাৎ আল্লাহর এক প্রিয় লাদা কোন আমল করলেন এবং এমন গভীর মনোযোগে করলেন যে, আল্লাহ ত্বারক তায়ালা তাঁর সম্মান করনার্থে তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ এর উম্মতের জন্য উহা ফরজ এবাদতের মর্যাদায় উপনীত করলেন।

অতদ্প্রেক্ষাপটে ৮ই ফিলহজ্জ থেকে ১০ই জিলহজ্জ পর্যন্ত আদায় করার এই রোকন সমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে বর্ণিত হল।

। احرام انبیاء کرام علهم السلام کے لباس حج کی بادگاری

১. এহরাম পয়গম্বরগণের (আ:) হজ্জের পোষাকের স্মরণে

হজ্জ এবং ওমরাহ পালনের প্রেক্ষাপটে রোকন ও আদবের পূর্ণতার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য আমল ‘এহরাম বাধা’। যা সকল তাওয়াফকারীর জন্য লাজেম বা আবশ্যিক। দু’চাদরের উপর বিশেষিত ইহা ঐ পোষাক যা হজ্জের সময় আমিয়ায় কেরাম (আ:) এর বদন মোবারকের শোভাবর্ধন করত। আল্লাহু তবারক তায়ালার মহান দরবারে ইহা বহু পছন্দনীয় হল। ফলে হাজীগণের জন্য তা আবশ্যিকীয় পোষাক হিসেবে এভাবে পরিগণিত হল যে, তারা তাদের নিজ এলাকার শোভনীয় পোষাক উপেক্ষা করে সাদামাটা পোষাক রূপে শুধু দু’চাদর পরিধান করলেন। তন্মধ্যে এক চাদর ‘তাহবন্দ’ হিসেবে ব্যবহার করেন। যাতে দ্বিতীয়টি দ্বারা শরীর ঢাকা যায়। দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত আরবও অন্যান্য অন্যান্য দেশ হজ্জের এহরামের এ চাদর দ্বারা শরীর ঢাকায় আমিয়ায় কেরামের সুন্নতের অনুসরণে একই রং-এ রঙীন হওয়ার দৃষ্টি গোচর হয়। এ পোষাক ৭০ আমিয়ায় কেরামগণের নিজ-নিজ জমানায় তাদের শরীরে শোভা পেত। তাদের সত্যতা নিম্নের রেওয়ায়েত সমূহে পাওয়া যায়।

১. হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, হজুর নবী আকরাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এরশাদ ফরমান :

لَقَدْ مَرَّ بِالصَّخْرَةِ مِنَ الرُّوحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا - مِنْهُمْ مُوسَى نَبِيُّ
اللَّهِ حَفَّةٌ عَلَيْهِمُ الْعَبَاءُ يُؤْمِنُونَ بِيَتِ اللَّهِ الْعَتِيقِ -

অর্থাৎ আল্লাহর নবী হযরত মুসা (আ:) এর সাথে ৭০ জন পয়গম্বর (মক্কা এবং মদীনার মাঝামাবি) পাথুরিয়া রূহা নামক স্থান থেকে খালি পায়ে গিয়েছেন। তারা একটা চাদর গায়ে পরিধান করে বায়তুল্লাহ শরীফ গিয়েছিলেন। ১

১. বর্ণিত হাদীস খানার সূত্র :

১. আবু ইউলা, আল মুসনাদ ১৩ : ২০১ - ২৫৫ নং ৭২৩১ - ৭২৭১ ও ৭ : ২৬২ নং ৪২৭৫।
২. দায়লামী : আল ফেরদাউস বিমাছুরিল খত্বাব- ৩ : ৪৩২ নং ৫৩২৮।
৩. আবু নাদিম : হলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবকাতুল আছফিয়া- ১ : ২৬০।
৪. মানজারী, আততারামীর ওয়াততারহীব মিনাল হাদীসিশ শরীফ- ২ : ১১৮ নং ১৭৩৯।
৫. ইবনে আছাকীর, তারীখে দামেশকেল কবীর- ৬১-১৬৬।
৬. হাইসূমী, মুজমায়ীজ জাওয়ায়েদ ওয়া মুস্তাফিল ফাওয়ায়েদ ৩ : ২২০।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুসা (আঃ) এর এহরাম সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন:

كَانَىٰ أَنْظَرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ فِي هَذَا الْوَادِي مُحْرِمًا بَيْنَ قَطْوَانِيَّتِيْنَ

অর্থাৎ আমি ওয়াদির মধ্যে মুসা ইবনে ইমরান (আঃ) কে দু' কাতওয়ানী (কুফা এলাকায় কাতওয়ান দ্বারা সাদা বুরান হয়) চাদরের উপর শামিল এহরাম পরিধান করতে দেখেছি। ১

(৩) মকার ইতিহাসের উপর লিখিত প্রথম কিতাবের লিখক ইমাম আজরাকী (হিঃ ২২৩) নিজ কিতাব **أَخْبَارُ مُكْثَةٍ وَمَاجَاءَ فِيهَا أَلْثَارٌ** এর মধ্যে নিজ সনদের সাথে বর্ণনা করতেছেন যে, আবিয়ায় কেরামের এই হজ্জের পোষাককে আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) নিম্নের শব্দ সমূহের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

لَقَدْ سَلَكَ فَجَّ الرُّوحَاءَ سَبْعُونَ نَبِيًّا حِجَاجًا عَلَيْهِمْ لِبَاسُ الصَّوْفِ

অর্থাৎ রুহা নামক রাস্তা দিয়ে ৭০ (সন্তর) আবিয়ায় কেরাম হজ্জ করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, উলের পোশাক দ্বারা তাদের বদন মোবারক আচ্ছাদিত ছিল। ২

(৪) হজ্জ আদায়ের প্রাক্কালে আবিয়ায়ে কেরামের গায়ে চাদর জড়ানোর এ নিয়মকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর স্নেহাঙ্গন সাগরে মুজাহেদ ইবনে জুবায়ের মাঝী নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত মুসা (আঃ) এর হজ্জের উল্লেখ করে ফরমান:

حَجَّ مُوسَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى جَمِيلِ أَحْمَرٍ - فَمَرَّ بِالرُّوحَاءِ

عَلَيْهِ عَبَاءَ تَأْنِ قَطْوَانَ نِيَّشَانَ مُشِزِرَ يَارِحَادَاهُمَا مُرْتَدَى بِالْأُخْرَىِ

فَطَافَ الْبَيْتَ .

১. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. আবুইউলা, আল মুসনাদ- ৯ : ২৭ নং ৫০৯৩।
২. তীবরানী, আল মুজামুল কবীর- ১ : ১৪২ নং ১০২৫৫।
৩. আবু নাসীম, হালিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবকাতুল আছফিয়া- ৪ : ১৮৯।
৪. তীবরানী, আলমুজামুল আওসাত- ৬ : ৩০৮ নং ৬৪৮৭।
৫. হাইসুমী, মুজমায়েজ জাওয়ায়েদ ওয়া মুবরীল ফাওয়ায়েদ- ৩ : ২২১।

২. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. আজরাকী, **Ramadhan Ajjamayn Al-Jahraung Mustofa**,
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

অর্থাৎ আল্লাহর নবী হ্যরত মুসা (আ:) হজের উদ্দেশ্য লাল রঙ-এর উটে সাওয়ার হয়ে রওয়ানা হন। তিনি রংহা নামক স্থান হয়ে চলছিলেন। তাঁর উপর দু'কেতওয়ানী (সাদা) চাদর ছিল। যার মধ্যে তিনি এক খানা তাহবন্দ এর মতো পরিধান করেছিলেন এবং দ্বিতীয়খানা শরীরের উপর জড়িয়ে রাখছিলেন॥ এমতাবস্থায় তিনি বায়তুল্লাহ তওয়াফ করেন। ১

(৫) এক রাওয়ায়েতে হ্যরত হৃদ এবং ছালেহ (আ:) এর পোশাকের (লেবাস) বর্ণনা এসেছে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হজের সফরের জমানায় হজুর নবী করীম ﷺ ওয়াদী আসফান এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন হজুর ﷺ তলাশীর উদ্দেশ্যে এরশাদ ফরমান- আবুবকর! ইহা কোন্ ওয়াদী। তিনি বললেন- উহা আসফান হ্যাম। হজুর ﷺ তখন এরশাদ ফরমান :

لَقَدْمَرِيهُ هُودٌ وَصَالِحٌ عَلَى بَكَرَاتٍ حُمَرٍ خَطَمَهَا الْبَيْفِ - اَزْرَهُمْ
الْعَبَاءُ وَأَرْدُ يُتْهِمُ التِّمَارِ - يَلْبِبُونَ يَحْجُونَ أَبْيَتُ الْعَتِيقِ -

অর্থাৎ এখান থেকে হৃদ এবং সালেহ (আ:) পূর্ণ বয়স্ক লাল উটের উপর সাওয়ার হয়ে অতিক্রম করে ছিলেন। যার নাকিল খেজুর গাছের ছালের তৈরি ছিল। তাঁরা 'তাহবন্দ' দ্বারা ছতর ঢাকা অবস্থায় ছিলেন এবং সাদা-কালো তীক্ষ্ণচোখ চাদর (তাঁদের গায়ে) উড়তেছিল। তারা তালবিয়াহ পাঠ অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীরে হজ করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। ২

উল্লেখিত রাওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, আবিয়ায়ে কেরাম (আঃ) সাদা চাদর শরীরে জড়ানো অবস্থায় হজ আদায় করতেন। এই হজ আদায়ের মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টির দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তাদের হজের লেবাস (পোশাক) দু'চাদরের উপর শামিল ছিল। এক খানা 'তাহবন্দ' হিসেবে বেঁধে নিতেন আর দ্বিতীয় চাদর শরীরের উপর উড়ত অবস্থায় জড়ানো থাকত।

আবিয়ায় (আ:) এর এই লেবাস হজুর নবী আকরাম ﷺ এর এতই মনপূতঃ হয়েছিল যে, তিনি [হজুর ﷺ] ঐ.লেবাসকে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী হাজীগণের জন্য আবশ্যিক বা লাজেম বলে নির্ধারণ করে দিলেন। স্বাভাবিক

১. বর্ণিত হাদীস খানার সূত্র :

আজরাকী - আখবারে মকাতা ওয়ামাজায়া ফীহা মিনাল আছার ১ : ৬৭।

২. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ- ১ : ২৩২।

২. বায়হাকী, প্রয়োগলাইভেন্স প্রেসেসেস প্রিসেন্টেশন্স

৩. মানজারী, আততারগী(যে যে আততারগী মিনাল হাদীস মুরীদ) ২ : ১১৭ নং ১৭৩৭।

গীবনে অন্যান্য যতো প্রয়োজনীয় লেবাস থাকুক না কেন, তা সবই হজের সময় পরিধান করা নিষিদ্ধ করে দিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় খালী মাথায় এবাদত করা এবং সুন্নতের খেলাফ বলে বলা হয়েছে। কিন্তু হজ এবং ওমরার প্রাক্কালে বায়তুল্লাহ শরীফের মধ্যে এই বিধান নয়। এহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফে লকলেই খালী মাথায় উপস্থিত হন। তথায় আব্দিয়ায় কেরামের (আ:) হজ-ওমরাহ পালনের সময় লেবাসের মধ্যে মাথা খালি রাখার কারণ প্রেসানী, অধমাধম ও নিঃস্বতার নির্দশনে পরিণত হল। যেহেতু আল্লাহ তবারক তায়ালার মহান দরবারে পরিতাপ ও হায়রাতাংগীজ (আফসুস) চূড়ান্ত সীমায় সাদরণীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য।

ইহা সম্পূর্ণরূপে আব্দিয়ায়ে কেরামের (আ:) মধ্যে সংযোগ ও সম্পর্কেরই কারণ ঘূমান করে। আর ঐ পরিতাপ প্রকাশের জন্য এহরাম নির্ধারিত হওয়ার সাথে-সাথে হজের সময় হাজীগণের জন্য নখ, চুল, গেঁফ-দাঁড়ি ইত্যাদি কর্তন বা খাটো করা যাবে না। ‘বেদায়েছ ছনায়ে ফি তারগিবেস্ শরায়ে’ নামক কিতাবে এ বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। তাতে প্রমাণ করে, প্রকাশে অপ্রকাশ্যে সর্বদিক থেকে হজাজে কেরাম আব্দিয়া (আ:) এর অনুসরণ করেছেন।

۲. تَبَّيْه سِيدُنَا إِبْرَاهِيمَ الْكَبِيرَ کی پکار اور اس کے جواب کی
یادمنانے

২. তালবীয়াহ আমাদের সর্দার হযরত ইব্রাহিম (আ:) এর আওয়াজ এবং তার জবাবের ইয়াদ (স্মরণ করা) মান্য করা

হজ এবং ওমরাহ পালনকারী যখন এহরাম বাঁধবেন তখন অতীব বিনয়, ন্যতা, ভয় ও আত্মসমর্পণ প্রকাশের জন্য তার ওষ্ঠোবয়ে এই বাক্য সমূহ চলতে থাকবে।

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ . لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ . إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ . لَا شَرِيكَ لَكَ .

অর্থাৎ আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির, আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাজির, অবশ্যই সকল প্রশংসা, নেয়ামত সমূহ ও মূলুক তোমার জন্য, তোমার কোনো শরীক নেই।^১

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. বুখারী : ২ : ৫৬১ নং ১৪৭৯।
২. মুসলিম - ২ : ৮৪১-৮৪২ নং-১১৮৪।
৩. তিরমিয়ি - ৩ : ১৮৭ - ১৮৮ নং- ৮২৫-৮২৬।
৪. আবু দাউদ - ২ : ১৬২ নং-১৮১২।
৫. নাসায়ী - ৫ : ১৫৯-১৬০ নং- ২৭৪৭-২৭৫৭।
৬. ইবনে মাজাহ - ২ : ১৭৩ নং-১৮১৮।

এই তালবিয়াহ ওমরাহ এবং হজের রোকন আদায়ের জন্য হরমে কাবায় অবস্থান কালে পাঠ করা হয়। কিন্তু এই তালবিয়াহ কি, তা বহুত কম সংখ্যক লোকেরাই অবগত আছেন। সেই সাথে ইহার শুরু কথন থেকে হয়েছে তাও জানার অনেক বাকী।

মূলতঃ হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) এর ঐ আওয়াজের জবাব, যা তিনি এক অনুমান সাপেক্ষে আজ থেকে কম-বেশি চার হাজার বছর পূর্বে কাবা শরীফ মেরামতের পূর্ণতার পরে আল্লাহর হৃকুম তামিল করে ছিলেন। সে হৃকুমের বিষয় উল্লেখ করে মহা পবিত্র আল কোরআনের উন্নতিঃ

وَإِذْنٌ فِي النَّاسِ بِالْحِجَّةِ يَأْتُوكُمْ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ تَبِعُونَ مِنْ كُلِّ

فَرْجٍ عَمِيقٍ (الحج: ٦٧)

“এবং তোমাদের মধ্যে হজের ঘোষণা উচ্চ আওয়াজে করতে থাকো। লোকেরা তোমাদের নিকট পায়ে হেঁটে এবং মোটা-সোটা উটের উপর (সাওয়ার) হয়ে উপস্থিত হতে থাকবে। যা বহু দূরত্ব রাস্তা অতিক্রম করে আসবে।”

বহু হাদীস মোবারকে উল্লেখ হয়েছে যে, ইব্রাহিম (আঃ) জাবালে আবু কোবায়েস (পাহাড়ের নাম) এর উপর আরোহন করে সেখান থেকে তামাম বিশ্বের প্রান্তসীমা পর্যন্ত লোকদেরকে বায়তুল্লাহ শরীফে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এই বলে আহ্বান করেছেন- হে লোক সকল! আল্লাহর ঘরে আস; তাওয়াফ ও হজ্জ পালনের জন্য আস। ।

হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) এর এ ধ্বনিকে আঘিক দৃষ্টিকোণ থেকে এত মূল্যমানের আওয়াজে ঝুঁপান্তর করা হল যে, উহা যুগ ও স্থানকালের, পৃথক বা দূরত্বের, সামনে-পিছনে ঐ সকল জায়গায় পৌঁছে গেল, যে সব জায়গায় লোকজনের আবাদ হয়েছে। শুধু এতটুকুই নয়; বরং ঝুঁহের জগতে যারা ছিলেন, কেয়ামত পর্যন্ত মনুষ্য জগতে (বাশারী জগতে) আসার জন্য প্রতীক্ষামান তাদের কর্ণকুহরে

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. ইবনে আবী হাতেম রাজী : তাফসীরুল কোরআনুল আজীম- ৮ ; ২৪৮৭-২৪৮৮
নং-১৩৮৮৪ /
২. ইবনে জুজী : জাদুল মাহীর ফি এলমিত তাফসীর- ৫ : ৪২৩ /
৩. সুযুতী : আদ্দুররুল মানছুর ফি তাফসিরিল মাছুর- ৬-৩২ /
৪. ইবনে আজীবাহ : *Bangladeshi Ahsanul Qasida Akhlaqane Mostafa*
(Sallallaho Alayhi Wasallim) মাজাদ- ৪ : ৮১০ /

ঠি আওয়াজের প্রতিধ্বনি হয়েছে। শুধু কি তাই; বরং যিনি ঐ আওয়াজ শ্রবণে 'লাকাইক' বলেছেন তাদের জন্য শারীরিক ও আত্মিক যে কোন উপায় বায়তুল্লাহ্ এর হজ্জ নষ্টীর হবে। এ সম্পর্কে কয়েক খানা রাওয়ায়েত নিম্নে আলোচিত হলো—

(১) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ) এর রাওয়ায়েত :

لَمَّا بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ الْبَيْتَ أَوْحَى اللَّهُ أَلَيْهِ أَنَّ أَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ .
قَالَ : فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ أَتَّخَذَ بَيْتًا وَأَمْرَكُمْ أَنْ تَحْجُّوا .
فَإِنَّ سَجَابَ لَكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ أَكْمَةٍ أَوْ تُرَابٍ . لَبَيْلَ
اللَّهُمَّ لَبَيْكَ . (১)

অর্থাৎ যখন ইব্রাহিম (আঃ) বায়তুল্লাহ্ শরীফের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন আল্লাহ্ তবারক তাঁয়ালা তাঁর নিকট ওহী ফরমাইলেন যে, লোকদের মধ্যে উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করে দাও। রাওয়ায়েতকারী (রাবী) বর্ণনা করছেন, তখন হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) বলতে লাগলেন, হে লোক সকল, সাবধান! অবশ্যই তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য আমান প্রাণ্প্রি ঘর নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদেরকে উচ্চ ঘরে হজ্জ আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এই মূহর্তে আওয়াজ তাঁর জন্য এতই উচ্চ মূল্যমানের হয়ে ছিল যে, ঐ আওয়াজের ধ্বনি পাথর, গাছ, টিলা, মাটি অর্থাৎ গোটা বিশ্বের সর্বেত্র পৌছে গেল। বস্তুতঃ কোন জিনিসই এমন ছিল না, যারা এই জবাব দেয়নি যে, উপস্থিত! (হাজির) হে আল্লাহ্ তোমার দরগাহে আমরা হাজির হয়েছি। ১

১. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. হাকেম, আল মুস্তাদরাক আলাহ হৈয়াহাইন-২ : ৬০১ নং- ৪০২৬।
২. বায়হাকী, আসসুনালুল কবীর- ৫ : ১৭৬ নং- ৯৬১৩।
৩. বায়হাকী, শুয়ুরুল স্ট্রাইন- ৩ : ৪৩৯ নং ৩৯৯৮।
৪. তিবরী, তারিখিল উমাম ওয়াল মুলুক- ১ : ১৫৬।
৫. মুজাহেদ, আত্তাফসীর- ২ : ৪২২।
৬. জাসাছ, আহকামিল কোরাওন- ৫ : ৬৩
৭. তীবরী, জামীয়ল বয়ান ফি তাফসিরিল কোরাওন-১৭ : ১৮৮।
৮. সুযুতী, আদ্দুরজ্জুল মানতুর ফি তাফসির মানতুর মোস্তোফা
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

(২) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে:

لَهَا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَنَاءِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَبْلَ لَهُ .
أَدْنَى فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ قَالَ : رَبُّ وَمَا يَبْلُغُ صُوتُي . قَالَ : أَدْنَى
وَعَلَى الْبَلَاغِ . قَالَ : فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْحَجَّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ . قَالَ : فَسَمِعَهُ مَا بَيْنَ
السَّمَاوَاتِ إِلَى الْأَرْضِ . أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ يُجْنِيُونَ مِنْ أَقْاصِي الْأَرْضِ
يَلْبُونَ ।

অর্থাৎ যথান ইবাহিম (আঃ) বায়তুল্লাহুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অবসর হলেন, তখন তাঁকে বলা হল, লোকদের উচ্চ আওয়াজে হজ্জ করার জন্য ঘোষণা করে দাও। তিনি আরজ করলেন-হে আমার প্রতিপালক, ‘আমার আওয়াজ (তাদের পর্যন্ত) পৌঁছবে না।’ এরশাদ হল, আপনি ঘোষণা করুন (আপনার আওয়াজ মাখলুক পর্যন্ত) পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার কাজ। রাওয়ায়েত কারী (রাবী) বর্ণনা করেন-অতঃপর ইবাহিম (আঃ) ঘোষণা দিলেন- হে লোক সকল, তোমাদের প্রতি আল্লাহুর ঘর (খানায় কাবা) এর হজ্জ ফরজ করা হয়েছে। রাবী বলতেছেন : অতএব আকাশ থেকে শুরু করে জমিন পর্যন্ত সকল মাখলুক তার আওয়াজ শ্রবণ করলেন। তখন বলতেছেন : তুমি কি দেখ নাই যে, সকল ভূখণ্ডের সকল কেনারার প্রান্তসীমা থেকে (তাঁর আওয়াজের উপর লাববাইক বলতে বলতে) লোক সকল তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে চলে আসছিলেন। ।

১. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. ইবনে আবী শাইবাহ- আল-মুছানেফ ৬ : ৩২৯ নং- ৩১৮১৮ /
২. হাকেম- আল মুসতাদরাক আলাছহীহাইন- ২ : ৪২১ নং- ৩৪৬৪ /
৩. বায়হাকী- আস্সনুনানুল কবীর-৫ : ১৭৬ নং- ৯৬১৪ /
৪. মুকাদ্দসী- আল আহাদীসুল মুখতার- ১০ : ২০ - ২১ /
৫. তীবরী- জামীয়ুল বয়ান ফি তাফসিরিল কোরআন- ১৭ : ১৪৪
৬. সুয়তী- আদ্দুররম্ল মানছুর ফিত্তাফসীরে বিল মাছুর- ৬ : ৩২ /
৭. শাওকানী- ফতহুল কাদীর- ৩ : ৪৫০ /
৮. আল ওয়াসী- বঙ্গল যাহানী ফি তাফসিরিল কোরআন আয়াতোর স্বাবলম্বন মাছানী- ১৭ : ১৪৩ /

(৫) হ্যরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) (وَادْنٌ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ) (তুমি লোকদের হজ্জের জন্যে উচ্চ স্থরে ঘোষণা দাও।) এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে ফরমান:-

قَامَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ عَلَى الْحَجَرِ . فَنَادَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! كُنْ
عَلَيْكُمُ الْحَجَّ . فَأَسْمَعَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ
فَاجَابَهُ مَنْ أَمَنَ مِنْ مَمْنُ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْ يَحْجُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ .

অর্থাৎ হ্যরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এরশাদ করেন : হ্যরত ইব্রাহিম
খলিলুল্লাহ্ (আ:) একটি পাথরের উপর দণ্ডয়মান হয়ে ঘোষণা করতে
লাগলেন-হে লোক সকল! ‘তোমাদের উপর হজ্জ আদায় ফরজ করা হয়েছে।’
অতএব যে কেহ পুরুষের পিঠে এবং মহিলাদের গর্ভে ছিল তারা সকলেই শুনতে
পেল। ফলে মোমেনদের মধ্যে থেকে আল্লাহর ইল্ম অনুযায়ী যারা কেয়ামত
পর্যন্ত হজ্জ পালন করতে থাকবে, তা আপনার (ইব্রাহিম (আ:) সেই ঘোষণার
জবাবেই বলতে থাকবে; হে আল্লাহ! আমরা তোমার বারেগাহ উপস্থিত
হয়েছি। ১

(৬) হ্যরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলে পাক ~~বাণী~~ এরশাদ ফরমান-
لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَنَاءِ الْبَيْتِ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُنَادِي
فِي الْحَجَّ . فَقَامَ عَلَى الْمَنَارِ . فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ
بَنَى لَكُمْ بَيْتًا فَحَجِّوهُ وَاجْبِبُوا إِلَهَ عَزَّوَجَلَ . قَالَ : فَاجَابُوهُ فِي
أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ : أَجْبَنَاكَ أَجْبَنَاكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ .
قَالَ : فَكُلُّ مَنْ حَجَّ الْيَوْمَ فَهُوَ مِمَّنْ أَجَابَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَدْرِ مَا
لِبَى .

অর্থাৎ সাইয়েদেনা হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) বায়তুল্লাহ্ শরীফের নির্মাণ কাজ শেষ
করে বিরত হলেন মাত্র। তখন আল্লাহ্ তবারক তায়ালা তাঁকে হজ্জের ঘোষণা

(৭) বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. তীবরী : জামিয়ুল বয়ান ফি তাফসিরিল কোরআন- ১৭ : ১৪৪।

২. সুযুতী : আদুরুর্রমল মানসুর ফিত্তাফসিরিল মাছুর- ৬ : ৩৩।

৩. তীবরী : তামিলু আকান্দ বয়ান মুজুরুন্নাই আকান্দ মুস্তোফা

৪. আছকালানী : ফাতহুল্লাহু আলয়হি ওয়াসালিম (Sallallahu Alayhi Wasallim)

দেয়ার হৃকুম প্রদান করলেন। সেহেতু তিনি একটি মিনারের উপরে দণ্ডযামান হলেন এবং বলতে লাগলেন-‘হে লোক সকল! নিঃসন্দেহে অবশ্যই তোমাদের জন্য মহান প্রতিপালক এক খানা ঘর নির্মাণ করেছেন। অতএব তোমরা হজ্জ কর। আল্লাহ রাবুল ইজ্জতের পয়গাম কবুল কর।’ তিনি (রাসূলে পাক ~~ব্রহ্ম~~ এরশাদ ফরমান)। পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং মহিলাদের গর্ভ থেকে লোকেরা জবাব দিল যে, আমরা আপনার ঘোষণা (শ্রবণ করেছি) কবুল করলাম, আপনার ঘোষণা কবুল করলাম। (এভাবে বলতে লাগলো) আমরা উপস্থিত। ‘হে আল্লাহ! তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি।’ রাসূলে পাক ~~ব্রহ্ম~~ ফরমান- আজ যে ব্যক্তি যতবার হজ্জ পালন করবে, তারা তাদের মধ্য থেকে হবে, যারা হ্যরত ইব্রাহিম (আ:)-এর আহবানে লাববায়েক বলেছিলেন।^১

لـ (আমি হাজীর) উপস্থিতির এই আওয়াজ বা ঘোষণা হাজার হাজার বছরপূর্বে এক মুহূর্তের জন্য হয়েছিল। কিন্তু আজও সেই স্বর তাত্ত্বিক শক্তিতে রূপ পরিগ্রহ করে সর্বকালীন বা চিরস্মৃত রূপে সর্বোত্তম শোনা যাচ্ছে। সম্মানিত হাজীগণ সেই ঘোষণা যেন ধ্যানে জাগ্রত করে তার জবাব দিয়ে থাকেন। আল্লাহর মাহবুব হ্যরত ইব্রাহিম খলিল (আ:) সম্পর্কিত এক ঘটনার ইয়াদ (শ্রবণ) উচ্চতে মোহাম্মদী ~~ব্রহ্ম~~ যেন [সেই নবী ইব্রাহিম(আ:)] এর কৃত এবাদতের পূণ্যরাবৃত্তি করে তা মান্য করা এবাদতে শামিল করলেন। তাতে প্রমাণ করে যে, অতীতের নবী রাসূল বা পয়গম্বর কর্তৃক কৃত কর্মপরিকল্পনা আল্লাহ প্রদত্ত বাছাইকৃত এবাদত। যা মান্য না করা হলে আল্লাহর এবাদতে পূর্ণতা লাভ করবে না। সুস্থ যুক্তি এই যে, আদি ভূলে যাওয়ার বিষয় নয়। বরং তা স্মরণীয় করে রাখাই ইসলাম। আদিতে আল্লাহ ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সুরায় ফাতেহায় আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেন- আমাকে ঐ পথ দেখাও যে পথে তোমার প্রিয়জন চলেছেন। সেই সাথে অপ্রিয়জনের পথ বর্জনীয়। এখানেও অতীত ভূলা যাবে না। গজবে ধ্রংশ হওয়ার ঘটনা অবহিত হয়ে-ই কেবল বর্জন করা যায়। সেই সাথে অতীতের নেয়ামত প্রাপ্ত লোকেরা যা করেছেন তা স্মরণে আনয়নের মাধ্যমে পালন করাই এবাদত।

১. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. ফাকই, আখবারে মক্কাতা ফি কাদিমিদ দাহরে ওয়া হাদীসিহী- ১ : ৪৪৬ নং- ৯৭৩।
- * মুজাহেদ ইবনে জুবাইর মক্কা নিম্নের রাওয়ায়েত সংক্ষেপে তাঁর কিতাবে করেছেন-

 ১. ইবনে আবি শাইবা, আল মুহান্নিফ ৬ : ৩৩০ নং- ৩১৮২৬।
 ২. তৈবারী- জামীল বুগাল্ফি তাবতীলিম কোরআন অফ চেচেন্য মস্তোফা
 ৩. যায়লায়ী- হেদয়ায়া কি তাবতীলিম কোরআন প্রোটোবেক হাদীস ৩ : ২৩।

میلاد النبی میلاد النبی جشن میلاد النبی (ص) الحمد لله رب العالمين উৎসবেও আমরা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পৃণ্যময় জন্মের স্মরণীয় এবাদত 'ছফ্ত' নামে করে থাকি। আর সেই বার্তা ও দিবসকে খুশি ও আনন্দের মধ্যে ফুলতার সাথে প্রকাশ করছি। উল্লেখ্য যে, সেই প্রফুল্লতার মধ্যে সীমালজ্ঞন ঘেন না হয় তার প্রতি আমাদের শ্যেগ দৃষ্টি থাকে। আর সে জন্যই মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আলোচনাও রাসূলে পাক الحمد لله رب العالمين এর প্রশংসাগীতি সমাবেশের মাধ্যমে তাঁর জন্ম দিবসেই হয়ে থাকে। যা অতীতের স্মরণীয় হিসেবে মান্য করা মূলক এবাদত। যা অবৈধতার প্রশ্নাই আসে না। বরং মান্য না করা পাপ। স্বয়ং আল্লাহ শুধু বর্তমান এবং ভবিষ্যতে নয়, অতিতেও ছিল। অতিতকে ভুলে গেলে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া বুঝায়। অনুরূপ রাসূল পাক الحمد لله رب العالمين এর অতীত ভুলে যাওয়ার অর্থ স্বয়ং রাসূলে পাক الحمد لله رب العالمين কেই ভুলে যাওয়া প্রমাণ করে। যা সম্পূর্ণ অবৈধ।

রাসূলে পাক الحمد لله رب العالمين ভিন্ন এক সৃষ্টি, যার তুলনা তিনিই। ফলে তার মীলাদ আভাবিক। এই মীলাদ দিবস পালিত না হলে শ্রেষ্ঠনবীর শ্রেষ্ঠত্ব মান্য করা হয় না। ফলে ঈমানের পরিপক্ষতা প্রমাণ করে না। পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে, অতীতকে অতীত করে ফেলে দেয়া পাপ। পক্ষান্তরে স্মরণীয় হিসেবে পালন করা পৃণ্য। ঘেমন-আল্লাহ তবারক তায়ালা কর্তৃক সংগঠিত ঘটনাবলীর জন্য অন্তরে ভয় শৈর্ষণ এবাদতের মধ্যে সামিল। ফেরাউন নমরুদের ঘটনাপৃঞ্জি তার বাস্তব প্রমাণ। মরিয়ম (আ) এর সাথে আল্লাহর কুদরতী কৌশলী খেলা মানুষ্য-দৃষ্টিতে অপবাদে পরিণত হলে আল্লাহ রাববুল ইজজত এমন কৌশলে সে আপবাদের অবসান করলেন, তা মানুষ কল্পনায়ও আনয়ন করতে পারে না। খৃষ্টান সম্পদায় সেই দিন পালন করে থাকে।

পক্ষান্তরে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ الحمد لله رب العالمين এমন সুসমামগ্নিত অন্তরালে জন্ম গ্রহণ করেছেন, যার মীলাদ দিবস নিবিষ্ট মনের অন্তরের আকৃতিতে প্রেমহাস্পদের সাসনায় পালন সম্পূর্ণ বৈধ। প্রচলিত মীলাদুন্নবী উৎসব ও মীলাদ মাহফিল আন্তরবক্ষে প্রেমাগ্নি প্রজলিত করবে। আল্লাহর বিধানও তাই। সামনের আলোচনায় তা সুস্পষ্টভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিভাত হবে। অতীতের স্মরণ সে জন্যই পৃণ্যময় যা হজ্জের প্রতি রোকন ও কানুনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। তাই বাকী রোকনও অন্যান্য এবাদতের বর্ণনা করা হচ্ছে।

(৩) طواف کرناست انبیاء کی یادمنانابے
 (৩) আশ্বিয়া (আ:) এর স্মরণে তাওয়াফ করা সুন্নত

বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে সাত চক্র দেয়াকে প্রচলিত ভাষায় তাওয়াফ বলা হয়। তাওয়াফ করা এবং তথায় সাত চক্র দেয়া আশ্বিয়া (আ:) এর তরীকা বা নিয়ম। আর তা-ই সুন্নতে পরিনত। নিম্নের রাওয়ায়েত থেকে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হবে।

(১) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বয়ান করেছেন-

فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ أُسْسِنَ الْبَيْتَ وَصَلَّى فِيهِ وَطَافَ بِهِ أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ -
 অর্থাৎ সর্ব প্রথম বায়তুল্লাহ শরীফের ভিত্তি স্থাপনকারী তথায় নামাজ পড়লেন এবং তার তাওয়াফ করলেন। আর তিনিই হলেন হ্যরত আদম (আ:)।^১

(২) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রাওয়ায়েত করেন, আমার নিকট এই খবর পৌছিয়েছে যে, হ্যরত আদম (আ:) জমিনে এসে জান্নাতের অনুরূপ এবাদতের জন্য যথোপযুক্ত স্থান না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় (ফেরেন্টাদের মাধ্যমে) তার জন্য বায়তুল হারাম নির্মাণ করা হল। আর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে [আদম (আ:)] কে সেখানে যাওয়ার হুকুম দিলেন। অতঃপর তিনি (আদম আ:) মকায় ভ্রমণ শুরু করলেন এবং পথিমধ্যে যে সকল স্থানে তিনি থেমে ছিলেন সেখানেই আল্লাহ তবারক তায়ালা পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিলেন। এমনিভাবে তিনি (আদম আ:) মকায় পৌছে গেলেন।

فَأَقَامَ بِهَا يَعْبُدُ اللَّهَ عِنْدَ ذِلِّكَ الْبَيْتِ وَيَطْوُفُ بِهِ - فَلَمْ تَزِلْ دَارَهُ حَتَّىٰ قِبْضَهُ اللَّهُ بِهَا .

অর্থাৎ অতএব তিনি (আদম (আ:)) ওখানে দাঁড়ালেন এবং বায়তুল্লাহ এ আল্লাহর এবাদতে ও তাওয়াফে নিমগ্ন হলেন। সুতরাং তারপর ঐ জায়গায় রয়ে গেলেন, ইত্যাবসরে আল্লাহ ওখানেই তার রহ করজ ফরমাইলেন।^২

১. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. আজরাকী : আখবারে মকাতা ওয়ামাজায়া ফিহা মিনাল আচার - ১ : ৩২ - ৪০।
২. সুযুতী : আদদুররম্ল মান্ডুর ফিত্তাফসিরিবিল মাছুর - ১ : ৩১৩।

২. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. আজরাকী : আখবারে মকাতা ওয়ামাজায়া ফিহা মিনাল আচার - ১ : ৩৯।
২. ইবনে আছাকীর : তারীখে দামেকেল কবীর - ৭ : ৪২৫।
৩. মুকাদ্দাসী : আলবেদো (Salatulāh Alayhi Wasallim)

(ট) হ্যরত ওমর ইবনে খাতাব (রাঃ) হ্যরত কায়াবুল আহবার এর নিকট
বায়তুল্লাহ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন—আল্লাহু তবারক তায়ালা
বায়তুল্লাহকে হ্যরত আদম (আঃ) এর সাথে ইয়াকুত পাথরে মোড়ানো খাটি
করে ছিলেন। তারপর ফরমাইলেন, হে আদম (আঃ), আমি তোমার জন্য আমার
এই ঘর নির্মাণ করিয়ে দিলাম। যেমনি আমার আরশের আশপাশে তাওয়াফ হয়,
তেমনি করে তার আশপাশেও তাওয়াফ হবে। আবার যেমনি আমার আরশের
চতুর্দিকে নামাজ পড়া হয়, তেমনি করে তার আশপাশেও নামাজ হবে।
বায়তুল্লাহ এর সাথে ফেরেশতাও অবতীর্ণ করেছি, যারা ঐ ঘরের ভিত্তি পাথরের
উপরে করেছিল। অতঃপর এই বুনিয়াদের উপর আল্লাহু তবারক তায়ালা
বায়তুল্লাহকে রেখে দিলেন।

فَكَانَ أَدْمُ عَلَيْهِ السَّلَام يَطْوِفُ حَوْلَهُ كَمَا يُطَافُ حَوْلَ الْعَرْشِ
وَيُصْلَى عَنْهُ كَمَا يُصْلَى عَنْدَ الْعَرْشِ -

অর্থাৎ অতঃপর আদম (আঃ) তাঁর চতুপার্শে অনুরূপ তাওয়াফ করলেন, যেমনি
আরশের চতুর্দিকে তাওয়াফ করেছিলেন। তার আশপাশে অনুরূপ নামাজ পড়লেন
যেরূপ আরশের আশপাশে নামায পড়েছিলেন। ১

(ঠ) হ্যরত আদম (আ) ব্যতীত আরো কতিপয় আবিয়া (আঃ) ও বায়তুল্লাহ এর
তাওয়াফ করেছেন। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মুজাহেদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) হজ্জ পালন
কারী আবিয়ায় কেরামের সংখ্যা বর্ণনা করে এরশাদ করেছেন।

حَجَّ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ نَبِيًّا كُلُّهُمْ قَدْ طَافَ الْبَيْتَ .

অর্থাৎ পঁচাত্তর (৭৫) আবিয়ায়ে কেরাম হজ্জ করেছেন এবং তারা সকলেই
বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। ২

এ দ্বিতীয় বাস্তবায়নের মাধ্যমে অন্তঃস্থিত করা যায় যে, তাওয়াফের সাত চককর
শাগানোও আবিয়ায় কেরামের সুন্নত। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের রাওয়ায়েত
সমূহে পাওয়া যায়।

৩. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

আজরাকী—আখবারে—মক্তাব ওয়ামায়ায়া ফিহা মিনাল আছার— ১ : ৩৯

বর্ণিত রাওয়ায়েত করেছেন।

৪. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. আজরাকী, আখবারে মক্তাব অমাজায়া ফিহা মিনাল আছার ১ : ৬৭-৬৮।

২. ফাকহী—আখবার মাঝে বাস্তবায়নের আলেক্সেন্দ্রিনিসি *Mosques* নং- ২৫৯।

৩. আহমদ ইবনে হাসল—আলয়েলাম ওয়ামায়ায়েবতের বারেলিম ৩ : ১৯৩ নং-৪৮৩।

(৫) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ) রাওয়ায়েত করেন-

حجَّ أَدْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا۔

অর্থাৎ আদম (আঃ) হজ্জ আদায় করেছেন। সেই সাথে তিনি বাযতুল্লাহ সাত বার তাওয়াফ করেছেন।^১

(৬) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আবী সুলায়মান বর্ণনা করতেছেন :

طَافَ أَدْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَبْعًا بِالْبَيْتِ حِينَ نَزَلَ

অর্থাৎ যখন হ্যরত আদম (আঃ) জমিনে আসলেন তখন তিনি বাযতুল্লাহ এর আশ পাশে সাত বার চককর লাগালেন।^২

(৭) হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) এবং হ্যরত ইসমাইল (আঃ) কাবা এর তাওয়াফের ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসাহাক বয়ান করেন :

لِمَا فَرَغَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ مِنْ بَنَاءِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ - جَاءَهُ جِبْرِيلٌ فَقَالَ : طَفِّ بِهِ سَبْعًا فَطَافَ بِهِ سَبْعًا هُوَ وَإِسْمَاعِيلُ

অর্থাৎ আল্লাহর খলিল হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) যখন বাযতুল্লাহ শরীফ এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করলেন তখন জিব্রাইল (আঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন-'আপনি উহার চতুর্পার্শ্বে সাত চকর লাগান।' তখন তিনি এবং হ্যরত ইসমাইল (আঃ) বাযতুল্লাহ শরীফের চতুর্পার্শ্বে সাতবার প্রদক্ষিণ করে তাওয়াফ করলেন।^৩

(৮) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বয়ান করেন :

(ص) قَدْمَ التَّبَّى (ص) فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا

অর্থাৎ দয়ালনবী রাসূলে পাক মকায় তাশরীফ গ্রহণ করলেন।

তখন বাযতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফের উদ্দেশ্যে তাঁর চতুর্পার্শ্বে সাত চকর লাগালেন।

১ বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. আজরাকী- আখবারে মকাতা অমাজায়া ফিহা মিনাল আছার- ১ : ৪৫।
২. সুযুতী- আদুরুরাম্ব মানচূর ফিত্তাফছিরি বিল মাছুর- ১ : ৩২০।

২ বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. আজরাকী- আখবারে মকাতা অমাজায়া ফিহা মিনাল আছার- ১ : ৪৩।

৩. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. আজরাকী : আখবারে মকাতা অমাজায়া ফিহা মিনাল আছার- ১ : ৬৫।
২. কুরতুবী : আল জামেয়ুলে আহকামিল কোরআন- ২ : ১২৯।

৪. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. বুখারী : ২ : ৫৮৮ নং-১৫৪৭।
২. বুখারী : ২ : ৫৯৩ নং- ১৫৬৩।
৩. বুখারী : Banjudechhi Aqiqumane Ashekaane Mostofa (Sallaljibbe Alayhi Wasallim)
৪. মুসলিম : ২ : ৯১৬ নং-১৫৩৪।

(৯) হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-

إِنَّ النَّبِيَّ (ص) حِينَ قَدْمَكُلَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا

অর্থাৎ অবশ্যই হজুর ﷺ যখান মক্কা মোয়াজ্জামায় তাশরীফ প্রহণ করলেন তখন তিনি (তাওয়াফের প্রক্রান্তে) বাযতুল্লাহ শরীফের চতুর্পার্শে সাত মর্তবা চক্রকর দিলেন।^১

বর্ণিত রাওয়ায়েত মোতাবেক যথাযোগ্য প্রমাণ সাপেক্ষে প্রতিয়মান হল যে, তাওয়াফের মধ্যে সাত চক্র দেয়া পূর্ববর্তী আবিয়ায়ে কিরামগণের সুন্নতের অনুকরণ। আর এই সুন্নত পালনের মাধ্যমে আমরা তাদের স্মরণকেই তাজা করে থাকি।

(৪) رمل حضور ﷺ اور صحابہ (رض) کے انداز طواف کی یاد منانے

মমল (দর্পের সাথে চলন) রাসূলে পাক ﷺ এবং সাহাবায়ে আজমাইনের তাওয়াফের পরিমাপের ইয়াদে (স্বরণে)

বাযতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ হজ্জের রোকন সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হজাজে কেরামের (সম্মানিত হাজীগণ) প্রতি এই হৃকুম যে, তিনি (হজ্জপালনকারী) তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রের মধ্যে দর্প্পভরে চলতে হবে। প্রচলিত ভাষায় তাকেই রমল বলে। (চক্র দেয়ার সময় বাহাদুরের মত গর্বভরে চলার নাম রমল।) স্বাভাবিক অবস্থায় দর্প্পভরে চলার অবস্থাকে অহংকারের আলামত বা তাকাকরী বলা হয় এবং আল্লাহর দরবারে চরমভাবে অপছন্দনীয় বিষয়। (অহংকার পতনের মূল।) বস্তুত ৪ হজ প্রসঙ্গে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত। তার হেকমত এই যে, মদীনাহ মোনাওয়ারায় হজ্জ করার পরে নিয়মিত সাধনা ও দুঃখ কঠের কারণে মুসলমান ক্ষীণ, দুর্বল ও কমজোরী হয়ে পড়লেন। এতদপ্রেক্ষাপটে ছোলেহ হোদায়বিয়ার পূর্বের বছর যখন তারা ওমরাহ পালন করার জন্য মক্কা থেকে তখন তাদের চলার অবস্থায় একটু দুর্বলতা প্রকাশ পায়। কাবা তাওয়াফ করার সময় তাদের ধীরে ধীরে চলতে দেখে মক্কার কুফফাগণ সমালোচনা করতে শুরু করল যে, মুসলমান মক্কায় তো আনন্দাবস্থায় ছিল কিন্তু মদীনায় তাদের অবস্থা এই হল যে, তারা ঠিক মত চলতে পারে না। মনে-প্রাণে তারা দুর্বল হয়ে

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. তিরমীজি- ৩ : ২১৬, নং-৮৬২।
২. তিরমীজি- ৫ : ২১০ নং ২৯৬৭।
৩. নাসারী- ৫ : ২৩৫ নং- ২৯৬১।
৪. ইবনে খাজিমাহ *Banghdah Anjumane Ashekaane Mostofa (Subhaanallahe Alayhi Wasallim)*
৫. তীবরানী- আল মুজিমুছ হস্তীর - ১. ১২৬ নং ১৮৭।

পড়েছে। তারা এখন চলতেই পারে না।

প্রকাশ থাকে যে, দর্পভরে চলা পাপের কাজ। সে সম্পর্কে রাসূলে পাক بِنَاءً وَتَعْلِيَةً এর বিশেষ সতর্ক বানী বা হাদীস রয়েছে। যেমন- হ্যরত হারেসাহ ইবনে ওয়াহাব খায়ায়ী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলে পাক بِنَاءً وَتَعْلِيَةً কে বলতে শুনেছেন:

الَاخْبَرُ كُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُّتَضَعِّفٌ . لَوْاقِسٌ عَلَى اللَّهِ لَأَبِرَّهُ . الَاخْبَارُ كُمْ بِاَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عَتِيلٍ جَوَاطِ . مُسْتَكِبِرٌ .

অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসী সম্পর্কে বলব না? হজুর بِنَاءً وَتَعْلِيَةً বললেন প্রত্যেক কমজোর দুর্বল (প্রকৃতির লোকগুলো) চিন্তাশীল ও ভাবুক হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা কোন ব্যাপারে যদি কসম করেই বসে, তখন আল্লাহ ইহা বাস্তবেই দিয়ে থাকেন। (অর্থাৎ দুর্বলেরা আল্লাহর ছায়াতলে আছেন। তাদের দরখাস্ত আবেদন-নিবেদন আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেন না।) রাসূলে পাক بِنَاءً وَتَعْلِيَةً পূর্ণ: বলতেছেন-আমি কি তোমাদেরকে জাহানামের লোকদের সম্পর্কে বলব না? স্বয়ং রাসূলে পাক بِنَاءً وَتَعْلِيَةً বললেন-প্রত্যেক কর্কট স্বভাবের বিবাদ কারী ও অহংকারী (লোকগুলো) জাহানামী। ১

হ্যরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলেপাক بِنَاءً وَتَعْلِيَةً এরশাদ করেন :

يَقُولُ اللَّهُ (عِزوجل) الْعَظِيمَةُ إِذْرِي . وَالْكِبِيرَيْ رِدَائِي فِمَنْ نَازَعَنِي
وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقِيَتِهِ فِي النَّارِ .

“আল্লাহ ত্বারক তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, বড় শ্রেষ্ঠত্ব আমার পাজামা এবং অহংকার আমার চাদর। এতদোভয়ের মধ্যে যে কেহ আমার থেকে একটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে, তা হলে আমি তাকে জাহানামে নিষ্কেপ করব।”
অহংকার সম্পূর্ণ অবৈধ। আর জগণ্য পাপের কাজ। তারপরও ক্ষেত্র বিশেষ অহংকার বৈধ। ২

১. বর্ণিত হাদীস দু'খানা নিম্নের সূত্রে বর্ণনা এসেছে।

১. বুখারী- ৪ : ১৮৭০ নং- ৪৬৩৪ এবং ৫ : ২২৫৫ নং-৫৭২৩।
২. মুসলিম- ৪ : ২১৯০ নং- ২৮৫৩।

২.

১. ইবনে আবী শাইবা আল মুছানেফ- ৫ : ৩২৯ নং-২৬৫৭৯।
২. আলমুয়াজেমুল আঙ্গুল কিতাবে হ্যরতে আলী (রাঃ) থেকে তাবরানীর রাওয়ায়েত- ৩ : ৩৫২। নং ৩৩৮০
৩. কাজায়ী- আল মুসনাদুস শেহাব- ২ : ৩০১ নং-১৪৬৪।
৪. বায়হাকী- **Bayhaqī** *Hujūt al-Bayhaqī* *Ajāzkaane Mostofa*
(*Sallallaho Alayhi Wasallim!*)

রাসূলে পাক অন্তর্ভুক্ত যখন শুনতে পেলেন যে, কাফেরের দল মুসলমানদের সমালোচনা করছে, খোঁটা দিচ্ছে বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে, সাথে-সাথে সাহাবীগণকে নির্দেশ করলেন, কাফেরদের উক্তি মিথ্যায় পরিণত করার জন্য তাওয়াফের সময় তোমরা দর্পণের হেলে দূলে বাহাদুরের মত চলবে। ‘এরই নাম রমল’। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে অংহকার করে বাহাদুরের মত চলাই কাফেরদের প্রাজয়।

সেই সময় থেকে হজের রোকনের সাথে এই ‘রমলের’ অনুসরণ শামিল হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। সম্পূর্ণ হরম শরীর মুশরেকীনে কাফেরদের অঙ্গিত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে। শত শত ঘর হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাওয়াফ আদায় করার বিধান অনুরূপ-ই চলে আসছে। যার পরিবর্তন হয় নি। অতএব এ ক্ষেত্রে অংহকার পাপ নয়।

ইমাম মুসলিম (রহ:) ছাঈহ মুসলিম শরীফের কিতাবুল হজের অধীনে “ইন্তেহ বাবুর রমল ফিত্তাওয়াফ ওয়াল ওমরাহ ওয়াফি ত্বাওয়াফিল আউয়াল মিনাল হজ্জ” এর মধ্যে এ বিষয়ে অনেকগুলো হাদীসের বর্ণনা উল্লেখযোগ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রাঃ) বর্ণনা করতেছেন যে, ইয়াসরেব (মদীনাহ মনোওয়ারা) এর উষ্ণতা থেকে দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরে হজুর আকরাম অন্তর্ভুক্ত এবং তার ছাহাবীগণ (হোদায়বিয়ার পূর্বের বছর ওমরার জন্য) মকায় তাশরীফ গ্রহণ করলেন। তখন তাদের আগমনের সংবাদ জেনে মুশরেকদের (সর্দার) নিজ দলকে বললো, আগামী কাল তোমাদের কাছে এমন একটা দল আসবে যাদেরকে তীব্র গরম বা তাপ দুর্বল করে ফেলেছে। অতএব তারা এ খবর পেয়ে হিজরে আসওয়াদ এর পার্শ্বে বসে গেল। যখন হজুর অন্তর্ভুক্ত এবং তার সঙ্গীগণ তাশরীফ গ্রহণ করলেন, তখন হজুর অন্তর্ভুক্ত হকুম দিলেন।

أَمْرُهُمُ النَّبِيُّ (ص) أَن يَرْمِلُوا ثَلَاثَةَ أَشَوَاطٍ - وَيَمْسُوا مَابَيْنَ الرَّكْبَيْنِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكُونْ جِلْدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونْ : هُؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَلُمُوا إِنَّ الْحُمْىَ قَدْ وَهَنَتُهُمْ - هُؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا .

অর্থাৎ হজুর অন্তর্ভুক্ত ছাহাবীগুলিকে উত্ত্ব রোকনের (ইয়ামালী) মাঝখানে তিন চক করের মধ্যে দর্পণের চলতে অবহ (বাকিগুলোতে) আরাম বা স্বাভাবিকভাবে

চলতে নির্দেশ করলেন। তাতে মোশরেক দল জোরমান্ড বা শক্তিশালী (দল বলে) স্বাক্ষ্য প্রদান করবে। (এই দৃশ্য দেখে) মুশরেকিনে কাফের বলতে লাগলো—‘তোমরা তাদের জন্য কি এভাবে বলছিলে যে, তাদেরকে তাপ বা উষ্ণতা দুর্বল করে দিয়েছে? তারা তো ততো পরিমান শক্তিশালী যে পরিমাণ শক্তিশালী থাকা আবশ্যিক। কিছুই তাদের দুর্বল করতে পারেনি।’

(২) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক রাত্তিয়াতে সুস্পষ্টভাবে এরশাদ ফরমান-

إِنَّمَا سَعْيُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِالْبَيْتِ - وَيَبْيَنُ الصَّفَّاَوَالْمَرْوَةَ
لِيُرَى الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ

অর্থাৎ মুশরেকীনদেরকে মুসলমানদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য রাসূলে পাক বায়তুল্লাহ শরীফে এবং ছাফা মারওয়া এর মাঝ খানে সায়ি করেছেন। ২

(৩) অনুরূপ হ্যরত আবু তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াছেলাহ (রা) বয়ান করতেছেন যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ফরমান-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَدِمَ مَكَّةَ - فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِعُونَ أَنْ يَطْؤُفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهَرْلَ - وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ - قَالَ : فَأَمَرَ هُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْ يَرْمَلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا .

অর্থাৎ যখন হজুর নবী আকরাম মক্কা মোয়াজ্জমায় তাশরীফ গ্রহণ করলেন,

১. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

- (১) মুসলিম- ২ : ৯২৩ নং-১২৬৬ / (২) বুখারী- ২ : ৫৮১ নং-১৫২৫ /
(৩) আহসন ইবনে হাসল- ১ : ২৯৪ / (৪) বায়হাকী - ৫ : ৮২ নং-৯০৫৬।

২. সূত্র:-

১. বুখারী- ২ : ৫৯৪ নং ১৫৬২ /
২. মুসলিম- ২ : ৯২৩ নং ১২৬৬ /
৩. তীরমিজী- ৩ : ২১৭ নং ৮৬৩ /
৪. নাসায়ী- ৩ : ৮০৫ নং ৩৯৪১ /
৫. ইমায়দী- ১ : ২৩২ নং ৪৯৭ /
৬. বায়হাকী- ৫ : ৮২ নং ৯০৫৬

তখন মুশরেকদের দল বলতে লাগলো, অবশ্যই মুহাম্মদ প্রিয়াচারক
অন্তর্বর্তী প্রকাশন
বাস্তুসম্মত এবং তাঁর ছাহাবীগণ
(তাদের শারিয়াক) জীর্ণশীর্ণতার কারণে বায়তুল্লাহ্ শরীফে তাওয়াফ করার শক্তি
না সাহস পাবে না। মূলতঃ তারা নবী মুহাম্মদ প্রিয়াচারক
অন্তর্বর্তী প্রকাশন
বাস্তুসম্মত এর প্রতি ঘৃণার মনোভাব
পোষণ করে। (রাসূল প্রিয়াচারক
অন্তর্বর্তী প্রকাশন
বাস্তুসম্মত ফরমান) এরশাদ করেন যে, (ঐ ঘৃণার কারণে) হজুর
প্রিয়াচারক
অন্তর্বর্তী প্রকাশন
বাস্তুসম্মত স্বীয় ছাহাবীগণকে তিন চক্করের মধ্যে রমল এবং চার চক্করের মধ্যে
স্বাভাবিকভাবে চলার হুকুম দিয়েছেন।^১

(৫) طواف مبن اضطیاب کرنا بھی سنت مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم ہے

৮, তাওয়াফের মধ্যে ‘এজতেবায়’ করা সুন্নতে মুস্তফা

তাওয়াফের সময় এহুরামের চাদর ডান বোগলের নীচ থেকে বের করে উহার
উভয় কিনার (চাদরের উভয় মাথা) বাম কান্দের উপর ঢেলে দেয়াকে
'এজতেবায়' বলা হয়। (ইবনে মনজুর 'লেসানুল আরব' এর ৮ : ২১৬ পৃষ্ঠায়
লিখেছেন) যেমন- পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, মক্কার মুশরেকদেরকে
নিজেদের তরফ থেকে ভয়, বাহাদুরী এবং শক্তি সাহস দেখানোর জন্য হজুর প্রিয়াচারক
অন্তর্বর্তী প্রকাশন
বাস্তুসম্মত
ছাহাবায়ে কেরামকে 'রমল' করার হুকুম দিয়ে ছিলেন। সেই সাথে হজুর প্রিয়াচারক
অন্তর্বর্তী প্রকাশন
বাস্তুসম্মত
তাওয়াফের অবস্থায় এজতেবায় করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেহেতু রাসূলে
করীম প্রিয়াচারক
অন্তর্বর্তী প্রকাশন
বাস্তুসম্মত স্বয়ং এ নিয়মের পূর্ণ অনুকরণ করেছেন। রাসূলে পাক প্রিয়াচারক
অন্তর্বর্তী প্রকাশন
বাস্তুসম্মত এই প্রিয়
সুন্নতের উপর আমল করার জন্য সকল হাজী এবং ওমরাহ পালন কারীর উপর
অন্যান্যকরণীয় সুন্নত হিসাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অনন্তর রাসূলে পাক প্রিয়াচারক
অন্তর্বর্তী প্রকাশন
বাস্তুসম্মত
এর এই সুন্নতের পূরণাবৃত্তি তাঁর স্মরণেই মান্য করা হয়।

(১) হ্যরতে আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বয়ান করতেছেন :-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلعم) وَاصْحَابَهُ إِعْتَمَرُوا مِنِ الْجَعْرَانَةَ فَرَمَلُوا
بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدَيْتَهُمْ تَحْتَ أَبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى
عَوَانِتِهِمُ الْيُسْرَىِ .

১. মুসলিম : ২ : ৯২১ ; ৯২২ নং-১২৬৪।

২. ইবনে হাববান- ৯ ; ১৫৪ নং-৩৮৪৫।

৩. বায়হাকী- ৫ **Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa**
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই রাসুলে পাক সংস্কৃত অভিধান অনুবাদ এবং তাঁর ছাহাবায় কেরাম জারানা থেকে এহরাম বাঁধলেন। অতঃপর তাঁরা বায়তুল্লাহ শরীফের (চতুর্পার্শে তিনবার চক্র দিয়ে।) রমল করলেন। এমতাবস্থায় তারা আপন চাদর (ডান) বোগল দিয়ে বের করে বাম কান্দার উপর ঢেলে দিলেন।^১

(২) হ্যরত ইউলা ইবনে উমাইয়াহ (রাঃ) এরশাদ করেন :

طَافَ الْبَيْتِيْ (صلع) مُضْطَبِعًا بِبَرْدِ أَخْضَرٍ

অর্থাৎ হজর নবী করীম সংস্কৃত অভিধান অনুবাদ সবুজ চাদরের মাধ্যমে এজতেবায় করে বায়তুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করলেন।^২

(৩) আল্লামা তীব্র এজতেবায় সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেছেন:-

إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ أَظْلَهَا رَا لِلتَّشْجُعِ - كَالرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ

অর্থাৎ হজুর অভিধান অনুবাদ অবশ্যই সাহস এবং বাহাদুরী প্রকাশ করার জন্য এ কাজ করেছেন। যেমনি করে তাওয়ফে রমল করেছেন।^৩

আজ থেকে চৌদশত বছর অতিক্রম হওয়ার পরে আমরা তাওয়াফের মধ্যে মকায় এজতেবা (اضطباب) অবশ্যই কোন কাফেরকে দেখানোর জন্য করি না। বরং শুধু ঐ সুন্নত আদায় করার জন্য করে থাকি, যা রাসুলে পাক স্বয়ং করে গিয়েছেন এবং তদীয় ছাহাবায়ে কেরামদের এ কাজ করার জন্য নির্দেশ করে তা বাস্তবায়ন করে গিয়েছেন। আমরা হজুর অভিধান অনুবাদ এবং ছাহাবায় কেরামের সেই আমল বস্তুত স্মরণীয় করে রেখে স্বীয় দেল ও অন্তরে নূর এবং তাওয়াজ্জু পয়দা

১. বর্ণিত হাদীস অন্যের সূত্র :

১. আবু দাউদ- ২ : ১৭৭ নং- ১৮৮৪।
২. আহমদ ইবনে হাবিল : ১ : ৩০৬।
৩. তাবরানী- আলমুজেমুল কবীর- ১২ : ৬২ নং- ১২৪৭৮।
৪. বায়হাকী- আসসুনানুল কবীরী- ৫ : ৭৯ নং ৯০৩৮- ৯০৩৯।
৫. মুকাদ্দাসী- আল আহাদীসুল মুখতার- ১০ : ২০৭-২০৮ নং- ২১৩- ২১৫।

২. ২নং সূত্র :

১. আবু দাউদ- ২ : ১৭৭ নং- ১৮৮৩।
২. তিরমীজি : ৩ : ২১৪ নং- ৮৫৯।
৩. ইবনে মাজা- ২ : ৯৮৪ নং- ২৯৫৪।
৪. দারামী- ২ : ২৬৫ নং- ১৮৪৩।
৫. বায়হাকী- আসসুনানুল কবীরী ৫ : ৭৯ নং- ৯০৩৫।

৩. নং সূত্র :

১. আজীম আবাদী- আউনুল মাবুদ আলা সুনানে আবী দাউদ- ৫ : ২৩৬।
২. মোবারক মুয়াজ্জিব তাহতুল আহতুরাজী বি পাহি আমিরত তিরমীজি- ৩ : ৫০৬।
২. মুবারকপুরী- তুহফতুল আহতুরাজী বি পাহি জামারত তিরমীজি- ৩ : ৫০৬।

করতেছি। আর নুর প্রাণ্পরির এ সুন্নত আজ বাতেলের বিরুদ্ধে চৌকস ও কার্যক্ষম করার মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফায়েদা হাসেল হয়।

৬. تَقْبِيل حِجَرَاسُود - حَبِيبُ خَدَا ﷺ كَى ادا دَهْرَائِ جَاتِى بَى

৬. হজরে আসওয়াদ (কালোপাথর)-এর চুম্বন হাবীব খোদা الْمَسْكَنُ الْمُعْلَمُ-এর কৃতকর্মের পূণরাবৃত্তি করা হয়

হজরে আসওয়াদ এর মহত্ব ও মর্যাদা এ কারণে যে, উহা হ্যরত জীবরাসিল আমীন (আ:) জান্নাতের থেকে নিয়ে এসেছেন।^১

আম্বিয়ায় কেরাম আল্লাহ ত্বারক তায়ালার নির্দেশের অধীনে হজরে আসওয়াদ এর বুচা বা চুম্বন গ্রহণ করতেন যা পাথরে চুম্বন। (মূলতঃ কিছুই না। বরং নির্দেশ ও নবী মুহাম্মদ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ কর্তৃক কৃতকর্ম বৈ আর কিছু নয়।) নবী মুহাম্মদ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর পূর্বের সেই নবী আমাদের সর্দার হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) এর সুন্নতের উপর আমল করে নিজ মুবারক হাতে সেই হজরে আসওয়াদ হরমে কাবায় স্থাপন করেছেন এবং তাঁর মহা পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় উহা চুম্বন করেছেন। এতদার্থে হজরে আসওয়াদের চুম্বন ও সম্মান হজ্জের রোকনে পরিণত হল। আজ মুসলমান শুধু তাঁর মর্যাদায় এ জন্যই চুম্বন প্রদান করেন যে, তাঁজেদারে মদীনা আমাদের আকু আমাদের ইহ-পরকালের সুপারিশকারী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে করে গিয়েছেন। এ বাক্যের সত্যতা সর্দার হ্যরত ওমর ফারুক (রা:) এর এক উক্তিতেও প্রমাণ পাওয়া যায়। এক সময় তিনি (ওমর রা:) তাওয়াফ করার প্রাক্কালে হজরে আসওয়াদের "সামনে দভায়মান হয়ে তাঁকে (পাথরকে) লক্ষ্য করে ফরমান :

إِنَّمَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ : لَا تَضْرُبُ لَا تَنْفَعُ : وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتَكَ

১. বর্ণিত বিষয়ের সূত্র :

- আজরাকী, ‘আখবারে মক্কাতা ওয়ামাজা ফিহা মিনাল আছার’ কিতাবের ১ : ৬২, ৬৪, ৩২৫ পৃষ্ঠায় উক্ত বিষয় বর্ণনা করেছেন।
- অনুরূপ ইবনে আবী শায়বা- ৩ : ২৭৫, নং- ১৪১৪৬ এ বর্ণনা করেছেন।
- ইবনুল জায়াদ- আল মুসনাদ ১৪৮ নং ৯৪০ এ বর্ণনা করেছেন।
- ফাকই- তাঁর রচিত আখবারে মক্কাতা ফি কাদীমেদ দাহরে ওয়া হাদীসিহী; ১: ৯১ নং-২৫ এবং
- হাইসুমী- মুজমায়েজ জাওয়ায়েদ ওয়া মুমবায়েল ফাওয়ায়েদ কিতাবের ৩ : ২৪২ পৃষ্ঠায় ও এ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা প্রস্তুত হচ্ছে।
*Bangladesh Imame Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

অর্থাৎ আমি জানি নি: সন্দেহে তুমি একটা পাথর। তোমার ভাল-মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আমি যদি সরোয়ারে কায়েনাত হ্যরত রাসূলে কারীম সান্দেহাত্ত্ব উপর সন্দেহ করা নির্ণয় করা হচ্ছে কে তোমায় বুছা দিতে না দেখতাম, তা হলে কখনই আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। ১

হ্যরত ওমর (রাঃ) এর এই উক্তি অন্য বাক্যেও উল্লেখ আছে।

إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلعم) قَبْلَكَ مَا قَبْلَتُكَ
অর্থাৎ হ্যরতের আসওয়াদে তুমি শুধু একটা পাথর। যদি আমি রাসূলে পাক সান্দেহাত্ত্ব উপর সন্দেহ করা নির্ণয় করা হচ্ছে কে চুম্বন খেতে না দেখতাম, তা হলে আমি তোমাকে কোন অবস্থায় চুম্ব খেতাম না।

এই বাক্য বলার পর হ্যরত ওমর (রাঃ) হজরে আসওয়াদে চুম্বন প্রদান করেন। এ সকল রাওয়ায়েত থেকে নির্ধারিত হল যে, সাহাবায় কেরামগণের দৃষ্টিতে হজরে আসওয়াদ চুম্বনের উদ্দেশ্য হজুর নবী করীম সান্দেহাত্ত্ব উপর সন্দেহ করা নির্ণয় করা হচ্ছে এর সুন্নতের স্মরণ চিরন্তন জগ্রত রাখা এবং এই নিয়ম কেয়ামত পর্যন্ত একই অবস্থায় অনবরত থাকবে।

মুয়াত্ত্বায় মালেক ১ : ৩৬৭ নং- ৮১৮ এবং আহাম্দ ইবনে হাফল আল-মুসনাদের ১ : ৫৩ নং-৩৮০ এর মধ্যে হাদীস খানা উল্লেখ আছে।

(৭) قیام مقام ابراہیم سیدنا ابراہیم العلیہ السلام کی یاد دلاتا ہے
মাকামে ইব্রাহিমে ‘কেয়াম’ (দাঢ়ানো) আমাদের সর্দার

হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) এর স্মরণ করিয়ে দেয়

মাকামে ইব্রাহিম একটি স্থান, একটি মাকাম। কিছু সময় দভায়মান হয়ে শ্রদ্ধান্বিদেন করা বা এবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট একটি জায়গার নাম মাকামে ইব্রাহিম। আভিধানিক ভাষায় ‘মাকাম’ কদ বা পা রাখার স্থানকে বলা হয়। ২

মাকামে ইব্রাহিম নির্ধারনের ব্যাপারে বিভিন্ন কাওল বা উক্তি এসেছে। অধিকাংশ

১. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

- (১) বুখারী : ২ : ৫৭৯ নং ১৫২০, ২ : ৫৭২ নং- ১৫২৮, ও ২ : ৫৮৩ নং- ১৫৩২।
- (২) মুসলিম : ২ : ৯২৫ নং- ১২৭০।
- (৩) ইবনে মাজাহ : ২ : ৯৮১ নং-২৯৪৩। (৪) নাসারী - ২ : ৮০০ নং- ৩৯১৮
- (৫) আহাম্দ ইবনে হাফল : ১ : ৮৬ নং- ৩২৫।

২. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. ফেরাদেন - কিতাবুল আইন - ৫: ২৩২

২. ফিরুজাবাদী - আল কামুসল মুহীত - ৪: ১৭০।

৩. ইবনে মানজুর-লেসানুল আরব - ১২ : ৪৯৮।

৪. জুবায়েদী - তাজলিউল্লাস মিন জাগ্যাতিলি কামাস ১৪ : ১১১ (যেখানে সমুহে ‘মাকাম’

Bangladesh Anjuman-e-Khatm-e-Mostafa (Balkhi Alayhi Wasallim)

মশহুর উলামা এবং মুফছিরিনে কেরামের নিকট হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রাঃ) ও অন্যান্যদের কাওল মোতাবেক মাকামে ইব্রাহিম ঐ পাথরকে বলা হয়, যাকে লোকেরা মাকামে ইব্রাহিম এর নামে জানে এবং তার নিকট তাওয়াফের সময় দু'রাকআত নামায আদায় করেন। বিশুদ্ধ দলিল বা উক্তিও তাই। ১

বর্ণিত বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহ.) (হিঃ ১৯৪-২৫৬) কর্তৃক বয়ানকৃত এক রেওয়ায়েতে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যাতে উল্লেখ আছে যে, কাবা শরীফ নির্মানের প্রাকালে হ্যরত ইসমাইল (আঃ) পাথর সংগ্রহ করতেন এবং তাঁর পিতা হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) সেই পাথর সমূহ জোড়া লাগিয়ে ওয়াল নির্মান করতেন। যখন ওয়াল উঁচু হয়ে গেল তখন তিনি ঐ পাথর খানা নিলেন এবং হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) ঐ পাথরের উপর দণ্ডয়ামান হয়ে নির্মান কাজ করছিলেন। ২

অন্য এক বর্ণনায় ইহাও উল্লেখ আছে যে, যখন হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) এর জন্য হ্যরত ইসমাইল (আঃ) কর্তৃক প্রহনকৃত পাথর উঠাতে অপারগ হয়ে গেলেন তখন তিনি ঐ পাথরের উপর দণ্ডয়ামান হয়ে নির্মান কাজ করতে লাগলেন। আর এ পাথর নির্মানধীন কাবার চতুর্দিকে ঘূরতে ছিল। ওয়াল যত উঁচু হতে ছিল ঐ পাথরও তত উঁচু হতে ছিল। এভাবে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হল। আজরাকী 'আখবারে মাকাতা অমায়ায়া ফিহা মিনাল আছার কিতাবের ১ : ৫৮ এবং ২ : ৩৩ পৃষ্ঠায় এ বর্ণনা এসেছে।

হ্যরত আনাস (রাঃ) রাওয়ায়েত করেছেন যে, হ্যরত ওমর (রাঃ) রাসূলে পাক
১. **بِيَارْسُولِ اللّٰهِ إِلٰوٰتَخَذَتْ مِنْ مَقَامٍ** এর দরবারেগাহে আরজ করলেন-

১. বর্ণিত বিষয়ের সূত্র :

- (১) তাবরী (রহঃ) রচিত 'জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কোরআন'-১ : ৫৩৭।
- (২) কুরতুবী লিখিত- 'আলজামিয়ু লে আহকামিল কোরআন- ২ : ১১২।
- (৩) রাজী লিখিত- 'আত্তাফসীরুল কবির'- ৪ : ৮৫।
- (৪) আলসী রচিত 'রহ্মল মায়ানী ফি তাফসীরিল কুরআনিল আজীমওয়াস্ম সাবউল মাছানী' ১ : ৩৭৯ পৃষ্ঠা সমূহে এ উক্তি পাওয়া যায়। (৫) আসকালানী ফতহলবারী-১ : ৪৯৯।

২. বর্ণিত বিষয়ের সূত্র :

১. বুখারী : ৩ : ১২৩৫ নং-৩১৮৪।
২. আবদুর রাজ্ঞাক-আল মুছানাফ : ৫ ; ১১০ নং-১১০৭।
৩. তাবরী : জামেযুল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন-১ : ৫৫০।
৪. ইবনে কাছীর : তাফসীরুল কুরআনিল আজীম- ১ : ১৭৮ এবং
৫. কাজুবিনী-আত্তাদবীন ফি আখবারে কাজুবীন ১ : ১০৫ ইত্তাদি এহু সমূহে বর্ণিত
Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostoifa
রাওয়াহেত উল্লেখ আছে (Allaho Alayhi Wasallim)

অর্থাৎ ইয়া রাসুলুল্লাহ ! যদি আপনি মাকামে ইব্রাহিমকে নামাজের স্থান বানাতেন, তখন নিম্নে বর্ণিত আয়াত নাজিল হয়।

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (البقرة - ١٢٥)

অর্থাৎ ইব্রাহিম (আ:) এর দণ্ডযামান হওয়ার স্থানকে নামাজের স্থান বানিয়ে দাও। ১
এই হকুম বাস্তবায়নে হ্যরত রাসূলে পাক মাকবুল মাকামে ইব্রাহিমের (আ:) পিছনে নামাজ আদায় করলেন। হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, যখন আমরা রাসূলে পাক এর সাথে বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌছলাম, তখন তিনি রাসূল পাথর চুম্বনের রোকন আদায় করলেন। অতঃপর তাওয়াফের তিন চক্করের আমল করলেন। তারপর চতুর্থ চক্করে আমলের নিয়ম অনুযায়ী তাওয়াফ করলেন। এরপরে হজুর মাকামে ইব্রাহিম (আ:) এর নিকটে পৌছলেন এবং উপরোক্তগুলির আয়াত (ابراهিম مُصَلًّى) তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর হজুর মাকামে ইব্রাহিমকে বায়তুল্লাহ্ এর মাঝখানে আনয়ন করলেন এবং দু'রাকায়াত নামাজ আদায় করলেন।

ছীহ মুসলিম শরীফের কিতাবুল হজ্জ, বাবে হজ্জাতুন্নবী এর ২ : ৮৮৭ নং-১২১৮ এ হাদীস খানা উল্লেখ আছে।

অতএব সাইয়েদেনা হ্যরত ওমর ফারুক (রাঃ) এমনি জলিল কদর ছাহাবী ছিলেন যার আবেগের প্রতি আল্লাহত তবারক তায়ালা কুরআনে হাকীমের মধ্যে এ পাথরকে মাকামে নামাজ (নামাজের স্থান) বানানোর জন্য হকুম ফরমাইলেন। যার উপর দণ্ডযামান হয়ে সাইয়েদেনা হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) কাবা নির্মাণ করে ছিলেন। এ পাথরের এত সম্মান লাভ হল যে, সাইয়েদুল আস্বিয়া (আ:) তাঁকে নামাজের জায়গা কঢ়ার দিলেন।

এমনিভাবে কেয়ামত পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তাওয়াফকারী সকল মুসলিমের জন্য ওয়াজের সাব্যস্ত হল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মাকামে ইব্রাহিমে দু'রাকায়াত নামাজ

১. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

- (১) বুখারী- ৪ : ১৬২৯ নং- ৪২১৩ /
- (২) তিরমীজি- ৫ : ২০৬ নং-২৯৬০ /
- (৩) ইবনে মাজা-১: ৩২২ নং ১০০৮ /
- (৪) নাসায়ী- ৬ : ২৮৯ নং- ১০৯৯৮
- (৫) ইবনে হাবৰান-১৫ : ৩১৯ নং ৬৮৯৬ /
- (৬) আহমেদ ইবনে হাতলান (Bangladesh Anjuman-e-Uloom-e-Islami) এর সময়ের উলোচিত গুরুত্বাদীয় আরো অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত রাওয়া (Sahih Al-Bukhari)

আদায় না করবে, সে পর্যন্ত তাদের তাওয়াফ পরিপূর্ণ হবে না। (যদি মাকামে ইব্রাহিমে নামাজ আদায় করার জায়গা না পাওয়া যায়, তাহলে অন্যত্র এই নিয়তে মু'রাকায়াত নামাজ আদায় করা যাবে। কিন্তু এ স্থানে নামাজ আদায় করার হকুম এবং ইহাই আফজাল) ^১

অতএব কাবা নির্মানে হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) এর নির্দশন স্বরূপ মাকামে ইব্রাহিম সার্বক্ষণিকের জন্য মুসলমানদের আক্তিদার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হল। আর সেই স্থানে নফল নামাজ আদায় করে হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) কর্তৃক কাবা নির্মানের বিষয় স্মরণীয় করে মান্য করার কেন্দ্রে পরিণত হল।

শিয় পাঠক! উল্লেখিত কিতাব সমূহে সন্দেহাতীতভাবে এ বিষয় বিস্তারিত জানতে শারবেন। যার ফলে প্রমাণিত হল যে, রাসুলগণের আলোচনা স্মরণীয় করে রাখা, পালন করা, প্রশংসা করা, তাঁদের কৃতকর্ম থেকে উপদেশ বা নসীহত গ্রহণ করা এবাদতই শুধু নয়; বরং বিধানও বটে। তাই নবী মুহাম্মদ সান্দেহাতীত এর সর্বময় জাগতিক জীবন-ই শুধু নয়, বরং বিশ্ব সৃষ্টির সূত্র যার মাধ্যমে হয়েছে, তাঁর সেই সৃষ্টি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত গুণগান করতেই হবে, তাতে দ্বিমত করার অর্থ ঈমানের ঘাটতি প্রমাণিত হওয়া। ঈমানের ঘাটতি হলে তার সকল এবাদত পঞ্চম। তাই রাসূলে মকবুল সন্দেহাতীত সরদারে আস্থিয়া। যার সৃষ্টি এবং জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব সৃষ্টি যেমন আলোচনায় আসবে অনুরূপ জন্যও আলোচনায় আসবে। আর এ আলোচনায় প্রাণবন্ত শান্তি আসবে প্রেমিক হৃদয়ে। যা এবাদতের মূল বৈশিষ্ট। আর এ আলোচনার জন্য দিন, তারিখ, সময়, স্থান ও মূল্যায়ন আসতেই হবে। তা-না হলে আলোচনার বিষয়বস্তুর গভীরতা প্রমাণিত হবে না। আবেগাপুত, প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শি ‘সাল্লিমু তাসলিমা’ অর্থাৎ প্রশান্ত হৃদয়ে, এতমিনানে কুলবে সালাতু সালাম পেশ কর। অন্যথায় আল্লাহর ঘোষিত নির্দেশ যথাযথ ভাবে আদায় হবে না। ফলে সকল এবাদত কবুল হওয়ার জন্য দরং বা ছয় শর্ত, তা পালিত বা আদায় হবেনা। ফলে সকল এবাদত নিষ্ফল হয়ে যাবে। স্বত্ত্বাবত-ই স্বীকার করতে হবে, মীলাদুন্নবী সন্দেহাতীত এবাদতের কেন্দ্র বিন্দু। যার সত্যতা প্রমাণের জন্য সামনে তাত্ত্বিক বিষয় বেরিয়ে আসবে।

১০৮. শুরুনার সূত্র :

১. সারখাছি রচিত-‘কিতাবুল মাবসুত’ ৪ : ১২।
২. কাসানী রচিত-‘বেদায়েছ ছনায়ে ফি তারতিবেশ্ শরায়ে’ ২ : ১৪৮।
৩. সমরকান্দি রচিত-‘তুহফাতুল ফুকাহা’ ১ : ৪০৬ এবং
৪. ইবনে নাজিম রচিত-‘আল বাহরুল রায়েক শরহে কাঞ্জুল দাকায়েক্ত’, ২ : ৩৫৬ ইত্যাদিতে *Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

۸۔ صفا و مروہ کی سعی سیدہ هاجرہ علیہا السلام کی سنت یے

৮. সাফা এবং মারওয়াহ (পাহাড়ে) সায়ী (দৌড়ানো) করা সাইয়েদেনা হ্যরত হাজেরা (আ:) এর মুন্ত আল্লাহত তবারক তায়ালার মকবুল ও নৈকট্যতম বান্দা থেকে ছাদের (ছাবেত) কৃত এমন কর্ম যা তাঁরা এবাদতের নিয়তে করেছেন, অথবা যা প্রকাশ্যে এবাদত মনে হয় না, কিন্তু রববুল আলামিনের নিকট উহা গ্রহণ যোগ্য ও পছন্দনীয় হয়ে কুলিয়াতের যোগ্য হয়েছে। যা তিনি (আল্লাহ) সমষ্টিগত এবাদতের অংশ বানিয়ে দিলেন। তারই একটা দৃষ্টান্ত সাইয়েদা হ্যরত হাজেরা (আ:) এর আওলাদ সাইয়েদেনা হ্যরত ইসমাইল (আ:) এর জন্য পানির তালাশে ছাপা ও মারওয়া এই দু'পাহাড়ের মধ্যে পাগল পাড়া হয়ে দৌড়ানো। বারী তায়ালার নিকট স্বীয় এই মাহবুব বান্দার এই কর্ম আদায়ের বিষয় এতই গ্রহণ যোগ্য হল যে, উহা (আমাদের জন্য) হজ্জের রোকন হিসেবে অংশ নির্ধারিত করে দিলেন। প্রচলিত ভাষায় তাকেই সায়ী বলে। ইহা হজ্জ এবং ওমরাহ পালনকারী সকলের জন্য ওয়াজেব আমলে পরিগণিত হল।

এ কথা নিশ্চিত ভাবে জানা আবশ্যিক যে, সায়ী সাত চক্র সমুহের মাঝখানে নির্দিষ্ট কোন জিকির, দোয়া, অফিফা বা নির্ধারিত কোন আয়াতে কোরআনে তেলাওয়াতের হৃকুম দেয়া হয়নি। অবশ্য যে কেহ ইচ্ছা করলে কোরআনে মজীদের যে কোন সূরা বা আয়াত তেলাওয়াত করতে পারেন। যে কোন প্রকার দোয়া, তাছবীহ বা মুনাযাত করা যাবে। যে কোন দর্কন শরীফ বার বার পাঠ করা যাবে। অন্য কোন কিছুই যদি স্মরণ না আসে, তা হলে একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ যিকির করা যাবে। অর্থাৎ এ ধরনের সব কিছু বৈধ। অন্যথায় সম্পূর্ণ চুপ অবস্থায়ও ছাপা মারওয়ার মধ্যে সাত চক্রে সায়ী পরিপূর্ণ করা যাবে। ছাপা-মারওয়ায়ে সায়ী এর ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে দৃষ্টান্ত মূলক ইমাম বুখারী (হি: ১৯২-২৫৬) এবং অন্যান্য মুহাদিসীনে কেরাম ও মুফাচ্ছিরে কেরামগণ অসংখ্য হাদীস বিভিন্ন ভাবে রাওয়ায়েত করেছেন। তন্মধ্যে এক রাওয়ায়েত নিম্নে তুলে ধরা হল।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস বর্ণনা করেছেন :

হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) এবং হ্যরত হাজেরা (আ:) দুধপান রত শিশু হ্যরত ইসমাইল (আ:) কে (সাম থেকে) মকায় নিয়ে আসেন। সে সময়ের মকায় কোন আবাদী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালিম** (Sallallaho Alayhi Wasallim)

গ্রামতাবস্থায় ইব্রাহিম (আ:) তাদের দু'জনকে বায়তুল্লাহ্ এর নিকট ছেড়ে দিলেন। তাদের খানাপিনার জন্য এক থলে (ব্যাগ) খোরমা খেজুর এবং এক মশক পানি দিয়ে গেলেন। এরপর হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) সামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে গেলেন। এ সময় সাইয়েদেনা হ্যরত হাজেরা (আ:) তার পিছনে পিছনে দৌড়াতে শুরু করলেন এবং আওয়াজ করে জানতে চাইলেন! “হে ইব্রাহিম (আ:)! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আর আমাদেরকে বিরান্তূমি এই অজ্ঞাড়গায় কোথায় ফেলে যাচ্ছেন? যেখানে কোন জন মানুষের বসবাস নেই এবং বসবাসের যোগ্য কোন স্থানও উহা নয়।” হ্যরত হাজেরা (আ:) কয়েকবার শপুর করার পরও তিনি কোন জবাব দিচ্ছেন না। এমনকি হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) তাঁর দিকে ফিরিয়ে তাকালেনও না।

অতঃপর সাইয়েদেনা হ্যরত হাজেরা (আ:) বিনয়ের সাথে আরজ করলেন- ‘হে ইব্রাহিম (আ:) আল্লাহ্ ত্বারক তায়ালা কি আপনাকে আমার ব্যাপারে এ রকম ঢকুমই প্রদান করেছেন?’ তিনি (ইব্রাহিম আ:) উত্তরে বললেন-হ্যাঁ। তখন হ্যরত হাজেরা (আ:) বললেন, যদি তাই হয়, তা হলে আমি আল্লাহ্ নির্দেশের অবাধ্য হব না এবং আমি এই সন্তানকে ক্ষতি হতে দেব না। এরপরে তিনি নিজ স্থানে ফিরে আসলেন। কিন্তু হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) এর প্রত্যাবর্তন পথের দিকে এমনিভাবে তাকিয়ে ছিলেন যে, যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি গোচর হয়, ততদূর পর্যন্ত তাকিয়ে ছিলেন। এমনি করে তিনি দৃষ্টির অস্তরাল হয়ে গেলেন। ‘যখন তিনি ‘মাকামে চিনিয়াহ’ পর্যন্ত পৌছলেন, তখন তিনি হাত উচু করে মহান আল্লাহ্ ত্বারক তায়ালার দরবারে নিম্নে বর্ণিত বাক্য সমূহের মাধ্যমে ফরিয়াদ (প্রার্থনা) করলেন-

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذَيِّ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحْرَمِ
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
مِنَ الشَّمْرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ - (ابراهيم : ৩৭)

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সন্তান (হ্যরত ইসমাঈল আ:) কে আপনার মহা পবিত্র ঘর (বায়তুল্লাহ্) এর নিকট পানি শূণ্য অনাবাদী স্থানে শুইয়ে দিলাম। হে আমার প্রতিপালক! যাতে সে নামায কায়েম করে। ফলে সে লোকদের অন্তর এমনিভাবে করে দিবেন, যার ফলে তারা জতুক-শতুক ও গভীরবর্তের সাথে **ব্যক্তি** বিমুক্ত হয়ে **আর আপনি** তাকাজ্জন্ম (সর্বদিক থেকে) **মিলাদুন্নবী** সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম-০৫

ফল ফলাদীর মাধ্যমে রেজেকের ব্যবস্থা করেন। যাতে তার জন্য শোকরিয়া জ্ঞাপন করে।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ) বর্ণনা করাচ্ছেন :-

وَجَعَلَتْ أُمُّ اسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ اسْمَاعِيلَ وَتَشْرِبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى
إِذَا نَفَدَ مَا فِي السَّقَاءِ عَطَشَتْ وَعَطَشَ ابْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظَرُ إِلَيْهِ
يَتَلَوِّي أَوْ قَالَ : يَتَلَبَّطُ - فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظَرُ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْ
الصَّفَا أَقْرَبُ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلْبَهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ - ثُمَّ أَسْتَقْبَلَتْ
الوَادِي تَنْظَرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَاهَا - فَهَبَطَتْ مِنِ الصَّفَاحَتِيَّ
إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِي رَفَعَتْ طَرْفَ دُرْعِهَا - ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ
الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاءَتِ الْوَادِي - ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا
نَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَاهَا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَاتٍ .

অর্থাৎ হ্যরত ইসমাইল (আঃ) এর মাতা ইসমাইল (আঃ) কে দুঃখপান করাচ্ছেন এবং ঐ পানি থেকে পান করাচ্ছেন (যা তার পিতা হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) রেখে গিয়ে ছিলেন।) ইতিমধ্যে মশকের পানি ফুরিয়ে গেল। ফলে সাইয়েদেনা হাজেরা (আঃ) স্বয়ং এবং তার সন্তান পিপাসায় কাতর হয়ে গেলেন। সাইয়েদেনা হাজেরা (আঃ) দেখলেন দু'বছরের বাচ্চা পানির পিপাসায় ছটফট করতেছে এবং কাতরাতে কাতরাতে ধীরে ধীরে অস্থির হয়ে নিঃশ্পত্তি হয়ে পরতেছে। এ দৃশ্য অবলোকনে ধৈর্য সংবরন করতে না পারায় তিনি পানির তালাশে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ঐ স্থানের নিকটেই ছাপা পাহাড় ছিল। তার উপর আরোহন করে গ্রামের এদিক-সেদিক দেখতে লাগলেন যে, কোথাও কোন কিছু দেখা যায় কি-না। কিন্তু কোন কিছুই দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না। অতএব ছাপা পাহাড় থেকে অবতরণ করে গ্রামে ফিরে আসলেন। তৎপর আচল শুটিয়ে বিপদ গ্রস্ত লোকের মত ধ্রুত দৌড়িয়ে তিনি গ্রামের মধ্যে চুকে পড়লেন। অতঃপর মারওয়াহ পাহাড়ে উত্তোলন করে এদিক সেদিক কোনজন দেখা যায় কি-না দেখতে লাগলেন। কিন্তু কোন কিছুই দেখা গেল না। এভাবে (প্রেসানীর মধ্যে) তিনি (ছাপা ও মারওয়াহ) দুই পাহাড়ের মধ্যে **সাত চক্ষুর দিলেন।**

*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুবাস (রাঃ) বলতেছেন যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ ফরমান অব্দুল্লাহ বিন আবু বুকায়া : **فَذِلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا**

অর্থাৎ এই কারণেই লোক ছাপা ও মারওয়াহ পাহাড়ের মধ্যভাগে হ্যরত হাজেরা (আঃ) এর সেই সায়ী করে থাকে। সেই অনুকরণে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এই সায়ী সুন্নত হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে। ১

খোদায়ে জুলজালালের নিকট তাঁর প্রিয় বান্দীর এ প্রেম এতই মনপূতঃ হয়েছে যে, ছাপা ও মারওয়াহ এই দুই পাহাড়কে ইসলামের নির্দশন নির্ধারণ করে দিলেন। আল্লাহ এরশাদ ফরমান :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (البقرة - ١٥٨)

‘অর্থাৎ অবশ্যই ছাপা ও মারওয়াহ (পাহাড়) আল্লাহর নির্দশনের মধ্যে গণ্য।’

গুরুত ঘটনা প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। আজ সেই অনাবাদী শাম, সেই পাহাড় এবং আল্লাহর সেই মাহবুব বান্দির উপর যে ঘটনা সংঘটিত হয়ে ছিল তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। এতদসত্ত্বেও হজাজে (হাজীগণ) কেরাম খাটোর সৃষ্টি তত্ত্বের সেই হকুম তামিল করতে গিয়ে (পালন করনার্থে) সায়ী করে থাকেন। যখন হজাজে কেরাম এবং ওমরাহ পালন কারীগণ ছাপা ও মারওয়াহ পাহাড়ের ঐ অংশে পৌঁছে তখন তারা দৌড়ে (গর্জ করে) অতিক্রম করেন। হ্যরত হাজেরা (আঃ) স্বীয় কলিজার টুকরা হ্যরত ইসমাইল (আঃ)-এর জন্য লানি তালাশ করতে এক পাহাড় থেকে দ্বিতীয় পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত সেই অনাবাদী অজপাড়াগাঁয়ে দৌড়িয়ে ছিলেন। আল্লাহর নিকট স্বীয় মাহবুব বান্দী হ্যরত হাজেরা (আঃ) এর এই প্রেসানীমূলক দৌড় বিশেষ ভাবে পছন্দ হয়। যা আল্লাহর কুদরাতী খেলা। আজ পর্যন্ত আমরাও বিরক্তি এবং প্রেসানীকে চিন্তা ও কাল্পনায় পর্যবসিত করে আল্লাহর হকুমের অনুকরনে সায়ী করে থাকি।

১. গুরুত হাদীসের সূত্র :

১. বুখারী- ৩ : ১২২৮, ১২২৯ নং- ৩১৮৪।
২. নাসায়ী- ৫ : ১০০ নং- ৮৩৭৯।
৩. আবদুর রাজ্জাক- ৫ : ১০৫, ১০৬ নং- ৯১০৭।
৪. বায়হাকী- ৫ : ১০০ নং- ৭৩৭৯।
৫. নাসায়ী- ১ : ৮২ নং- ২৭৩।
৬. কুরতুবী- ৯ : **Dhululah Anjumane Ashekaane Mostofa**
৭. ইবনে কাছীর- ১ : ১৭৮ (*Sallallaho Alayhi Wasallim!*)

زم زم کی وجہ تسمیہ

জম জম কুপের ঐতিহাসিক পটভূমি

যখন ইব্রাহিম (আ:) এর বিবি এবং কচি শিশু ইসমাঈল (আ:) কঠিন পিপাসার কারণে জমিনের উপর উরু ছটফট করতে ছিলেন তখন আল্লাহর কুদরতে প্রস্তর ভুখন্ড থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতে লাগলো। পানির ফোয়ারা প্রবাহের তেজ দেখে সাইয়েদা হাজেরা (আ:) কচি শিশু ইসমাঈল (আ:) এর ক্ষতি হতে পারে বা ডুবে যাওয়ার আশংকায় বললেন: জম জম (থেমে যাও)। হাজেরা (আ:) এর এ কথা বলার সাথে সাথে প্রবল তোড়ে প্রবাহমান পানি মন্ত্র গতিতে প্রবাহিত হতে লাগলো। আর এ জন্যই এ কুয়ার নাম হয়েছে ‘জম জম’। হাজার হাজার বছর অতিক্রম হলেও আজ সেই কুয়ার নাম হয়েছে ‘জম জম’। শতসহস্র বছর অতিক্রম হলে কি হবে, আজও সেই কুয়া প্রবাহমান অবস্থায় আছে এবং থাকবে। মুক্তায় হজ্জে গমনকারীদের জন্য ইহা এক সর্বোকৃষ্ট তোহফা (হাদীয়াহ)।

অতীব আদবের সাথে অজু অবস্থায় কেবলারোক হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় এ পানি পান করতে হয়।^১

এ পানির এই খাচ হকুম এ জন্য যে, ইহা আমাদের সর্দার হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) এর বদৌলতে লাভ হয়েছে। আর এ জন্যই দুনিয়ার সকল পানি অপেক্ষা এই পানি ভিন্ন এক স্বতন্ত্র মর্তবা বহন করে। এই পানির বরকতে কঠিন কঠিন রোগ আরোগ্য হয়।

বর্ণিত আলোচনায় এ কথা সিদ্ধান্ত হয় যে, ইসলামের মধ্যে কোন ঘটনাকে স্মরণীয় করে মান্য করাই শুধু বৈধ নয়; বরং বিভিন্ন আমলকে শরীয়তের চিরন্তন ও স্থায়ী অংগ তৈরি করে তা সার্বক্ষণিক ভাবে আমলে পরিগত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মীলাদুন্নবী জন্মাবস্থা কে এই একই দৃষ্টি কোন থেকে আমাদের অবলোকন করতে হবে। কেননা হজুর নবী আকরাম জন্মাবস্থা আল্লাহর রহমত। তাঁর

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. বুখারী- ২: ৫৯০ নং- ১৫৫৬ ও ৫: ২১৩০ নং- ৫২৯৪।

২. মুসলিম- ৩: ১৬০১, ১৬০২ নং- ২০২৭।

৩. আইনী- **উদ্বোধনী শব্দাবস্থায় বুখারী** **Mostofa**
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

ফজল এবং তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় এহ্সান ও নেয়ামত এই যে, তাঁকে আল্লাহ্
তবারক তায়ালা মানব জাতির উপর মানবীয় রূপে প্রদান করেছেন। এই ফজল
ও এহ্সানের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্তে মীলাদুন্নবী সন্দেশাবলোকন প্রক্ষেপ প্রক্ষেপ প্রক্ষেপ এর উৎসব করা
হয়। যাতে অন্তর সমূহে রাসূলে পাক সন্দেশাবলোকন প্রক্ষেপ প্রক্ষেপ এর এশক মহবতের আকুলতা
প্রজলিত হয় এবং তাঁর সন্দেশাবলোকন প্রক্ষেপ প্রক্ষেপ আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ উদ্বীপনা আরো জাগ্রত
হয়।

৭. عرفات مزدلفہ اور منی حضرت ادم و حوا کی یادگار بین

আরাফাত, মুজদালেফাহ এবং মীনা হ্যরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম এর স্মরণে
সম্মানিত হজ্জাজে কেরাম ৯ই জিলহজ্জ এ আরাফাতের ময়দানে কিয়াম
(অবস্থান) করেন। তথায় খাচ কোন এবাদত অবশ্যকরনীয় হিসেবে আদায় করা
হয় না। আরাফাতের ময়দানে অবস্থান হজ্জ আদায় করার জন্য ফরজ এবং ইহাই
যথেষ্ট। আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হওয়া আদম (আ:) এবং হাওয়া (আ:)
এর মধ্যে সাক্ষাতের স্বাক্ষ্য বহন করে যা স্মরণীয় ঘটনা। আর তা ৯ই জিলহজ্জ
তারিখে আরাফাতের ময়দানে সংঘঠিত হয়েছিল। যার প্রমাণ নিম্নে বর্ণিত
রাওয়ায়েত সমূহে এসেছে।

(১) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা�:) মুজদালেফাহ ও আরাফাতের নাম
করণের কারণ নিম্নে বর্ণিত বাক্যের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

أَهْبِطْ أَدْمُ عَلَيْهِ السَّلَامْ بِالْهَنْدِ وَحَوَاءُ بِجَدَّةَ - فَجَاءَ فِي طَبَّها
حَتَّى اجْتَمَعَا - فَازْدَلَفَتْ إِلَيْهِ حَوَاءُ فَلِذِلِكَ سُمِّيَتْ الْمُزْدَلْفَةَ -
وَتَعَارُفَا بِعَرَفَاتِ - فَلِذِلِكَ سُمِّيَتْ عَرَفَاتٍ وَاجْتَمَعَا بِجَمْعِ فِلِذِلِكِ
سُمِّيَتْ جَمَعاً -

হ্যরত আদম (আ:) কে হিন্দ এবং হাওয়া (আ:) কে জিন্দা নামক স্থানের উপর
নিশ্চেপ করা হয়। অতঃপর আদম (আ:) তাঁর (হাওয়া আ:) তালাশে বের
হলেন। সময়ান্তরে তাদের মধ্যে পরম্পর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। হ্যরত হাওয়া (আ:)
(যে স্থানে) তাঁর নিকটবর্তী হন, সেই স্থানের নাম মুজদালেফাহ' হয়ে গেল।
অরপর তাদের উভয়ের Bangladesh Anjuman e Ashkaane Mostofa
মধ্যে পরম্পরের পরিচয় ইল যার প্রোক্ষতে ঐ স্থানের

নামকরণ হয়ে যায় আরাফাত। আরাফাতের ময়দানে সেদিন আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:) পরম্পর একত্রিত হয়ে ছিলেন। (সেদিন ছিল ৯ই জিলহজ্জ) এই ‘জমা’ (একত্রিত) হওয়ার জন্য ঐ দিনকে ‘ইয়াওমে জাময়া’ বলা হয়।^১

(২) জান্নাত থেকে হ্যরত আদম (আ:) কে হিন্দের এক পাহাড়ে (যার নাম) ‘নোজ’ (نُوذ) এর উপর এবং হ্যরত হাওয়া (আ:) কে ‘হেজাজে জেদ্দা’ (جَدْه) নামক স্থানে নিষ্কেপ করা হয়েছিল।

[ইবনে সায়াদ (হি : ১৬৮-২৩০)] তীব্রি (হি: ২২৪- ৩১০) এবং নুরুবী (হি: ৬৩১-৬৭৭)-এর মোতাবেক]

অতঃপর হ্যরত আদম (আ:) হ্যরত হাওয়া (আ:) কে আরাফাত নামক স্থানে পরিচয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে জন্যই ঐ স্থানের নামকরণ হয়েছে عرفة (আরাফাহ)। উল্লেখ্য যে, عرف (উরফুন) শব্দের অর্থ পরিচয়। আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:) উভয়ের মধ্যে ঐ স্থানে পরিচয় হয়েছিল।^২

(৩) ইমাম কুরতুবী (হি : ২৭৪-৩৮০) তাফসীরে “আলজামেয় লে আহকামিল কুরআন” এর মধ্যে লিখতেছেন:

إِنَّ أَدَمَ لَمَاهِبِّ طَوْلِيْ - وَحَوَاء بِجَدَّةٍ فَاجْتَمَعَا بَعْدَ طُولِيْ
الْطَّلَبِ بِعَرَفَاتٍ بَيْوَمِ عَرَفَةَ وَتَعَارِفًا - فَسُمِّيَ الْيَوْمُ عَرَفَةً وَالْمَوْضَعَ
عَرَفَاتٍ قَالَهُ الصَّحَّাকُ.

অর্থাৎ জান্নাত থেকে হ্যরত আদম (আ:) কে জমিনের পরে হিন্দে এবং হ্যরত হাওয়া (আ:) কে জেদ্দায় নিষ্কেপ করা হয়। যথেষ্ট পরিমানে বেদনাদায়ক তাক্লিপের পরে আরাফাহর এই দিনে পরম্পর মাকামে আরাফাহ এ মুলাকাত (সাক্ষাৎ) হয় এবং তাদের মধ্যে একে অপরের পরিচয় হয়। অতএব ঐ দিনকে

১. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. তীব্রী : তারীখিল উমামি ওয়াল মুলুকে- ১ : ৭৯ /
২. ইবনে আছীর : আল কামিলু ফিততারীখ - ১ : ৩৪ /
৩. ইবনে সায়াদ : আত্তবকাতুল কবিরী - ১ : ৩৯ /
৪. ইবনে আছাকীর : তারিখে দামেক্কেল কবির- ৬৯ : ১০৯ /

২. বর্ণিত উক্তির সূত্র :

১. তীব্রি : তারীখিল উমামি ওয়াল মুলুক- ১ : ৭৯ /
২. ইবনি সায়াদ : আত্তবকাতুল কবির- ১ : ৩৫, ৩৬ /
৩. নুরুবী : তাহজীবেল সালামান মুলুক (Tahjībel Salmān Mūluk)

‘ইয়াওমে আরাফাহ’ এবং ঐ স্থানকে ‘আরাফাত’ নামে ভূষিত হয়। ইমাম জাহাক (রহ.) এর এই কাওল। ‘আল জামেয় লে আহকামিল কুরআন’- ২: ৪১৫
পৃষ্ঠায় ইমাম কুরতুবী একই বর্ণনা করেছেন।

(৪) হাফিজ ইবনে হজর আছকালানী (হি: ৭৭৩-৮৫২) ইয়াকুত হামুউবী (৬২৬) এবং আল্লামা শওকানী (হি: ১১৭৩-১২৫০) মুজদালেফাহ নামের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

وَسُمِّيَتِ الْمُزْدَلْفَةُ جَمِيعًا لِأَنَّ أَدَمَ اجْتَمَعَ فِيهَا مَعَ حَوَاءٍ وَإِذْلَفَ إِلَيْهَا أَئِ دَنَا مِنْهَا .

মুজদালেফাহ কে ‘জামেয়া’ এ জন্য বলা হয় যে, তথায় হ্যরত আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:) একত্রিত হয়ে তার নিকটবর্তী হয়েছেন। ১

(৫) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা�:) মিনা নামের ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করেছেন-

إِنَّمَا سُمِّيَتْ مِنْيَ مِنْيَ لِأَنَّ جِبْرِيلَ حَيْنَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ لَهُ - تَمَنْتُ قَالَ أَتَمَنِي الْجَنَّةَ - فَسُمِّيَتْ مِنْيَ لِأَمْنِيَّ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ

অর্থাৎ মিনাকে ‘মিনা’ এ জন্য বলা হয় যে, যখন জিব্রাইল (আ:) হ্যরত আদম (আ:) কে পৃথক কুরার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁকে অশু করা হয়ে ছিল-“আপনার কোন আরজু আছে কি?” জবাবে তিনি বললেন- জান্নাতের বাসনা আছে। অতএব হ্যরত আদম (আ:) এর আবেগের ও বাসনার প্রেক্ষিতে উহার নাম দেয়া হয় ‘মিনা’। ২

মু'জেমুল জামারাত যেমন আমাদের সর্দার হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) ও সাইয়েদিনা হ্যরত ইসমাঈল (আ:) এর বিভিন্ন ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয় এবং ছাপা ও মারওয়াহ পাহাড়ে সায়ী যেমন হ্যরত হাজেরা (আ:) এর স্মরনের পূণরাবৃত্তি করে

১. সূত্র ১

১. আছকালানী- ফাতহল বারী-৩; ৫২৩।
২. ইয়াকুত হামুওবী : মু'জেমুল বুলদান- ৫: ১২১।
৩. শাওকানী- নাইলুল আওতার শরহে মুনতাফীয়ুল আখবার- ১: ৪২৩।

২. সূত্র ২

১. আজরাকী : আখবারে মকাতা ওয়ামাজায়া ফিহামিনাল আছার- ২: ১৮০।
২. নুরবী : তাহজিরেল আসমাই ওয়াল লুগাত- ৩: ৩৩৩।
৩. কুরতুবী : আল জামেয়া (লে আলিলুল কুরআন- ২: ১১৭)

*Bangladesh Anjmane Ashekaane Mostofa
Salisilano Alayhi Wasallim*

আর তালবিয়াহ যেমন আমাদের সর্দার হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) এর দাওয়াত ও ফুকারের অনুরূপ জবাবের নাম, ঠিক তেমনি আরাফাতে অবস্থান ও মুজদালেফায় উভয়ের সেই সাক্ষাৎ এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা হ্যরত আদম (আ:) ও হ্যরত হাওয়া এর মধ্যে জান্নাত থেকে জমিনে তাশরীফ গ্রহনের দীর্ঘ যুগ পৃথক থাকার পর ঐ (আরাফাতের) ময়দানে হয়েছিল। যেখানে একে অপরকে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে, عَرَفَاتُ وْمُزْدِلَفَهُ এর শান্তিক অর্থ (১) “চেনা-জানা (২) নৈকট্য লাভ” করা। আল্লাহ রাবুল আলামীন তাঁর মাকবুল বান্দাগণের এই মুলাকাত-মু’মেলাতের ঘটনাবলি তা কেয়ামত স্মরণীয় এবং চিরায়ত করে রাখার জন্য প্রতি বছর হজ আদায়ের নিমিত্তে আগত হাজীগণের উপরে ৯ই জিলহজ্জ ঐ ময়দানে আগমনও অবস্থানকে অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (১) (২)

۱. عرفات و مزدلفہ میں ظہرین و مغربین کی ادائیگی - سنت صطفیٰ ﷺ بے -

আরাফাহ ও মুজদালেফায় জহুর ও মাগরিবের নামায একত্রিত করন মুহার্ফদ মুস্তফা رض এর সুন্নত মুসলমান আল্লাহর ছকুম বাস্তবায়নে সদাসর্বদা নির্ধারিত ওয়াক্তে নামায আদায় করে থাকে। কিন্তু হজাজে কেরাম আরাফাতের ময়দানে জহুর এবং আছর একত্রে অঞ্চল আদায় করে। ইহা শুধু এ জন্য যে, আল্লাহর মাহবুতরীন পয়গম্বর আরাফাতের ময়দানে জহুর ও আছর একত্র করে জহুরের ওয়াক্তে আদায় করেছেন। অতএব তাঁর অনুকরন খাচ ও আম সকলের জন্য ওয়াজের কুরার পেল। এরপরে মাগরিবের ওয়াক্ত এসে গেল। মুসলমান সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের নামায আদায়ের জন্য বিধিবদ্ধ নিয়মে ছিল। কিন্তু হজাজে কেরামের জন্য শরীয়তের বিধানের এ নিয়মের ব্যাত্যয় ঘটলো। মাহবুবে খোদা رض মাগরিবের নামায মুজদালেফায় গিয়ে এশার নামাজের সাথে আদায় করেন। অতএব হজাজে কেরাম মুজদালেফায় পৌছে উভয় নামাজ (মাগরিব ও এশা) এশার ওয়াক্তের সাথে একত্রে আদায় করার নিয়ম পালন করে থাকে। এ বিধানের উপর কয়েকখানা দলিল নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

বর্ণিত রাওয়ায়তের সূত্র :

- (১) ১. ফারাহিদী : কিতাবুল আইন- ২ : ১২১।
২. ইবনে মানজুর : লিসানুল আরব- ৯ : ২৩৬, ২৪২।

- (২) ১. খাতাবী : গরীবুল হাদীস- ২ : ২৪।

২. ইবনে মানজুর : *Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

(১) মুহাদ্দেসীনে কেরাম রাসূলে মকবুল সন্ধান্নাহু আলাইহি ওয়াসন্নাম এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে এক দীর্ঘ হাদীসে মোবারকাহ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে, আক্তা আলাইহিস্স সালাতু ওয়াস সালাম এক আযান এবং দু'একামতের সাথে ময়দানে আরাফাতে জহুর ও আছর এবং মুজদালেফায় মাগরিব ও এশা আদায় করলেন। মুসলিম শরীফ ২: ৮৮৬ ও ৮৯২ নং-১২১৭ এবং আবু দাউদ শরীফে ২: ১৮৫ নং- ১৯০৫ এ রওয়ায়েত এসেছে।

(২) ইমাম জাফর ছাদেক তদীয় পিতা মুহতারাম ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ وَالعَصْرَ بِأَذْنٍ وَاحِدٍ
بِعِرْفَةَ وَلَمْ يُسْبِحْ بَيْنَهُمَا وَاقَامَتِينَ - وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ
بِجَمِيعِ بِأَذْنٍ وَاحِدٍ وَاقَامَتِينَ وَلَمْ يُسْبِحْ بَيْنَهُمَا .

অবশ্যই হজুর সন্ধান্নাহু আরাফাতে এক আযান এবং দু'একামতের সাথে জহুর ও আছরের নামায আদায় করেছেন। এর মধ্যখানে কোন তাছবীহ পাঠ করেননি। এরপরে মাকামে মুজদালেফায় একই আযানে এবং দু'একামতের সাথে মাগরিব এবং এশার নামায আদায় করেছেন। এর মাঝখানে কোন তাছবীহ পাঠ করেননি।^১

(৩) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস্তুদ (রাঃ) এরশাদ করেছেন :

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا
الْأَصْلَاتَيْنِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمِيعِ

অর্থাৎ আমি রাসূলে পাক সন্ধান্নাহু কে সর্বদা নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করতে দেখেছি এক মাত্র মুজদালেফায় মাগরিব ও এশা ব্যতীত। হজুর সন্ধান্নাহু তথায় ঐ নামায একত্রে আদায় করেছেন।^২

নামায মুমেনীনগনের জন্য নির্ধারিত সময়ের উপর ফরজ করা হয়েছে। (সূরা নিসা : ১০৩) যা উল্লেখিত রাওয়ায়েত থেকে ছাবেত হয়েছে যে, হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রমে দু'নামায একত্রে আদায় করার হুকুম হয়েছে। কেননা রাসূলে পাক সন্ধান্নাহু এর নির্দেশ মোতাবেক ইহাই সুন্নত।

(১) বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. আবু দাউদ : ২: ১৮৬ নং- ১৯০৬।

২. বায়হাকী : ১; ৮০০ নং- ১৭৪১।

সূত্র : ১. মুসলিম : ২ : ৯৩৮ নং- ১২৮৯।

২. বুখারী : ; *Bogtadeeb Anjumane Ashekaane Mostofa*
(Sallallahe Alayhi Wasallim)

(۱۱) قربانی ذبح اسماعیل عليه السلام کی یاد ہے۔
کُرْبَانِیَّہُ جَبَہُ هَجَرَتِ إِسْمَاعِيلَ (آ:) اَرَ سَمَرَّاَنَ

হজ্জ আদায়ের মৌসুমে হজ্জাজে কেরাম হজ্জ আদায়ের রোকন হিসেবে এবং বিশ্বের সর্বত্র বসবাসকারী অন্যান্য মুসলমানগণ ঈদুল আজহার সময় পশু জবেহ করে। হ্যরত ইব্রাহিম (آ:) এর সুন্নতের অনুস্থরণে তাই মান্য করে থাকে। এই সকল আমল মূলতঃ ঐ দৃশ্যের স্মরণকে উজ্জীবিত করে দেয়। যখন স্রষ্টার বাসনা বাস্তবায়নে হ্যরত ইব্রাহিম (آ:) স্থীয় কলিজার টুকরা হ্যরত ইসমাইল (آ:) কে ক্ষোরবানী করার জন্য এই ময়দানে আনয়ন করে ছিলেন। এই আজীমে (মহান) ক্ষোরবানী (ত্যাগ) দরবারে এলাহীর মহান সমীপে এতই মনোমুক্তকর হয়েছিল যে, আজ অবনি প্রতি বছর হজ্জাজে কিরাম এই ক্ষোরবানীর স্মরনে পশু সমূহ ক্ষোরবানী করে থাকে। ক্ষোরবানী আদায় করার এই নির্দেশ আল্লাহর এতই পছন্দনীয় ও মনোনীত হয়ে ছিল যে, আল্লাহ তবারক তায়ালা এই বিধান হজ্জ আদায়কারীর রোকন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রেখে বরং গোটা মুসলমানের সামর্থ অনুযায়ী আবশ্যকীয় বিধান করে দিলেন। অর্থাৎ হে মুসলিম সম্প্রদায়, তোমরা সামর্থবান লোকেরা! তোমরাও প্রতি বছর এমনিভাবে আল্লাহর বাস্তায় ক্ষোরবানী কর।

হ্যরত ইমাম হাসান বছরী (রহ:) (হি; ২১-১১০) এর উপরে নিম্নে বর্ণিত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন :

مَافَدُى إِسْمَاعِيلَ الْأَبْتَيْسِ كَانَ مِنَ الْأَرْوَى أَهْبَطَ عَلَيْهِ مِنْ ثُبُرٍ
وَمَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى (وَفِدِيَتْهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) (الصَّافَاتِ -
السَّنَةِ ۱۰۷-۳۷)
لِذِبِيْحَتِهِ فَقَطْ وَلِكُجُوْهِ الْذِبْحِ عَلَى دِيْنِهِ فَتَلَكَ
السَّنَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - فَاعْلَمُوا أَنَّ الذِبِيْحَةَ تَدْفَعُ مَيْتَهُ
لِسُوءِ فَضْحِهِ عِبَادَ اللَّهِ .

অর্থাৎ হ্যরত ইসমাইল (আ:) এর ক্ষোরবানীর মধ্যে বহু মোটাতাজা দুঃখ ওয়াদীয়ে ছবির (মক্কার একটি পাহাড়ের নাম) থেকে অবর্তীর্ণ করা হয়েছিল। (মহা পবিত্র কোরআনে) আল্লাহ তবারক তায়ালা এতদ্ব্রেক্ষাপটে এরশাদ করেন- (এবং আমি এক মহান ক্ষোরবানী তার বিনিময়ে দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিয়েছি।) বর্ণিত *Bangladesh Anjuman-e-Ashekaane Mostofa*
(*Sallallaho Alayhi Wasallum*) ইসমাইল (আ:) এর

ক্ষেত্রবানীর সাথে নির্ধারন করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ খাচ করে দিয়েছেন।) কিন্তু হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) এর এই নিয়মের উপর জবেহ করা কেয়ামত পর্যন্ত সুন্নত স্থায়ীত্ব করে দিয়েছেন।—(হ্যরত ইমাম হাসান বছরী (রহ.) মুসলমানদেরকে খেতাব করে বলতেছেন) তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, জবেহ মুর্দারের থেকে বুরাই(খারবিয়াত) দূর করে দেয়। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! তোমরা ক্ষেত্রবানী করতে থাক। ১

নিঃসন্দেহে এই আমল হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) এবং ইসমাইল (আ:) এর আজীমতরীন (মহান ত্যাগের ক্ষেত্রবানীর) ক্ষেত্রবাণীর ঘটনার স্মরণে মান্য করা হয়। (celebration) যাতে উদ্ঘতে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আল্লাহর উপর আল্লাহর দ্বিনের প্রতি নিবিষ্ট থাকে এবং আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল উৎসর্গ করতে কায়মনোবাক্যে সর্বদা নিমগ্ন থাকে।

قریانی کے جانور شعائر اللہ بین ক্ষেত্রবানীর পশ্চ আল্লাহর নির্দশন

চিরায়ত বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহর রাস্তায় পশ্চ জবেহ করা হয়। কিন্তু হ্যরত ইসমাইল (আ:) এর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে ক্ষেত্রবানীর জন্য জবেহকৃত জানোয়ারের রকম পৃথক ও ভিন্ন হয়ে গেল। উহাকে (এ জানোয়ারকে) এই খাচ সম্বন্ধের কারণে আল্লাহর নির্দশনের স্থান লাভ করেছে। যেমন— আল্লাহ তবারক তায়লার এরশাদে গেরামী :

وَالْبَدْنُ جَعْلَنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (الحج - ٢٢ - ٣٢)

“এবং ক্ষেত্রবানীর মোটাতাজা পশ্চ (অর্থাৎ উট-গাভীকে) আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নির্দশন সমূহের অন্যতম করেছি।”

আজও ইব্রাহিম (আ:) এর সুন্নতের সেই ঘটনা কল্পনা ও ধ্যানে আনয়ন করে ক্ষেত্রবানী করা হয়। যাতে করে আল্লাহর পছন্দনীয় আমল তাঁরই (আল্লাহর) সন্তুষ্টির মূল প্রতিপদ্ধ বিষয় হয়ে যায়।

বর্ণিত হাদীসে সূত্র :

- (১) ১. তীব্রী- তারীখেল উমামে ওয়াল মুলুকে- ১ : ১৬৭।
২. তিবরী- জামেউল বয়ান ফি তাফসিরিল কোরআন- ২৩ : ৮৭, ৮৮।
৩. ফাকিহী- আখবারে মকাতা ফি কাদীমিদ দাহরে ওয়া হাদীসিহি- ৫ : ১২৪।

(۱۲) کنکر یا مارنے کا عمل سنت ابراہیم (ع) پر
کংকর নিষ্কেপ করার আমল হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) এর সুন্নত

হজাজে কেরাম তিন দিন মীনায় কেয়াম করে থাকেন। তথায় শয়তানকে পাথর
নিষ্কেপ করেন। যা 'জামরায়ে উলা, জামরায়ে উস্তা এবং জামরায়ে ওকবা' নামে
প্রসিদ্ধ। এই তিন নামে (উলা, উস্তা ও ওকবা) খ্যাত আমল হ্যরত ইব্রাহিম
(আ:) এর স্মরণেই করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে কয়েকখনা হাদীস সূত্র সহ
নিম্নে আলোচনা করা হল।

(۱) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হ্যরত নবী কারীম
এরশাদ ফরমায়েছেন :

أَنْ جِبْرِيلَ ذَهَبَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ
فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ فَسَاقَ - ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى - فَعَرَضَ
لَهُ الشَّيْطَانُ - فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ - فَسَاقَ ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةِ
الْقُصُوبِيِّ فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ - فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ - فَسَاقَ .

অর্থাৎ জীব্রাইল আমীন ইব্রাহিম (আ:) কে সঙ্গে করে জামরায়ে উকবায় গেলেন।
তখন শয়তান তাদের সামনে আসলো। তিনি (ইব্রাহিম আ:) তাকে
(শয়তানকে) সাতটি পাথর নিষ্কেপ করলেন। সাথে সাথে শয়তান জমিনের উপর
ধসে পড়লো। অতঃপর তিনি (ইব্রাহিম আ:) জামরায়ে উস্তা এর উপর তাশরীফ
গ্রহণ করলেন। শয়তান দ্বিতীয় বার সামনে আসলো, সাথে সাথে তাকে সাত
কংকর নিষ্কেপ করলেন। শয়তান জমিনের উপর ধশে পড়ে গেল। অতঃপর
আপ (ইব্রাহিম আ:) জামরায়ে উলা এর উপর পৌছলেন। সেই সময় (তিনবার)
শয়তান সামনা সামনি হতেই তাকে (শয়তানকে) পাথর নিষ্কেপ করলেন।
শয়তান তৎক্ষণাত ভৃতলে ধশে পড়ে গেল। ১

সূত্র :

- (۱) ১. আহাম্বদ ইবনে হাফল-আলমুসনাদ- ১ : ৩০৬
 ২. হাকেম- আলমুসতাদরাক আলাছহীহাইন- ১ : ৬৩৮ নং ১৭১৩
 ৩. বায়হাকী-আস্সুনামুল কবিরি ৫ : ১৫৩ নং ৯৪৭৫
 ৪. মুকাদ্দাসী- আলআহাদীসুল মুখতারাত- ১০ : ২৮৩ নং ২৯৬
 ৫. মুনজরী- আত্তারগীর ওয়াত তারহীব মিনাল হাদীসি শুরীফ- ২ : ১৩৪ নং ১৮০৭
 ৬. হাইসুমী-মুজামাটজ জাওয়ায়েদ ওয়া মুষ্টায়ীল ফাওয়ায়েদ- ৩ : ১৫৯
- Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa**
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

(১) অন্য রাওয়ায়েতে হ্যরত আবদুন্নাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন :

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَا أُمِرَّ بِالْمُنَاسَكِ ذَهَبَ بِهِ جَبْرِيلُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ فِيمَ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى - فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ - قَالَ قَدْ (تله للجبين) (الصافات - ١٠٣) وَعَلَى إِسْمَاعِيلَ قَمِيصٌ أَبْيَضٌ وَقَالَ يَا أَبَتِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي ثَوْبٌ تَكْفُنِي فِيهِ غَيْرَهُ فَأَخْلَعَهُ حَتَّى تَكْفُنِي فِيهِ - فَعَالَجَهُ لِيُحَلِّمُهُ فَنُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ (إِنْ يَابِرِهِمْ قَدْ صُدِّقَتِ الرُّؤْيَا) (الصفات ١٠٤-١٠٥)

فَالْتَّقَتِ إِبْرَاهِيمَ - فَإِذَا هُوَ بِكَبِشٍ أَبْيَضٍ أَقْرَنَ أَعْيُنَ - قَالَ إِنِّي عَبْسٌ - لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَبِيًّا نَبِيًّا الضَّرَبَ مِنَ الْكَبَاشِ - قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جَبْرِيلُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْقَصُوَى - فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ . (١)

"অবশ্যই যখন হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) কে হজের রোকন আদায়ের হৃকুম প্রদান করা হল তখন জিব্রাইল (আ:) তাঁকে (ইব্রাহিম আ:) জামরায়ে উকাবা এর উপর নিয়ে গেলেন। তথায় তাঁর সামনে শয়তান আসলো। তিনি (ইব্রাহিম আ:) তাঁকে সাতটি কংকর নিষ্কেপ করলেন। সাথে সাথে শয়তান দূর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে জামরায়ে উত্তার উপরে যাওয়ার সাথে সাথে শয়তান তাঁর সামনে আসলো। তিনি তখনও সাত পাথর নিষ্কেপ করলেন। (মীনায় এ ঘটনা সংঘটিত হয়ে ছিল) (রাবী বর্ণনা করতেছেন ইহা ঐ স্থান ছিল যে স্থান সম্পর্কে হ্যরত আবদুন্নাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কোরআনের একখানা আয়াত (তেলাওয়াত করে) বর্ণনা করতেছেন- হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) তাঁকে অর্থাৎ হ্যরত

পর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. তাবরানী- আল মু'জেমুল কবীর- ১০ : ২৬৮ নং- ১০৬২৮।
 ২. বাযহাকী- আস্সুনানুল কবীর- ৫ : ১৫৩, ১৫৪।
 ৩. হাইসুমী- মুজমাইজ জাওয়ায়েদে ওয়া মুবাইল ফাওয়ায়েদে- ৩ : ২৫৯।
 ৪. আহমদ ইবনে হাবল- আলমুসনাদ- ১ : ২৯৭।
 ৫. তীবরি- জামিউল বয়ান ফি তফসিরিল কুরআন ২৩ : ৮০।
 ৬. ইবনে কাহারি- তাফসিরুল কুরআন আজির- ৪ : ১৫৩।
- Bangladesh Anjuman-e-Shekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

ইসমাইল (আ:) কে পেশানীর চূল বরাবর (কাঁত হয়ে) শায়িত করে দিলেন।

ঐ সময় হ্যরত ইসমাইল (আ:) সাদা জামা পরিহিত ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি পিতাকে সম্মোধন করে বললেন— আব্রাজান, আমার নিকট (এই জামার কাপড়) ইহা ব্যতীত অন্য কোন কাপড় নেই। যা দ্বারা আপনি আমাকে কাফন দিবেন। অতএব দয়া করে ঐ জামা আমার বদন থেকে খুলে নিন। যাতে করে আমাকে ঐ কাপড় দিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করতে পারবেন। অতঃপর তিনি তাকে সোজা করে পরিধেয় জামা খুলে দিলেন। ঐ সময় পিছন থেকে (অদ্যশ্যে) আওয়াজ আসলো হে ইব্রাহিম (আ:)! সত্যই তুমি আমার স্বপ্নকে বাস্তবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছ।” (কোরআন) হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) উল্টা দিকে ঘূরে দেখতে পেলেন মোটা তাজা শিংওয়ালা খুব সুন্দর একটা ভেড়া দণ্ডয়ামান।

হ্যরত আবুদন্নাহ ইবনে আব্রাস (রাঃ) এখানে (নিজ ধারনায়) বলতেছেন—আমার ধারনা যে, এ ধরনের ভেড়া আমরা বেচাকেনা করে থাকি। অতঃপর বর্ণনা করতেছেন যে, জিব্রাইল (আ:) হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) কে জামরায়ে উলায় নিয়ে গেলেন। তথাপি শয়তানের সাথে সামনাসামনি হয়ে গেল। হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) শয়তানকে অনুরূপ সাতটি পাথর নিষ্কেপ করলেন। তৎক্ষণাত্মে সে পালিয়ে গেল।”

হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) শয়তানকে কংকর নিষ্কেপ করার সাথে সাথে তাকবীর বলতেন। এ বিষয়ের অনুকূলে নিম্নের রাওয়ায়েত এসেছে।

(৩) হ্যরত মুজাহিদ ইবনে জুবায়ের (হিঃ ১০৮) বলেন :

خَرَجَ بِإِبْرَاهِيمَ جِبْرِيلُ - فَلَمَّا مَرَبَّجَمَرَةَ الْعَقَبَةِ إِذَا بِإِبْلِيسِ عَلَيْهَا -
فَقَالَ جِبْرِيلُ كَبَرُوا رَمَهُ ثُمَّ ارْتَفَعَ إِبْلِيسُ إِلَى جَمَرَةِ الْوُسْطَى -
فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ كَبَرُوا رَمَهُ ثُمَّ ارْتَفَعَ إِبْلِيسُ إِلَى جَمَرَةِ الْقَصْوَى -
فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ كَبَرُوا رَمَهُ -

অর্থাৎ জিব্রাইল আমীন হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) কে সংগে করে জামরায়ে উকৰা এর স্থান অতিক্রম কালে ইবলিস তথায় দণ্ডয়ামান ছিল। হ্যরত ইব্রাহিম(আ:) কে লক্ষ্য করে বললেন— ‘তাকবীর বলা অবস্থায় তাকে কংকর নিষ্কেপ করুন।’ এর পরে যখন জামরায়ে উস্তায় এ ইবলিসের সম্মুখিন হন, তখন জিব্রাইল (আ:) তাঁকে (ইব্রাহিম (আ:) কে) বললেন— ‘তাকবীর বলে পাথর নিষ্কেপ করুন।’ অতঃপর পুনঃজমারায়ে *Ramadhan Al-Jum'aat Shabean Mostafa* হ্যরত জিব্রাইল (Sallallaho Alayhi Wasallim)

(আ:) তাঁর (ইব্রাহিম আ: এর) নিকট আরজ করলেন ‘আপনি তাকবীর বলতে বলতে তার উপর কংকর নিষ্কেপ করুন।’ (আজরাকী) কিতাবে আখবারে মকাতা অমায়া-য়া ফিহা মিনাল আছার ১ : ৬৮ পৃষ্ঠায় হাদীস খানা উল্লেখ আছে।)

শয়তানকে কংকর নিষ্কেপ করা শুধু ইব্রাহিম (আ:) এর-ই-সুন্নত নয়; বরং আদম (আ:) এরও সুন্নত। যেমন নিম্নের রাওয়ায়েত থেকে প্রকাশ পায়। ইমাম কলবী ফরমাইতেছেন –

إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْجِمَارُ الْجِمَار لِأَنَّ أَدْمَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يُرْمَى إِبْلِيسَ فَيَجْعَمَ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ (أَزْرَقِي) - أَخْبَارُ مَكْكَةَ وَمَاجَاءَ فِيهَا مِنْ الْأَنْوَارِ (১৮: ২-৩)

“অর্থাৎ জামারকে জামার এজন্য বলা হয় যে, (কংকর নিষ্কেপ করার স্থান) হযরত আদম (আ:) ইবলিসকে কংকর নিষ্কেপ করতেন। তখন ঐ ইবলিস খুব দ্রুত সামনে অগ্রসর হয়ে পালিয়ে যেত।”

আল্লাহর মাহবুব বান্দা সাইয়েদেনা ইব্রাহিম (আ:) আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে সেই আমল করেছিলেন। আল্লাহ রাবুল ইজতের নিকট তা অতীব কবুল যোগ্য হয়। উন্মতে মুসলিমাহ এর জন্য অনুরূপ আমল করার মধ্যে পৃণ্য নয়। যার ফলে হাজীগণের জন্য এই আমল অবশ্য করনীয় হিসেবে নির্ধারিত হল। এমনি আবশ্যিকীয় আমল হিসাবে নির্ধারণ হল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ আমলের পৃণরাবৃত্তি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হজ্জ যতবড় আজীবনের (শ্রেষ্ঠতম) এবাদত হোক না কেন তা পরিপূর্ণ হবে না।

এই আমল সংবাদ এবং উদ্দেশ্য থেকে খালী নয়। এতদপ্রেক্ষাপটে উক্ত আমল থেকে তিনটি বিষয়ের শিক্ষা লাভ হয়।

১. এমনিভাবে আব্দিয়ায় কেরামগনের সুন্নত প্রবাহমান থাকে।
২. এই আমলকে বার' বার পৃণরাবৃত্তি করে আল্লাহর সেই মনোনীত পয়গম্বরদের জন্য জজবাহ, মহবত এবং এই এতায়াতের দালিলিক তাত্ত্বিকতা প্রকাশ পায়।
৩. মুসলমান এই চিহ্নিত শয়তানকে পাথর নিষ্কেপ করে নিজের মধ্যে শয়তানের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কা প্রকাশ করে।

উল্লেখিত পরিপূর্ণ আলোচনার জ্ঞাতব্য **Bangladesh Ahlulmīnīyah Ash'ākādīne Mīnāqātul'īnār** অবস্থাকে **(Sallallaho Alayhi Wasallim)**

কাল্পনিক ধারনায় বা ধ্যানে আনয়ন করে তার উপর স্বীয় কৃলবী জজবাহ প্রকাশ করা শুধু শরীয়তের বিধানই নয়; বরং আল্লাহ্ তবারক তায়ালার অতীব করুল যোগ্য আমল। সেহেতু আজ মুসলিম উম্মাহ যদি তাঁদের প্রিয় এবং আল্লাহ্'র হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা আল্লাহ্'র পুণ্যময় জন্মের বিশ্বয়কর ঘটনাবলীকে তাঞ্চিক কল্নান্য জাগ্রত করে তাঁরই স্বরনে মাহফিল-সমাবেশ মুনাকিদ (অনুষ্ঠান) করে, তা অবশ্যই শরীয়ত মোতাবেক জায়েজ হবে। এই মাহফিল দুজাহানের বাদশাহ হ্যরত নবী করীম আল্লাহ্'র সাথে রঞ্জী বা আশেকানা তায়ালুক অধিক বৃদ্ধি ও মজবুত করে। শুধু তাই নয়; বরং আকায়ে মাওলা মুহাম্মদ আল্লাহ্'র সংগে প্রেম, আকিদাহ এবং কৃলবী যোগসূত্রের দ্বার উপর্যুক্ত করে এক্ষে মহবত বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঢ়ায়।

রাসূলে মাকবুল আল্লাহ্'র এর স্মরন অন্তরে বন্ধমূল করা, তাঁর স্বরনে নিমগ্ন থাকা, আপ (স;) এর মহান দরবারে তাঞ্চিকতার সাথে সার্বক্ষণিক স্মরনীয় ভাবে উপস্থিতি নছীব হওয়া, এমনই একটি অবস্থা যা আল্লাহ্ রাবুল ইজ্জতের প্রতি অসীম মাহবুবিয়তের কারণ।

আল্লাহ্'র বান্দারা খুলুছ নিয়তে, রেজায়ে মাওলার উদ্দেশ্যে হজ্জ আদায় করে ইব্রাহিম (আ:) এর স্মরনকে অন্তর বক্ষে তরতাজা করে থাকেন। ফলে আল্লাহ্ রবেব কারীম তাদের ছগীরা, কবীরা গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেন। এ সম্পর্কে রাসূলে পাক আল্লাহ্'র এর কাওলী হাদীস। হ্যরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন— আমি হজুর আল্লাহ্'র কে বলতে শুনেছি—

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفَثْ - وَلَمْ يَفْسُقْ - رَجَعَ كَيْوَمْ وَلَدْتَهُ أَمْ - (بخارى - ১০৫৩ : ২)

অর্থাৎ যে কেহ আল্লাহ্'র রেজা মন্দির জন্য হজ্জ আদায় করে যার মধ্যে বেছদা কথা বার্তা তথা কোন পাপের কাজ না হয়, সে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করলো যেন সদ্য প্রসূত সন্তান।

যা বলছিলাম! যদি কোন রাসূল আল্লাহ্'র প্রেমিক বান্দা ইয়াদে মুস্তফা আল্লাহ্'র এর মধ্যে সকল আম্বিয়া (আ:) এর জীবন বৃত্তান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে জশনে জুলুশ উপভোগ করে, সেই সাথে হজুর পুর্ণুর আল্লাহ্'র এর মহান দরবারে সালাতু সালাম পাঠায় এবং নবীগণের প্রতি শোল্লাসে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে তদাপেক্ষা ঈমানি জজবা এ বিশ্বভূবনে আর কি হতে পারে।

১. সূত্র :

- (১) বুখারী- ২৪ ৫৫৩ নং ১৪৪৯
- (২) ইবনুল যায়াদ- ১৪১ নং ৮৯৬
- (৩) মুকাদ্দাসী- ফাজায়েলে আমল- ৮১ নং ৩৪৭
- (৪) তিবরী- জমিয়তু বয়ান ফি তাফতিলিল কোরআন ১: ২৭১
*Bangladesh Anjuman-e Ashraqueen Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

ইহা এ সুক্ষ্ম তত্ত্ব, যার আঘিক জ্ঞানের উপলক্ষ্মি আমরা দয়াল নবী রাসূলে পাক
এর অনুকরণ, অনুসরণ, আনুগত্য ও এতায়াতের মাধ্যমে দৃঢ়তর করতে
সক্ষম হয়েছি। সর্বপরি ইহা ঐ বিশ্বাস ও এক্টীন, যা সকল আকিদার ঝুহ কবজ।
আর এ জন্যই আল্লামা ইকবাল রচিত **ক্লিয়ার্ম্ফান হজার** এর ৬৯১ নং
পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

بمصطفي برسان خويش راكه دين همه اوست
اگر به او نرسیدی - تمام بولهبي است

অর্থাৎ দিনের শেষ কথা ও দীনের শীরোমনি সাইয়েদুল মুরসানীল শাফিউল
মুজনাবীন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীরে কদম্বে
প্রবেশের নাম। যদি আমরা সে স্তরে উপনীত হতে সক্ষম না হই, তাহলে ঈমান
বিদ্যায় হয়ে যায় শুধু মুখের বুলি বাকী থাকে।

ایک اعتراض একটি سماںلোচনا

কতিপয় লোক জশনে মীলাদুন্নবী ﷺ মান্য করে না। তাদের আপত্তি বা
অভিযোগ এই, নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মীলাদ মান্য করা আবশ্যিক
নয়। বরং হজুর ﷺ এর আনুগত্য আবশ্যিক। কেননা আঁ-হ্যরত নবী করীম ﷺ
এ বিশ্ব চরাচরে আগমনের মূল লক্ষ্য ছিল দ্বীনের বিপরীত লোকদের প্রত্যাবর্তন
এবং তাদেরকে ইসলামী শরীয়তের শিক্ষা দ্বারা পরিপূর্ণ করা। যা তিনি [রাসূলে
পাক ﷺ] পূর্ণ করে গিয়েছেন।

অতএব এখন আমাদের কাজ হল এই যে, রাসূলে পাক ﷺ এর শিক্ষা এবং
রাসূলে পূর নূর ﷺ এর সূন্নতের পাবন্দী করা এবং কোরআন হাদীসের আলোকে
বীয় জীবন গড়ে তোলা। সেই সাথে এশায়াতে ইসলামের জন্য প্রচার প্রসারের
ব্যবস্থা করা। মীলাদ মান্য করার পরিবর্তে নিজের সামনে এই লক্ষ্য বিদ্যমান
রাখা যে জন্য রাসুল ﷺ আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সমালোচকগণের অবস্থান হল এই যে, মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান পালন করা এবং তার
বিনিময় কোরবাত লাভের অভিপ্রায় সময় ও কালক্ষেপণ বৈ কিছু নয়। সে জন্য
আমাদের এ ব্যাপারে কোন সম্পর্ক নেই।

অতএব আমি এ সমালোচনার যথোপযুক্ত সত্য সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মীলাদের
বৈধতা প্রমাণ করব। **Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa**
(*Sallallaho Alayhi Wasallim*)
মীলাদুন্নবী সম্মান্ত্বিত আলাইহি ওয়াসম্মাম-০৬

اعتراض کا جواب اور بسرا نقطہ نظر সমালোচনার জবাব এবং সূক্ষ্ম সত্য সঠিক তথ্য

আমাদের সূক্ষ্ম নজর এই যে, তাদের ভাষ্যহল রাসূলে মকবুল ﷺ যে উদ্দেশ্য সাধনে আবির্ভূত হয়েছেন, নিঃসন্দেহে আমরা তা মান্য করি। ঘৃণা বা অবহেলা করি না, করব না। বেলাশোভা এ বিশ্ব চরাচরে হজুর ﷺ এর আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষদিগকে হেদায়াতের নূরে ফয়েজইয়াব করা এবং তাঁর পবিত্র সুন্নতের ছুরাতে ইসলামকে পরিপূর্ণ নিয়ম নীতি অনুযায়ী হায়াতে জিন্দিগীতে সজ্জিত করা। এই ফ্লো এর উপর আমাদের কোন দ্বিমত নেই। থাকার কথাও নয়। হজুর নবী করীম ﷺ এর পবিত্র মোবারক আদর্শের পায়রবি করা, ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাই একমাত্র মুক্তির পথ।

বহামদাল্লাহি তায়ালা আমরা স্বীয় উৎকর্ষ সাধনে উক্ত শিক্ষা ও আমলকে বিনা ইনকিলাবে বিনা পরিবর্তনে আপন জীবনের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের জন্য তাদের ঐ সূক্ষ্ম তাত্ত্বিকতায় দ্বীমত যে, তারা মীলাদুন্নবী ﷺ এর আবশ্যিকতা ও গুরুত্বকে পৃথক করে ভিন্ন ভাবে দেখে।

দ্বিনের মজবুতী এবং রাসূলে মকবুল ﷺ এর সীরাতে তাইয়েবা এর প্রতি আমলে কোন বাক্য নেই। কিন্তু উল্লেখযোগ্য আরো একটি বিষয় আছে। সেটি এভাবে যে, যদি একটি প্রকাশ যোগ্য বিষয় হয়, তা হলে দ্বিতীয়টি যেমন কৃলবী, রুহী এবং এক্ষি বিষয়ও সঠিক আছে। যাকে এভাবেও বলা যায় যে, আবির্ভূত মুহাম্মদ ﷺ এবং আজমতওয়ালা মুহাম্মদ ﷺ। শাহেনশাহী শান-মান ও আজমতের গুণ্ডর্ন স্বীয় আঁচলে প্রভাবিত করে। যা থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। কেননা আত্মিক তাকাজা প্রত্যাবর্তনীয় নয়। কারণ আল্লাহু রাবুল ইজ্জত বনি আদমকে এক মহামহীম নেয়মত ও রহমত দান করেছেন। যখন তিনি (আল্লাহ তবারক তায়ালা) তাদের (বনী আদমের) মধ্যে স্বীয় মাহবুতরীন পয়গম্বর হয়রত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। ঐ মহিমাহিত দিন, যেদিন এই মহা নেয়মত প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা এক ব্যতিক্রম দিন বা মূহূর্তকাল। এই মহা নেয়মত দুনিয়ার আবেগোল এ যখন তাশরীফ নিয়েছেন, সেই মূহূর্ত কাল আমাদের জন্য খশি ও আনন্দ প্রকাশের শুভ মূহূর্ত। মহান বাবী

তায়ালা রাসুল মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কে পৃণ্যময় অস্তিত্বের ছুরাতে স্বীয় ফজল, করম ও রহমতের দ্বারা আমাদেরকে উৎসর্গ করেছেন। এতদ্প্রেক্ষাপটে হজুর নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর পৃণ্যময় জন্ম দিন পালন ও মান্য করা এবং শাহানশাহে তরীকায় শোকর আদায় করা মুস্তাহসান আমল। যা এক আঘিক বুনিয়াদী তত্ত্ব। তার প্রতি আমরা যেন কোনই দৃষ্টি নিবন্ধ করি না।

হাজার হাজার বছর পূর্বে প্রভাব প্রকাশ হওয়ার ঘটনায় আমাদের জন্য একটি সংবাদ ও অন্তর্নিহিত তত্ত্ব আছে। হজের রোকন সমূহই ধরা যাক। এই আমল প্রবাহমান রাখার মধ্যে কোন আমলের সম্পর্ক নেই। প্রকাশ্যভাবে ইহা একটি ভিন্ন ঘটনা ছিল। যা ঘটনাচক্রে ঘটেছে বা আল্লাহর কুদরতি খেলায় ঘটানো হয়েছে। তা সেখানেই শেষ। সেই ঘটনায় আমাদের জন্য কি শিক্ষনীয় বিষয় আছে, যার প্রেক্ষিতে শরীয়তের বিধানে হজ এবং ওমরাহ এর নিমিত্তে (হজের রোকনের ছুরাতে) তা প্রবাহমান রাখতে উহাকে ফরজ, ওয়াজেব ক্ষারার দেয়া হয়েছে? এর তাত্ত্বিকতা থেকে আমরা এই ফলাফল গ্রহণ করতে পারি যে, ইসলাম উভয় বিষয়কে তাসলীম করে।

ঐ সকল দ্বিনি তালীমের বিষয় আহকামে ইলাহীর সাথে সম্পর্কিত বিধায় তা জরুরী ভিত্তিতে বুঝতে চেষ্টা করা হয়। কেননা উহা ‘দ্বিন’ আমলে আনয়নে উৎসাহিত করে বা বাধ্য করে। অথচ কোন কোন সময়ের ঘটনাবলী একই। শুধু কি তাই! বরং ঐ প্রহরকাল স্মরণে আনয়ন করে আনন্দ ও আবেগাকুলতা প্রকাশ করা ঐ মহা নেয়মতের প্রতি কৃতজ্ঞ জ্ঞাপনের বাস্তবতা প্রমাণ করে। সাথে বিশেষ তাৎপর্য সহকারে অন্তরের জজবাহকে (উচ্ছাস) অগ্রসরমান করে দেয় এবং সেই হকুমের (দ্বিনি) উৎসাহ উদ্দিপনাকে আরো অগ্রসর করে সার্বক্ষনিকভাবে আমাদের জিন্দেগীকে বেগবান করে। আমরা সেই ঐতিহাসিক পটভূমিকে আমাদের দেহ ও দেমাগ থেকে উপড়ে ফেলা সঠিক পথ নয়। আমাদের জজবাহ, অনুভূতি এবং ভাবাবেগ দুনিয়াতে এভাবে চলছে যেন আমরা তার গুণ্ডন সর্বদা শুনতে পাই। বস্তুত ইসলাম প্রত্যেক ঘটনাবলীর সাথে দুইভাবে সম্পর্ক করতে বাধ্য করে। এক, আমলের অধীনস্থতার সাথে সম্পর্কিত দুই, জজবাহ বা উচ্ছাসের অধীনস্থতার সাথে সংযোজিত। প্রথমটায় জিকরের তালীমকে উৎসাহিত করে দ্বিতীয়টায় জিকরের জজবাহকে উৎকলিত করে। অর্থাৎ প্রেম, কামনা, বাসনা, চাহিদা এবং আঘীয় করনের আমল ব্যাখ্যা প্রকাশ করে।

মাহবুবে রাবুল আলামীন আল্লামা ফাতেমুজিন এর জন্মদিন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কৃষ্ণকালচার এবং ঝুঁতানীয়াতের দিক থেকে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহর একাত্মবাদের জজবাহ্ এবং অধিনস্ততাও প্রকাশ করে। আর তার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা উক্ত ঘটনাবলী যেন কখনও ভূলে না যাই। ইহা আমাদের কৃলব, ঝুহ, আঢ়া ও তাঞ্চিকতার সাথে এমনিভাবে মিলিত হতে হবে যেন, সর্বমুহূর্তের কোন তরঙ্গ তাতে আঘাত হান্তে না পারে। ইসলাম এই আদি ঘটনাপূঁজীকে সর্বদা জিন্দা রাখার প্রতি উদ্দীপনা দেয়। এতদ্প্রেক্ষাপটে মিলাদুন্নবী আল্লামা ফাতেমুজিন এর মুহূর্তকাল খুশির উৎসবের যোগান দেয়। যাতে ঐ ঘটনাবলীর স্মরণে রাসূল প্রেমে অন্তরের জজবাহকে জাগ্রত করে। আর এই জজবাহর তাগীদেই রাসূলের আল্লামা ফাতেমুজিন জন্ম মুহূর্তকালটি তাৎপর্যময় করে যথাযথে উদ্দীপনার সাথে পালন করতে উৎসাহিত করে।

আমি পূর্বের পৃষ্ঠা সমুহে তারই বাস্তবতা উপস্থাপনে প্রাঞ্জল ভাষায় দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলীর অবতারনা এমনিভাবে করেছি যে, হজ্জের রোকন সমূহ মুলত আল্লাহর মাকবুল (মোকাররব) বান্দাদের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলী। যাকে আল্লাহ তবারক তায়ালা পবিত্র কোরআনের ভাষায় শায়ায়েরিল্লাহ্ (شَعَّارُ اللَّهِ) (নির্দেশনাবলি) বলে উপর্যান করেছেন এবং তা-ই স্মরনের সাথে মান্য করার হৃকুম বর্তায়েছেন। যদি এই নির্দেশে কোন মতবাদ, মতানৈক্য, এখতেলাফ বা মতবিরোধ না থাকে, তা হলে মীলদে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষোরবাত, তাক্সিরিবাত বা নৈকট্যতার বিষয়েও কোন সমালোচনা বা মতপার্থক্য এবং কোন সন্দেহ হতে পারে না। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন।

بَابُ دُوْمِ الْدِّيْنِ وَالْأَدْبَارِ

وَاقْعَاتِ مَسْرَتِ وَغَمِّ كَيْ يَادِ আনন্দ ও প্রেসানী মূলক ঘটনাবলীর স্মরণ

হজুরে পূরনূর মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বিশ্ব জগতে পৃথিবীয় জন্মের ঘটনাবলী বিস্ময়কর। হজুর রহমতে আলম ~~বুরুষ~~ যেদিন পার্থিব জগতের বরনীল প্রবাহে তাশরীফ গ্রহণ করলেন; আনন্দ ও খুশি প্রকাশের জন্য তদাপেক্ষা আর কোন দিন হতে পারে না। চিন্তা এবং খুশি মানবের সহজাত প্রবৃত্তি। যা তার নিজের মধ্যে অবস্থার প্রেক্ষাপটে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রকাশ পায়। চিন্তা, খুশি, ভয় এবং আরাম তথা আশা নৈরাশ্য জীবনের এমন একটি বিষয় যা মানবের তাছাওউর (অবয়ব) ও চিন্তায় জাগ্রত হয়ে তা একক ও সমষ্টিগত অঙ্গিত্বের ছুরাতে (অবয়বে) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ রাবুল ইজত অতীত উচ্চতের উপর মহা নেয়ামত প্রদান করে আনন্দ ও খুশির ঐশ্বর্য ধারা প্রাচুর্যময় করে ছিলেন। কিন্তু সাথে সাথে তার বিদ্রূপকারীর প্রতি কঠিন শাস্তির ঘোষনা দিয়ে নাফরমান সম্প্রদায়কে (ধৰংস করে) উপদেশ গ্রহনের শিক্ষা দিয়েছেন।

হেদায়েত এবং গোমরাহী মানুষের নফসানিয়াতের সাথে সম্পর্কিত একটি মূল ঘন্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর প্রকোষ্ঠে সৎ নিয়তের ফুল প্রক্ষুটিত না হয় এবং মানবীয় অঙ্গিত্বের অবস্থার সুস্থান প্রবাহিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমলের ফুলের বাগান সুশোভিত হয় না বরং অসৌন্দর্য থাকে। যখন প্রকৃত অবস্থা মানুষের দিল ও দেমাগে জাগরিত হয় এবং মানুষ সঠিক জ্ঞানের অবস্থানে ফিরে আসে তখন হেদায়েতের ক্ষত (আল্লাহর সন্তুষ্টির নূর) তার মধ্যে প্রতিফলিত হতে থাকে। অতঃপর ঐ নূর আসতে থাকে, যার এন্ডেবায় (যার অধিনস্থতায়) মানুষ কালাতিপাত করে।

এই অবস্থা থেকে ফয়েজ রহমত প্রাপ্তির জন্য এভাবে প্রশান্ত হতে হবে যে, অবস্থার চশমা নেসবত ও সম্পর্কের ভিত্তিতে আলো দান করে। অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের বা ফেরাতি আসার মধ্যে স্মষ্টার নূর আসে। (কেননা ফেরাতের সাথে আল্লাহর যোগসূত্র বিদ্যামান থাকে। যা পাপের কারণে মানবের থেকে দূরীভূত হয়ে যায়।)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

হ্যরত ইয়াকুব (আ:) সন্তানের বিয়োগ শোকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ নবী চিন্তার অবস্থায় বিমর্শ হয়ে গিয়েছিল। যখন হ্যরত উইসুফ আলাইহি ওয়াসল্লাম স্বীয় জামা তার পিতার কাছে প্রেরণ করে ছিল, তখন ঐ জামা চোখে সাথে স্পর্শ করলে তার চোখ ভাল হয়ে যায়। দৃষ্টি শক্তি পূর্ণঘর্ষের পায়। আল্লাহ তখন চিন্তা আনন্দের সাথে বিলীন হয়ে গেল। প্রথম অবস্থায় ছবর বা দৈর্ঘ্য প্রবহমান ছিল এখন তা শোকের (কৃতজ্ঞতায়) পরিণত হলো। ইহার সকল কিছুই নেছবতের কারণে হয়েছে। প্রেরিত কামিছ হ্যরত ইউসুফ (আ:) এর নেছবতের ছিল। আমাদের জীবনের বহু ঘটনাবলী আছে যার ভিত্তি এই সমস্ত মূলে সম্পৃক্ত। আমাদের ঘরে এমন কোন কোন সামগ্রী বা বিষয়াবলী আছে যা আমরা সারা বছর ধরে রাখি এবং যত্ন করি। আমাদের পিতা মাতার স্মৃতি, কোন ওলী আল্লাহ এবং নিকটতম ব্যক্তিগণের নির্দর্শন দেখে দেখে যত্ন করি। ঐ সকল (নির্দর্শনাবলীর) স্পর্শে স্বীয় অস্তিত্বে একটি অবস্থার বাগান তৈরি হয়। অতএব চিন্তা, চেতনা, খুশি-আনন্দ এমনিভাবে কোন সম্পর্কের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের জীবনের অবস্থার প্রধান সমন্বের চশমা থেকে প্রস্ফুটিত হয়।

মোবারকময় হাদীস সমূহে এ রকম অনেক ঘটনাবলীর উল্লেখ হয়েছে, যার মধ্যে হজুর নবী করীম ﷺ এর আমল থেকে উল্লেখের এই শিক্ষা লাভ হয় যে, যখন কোন খুশি আনন্দের মুহূর্ত স্বরন হয়, তখন সেই মুহূর্তকাল সেই অবস্থার উপর স্বীয় জীবন প্রবাহিত হয়। যখন কোন মহিবত ও বেদনার বিষয় আপত্তি হয়, তা তোমরা গমগিন অবস্থায় ঢেকে দাও। যখন ঐ মুহূর্ত কালের উপর গবেষণা করতে থাকবে, তখন বুঝে আসবে যে, তার সাথে সমন্বযুক্ত অবস্থা, তার মধ্যে কোন সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে। যা ঐ মুহূর্তকালের কোন না কোন অস্তিত্বে ছিল। পবিত্র হাদীস সমূহে উল্লেখিত এমনিতর বহু ঘটনা সমারোহ নিয়ে বর্ণিত হল।

(۱۱) یوم موسی (ع) منانے کی ہل ایت

হ্যরত মুসা (আ:) এর দিন মান্য করার দিক্ষদর্শন

মক্কা থেকে হিজরত করে রাসূলে পাক ﷺ মদীনা মুনাওয়ারায় তাশীরীয়া গ্রহণ করলেন। আপ ﷺ মদীনার ইয়াহুদ সম্প্রদায়কে আঙুরার দিন রোজা পালন করতে দেখলেন। তখন হজুর ﷺ এটি রোজা রাখার কারণ জানতে চাইলেন। তারা বললো- এই *Suluk al-Askeen Al-Jaza'* *Hastallim* হ্যরত মুসা (আ:) কে

কামিয়াবী দান করেছেন এবং ফেরাউনকে তার সৈন্য সামন্তসহ নীল দরীয়ায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন। ফলে বনী ইস্রাইল সম্প্রদায় ফেরাউনের জুলুম অত্যাচার ক্ষমতাকৃত নিপীড়ন থেকে পরিব্রাণ পায়। হ্যরত মুসা (আ:) আল্লাহ্ তবারক তায়ালার প্রতি শোকর আদায় করার নিমিত্তে ঐ দিন রোজা পালন করতেন।

কামিয়াবী পটে রাসূলে পাক ক্ষমতাকৃত ফরমান-নবী হওয়ার প্রেক্ষিতে মুসা (আ:) এর ক্ষমতাকৃত আমার যথেষ্ট হক রয়েগেছে। সেহেতু আল্লাহ্ তরফ থেকে হ্যরত মুসা (আ:) এর প্রতি কামিয়াবী লাভের শোকরিয়া হিসাবে রাসূলে পাক ক্ষমতাকৃত স্বয়ং ক্ষমতাপালন করতেন এবং ছাহাবায় কেরামগণের প্রতি আশুরার দিনে রোজাপালন ক্ষমতাকৃত নির্দেশ প্রদান করলেন।

কামিয়াবী প্রামাণিত হয় যে, বনি ইস্রাইল নিজ কাওমের প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে আনন্দে শুকরিয়াতান রোজা পালন করতেন। সেহেতু রাসূলে পাক ক্ষমতাকৃত স্বয়ং অনুরূপ রোজা পালন করতেন। ১

(۲) نوح (ع) کی یاد منانا

নূহ (আ:) এর জন্মদিন পালন প্রসঙ্গে -

আহামদ ইবনে হাস্বল (হি: ১৬৪ -২৪১) এবং হাফীজ ইবনে আসকালানী (হি: ৭৭৩ - ৮৫২) হ্যরত আবু হুরায়রা (রা�:) থেকে এক হাদীস রাওয়ায়েত করা হচ্ছে। যার মধ্যে আশুরা মান্য করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, আশুরা হ্যরত নূহ (আ:) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার প্রেরীত ফজল ও সাম্মতের দিন ছিল। ঐ দিন (অর্থাৎ ১০ই মহরম) আল্লাহ্ তবারক তায়ালা সাথের হেফাজতের জন্য জুনি পাহাড়ের উপর তাঁর (নূহ আ:) নৌকা নোংরের সাথে আটকিয়ে দিলেন। সেহেতু হ্যরত নূহ (আ:) এর দল ঐ দিনকে ইয়াওমুশ-

১. পূর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র:

১. বুখারী-কিতাবুল ছওম, বাবে ছিয়ামে ইয়াওমে আশুরা- ২ : ৭০৪ নং-১৯০০।
২. বুখারী- কিতাবুল আস্বিয়া, বাবে কাওলিল্লাহ তায়ালা- ওয়া হাল আতাকা হাদীসুমুসা- ৩ : ১২৪৪ নং-৩২১৬।
৩. বুখারী- কিতাবুল ফাজায়েলেছাহাবা, বাবে ইতিয়ানিল ইয়াহুদুননবী (স:) হীনা কাদামাল মদীনাতা- ৩ : ১৪৩৪ নং-৩৭২৭।
৪. মুসলিম- কিতাবুলছিয়াম, বাবে ছওমে ইয়াওমে আশুরা- ২ : ৭৯৫, ৭৯৬ নং-১১৩০।
৫. আবু দাউদ-কিতাবুল ছওম, বাবে ফি ছওমে ইয়াওমে আশুরা- ২ : ৩২৬ নং-২৪৮৮।
৬. ইবনে মাজা- কিতাবুল ছিয়াম, বাবে ছিয়ামে ইয়াওমে আশুরা- ১ ; ৫৫২ নং ১৭৩৮।
৭. আহমদ ইবনে হাবিব- আল মুসনদ- ৪ : ৪৪১ নং- ২৫৬৭।
৮. আবু ইউলা- আল মুসনদ- ৪ : ৪৪১ নং- ২৫৬৭।

Bangladeshi Ajmiyane Ashkeko, Tocche Masruqa, ৩১১২।

Sallallaho Alayhi Wasallim!

شکر کی حیسا بے پالن کر رہا تھا۔ پرورتی تھے اکی سپردیوں کے لئے کوئی نیکٹ
ایہ دن سماں نے دین حیسا بے پریگنیت ہلے۔ سے جنی ہی رات راسوں مکبول
سب وہ ادین رہا پالن کرتے ہیں اور چاہا بار کیرامداد کے وہ رہا
راخا رہا جنی نیرداش کرتے ہیں । ۱

(۳) یوم تکمیل دین بہ طور عید منانا

ایسلاام پریپورن ہو یا رہا دین حیسا بے پالن کر رہا

ہی رات کا یا بول آہا را برجنا کر رہا ہے، تینی ہی رات ومر ہب نے خاتما (رہا) کے بول لئے۔ آمیزہ کا وہ سپرکے جانی ہے، تادیں اپنی یادی اور آیا تہ ناجیل ہتھ، تا ہلے تارا اسی دن کے ہی دن کے مات پالن کرتا۔ ہی رات ومر (رہا) بول لئے کون آیا تہ؟ ہی رات کا یا را (رہا) بول لئے۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِيْنَكُمْ - (المائدة۔ ۳)

”آرٹھاً آج آمیزہ تو مادی دین کے پریپورن کریا دلیاام
اوہ تو مادی دین کے اپنے دین کے پریپورن کریاام اور تو مادی دین کے
ایسلاام کے ہب نے حیسا بے (آرٹھاً ہا یا تھے جی دیگر پورن آن جام دیوار جنی)
ممنونیت کر رہا دلیاام ।“

اتھ پر ہی رات ومر (رہا) ار شاد فرمان۔

إِنَّى لَا عَرَفْتُ فِي أَيِّ يَوْمٍ أُنْزِلْتُ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ) يَوْمًا جُمُعَةً
وَيَوْمًا عَرَفَةً۔ وَهُمَا لَنَا عِيَادَانٌ

آرٹھاً آمیزہ جانی ہے، کون دن اسی دن اکمل لکم دینکم اور تاریخ ہے۔
جی میڈا اور آرٹھا فاتح دن۔ ہب دن (پرथما خکے)۔ ایہ تو مادی دین ہی دن । ۲

۱. باریت را اور یا رہے دن کی سمعت:

۱. آہمہد ہب نے ہا ہب لے۔ آلمیں سنا دی۔ ۲: ۳۵۹-۳۶۰ نے۔ ۸۷۰۱
۲. آس کا لانی۔ فتحل باری۔ ۸: ۲۸۹ /

۲. باریت را اور یا رہے دن کی سمعت:

۱. تاریخانی۔ آلمیں جی میڈا اور آرٹھا۔ ۱: ۲۵۳ نے ۸۳۰ /
۲. آس کا لانی۔ فتحل باری۔ ۱: ۱۰۵ نے ۸۵ /

۳. ہب نے کاہی **بَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ** Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

আল্লাহ রাব্বুল ইজতের তরফ থেকে হজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কে দীনের পরিপূর্ণতার সুসংবাদ প্রাপ্তির দিনকে ঈদ হিসেবে পালনের ধারনা হ্যরত কায়াবুল আহবার (রাঃ) এর পক্ষ থেকে প্রকাশ এবং হ্যরত ওমর ফারুক (রা) এর সাহায্য ও সত্যায়নে এ আমরের দলিল সাব্যস্ত হয় যে, আমাদের কাওমী ও ধর্মীয় জীবনে এ সকল ঘটনাবলী যার প্রতিক্রিয়ার বৃত্ত গোটা জাতিকে বেষ্টন করে, তার অরণ স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে event (অর্থাৎ ঈদ হিসাবে) মান্য করা কোরআন এবং সুন্নাহ এর তাত্ত্বিকতা থেকে শুধু বৈশিষ্ট পূর্ণই নয়: বরং অতি উত্তম সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় প্রয়োজন।

NB. ঘটনাবলীর গুরুত্ব স্বত্ত্বিচারণে চীরায়ত রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ৫ম অধ্যায় আলোচনা আসবে।

مقام حجرے گزرتے وقت حضور (ص) کی بُدایات হজর এলাকা অতিক্রমকালে হজুর (স) এর উপদেশ

নবম হিজরীতে তবুক সফরের সময় মুসলমানগণ কাওমে ছামুদের দুই কুয়ার নিকট শিবির স্থাপন করলেন। হজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ঐ স্থানের ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামগণের জন্য এরশাদ করেন যে, এই স্থানে আমাদের সর্দার ছালেহ (আঃ) এর সম্প্রদায় তাঁর উটনি ধ্রংস করে দিয়েছিল। পরিনামে তারা আজাবে নিমজ্জিত হয়ে ছিল। হজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ছাহাবায় কিরাম (রাঃ) দেরকে শুধু মাত্র একটি কুয়া থেকে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য পানি সংগ্রহ করতে হকুম দিলেন। দ্বিতীয় কুয়া থেকে পানি সংগ্রহ করতে নিষেধ করলেন।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম যেই কুয়া থেকে পানি সংগ্রহের জন্য হকুম দিলেন উহা থেকে হ্যরত ছালেহ (আঃ) এর উটনী পানি পান করতেন এবং পূর্ণ একটা দিন পানি পান করার জন্য খাচ ছিল। কিন্তু কাওমে ছামুদ (ছামুদ সম্প্রদায়) এর নিকট মনঃপূত ছিল না যে, একদিন শুধু মাত্র ঐ উটনী-ই পানি পান করবে। সেহেতু তারা উটনীর কোঁচিং কেটে ধ্রংস করে দিল। এই ঘটনা শত সহস্র বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। সেখানে হ্যরত ছালেহ (আঃ) ছিলেন না এবং ঐ উটনীর বাংলাদেশ আনিমান আশেকানে মস্তোফা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়ে ছিল। তা সত্ত্বেও ঐ কুয়ার প্রতি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এত গুরুত্ব আরোপ করলেন। কারন ইহাই যে, হ্যরত ছালেহ (আঃ) এর উটনী ঐ কুয়া থেকে পান করেছে (Sallallaho Alayhi Wasallim) যা বরকতের এক মাত্র কারণ। আ-হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম

ঐ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গণকে ঐ বরকত থেকে ফয়েজ বরকত লাভের পরামর্শ প্রদান করলেন। কাওমে ছামুদের অধীনে দ্বিতীয় কুয়ার পানি ব্যবহারের নিয়ন্ত্রনে থাকার জন্য রাসূলে পাক আল্লাহর উপর আশীর্বাদ সাহাবায় কেরামদেরকে ঐ পানি পান করতে নিষেধ করলেন। কেননা কাওমে ছামুদ হ্যরত ছালেহ (আঃ) এর উটনীকে তাঁর তরফ থেকে শান্তি শোনানোর জন্য ধৰ্স করে ছিল। এ ধরনের নিকৃষ্ট কাজ করার ফলে আল্লাহ তবারক তায়ালা তাদের প্রতি গজব নাজিল করলেন। আর সেই কারণেই তারা ধৰ্স হয়ে গেল। এ ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে হজুর আল্লাহর উপর আশীর্বাদ ছাহাবায় কেরামদের ঐ পানি পান না করার নির্দেশ প্রদান করলেন।

রাসূলে পাক আল্লাহর উপর আশীর্বাদ এই হৃকুমের পূর্বে কতিপয় ছাহাবী উক্ত কুপের পানি ব্যবহার করে ছিল। এখন যখন নিষেধ করলেন তখন তারা আরজ করলেন, হে রাসূল আল্লাহর উপর আশীর্বাদ আমরা তো আপনার নিষেধ করার পূর্বে উক্ত কুপের পানি ব্যবহার করে ফেলেছি। আমাদের এ সম্পর্কে জানা নেই যে, এই কুপের জন্য কোন সম্প্রদায় ধৰ্সে পরিণত হয়েছে। অতঃপর রাসূলে মকবুল আল্লাহর উপর আশীর্বাদ নির্দেশ করলেন যে, ঐ পানি দ্বারা ধৌত করা বর্তন, আটার খামির এবং পাকানো খানা সবই ধৰ্স করে দাও। এখন তোমরা তোমাদের বর্তনগুলো এমন কুপের পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করে নাও, যেই কুপের পানি হ্যরত ছালেহ (আঃ) এর কারণে বরকতময় হয়েছে। সেজন্য ঐ পানি দ্বারা তোমাদের খানাপিনা বানিয়ে নাও। নিম্নে আমি এ সকল ঘটনা সম্পর্কিত বিষয়াবলী হাদীসের ভাষায় বর্ণনা করব।

مقام حجر پر قوم ثمود کے کنوین سے پانی پینے کی مانعت

হজর নামক স্থানে 'ছামুদ' জাতির কুপের পানি পান করতে নিষেধাজ্ঞা

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করতেছেন : -

إِنَّ رَسُولَ (ص) لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ فِي غَزِّوَةِ ثَبُوكِ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَسْرِيُوا مِنْ بَيْرِهَا وَلَا يَسْتَقْعُوا مِنْهَا فَقَالُوا قَدْ عَجَنَا مِنْهَا وَاسْتَقَبَنَا فَأَمَرْهُمْ أَنْ يُطْرِحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ وَيَهْرِيُّوا ذَلِكَ الْمَاءَ^۱

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাওয়ায়েত করতেছেন যে, নিচয়ই রাসূলে পাক আল্লাহর উপর আশীর্বাদ যখন গোজোয়ায়ে তাবুকের সফরের সময় মাকামে হজরে আগমন করলেন তখন হজুর করীম আল্লাহর উপর আশীর্বাদ ছাহাবায় কেরাম (রাঃ) দেরকে উক্ত কুপের পানি পান করতে এবং মশক সম্মত পান সংগ্রহ করতে নিষেধ করলেন। ছাহাবায় Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Salatuloh Alayhi Wasallim)

কেরাম আরজ করলেন-'আমরা তো (আপনার নিষেধ করার পূর্বে উক্ত পানি দ্বারা আটা খামির করেছি এবং বর্তন সমূহে পানি ভরে নিয়েছি।) রাসূলে পাক খামীর কৃত এ আটাও পানি ফেলে দিতে হৃকুম প্রদান করলেন।^১

২. حضرت صالح ع کی اونٹنی کے مشرب سے پانی پینے کا حکم

۲. هَرَّ رَاتٍ حَالَهُ (آ:) إِرْ تَنَّيِّرَ الْمَاءِ مِنْ مَاءِ حَلَقَةِ

(۱) هَرَّ رَاتٍ أَبَدَعَلَّا حَلَقَةً إِلَيْهِ عَوْنَى وَأَبَدَعَلَّا حَلَقَةً إِلَيْهِ عَوْنَى
এর সাথে কাওমে সামুদ্রের সারজমিন 'হজরে' গেলেন। তখন তারা ঐ কুপের পানি তাদের মশকে ভরে নিল এবং আটা খামির করলো।

فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يَهْرِيقُوا مَا اسْتَقْوَا مِنْ بَثِرِهَا - وَأَنْ يَعْلَفُوا أَلِيلَ الْعَجِيْنِ - وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يَسْتَقْوَا مِنَ الْبِثِرِ الَّتِي كَانَتْ تَرْدِهَا النَّاقَةُ . (۲)

অতঃপর রাসূলে পাক হৃকুম করলেন যে, ঐ পানি ফেলে দাও। যা তোমরা ঐ কুপ থেকে সংগ্রহ করেছ। আর খামিরকৃত আটাও ফেলে দাও। আবার নির্দেশ করলেন যে, তোমরা ঐ পবিত্র কুপের পানি ব্যবহার কর, যার থেকে (আল্লাহর প্রয়াগস্বর ছালেহ আ:) এর উটনী পানি পান করেছে।^২

১. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১: والى ثمود اخاهم صالح . -
১. بُখارী- কিতাবুল আবিয়া, বাবু কাওলুল্লাহি তায়ালা-

১২৩৬, ১২৩৭ নং- ৩১৯৮ ।

২. كُرَّاتُبُوَّيَّيْ- আল জামিয়ুলে আহকামিল কুরআন- ১০ : ৮৬ ।

৩. বাণুবী- মুয়াল্লিমুত তান্জীল- ২ : ১৭৮ ।

৪. ইবনে হাজম- আল মুহাম্মদ- ১ : ২২০ ।

৫. আচকালানী- তাঁগলীকৃত তাঁগীক- ৪ : ৯১ ।

২. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

والى ثمود اخاهم صالح . - قول الله تعالى . -
৩ : ১২৩৭ নং- ৩১৯৯ ।

৪: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ . -
১. مুসলিম- কিতাবুজ জাহাদ- বাবে-
২. مুসলিম- কিতাবুজ জাহাদ- বাবে-
৩. ইবনে হাবৰান- হৈইহ- ১৪ : ৮২ নং- ৬২০২ ।

৪. বায়হাকী- আস সনানুল কবিরী ১ : ২৩৫ নং ১০৫০ ।

৫. كُرَّاتُبُوَّيَّيْ- আল জামেয় লে আহকামিল কুরআন- ১০ : ৪৬
*(Bangladesh Anjuman Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallim))*

(২) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, গজুয়ায় তরুকের বছর মুসলমানদের কাফেলা মাকামে হজরের উপর ছামুদ সম্প্রদায়ের ঘরের পার্শ্বে থামল, তখন তারা কাওমে ছামুদের পানীয় স্থান থেকে পানি পরিপূর্ণ করে নিলেন। আটার খামির তৈরি করলেন। অতঃপর গোস্তের পাতিল পাকের জন্য আগুনের উপর রাখলেন :—

فَامْرُ هُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَاهْرَاقُوا الْقُدُورُ وَعَلَفُوا الْعِجَيْنِ الإِبْلِ .^۱
إِرْتَحِلْ بِهِمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ عَلَى الْبَيْرِ التَّيْ كَانَتْ تَشْرُبُ مِنْهَا النَّاقَةُ
وَنَهَا هُمْ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ عَذَبُوا قَالَ إِنَّى أَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ
مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ . فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ .

“অর্থাৎ (যখন রাসূলে পাক ~~কর্তব্য~~ অবগত হলেন) তখন রাসূলে আকরাম ~~কর্তব্য~~ (তা ফিকদিয়ে ফেলে দেয়ার) হুকুম দিলেন। তখন তারা পাতিল গুলো ফেলে দিল এবং খামির কৃত আটা উটদের খাইয়ে দিন। অতঃপর রাসূলে আকরাম ~~কর্তব্য~~ তাদেরকে নিয়ে ঐ কুপের নিকট তাশরীফ গ্রহণ করলেন, যেখানে (হ্যরত ছালেহ আঃ) এর উটনী পানি পান করেছিল। রাসূলে পাক ~~কর্তব্য~~ তাদেরকে আয়াবকৃত কাওমের স্থানে যেতে নিষেধ করলেন এবং আপ ~~কর্তব্য~~ বললেন—‘আমার ভয় হচ্ছে, না জানি তোমরা ঐ মছিবতে পরে যাও।’ যেখানে তারা পড়ে গিয়েছিল। অতএব তোমরা (শাস্তির জায়গায়) তথায় প্রবেশ কর না।”^১

এই নির্দেশ প্রনিধান যোগ্য যে, ঐ পানির মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন খারাপ কিছু ছিল না। শরীয়তের নিয়মে উহা পাক ও পবিত্র ছিল। মূলত : উহার সম্পর্ক ঐ কাওমের সাথে ছিল, যেখানে হ্যরত ছালেহ (আঃ) এর উটনী মেরে ফেলার কারনে খোদাই গজর নাজিল হয়ে ছিল। এ জন্য ছাহাবায় কিরামদেরকে ঐ পানি পান করতে নিষেধ করলেন। বস্তুত ইহার বিপরীত কুপের মধ্যে হ্যরত ছালেহ (আঃ) এর মো'জেজা সম্বলিত উটের সম্পৃক্ততা ছিল। ঐ সম্পৃক্ততার জন্য তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এবং তা থেকে ফয়েজ বরকত লাভের নির্দেশনা দিয়ে ছিলেন।

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. আহমদ ইবনে হাবল - আল মুসনাদ - ২ : ১১৭ নং ৫৯৮৪।

২. ইবনে হাবল - আজহারী - ১৪ (১৩৮০-৬২৩) খ্রিস্টাব্দের বৰ্ষে।

Bangladesh Arjhulmara Ashekaane Mostofa

NB. : আহমদ ইবনে হাবলের বর্ণনা ইহাই নন্দন বরাত অনুবাদ ইহাই।

حضرت صالح (ع) سے منسوب اونٹنی کی یاد

۳. هر رات چالہ (آ:) اور ساتھ سپُکتُ ڈٹِرِ سُرگنے
بُرْجِتِ را ویا یا تِ خِکے ائی سُکھ جان پتی بات ہے، آعلانات توارک
تایالا ر مونو نیت نبی و پیغام برے ر ساتھ سُکھیتِ بیشی رے فیوج بارکت
سَرْدَانِ بیدِ مان ٹاکے۔ ات دِ پرِ کا پتے ڈھار آداب اور بارکت لانڈر شیخا
سُبِی و راسُلِ پاک صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کر تک بُرْجِتِ ہکوم ٹکے پرمانيت ہے۔ انتِ ٹھیت کرا
آب شیک ہے، اخانے یہ کوپرِ آلوچنا ہل، تار ٹکے هر رات چالہ (آ:) اور پانی پان
کرا ر بیشی ڈلِ خ نہیں۔ ہاجا ر بچر پُرے ا ڈٹنَا ٹتھے۔ آعلانات ایتیانے،
سے سماں ر اپنی ابستہ کتِ رکپ پریغت کر رہے۔ ڈٹنی ر پان کرت
ا ب شیخ پانی ٹھیل کی-نا، تا و سُتیک نی، بار و شیخ ماتر ا پیغام بر (آ:) اور
ڈٹنی ر ساتھ سپُکتُ تار جنی ایت دِ دیک سماں یوگی ہے، اک دیار جمانا
ا تیکر میر پر او سے ای کلنا ر اپنی اداب اور بارکت ام انی بابے کا یام
(پر تیکت) ہے آچے۔

۴. قوم ثمود پر عذاب کے تصور سے کیفیات غم وارد کرنے کا حکم

8. ہامد سپُکتُ دیا رے ڈپر (نیکیت) شاہی ر بنا ر ٹیکھیت ہویا ر نیردش

تا بکرے یونکرے ڈٹنائی لے ڈپر کا او مہ ہامد دیا ر ا تیکر مکالے ہاجا ر بچر
ا تیکر م ہے۔ اخن سے ای ہجر ر ڈپر تیکا ر گزب ناجیل ہے، نا
کافر دیا ر سے ای بامسٹان و کوئی بخشہ ر تھا ی آچے، یارا آعلانات توارک
تایالا ر نیدرشن ہر رات چالہ (آ:)- اور ڈٹنی ر کوئی ٹکے ٹھیل۔ (ا ر
کیڑو بیدِ مان نہیں) اथ چھڑی نبی اکر را م صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم ا ب شیخ ر نیکر تیکری ہلن،
تھن ہاہا با ر کر را م (ر.) کے ا کا او مہ رے پر بیش کر رتے نیمہ کر لئے
او ب فرمائی لے- ا گزب کر کت بیخی ا لکا کا نا ر ابستہ، بینیت بابے پریتا پر
ساتھ ا تیکر م کر رتے ہے۔ مانے کر رتے ہے ای یہن گزب ناجیل ہتھے۔
(۱) ا بیشی ر ہادیس نیڑے بیکنی کرا ہے۔

ہر رات آب دلیا ر ای بنے و مر (سآ:) بیکنی کر رتے ہن یہ، چھڑی نبی کریم

لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ لَا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ
بُصِّبِكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ .

অর্থাৎ যেই লোকেরা নিজ জানের প্রতি জুলুম করেছে, তাদের ঘরে প্রবেশ কর না। বরং এভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় ঐ পথ অতিক্রম কর, না জানি ঐ গজৰ তাদের মত আমাদের প্রতি এসে যায়। ১

হজুর নবী আকরাম ﷺ এর এই ফরমান ঐ বদ্বখ্ত (খারাপ) কাওমের বাসস্থানের জন্য ছিল, যাদের প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর কারণে গজৰ নাজিল হয়েছিল। সেহেতু আপ ﷺ ছাহাবায় কিরামকে (রাঃ) এই শিক্ষা দিলেন যে, তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা অবস্থায়) ঐ বন্তি অতিক্রম কর। এর দ্বারা রাসূলে মাকবুল ﷺ ছাহাবায় কিরামদের মাধ্যমে উন্নতগণকে এই নসীহত ফরমাইতেছেন যে, তোমরা অতীত কাওমদের উপর নিষ্কিঞ্চ আজাবের স্মরণে নিজেদের প্রতি আক্ষেপ ও প্রেসানী এ জন্য জারী রাখবে, যাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ তবারক তায়ালা ঐ রকম আবাদ নাজিল না করেন। বর্ণিত হাদীস দ্বারা উন্নতদেরকে এই শিক্ষাই প্রদান করলেন। যদিও প্রকাশ্যে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। রাসূলে আকরাম ﷺ এর পুণ্যময় অস্তিত্বের কোন স্থানের কোন সময়, এ রকম কিছুই ঘটেনি। তা সত্ত্বেও হজুর ﷺ ছাহাবায়ে কিরামদের এমনি প্রেসানী মূলক চিন্তা-চেতনা, অনুভব ও অবস্থার জন্য সতর্কবাণী ফরমাইলেন। ঐ কাওম যে কারণে ধৰংস হয়েছে তা সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণে রেখে নিজ জীবনে তার থেকে উপদেশ গ্রহনের তালিকিন (শিক্ষা) দিলেন। এ বিষয়টি কৃলব ও ঝুঁহের জজবাহও অনুভূতির সাথে সম্পূর্ণ। ইমাম মুসলীম (রহ.) এই রাওয়ায়েত 'ছহীহ' বলে (ছহীহ) কিতাবের কিতাবুজ জাহাদ ওয়া রাকায়েকে উল্লেখ করেছেন। যার দ্বারা এই সুসংবাদ দিতে চাইলেন যে, এই হাদীস (انَّ اَعْمَالَ وَافْعَالَ) (ইন্না আ'মাল ওয়া

১. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

- والى ثمود اخا هم صالحـ . باب قول الله تعالى-

৩ : ১২৩৭ নং- ৩২০০, ৩২০১ /

- باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم -

৪ : ২২৮৫, ২২৮৬ নং- ২৯৮০ /

৩. আহসন্দ ইবনে হাবিল- আল মুসনাদ- ২ : ৯৬ /

৪. ইবনে হাবান- আজহীহ- ১৪ : ৮০ নং- ৬১৯৯ /

৫. ঝুঁহানী- Bangladeshi Anjuman Ashekajane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

আফয়াল) নিশ্চয় আমল সমূহও কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নের ভিত্তি ইহাই। যার তাত্ত্বিকতার চিহ্ন কৃলবও রুহের উপর প্রতিফলিত হয়। এ ধরনের ঘটনার পৃণরাবৃত্তির মাধ্যমে কৃলব ও অন্তর বক্ষে বিশেষ অবস্থা, অনুভূতি এবং জজবাহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পরিগত হয়।

সর্বপরি অন্তরাঞ্চার বিপর্যয়ের কারণেই জীবনের মোড় ঘুরে যায়। যদি এ সকল ঘটনাপৃষ্ঠি অন্তর মন্তিক্ষে এই জীবনে প্রতিফলিত না হত এবং নফসানী ও রুহানী ফায়দা না হত, তা হলে রাসূলে মকবুল ﷺ এর কি আবশ্যিক ছিল যে, ছাহাবায় কিরামের অন্তরাঞ্চায় এ ধরনের অনুভূতির ইশারা প্রদান করেন? আবশ্যিকতার অভিপ্রায় না হলে এ ধরনের হৃকুম রাসূলে আকরাম কশ্মিন কালেও করতেন না। রাসূলে আকরাম ﷺ এর এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ইহাই যে, এই অবস্থা অবশ্যই দিল ও দেমাগের উপর একটি স্বরনীয় নছিত রূপে পরিগণিত হবে।

(২) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رض থেকে বর্ণিত আছে যে, হজুর নবী করীম
এরশাদ করেছেন-

لَا تَدْخُلُوا عَلَىٰ هُؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَن تَكُونُوا بَاكِيًّا - فَإِن لَمْ تَكُونُوا
بَاكِيًّا فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ - (১)

অর্থাৎ তোমরা ঐ শাস্তি প্রাপ্ত লোকদের উপর ক্রন্দনরত অবস্থায় ঐ স্থান অতিক্রম কর। অতএব যদি তোমাদের কানার অবস্থা তৈরি না হয়, তা হলে তাদের স্থান দিয়ে চলাফেরা কর না। আল্লাহ না করুন! যে মছিবতে তারা নিঃপত্তি হয়েছে, তোমরা যেন ঐ মছিবতে নিমজ্জিত না হও।”^১

হজুর নবী আকরাম ﷺ গজবে নিমজ্জিত কাওমে ছামুদের বন্তি এবং তাদের এলাকায় প্রবেশের জন্য এমনিভাবে নিষেধ করলেন, যেন কাওমে ছামুদ অদ্যাবদি তথায় বিদ্যমান, এমতাবস্থায় ছাহাবায় কিরাম তথায় প্রবেশ করতেছে। এমনিভাবে ঐ কাওমকে কল্পনা করে ঐ বন্তিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন। কেননা ঐ কাওমের সমাজচ্যুত হওয়ার (সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন) বিষয়টাকে হ্যরত

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. বুখারী- কিতাবুল মাসজিদ, বাবুজ্জালাত ফি মাওয়াদিয়িল খাছাফে ওয়াল আজাবি- ১: ১৬৭
নং- ৪২৩।
২. বুখারী- কিতাবুল মাগাজী- বাবু নজুলিন নবী (স:) উলহজরে- ৪: ১৬০৯ নং-৪১৫৮।
৩. মুসলিম- কিতাবুজ জাহাদ, বাবু লাতাদখুল মাসাকিনাল্লাজীনা জলামু আনফুসাহম। ৪:
২২৮৫ নং ২৯৮০।
৪. বাযহাকী- *Bukharesh Ashkaane Mostofa*
৫. আবেদীনে হামীদ- *Qasidatullahi Arzhi Wasalim!*

ছালেহ (আ:) এর উটনীর কোঁচি কাটার ফলে মৃত্যুর দ্বার প্রাপ্তে পৌছার ব্যাপারটি মূলত আল্লাহ প্রদত্ত গজবের দৃষ্টান্ত। যদিও এই ঘটনার হাজার হাজার বছর অতিক্রম হয়েছে, তথাপি রাসূলে মকবুল رض এই গজবের কল্পনা তীক্ষ্ণভাবে উপলব্ধি করে (খোদাই গজবের) ভয় ও ডর স্বীয় অন্তরাত্মায় সৃষ্টি করার জন্য এ হৃকুম প্রদান করেছেন। যাতে করে স্বীয় দিল ও দেমাগে এ অবস্থার কল্পনা প্রসূত অন্তরে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কান্নার মধ্যে এ পথ অতিক্রম করে। (রাসূলে পাক رض কত ছশিয়ারী সংকেত দিলেন যে,) যদি এই অবস্থা তোমাদের অন্তরবক্ষে পয়দা না হয়, তা হলে তোমরা ঐ পথে যাবে না। (আল্লাহর ভয় অন্তরে বিদ্যমান করার তীক্ষ্ণ দৃষ্টান্ত)

(৩) কতিপয় ছাহাবায় কিরাম আরজ করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! যাদের এই
অবস্থায় ক্রন্দন না আসে, তাদের জন্য করনীয় কি? হজুরে আকরাম رض
তদুওরে ফরমাইলেন-

فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَأْكُوا خَشِيَّةً أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابُهُمْ .

“অর্থাৎ যদি তোমাদের কান্না না আসে, তা হলে অন্তত কান্নার অবস্থা তোমাদের মধ্যে আনয়ন করতে হবে। এই ভয়ে যে, না জানি ঐ মছিবত তোমাদের প্রতি আপত্তি হয়।”^১

সবচেয়ে উত্তম এই যে, কান্নার অবস্থায়ই চলতে হবে। যদি কারও পক্ষে উহা সম্ভব না হয়, তাহলে তার দেহ মনে কান্নার ভান তৈরি করতে হবে। প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, যে কেউ সেই আয়াব গজবের কল্পনায় নিজ দেহমনে এই ভয় ও খণ্ডক আনয়নে সক্ষম হবে, সে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

রাসূলে পাক رض অতীতের দুঃখ-বেদনা, আজাব-গজব, শাস্তি ও শাস্তি, সুখ-দুঃখ সবই কল্পনার জগতেও চিন্তার জগতে বাস্তবে জীয়ে রাখার মধ্যেই আল্লাহ স্বয়ং বান্দার অন্তরাত্মায় বিরাজিত অবস্থান প্রমাণ করে, তা ছাহাবায়ে কেরামদের অবহিত করলেন। যদিও তা বহু যুগ অতিক্রম করেছে। অতীতের সেই ঘটনা তখন জারী ছিল না। কিন্তু কাওমে ছামুদের সেই ঘটনার স্মরণ আপন স্বত্ত্বায় জীয়ে রাখার মধ্যেই মঙ্গল। তুলে যাওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

১. বর্ণিত হাদীসের সূত্র :

১. ইবনে কাহীর-আলবেদোয়াতা ওয়ান নেহায়াহ-১: ১৩৮।

২. ইবনে কাহীর-তাফসীরল কোরআনিল আজীম-২: ৫৫৭।

৩. আচকালানী-ফতহল বৰ্বু-৬: ৩৮০
*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

(৫) وادی حجر سے گزرتے وقت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک

হজর গ্রাম অতিক্রম কালে স্বয়ং রাসূলে পাক (স:) এর আমল মোবারক

আকায়ে দোজাহান রাসূলে মকবুল رض কাওমে ছামুদের বন্তি অতিক্রমের সময়
সীয় বদন মোবারক বস্ত্রাবৃত করে নিলেন। আয়াবের কল্লনায় খুব ধ্রুত ঐ বন্তি
অতিক্রম করলেন।

(১) এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর বর্ণনার শব্দ -

ثُمَّ تَقْنَعْ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّسْحَلِ . (১)

“অতঃপর রাসূলে মকবুল رض সাওয়ারীর উপর বসা আবস্থায় নিজেকে চাদর দ্বারা
চেকে নিলেন।”^১

(২) এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরো একখনা হাদীস
বর্ণনা করেছেন-

**لَمَّا مَرَ النَّبِيُّ (ص) بِالْحُجَّرِ قَالَ : لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الظَّلَّمَةِ
أَنفُسَهُمْ - أَن يُصْبِكُمْ مَا أَصَابَهُمْ، أَلَا أَن تَكُونُوا بَاكِينٍ - ثُمَّ قَنَعَ رَأْسَهُ
وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ .**

মাথন হজুরে মাকবুল رض হজর এলাকা অতিক্রম করেছিলেন, তখন ফরমাইলেন,
যে সকল লোকেরা নিজেদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে, (যার কারণে তাদের
উপর গজব হয়েছে) তোমরা তাদের ঘরে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ্ না করুন!
তোমরা অনুরূপ আজাবের সম্মুখীন হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম সীয় বদন মোবারক চাদর দ্বারা চেকে নিয়ে খুব ধ্রুত ঐ বন্তি
অতিক্রম করলেন।^২

৩. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. বুখারী- কিতাবুল আয়িরা, বাবু কাওলিহি তায়ালা- ৩ :- والى ثمود اخاهم صالحـ ১২৩৭ নং- ৩২০০।
২. আহমদ ইবনে হাষল- আলমুসনাদ- ২ : ৬৬।
৩. নাসাদী- আস্মুনানুল করীয়া- ৬ : ৩৭৩ নং ১১২৭০।
৪. ইবনে মোবারক- আজাহাদ- ৫৪৩ নং- ১৫৫৬।

৪. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. বুখারী- কিতাবুল মাগাজী, বাবু মুজুলুন্নবী (স:) আলহজর- ৪ : ১৬০৯ নং- ৪১৫৭।
২. মুসলিম- কিতুবজ্জাহাদ-বাবু লাতাদখুলমাসাকিনাল্লাজী জলামু আনফুসাহম- ৪ : ২২৭৫
নং- ২৯৮০।
৩. আবদুর রাজ্জাক- আল মাত্তানাফ- ১ : ৪১৫ নং- ১৬২৪।
৪. বায়হাকী- আস্মুনানুল (Salallaho Alayhi Wasallim)

রাসূলে পাক আল্লাহর উপর আলোচিত অন্যান্য উপর আলোচিত উপর আলোচিত উপর আলোচিত এর এই পবিত্র আমলের মধ্যে আমাদের জন্য বহু জ্ঞানীক বিষয় রহস্যাবৃত আছে। যেমন : আপ আল্লাহর উপর আলোচিত অন্যান্য উপর আলোচিত উপর আলোচিত উপর আলোচিত স্বীয় মাথা মোবারক ঢাকা অবস্থায় খুব প্রস্তুত বস্তি অতিক্রম করতেন। আরো উপদেশাবলী এভাবে যে, আঁকায়ে দোজাহান আল্লাহর উপর আলোচিত অন্যান্য উপর আলোচিত উপর আলোচিত ছাহাবায় কিরামগণকেও ফান্না অবস্থায় অথবা কান্নার অবস্থা নিজের মধ্যে তৈরি করে ঐ স্থান ত্যাগ করতে হবে।

توجہ طلب نکات

সুক্ষ্ম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অর্বেষণ

উপরোক্তখিত রাওয়ায়েত থেকে নিম্নে বর্ণিত সুক্ষ্ম তথ্যাবলী অতীব গুরুত্ব বহন করে।

- (১) সর্ব প্রথম এ বিষয় অন্তর্ছীত করতে হবে যে, যেখানে রাসূলে পাক আল্লাহর উপর আলোচিত অন্যান্য উপর আলোচিত উপর আলোচিত উপস্থিত সেখানে রহমতের পরিবর্তে আল্লাহর আজাব নাজিল হওয়া জাররা পরিমাণ সম্ভাবনা নেই। সংশ্লিষ্ট কাফেলায় মুজাহিদে কিরাম ছিল। যার মধ্যে কোন কাফের বিদ্যমান থাকার কোন অবকাশ নেই। তাঁরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আল্লাহর উপর আলোচিত অন্যান্য উপর আলোচিত সন্তুষ্টি বিধানে ইসলামের খাতিরে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করার জন্য যাচ্ছিলেন। এ বিশ্ব ভূবনে মানব ইতিহাসে ঐ সময় এ অপেক্ষা উন্নত কোন দলই হতে পারে না, যা হজুর আল্লাহর উপর আলোচিত এর সাথে তাঁর পাবন্দিতে জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় এই পবিত্র আস্থা গুলির উপরে মহামহিম আল্লাহ তবারক তায়ালার তরফ থেকে কোন শান্তি আসতে পারে? এতদসত্ত্বেও তথ্য কাওম ছায়দের কেহ-ই ছিল না। যারা হ্যরত ছালেহ (আ:) এর উটনীর কেঁচি কেটে হালাক করে ছিল। তা সত্ত্বেও হজুরে আকরাম আল্লাহর উপর আলোচিত ছাহাবায় কিরাম (রাঃ)দের নিঃহত করলেন যে, তোমরা তোমাদের ঘনমন্তিকে আল্লাহর আজাব গজবের চিন্তার উদ্বেক করে স্বীয় অন্তরেও প্রকাশ্যে ডর-ভয়ের উদর্ঘীবতা আনয়ন করতে হবে, যেন আজাব নাজিল হচ্ছে। রাসূলে মাকবুল আল্লাহর উপর আলোচিত ছাহাবায়ে কিরামদের (রাঃ) এই জজবার অবস্থা আপন মনে তৈরি করার শিক্ষা ও দীক্ষা দিলেন। যার ফলে সকল ছাহাবায় আজমাইন (রাঃ) রোনাজারী আঃউহ: করতে লাগলেন। তাতে বুঝা যাচ্ছে, যেন আবার কোন আজাব গজবের আশংকা আছে।
- (২) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য চিন্তার বিষয় এই যে, এই জেহাদের সফরে ছাহাবায় কিরাম (রাঃ) একা-ই ছিলেন না, বরং খোদ রাসূলে পাক আল্লাহর উপর আলোচিত অন্যান্য উপর আলোচিত উপর আলোচিত উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ ফরমান-

“এবং (মূল কথা হল) এই যে, আল্লাহর শান ইহা নয় যে, তাদের প্রতি আযাব নাজিল করবেন। এমতাবস্থায় (হাবীবে মুকাররম যথায় উপস্থিত) যেখানে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসপ্লাম খোদবখোদ উপস্থিত।”

আল্লাহ তবারক তায়ালার পবিত্র কালামে পাকের এ সুসংবাদ থাকা সত্ত্বেও হ্যরত ছালেহ (আ:) এর কাওমের উপর আল্লাহ প্রদত্ত গজবের চিন্তার অবস্থায় ভয় ও খাশিয়াত আনয়ন করেছেন। ইহা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসপ্লাম এর হকুম তামিল করার উদ্দেশ্যে ছিল। আর ইহাই ইসলামের বাস্তব উদ্দীপনা যে, চিন্তা ও আনন্দের ঘটনাও ঘটনাস্ত্রল থেকেই অন্তর বক্ষে জাগ্রত হয়। যা জোর করে আপন মনে প্রবাহিত করার বিষয় নয়। ঘটনার উৎকর্ষতা এবং ঘটনাস্ত্রলের দিব্য দৃষ্টি স্বীয় দিল ও দেমাগে অনায়াসে জাগ্রত হয়।

এখানে ইহাও প্রনিধান যোগ্য যে, কোন অবস্থার জন্য বা কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে যে উদ্গীবতা, তা তৈরি হওয়া এবং তৈরি করা একই বিষয় নয়, বরং বহু ব্যবধান। যখন অন্তরের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, দৃঢ় বিশ্বাস ও সমন্বের সঞ্জীবতা প্রকট হয়, তখন অবস্থা অন্তরে স্বেচ্ছায় উদ্ভাবিত হয়। দিল ও দেমাগে তখন কোন অবস্থার তৈরি হওয়া বা তৈরি করার মধ্যে প্রার্থক্য নেই। যখন তা হকুম তামিল করা এবং আস্তার প্রশান্তির কারণ হয়। এই অঙ্গুত দাশত্ব রাসূলে পাক (সঃ) এর মাধ্যমেই কেবল হাসিল হয়। ‘ঘটনা’ চিন্তার বিষয় হলে, কান্না ও শুণগুননীর অবস্থা এমনিতেই তৈরি হয়। কারো আনয়ন করে দেয়ার অবকাশ থাকে না।

পক্ষান্তরে ঘটনা খুশি ও আনন্দের হলে, তার জন্য আনন্দ প্রকাশের নেশা ও মহসূতা এবং অন্তরের উম্মত্তা স্বেচ্ছায় স্বীয় চেহারায় তা উদ্ভাসিত হয়। অতএব কোন ঘটনা এমনিভাবে স্বরণ করা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসপ্লাম এর নিয়ম নীতি মোতাবেকই হয়ে থাকে। যার উপরে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসপ্লাম এর অসংখ্য উদ্দৃতি তার স্বাক্ষর বহন করে।

(৩) তৃতীয় বিষয় এই যে, ওয়াদিয়ে ছামুদ (ছামুদজাতির অজপাড়াগাঁ) থেকে পথ অতিক্রমকালে হজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসপ্লাম শুধু ছাহাবায়ে কিরামদের (রা:) কেই কান্নার অবস্থা তৈরি করার হকুম দেননি, বরং তিনি স্বয়ং নিজের প্রতি এমন অবস্থার উদ্ভব করেছেন যে, স্বীয় পবিত্র মুখ্যাবয়ব চেহারায় আনোয়ার চাদরাবৃত করে দিলেন এবং স্বীয় উটনীকে তীব্র গতিতে হাটার মাধ্যমে ধ্রুত ঐ বস্তি অতিক্রম করলেন। শুধু তাই নয়, হজুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসপ্লাম স্বীয় মাথা মোবারক উটনীর কুঝার উপরে ঝুকায়ে Du'laqayhi min Al-jawāb এবং প্রতিমন কর্তৃত মিনি Al-kifāya fi হতে ছিল, যাতে হজুর নবী করাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসপ্লাম এ কহর জাদাহ বস্তি থেকে যেন আল্লাহ

প্রদত্ত আজাবে ফ্রেফতারের আশংকা থেকে ভাগতে ছিলেন।

হজুর নবী আকরাম ﷺ এমনটি কেন করে ছিলেন? বস্তুত এই ঘটনা হাজার বছর পূর্বে সংগঠিত হয়ে ছিল। রাসূলে আকরাম ﷺ এর শান ও মর্যাদা এই যে, আল্লাহর রাবুল আলামীন হজুর (সঃ) এর পৃণ্যময় অস্তিত্বের বাবরকতে উদ্ধৃতে মুহাম্মদী ﷺ এর প্রতি কোন আজাব নাজিল করেন না বলে অঙ্গীকার ফরমায়েছেন। রাসূলে মাকবুল ﷺ কুল্লে আলমের রহমত এবং বনি আদমের সুপারিশকারী। যেখানে যেখায় দয়াল নবী রাসূলে মকবুল ﷺ এর কদম্ব মোবারক পরেছে, সেখান থেকে আজাবের কল্পনা পর্যন্ত অস্তিত্বান্বীন হয়ে গিয়েছে। আর এই মহান নবী ﷺ এর উচিলায় পাপিগণ আজাব থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং তিনিই নাযাতের জিম্মাদার হবেন।

আল্লাহর শান্তি যেই পবিত্র এবং মোবারক অস্তিত্বের কারণে এসেছে, সকল আজাব ধাক্কা থেয়ে যাবে যার কারনে, তিনি স্বয়ং আল্লাহর আজাবের ভয়ে কি করে নিমজ্জিত হবেন? তাঁর সম্পর্কে এ ধরণের কল্পনা করা যায়না। কোন দূর্বল প্রকৃতির ঈমানদার মুসলমানদের অন্তরেও রাসূলে পাক (সঃ) এর ব্যাপারে এ ধরনের অপবিত্র ধারনা কখনই আসতে পারে না। তা সত্ত্বেও আপ ﷺ এই ওয়াদী অতিক্রম করার প্রাক্কালে এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি করার মূল কারণ উদ্ধৃতের জন্য শিক্ষা প্রদানই ছিল।

(۵) اصحاب فیل پر عذاب کا تصوراً و رادی محسوس سے جلدی گزرنے کا حکم۔

আছাহাবে ফিলের (হাতীওয়ালা) উপর (আল্লাহর) গজবের কল্পনা করার এবং ওয়াদীয়ে মুহাসিসির এর নিকটে দ্রুত চলার হুকুম।

ওয়াদীয়ে মুহাসিসির এলাকায় সংঘঠিত ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। পহেলা কাওল এই যে, মুজদালিফাহ এর নিকটবর্তী একটি এলাকা। যার নাম ওয়াদীয়ে মুহাসিসির। (ইয়াকুতে হামুবী, মু'জামিল বুলদান ১ : ৪৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রাওয়ায়েতে এসেছে।)

হ্যরত ফজল ইবনে আকবাস (রা:) রাওয়ায়েত করতেছেন যে, ওয়াদী মুহাসিসির 'মীনায়' অবস্থিত। ।

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. মুসলিম- কিতাবুল হজ্জ, বাবে এদায়াতিল হজ্জেওয়াত তালবীয়াতে- ২ : ৯৩১ নং- ১২৪২।
 ২. নাসায়ী- আস্সুনান, কিতাবুল মানসিকিল হজ্জে, বাবুল আমরে বিস্সাকিনাতে ফিল ইজাফাতি মিনাল আরাফাতে- ৫ : ২৮৫ নং- ৩০২০।
 ৩. নাসায়ী- আস্সুনানুল করিয়ী- ২ : ৪৩৪ নং- ৪০৫৬।
 ৪. আহাম্মদ ইবনে হাব্বল- আলমসনাদ- ১ : ২১০ নং- ১৭৯৬।
 ৫. বায়হাকী- আস্সুনানুল করিয়ী- ২ : ৪৩৪ নং- ৪০৫৬।
- Banadeshkijnjumque Ashbekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

‘শায়খ আব্দুল হক মাহাদিসে দেহলভী’ বর্ণিত কাওলের সমৰ্পণ করে বলতেছেন- বিভিন্ন ওলামায় কিরামগণের অবস্থান স্থল এই যে, ওয়াদীয়ে মুহাসিসির মুহাস্সির মীনায় অবস্থিত। যদিও কেহ কেহ বলতেছেন যে, ওয়াদীয়ে মুহাসিসির মুজদালেফায় অবস্থিত। মূলতঃ বাস্তবিক পক্ষে মীনাহ এবং মুজদালেফাহ এর মধ্যবর্তী এলাকার নাম ‘ওয়াদীয়ে মুহাস্সির’। (আব্দুল হক- এশায়াতুল লুম্বাত শরহে মিশকাতুল মাছাবিহ- ২ : ৩৪৫) বর্ণিত সূত্র থেকে এই রাওয়ায়েত পাওয়া যায়।

সকল মুজদালিফা-ই অবস্থানস্থল। কিন্তু ওয়াদীয়ে মুহাসিসির তার থেকে বাইরে।^১ ছজাজে কিরামদেরকে ঐ ওয়াদীর মধ্যে অবস্থান বা থেমে বা ধীরে চলার জন্য নির্দেশ নেই। হুকুম এই যে, ১০ই জিলহজ্জ তুলুয়ে আফতাব থেকে কিছু বিলম্বের পূর্বে অর্থাৎ আনুমানিক দুই রাকআত নামাজ আদায় করার সময় পর্যন্ত সময় অবস্থান হলে তবেই তালবীয়াহ বলতে বলতে এবং যিকর করতে করতে মুজদালিফাহ থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। যখন ওয়াদীয়ে মুহাসিসিরের নিকট পৌছে যাবে তখন তীব্র গতিতে ঐ পথ অতিক্রম করতে হবে। যদি কোন যান বাহনে সাওয়ারী হয় তখন ঐ সাওয়ারীকে ক্রুত গতিতে চালাতে হবে। এই সম্পূর্ণ পথ আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে অতিক্রম করতে হবে। (অহ্বিহি জাহাইলি-আল ফিকহল ইসলামী ওয়া আদেল্লাতিহী ৩ : ২১৬৮) কিতাবে বর্ণিত রাওয়ায়েত উল্লেখ হয়েছে। সবশেষ ইহা কেন প্রযোজ্যঃ এই ওয়াদি থেকে ক্রুত অতিক্রম করার হুকুম এ জন্য যে, আকায়ে দোজাহান হয়রত মুহাম্মদ মুস্তফা সান্দেহ এর পবিত্র বেলাদাতের (জন্মের) কয়েক বছর পূর্বে আবরাহা বাদশাহ হাতীর লক্ষ্য (সৈন্য) নিয়ে এই পবিত্র মক্কা ঘরের উপর আক্রমন করে ছিল। যখন সে তার দুষ্ট প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ওয়াদীয়ে মুহাসিসির

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. আহামদ ইবনে হাবল- আলমুসলাদ- ৪ : ৮২ নং- ১৬৭৯৭।
২. ইবনে হাবল- আচহিহ- ৯ : ১৬৬ নং ৩৮৫৪।
৩. শায়বানী- কিতাবুল মাবসুত - ২ : ৪২২।
৪. ইবনি আবি শায়বাতা-আলমুহানাফ- ৩ : ২৪৬ নং ১৩৮৮৪ ও ১৩৮৮৫।
৫. দায়লামী- আলফিরদাউস বিমা' সুরিল খাতাব-৩ : ৮৮ নং- ৪১১৩।
৬. বায়হাকী- আস সুনানুল কবিরী- ৯ : ২৯৫ নং- ১৯০২।
৭. তিবরানী- আল মুজিল কবির- ২ : ১৩৮ নং- ১৫৮৩।
৮. হাইসুমী- মুজমায়িজ জাওয়াইদ ওয়া মুদ্বাইল ফাওয়াইদ- ৩ : ২৫।
৯. হাইসুমি- মুজমাইজজাওয়াইদ ওয়া মুমবাইল ফাওয়ায়েদ- ৪ : ২৫।

পর্যন্ত পৌছে ছিল তখনই আল্লাহর গজব শুরু হল। বাকে বাকে আবাবিল পাখি পাথর এবং কংকরের সশঙ্কে সজ্জিত হয়ে আবরাহার হাতীর সৈন্য বাহিনীর উপর বেকে পড়তে শুরু করলো। এমনিভাবে আবরাহা এবং তার সৈন্য সামন্ত উচ্চিষ্টের মত পরেছিল। কোরআনে হাকিমের সুরায় ফিলের মধ্যে এ ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

الْمَ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَسُوكَ بِاصْحَابِ الْفِيلِ - أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ .
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طِيرًا أَبَابِيلَ . تَرْمِيْهِمْ بِحَجَارَةٍ مِّنْ سِجَّيلٍ . فَجَعَلْتُمْ
كَعْصِفَ مَاكُولٌ .

কেন (হে রাসুল স :) আপনি কি দেখেননি! আপনার প্রভু হাতী ওয়ালাদের সাথে কি মোমেলা করেছেন? সেই মহান প্রভু কি তাদের সকল ঘট্যন্ত্র এবং ধোকাবাজী নিশ্ফল করে দেয় নি? এবং সেই মহান আল্লাহ তবারক তায়ালা চর্তুন্দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে দিলেন। যারা তাদের প্রতি পাথর ও কংকর নিষ্কেপ করতে ছিল। এমনিভাবে আল্লাহ তবারক তায়ালা তাদেরকে খানার উচ্চিষ্টের ন্যায় পয়মাল করে দিলেন। ১

এই করণেই ১০ম হিজরীতে হজুর নবী করীম ﷺ হজ্জের রোকন আদায়ের প্রাকালে যখন মুহাসিন নামক স্থানে পৌছে গেলেন তখন হজুর ﷺ ছাহাবায় কেরামদের নির্দেশ করলেন যে, তোমরা ধ্রুত বেগে এ ওয়াদী এলাকা অতিক্রম করবে। এ অবস্থা এই হুকুমের প্রতি ইঙ্গিত করে যেমন সেই শান্তি বা গজব না জানি এসে পড়বে। বস্তুত এই গজব বহু পূর্বে আবরাহা এবং তার সৈন্য সামন্তের উপর পরে ছিল। এতদ্ব্যেক্ষাপটে হজুর নবী করীম ﷺ ছাহাবায়ে কিরামদের

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. ইবনে হাইশাম- আসসীরাতুন নুবুবী- ৬৫- ৬৭ পৃষ্ঠা।
২. ইবনে আছির- আল কামালু ফিত্তারীহ : ১ : ৪৪৬ - ৪৪৭।
৩. সাহেলী- আররাওজুল আনফে ফি তাফসীরেস সীরাতিন নবুবীয়াতে লি ইবনে হাইশাম- ১ : ১১৭- ১২৬।
৪. ইবনুল ওয়ারদী- তাতিউতিল মুখতাহর ফি আখবারিল বাশার ১ : ৯২।
৫. ইবনি কাহির- আলবেদায়াতো ওয়ান নেহয়াত্ত- ২ : ১০১ - ১১০।
৬. কুতুলানী- আল -মাওয়াহেবেল লাদুন্নিয়াহ - ১: ৯৯ - ১০৮।
৭. ছালেহী- সাবিলেল হাদী ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরুল্ল ইবাদ- ১ : ২১৭ - ২২২।
৮. জুরকানী- শরহে আওয়াহেবেল লাদুন্নিয়াহ- ১: ১৫৬- ১৬৬
(Bangladesh Anjuman-e Ashekaan-e Mostofa)
(Sallallahu Alayhi Wasallim)

প্রতি এই শিক্ষা দিলেন যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে সেই আতৎকের উভয় দৃষ্টান্ত তথায় কায়েম করতে হবে। স্বয়ং হজুর নবী করীম ﷺ এই অবস্থা নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে আপন বাহন উটনী ধ্রুত গতিতে চালিয়েছেন। হযরত আলী কাররামাহাত্ত ওয়াজ্হাত্ত হজুর নবী করীম ﷺ এর ওয়াদীয়ে মুহাচ্ছির অতিক্রমের অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে এরশাদ ফরমাইতেছেন।

ثُمَّ أَفَأَضَّ حَتَّىٰ إِنْتَهَىٰ إِلَىٰ وَادِيٍّ مُحَسَّرٍ فَقَرَعَ نَاقَةٌ فَخَبَتْ حَتَّىٰ
جَاوَزَ الْوَادِيَ فَوَقَفَ .

“অতঃপর নবী আকরাম ﷺ ওয়াদীয়ে মুহাচ্ছির পৌছে গেলেন। তখন স্বীয় উটনীকে পদাঘাত করেন, ফলে উটনী খুব ধ্রুত দৌড়াতে লাগলো। এমতাবস্থায় হজুর ﷺ ওয়াদীয়ে মুহাসসীর স্থান ধ্রুত গতিতে পার হলেন। অতঃপর হজুর নবী করীম ﷺ মুজদালেফায় অকুফ করলেন।” ১

শায়খ আবদুল হক মুহাদিসে দেহলবী (হি: ৯৫৮- ১০৫২) এই ওয়াদী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন-

مَسْتَحْبِ سَتْ شَابَ رَفْتَنْ اَزِينْ وَادِيٍّ . وَاَكْرِبِيَادَهْ اَسْتْ تِيزْ رَوَدْ .
واَكْرِسَوارَاستْ تِيزْ رَانَدْ .

“অর্থাৎ এই ওয়াদীয়ে মুহাচ্ছিরে ধ্রুত চলা মুস্তাহাব। যদি সে পদব্রজে হাটে, তা হলে ধ্রুত চলতে হবে, যদি সে সাওয়ারী হয়, তবে স্বীয় বাহনকে ধ্রুত চালাতে হবে। (আবদুল হক মুহাদিসে দেহলভী রচিত ”এশায়াতুল লুম্যাত শরহে মেশকাতুল মাছাবীহ” বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :)

বর্ণিত আলোচনায় প্রশ্ন আসে, হজুর নবী করিম ﷺ ছাহাবায়ে কেরামদের এ ওয়াদী থেকে ধ্রুত চলার জন্য কেন হকুম দিলেন এবং স্বয়ং নিজে বাস্তবে আমল করে কেন দেখালেন? পক্ষান্তরে ঐ সময় তথায় কি কোন আবাবীলের ঝাঁক ছিলঃ না, পাথর কংকর বর্ষণ হচ্ছিলঃ না। তাহলে কেন? এ প্রশ্নের জবাব এই যে,

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. তিরমিজি- আলজামেয়ুছহীহ, কিতাবুল হজ বাবে মা-জা-য়া আন আরাফাতা কুল্যাহা মুযাকাতুল- ৩ : ২৩২ নং- ৮৮৫।
২. আহাম্বদ ইবনে হাস্বল- আলমুসনাদ- ১ : ৭৫ নং- ৫৬২।
৩. ইবনে খাজিমা- আছহীহ- ৪ : ২৭২ নং- ২৮৬।
৪. বুজ্জার- আল্বাহমজ্জাথা- ২ : ১৬৫ নং- ৫৩২।
৫. আবু ইয়ালা- আলমসানাদ- ১ : ১৬৪ নং- ৩১২।

উপদেশ গ্রহণের জন্য এই অবস্থা সৃষ্টি করার এই আমল ছিল। এই প্রকৃত চলার বিধান কেয়ামত পর্যন্ত রাসূলে পাক ﷺ এর সুন্নতে পরিণত হল। এখন হজুর হল যে, যখন হজার্জে কিরাম ঐ স্থান দিয়ে চলতে থাকবে, তারা যেন খুব প্রকৃত চলে এবং যানবাহনে চললেও যেন যানবাহন প্রকৃত চালিয়ে ঐ পথ অতিক্রম করে। এই হজুম ও আমলের পিছনে শুধু একটাই উদ্দেশ্য নিহাত যে, অতীতের ঘটনা প্রবাহের অবস্থা স্মরণ করে তা দিল ও দেমাগে প্রবাহমান থাকতে হবে এবং কল্পনা ও নির্দশনে ইহার স্মরণ বাস্তবায়িত হতে হবে। উপরোক্তখনি হাদীসে মুবারকা থেকে ইহাও প্রতিভাত হয় যে, অতীতের ঘটনা সমূহ স্মরনে আনয়নের মাধ্যমে অনুরূপ সঙ্গীবিত করা অথবা তদরূপ উজ্জীবিত হওয়া স্বয়ং রাসূলে পাক ﷺ এর সুন্নতে মুবারকা থেকে ছাবেত। তার থেকে ইহাও ছাবেত হয় যে, এ সকল ঘটনাবলি ইসলামী শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য এবং বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনের ভূমিকা রাখে।

١. سيدنا عمر فاروق (رض) پر کیفیت غم طاری ہو جانا

৬. سাইয়েদেনা ওমর ফারুক (রাঃ) এর উপর প্রেসানীও চিন্তার অবস্থা তৈরী হওয়া

নির্দশন ও ভাবনার উপর চিন্তার আছর এবং খুশির অবস্থা তৈরি হওয়া একটি স্বভাবের বিষয়। যার বাস্তব নিশানা আপন চেহারায় প্রক্ষুটিত হয়। যখন কোন খুশির ঘটনা স্মরণ হয়, তখন আপন মুখাবয়বে খুশির আমেজ পরিলক্ষিত হয়। যদি ঐ ঘটনা দুঃখ জনক হয় তা হলে চিন্তার অশ্রু ঝরতে পারে। এমনি ধরনের একটা ঘটনা হয়রত ওমর ফারুক (রাঃ) এর উপর সংঘটিত হয়েছিল।

১. এ সম্পর্কে হয়রত আব্দুর রহমান ইবনে আবীলাইলা (রা) থেকে একটি বর্ণনা এসেছে-

أَمَّا عِمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ (رض) فِي الْفَجْرِ - فَقَرَا سُورَةً يُوسُفَ - حَتَّىٰ إِذَا
إِنْتَهَىٰ إِلَى قَوْلِهِ (وَابْيَضَتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) بَكَىٰ حَتَّىٰ
سَأَلَتْ دُمُوعُهُ شَمَّ رَكَعَ -

“একদিন হয়রত ওমর ইবনুল খাস্তাব (রাঃ) ফজরের নামাজের ইমামতি করলেন এবং সূরায়ে ইউসুফ তিলাওয়াত করলেন। যখন তিনি এই আয়াত এবং তাঁর চোখ চিন্তায় ফ্যাক্সাসে হয়ে গেলে, তৎপরী তিনি চিন্তা বা প্রেসানীকে *Bangladesh Anjuman e Ashke dane Mostoja*
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

কন্ট্রোল করলেন।) পর্যন্ত পৌছলেন, তখন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। এমনকি তাঁর অশ্রু প্রবাহিত ছিল। এমতাবস্থায় তিনি ঝুকুতে চলে গেলেন। ১

ইবনে আরজি বর্ণনা করতেছেন-

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَقَرِأْ سُورَةً يُوسُفَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ (وَبَيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ) وَقَعَ عَلَيْهِ أَبْكَاهُ . فَرَأَكَعَ (২)

“এক সময় আমি হ্যরত ওমর (রাঃ) এর ইমামতিতে নামাজ আদায় করেছি। নামাজের মধ্যে তিনি সূরায় ইউসুফ তেলাওয়াত করলেন। যখন তিনি এ আয়াত (এবং তাঁর চক্ষু চিন্তায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল।) তেলাওয়াত করলেন তখন হ্যরত ওমর (রাঃ) এর উপর এমন ক্রন্দন জারী হল, আপ (রাঃ) এত পরিমান কাঁদলেন যে, তাঁর চোখে অশ্রু প্রবাহিত হতে ছিল। অতঃপর তিনি ঝুকুতে চলে গেলেন।” ২

হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) এর ক্রন্দনের উপর সাইয়েদেনা হ্যরত ওমর ফারুকে আঁজম (রাঃ) এর প্রেসানীর অবস্থার রকমারী বর্ণনা অস্থ্য উদাহরণ সহ বহু কিতাব ও হাদীস সমূহে এবং তাফসীরের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে। যার থেকে এই মূল বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায় যে, ঈমান ও বিশ্বাসের মূল অন্তরের থেকে। যার স্থিতিশীলতায় মোমেনদের জন্য ঈমানের স্বাদ নছীব হয়। হজুর ﷺ -এর আনুগত্য ও অনুসরণের হাকিকত বা মূল রাসূলে মাকবুল ﷺ-এর মহবত। অতএব রাসূলে পুরনূর ﷺ এর পূণ্যময় জন্ম মহা পবিত্র আল কুরআনের নির্দেশনা বা উপস্থাপনা মোতাবেক মুসলিম উম্মাহ এর উপর আল্লাহ তবারক তায়ালার মহা অনুগ্রহ, দয়া, করুণা ও এহসান। (সূরা আল-ইমরান- ১৬৪ নং আয়াত)

মহান রব তায়ালার এই এহসান ও দয়ার শোকর কিসের মাধ্যমে আদায় হবে? আল্লাহ তবারক তায়ালার প্রীয় হাবীবের এই দুনিয়াতে তাশরীফ গ্রহনের স্বরণীয় হক কিভাবে আদায় করা যাবে? অন্তরের শিরায় শিরায় জাগ্রত রাসূল প্রেম বা রাসূলের মহবত কিভাবে প্রকাশ করা সম্ভব? এই সমুদয় প্রশ্ন আমি একই সরল পথে নিয়ে যাব। দয়াল নবী রাসূল পাক ﷺ এর জন্ম উৎসবের উপর আনন্দ

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. সায়বানী- কিভাবুল হজ্জাতে আলা আহলিল মদীনাতি ১ : ১১৩, ১১৫, ১১৬।
২. তহাবী- শরহে মায়ানীল আছার, কিভাবুচ্ছালাত, বাবুল ওয়াকায়াজী ইউছান্তি ফিহিল ফজর আয়ওয়াকে হয়া ১ : ২৩৩ নং ১০৫১।

২. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. ইবনে কাদামাহ আল মুগনী- ১ : ৩৩৫।

প্রকাশের অবস্থা আমি এভাবে গুছিয়ে নিলাম যে, আমরা মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করব এবং রাসূলে পাক ~~বাস্তু~~ এর প্রেমের আকিঞ্চনে উল্লাসে দিওয়ানা (পাগল পাড়া) হয়ে যাব। যাতে করে অনবরত আমাদের প্রতি কদম যেন রাসূলে পাক ~~বাস্তু~~ এর আনুগত্যের অনুরাগে অগ্রসরমান থাকে।

এ পরিপূর্ণ আলোচনার সারসংক্ষেপ এই যে, অতীত ঘটনার উপর নির্ভর করে প্রেসানী ও আনন্দ প্রকাশ করা এবং সেই প্রেসানী ও আনন্দের বাস্তব চির বা অবস্থা নিজের উপর বর্তিয়ে নেয়া রাসূলে পাক ~~বাস্তু~~ এর সুন্নত। যদিও রাসূলে পাক ~~বাস্তু~~ এর মোবারকময় জন্মের ইতিহাস প্রায় পনের শত বছর অতিক্রম করছে। আমরা দয়াল নবী রাসূলে পাক ~~বাস্তু~~ এর পৃণ্যময় জন্মের পরে খুশির স্থানের কথা স্মরণ করে আনন্দ প্রকাশ ও আনন্দ উৎসবের শুরুত্ব এজন্য দিছি যে, হজুর ~~বাস্তু~~ ছাবাহায় কিরামদের কে হাজার বছর অতিক্রম হওয়ার ঘটনা স্মরণ করতে এবং সেই অবস্থা নিজের উপর বর্তিয়ে নিতে হ্রস্ব করেছেন। আমরা মূলত রাসূলে পাক ~~বাস্তু~~ এর কৃত সুন্নতে এবং সুন্নতে ছাবাহায় কিরামের উপর আমল করে থাকি। হজুর ~~বাস্তু~~ এর এই দুনিয়ায় শুভাগমন তাঁর (আল্লাহ তায়ালার) রহমত, ফজল এবং অসীম দয়া। যা সকল উম্মতের জন্য খুশি, আনন্দ, সন্তুষ্টি এবং গর্ব ও দয়ার স্থান। গোটা মুসলিমের জন্য উচিত দয়াল নবী রাসূলেপাক ~~বাস্তু~~ এর জন্ম স্থানের উপর খুশি ও আনন্দে উদ্বেলীত হওয়া, মৃত্যু হওয়া, বিহবল হওয়া এবং সেই আনন্দ উন্নাদনার অবস্থা আপন বদনে উদ্ধাসিত করা। দয়াল নবী রাসূলে পাক ~~বাস্তু~~ এর খুশি উদ্বেলিত জন্ম স্থানের উপর আমাদের এমনিভাবে আনন্দেৱাসিত হতে হবে, যেমনিভাবে হযরত মা আমেনা (রা:) এবং তাঁর বংশধর তাঁর মোবারকময় জন্মের দ্বারা হয়েছিল। মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান পালনে আমরা এমনি আনন্দ, খুশি এবং উল্লাস প্রকাশ করব, যেমনি ভাবে তাঁর পৃণ্যময় জন্মের প্রাককালে তাঁর আশ-পার্শ্বের উপস্থিত জন্মেরা করে ছিলেন। তন্মধ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, যা রাসূলে পাক ~~বাস্তু~~ এর সুন্নতে মুবারকাও বটে। কেননা আমরা রাসূলে পাক ~~বাস্তু~~ এর উম্মত হওয়ার প্রেক্ষিতে আমাদের উপর উহা অবশ্যকরণীয় বিষয় গণ্য এ জন্য যে, ১৫ শত বছর অতিক্রম হওয়ার পূর্বাবস্থা, কল্লান্য-ভাবনায় আনয়নের মাধ্যমে যেন অতীব জশনে জুলুশের সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। যা রাসূলে পাক ~~বাস্তু~~ এর প্রতি মহবতের কারণ, মহবতের বাস্তবতা, মহবতের আনুগত্য সর্বপরি মহবতের এতায়াত বলে পরিগণিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

قرآن تزکرہ میلاد انبیاء মহা পবিত্র আল-কোরআনের ভাষায় নবীগণের মীলাদ

অতীতের অধ্যায় সমূহে আমি ইসলামের বিভিন্ন নির্দর্শনাবলির উদ্ভিদের মাধ্যমে বৈধতা নিয়েছি যে, উহা অতীতের নবী গণের স্মরণীয় বিষয় যা উচ্চতে মুসলিমাহ এর জন্য অবশ্য করনীয় এবাদত হিসেবে গণ্য। যখন অন্যান্য নবীগণের ঘটনাবলীর স্মরণ মান্য করতে আমাদের বিভিন্ন আমল এবাদত হিসাবে পরিগণিত হয়, তখন হজুর নবী করীম ﷺ এর শুভাগমন কেন মান্য করা যাবে না! মহা পবিত্র বিজ্ঞানময় আল-কোরআনের উপর গভীর গাওর ফিক্ৰ ও তাজেরেবাহ করার মাধ্যমে এ তাত্ত্বিক উপলক্ষ্মি উদ্ধাসিত হবে যে, আল্লাহু প্রদত্ত সুন্নত। নিম্নে আমি বিজ্ঞানময় কোরআনের মধ্যে উল্লেখিত জন্মের ঘটনাবলী বর্ণনা করব।

میلاد نامہ کا پس منظر মীলাদ নামাহ এর (জন্ম বিষয়ক) দৃশ্যপট

আরব মুলুকে মুহাদ্দেসীনে কিরাম এবং হাকানীওলামা সম্প্রদায় আকায়ে মামদার, তাজেদারে মদীনা, আহমদ মুজতবা মোহাম্মত মুস্তফী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বিষয়ের উপর অসংখ্য কিতাব লিখেছেন। আরববাসীগণ মীলাদ পাঠ কে সাধারণত, 'مَوْلِيد' (মাওলাদ) (মাওয়ালীদ) অথবা 'مَوْلُود' (মাওলুদ) পাঠ করা বলে থাকে। এ জন্য এই সকল কিতাব সমূহ অথবা মজমুন সমূহকে যেখায় হজুর ﷺ এর মীলাদের ঘটনাবলী এবং আপ ﷺ এর আলোচনা হয় তাকে 'مَوْلُود' (মাওলুদ) বলা হয়ে থাকে।

আরব মুলুকে প্রেমিক মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রচলন খনিন্দ আছে যে, যখন রবিউল আউয়াল মাস আগমন করে তখন তারা মাহফিলে মীলাদে অতীব রুচিসম্মত ভাবে প্রেমের আকিঞ্চনে মীলাদ পাঠ করে থাকে। পবিত্র হেজাজে আজবদী প্রবন্ধ ও কবিতার আকারে মাসলুদ' শরীফের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মদীনা তাইয়েবা, মক্কা মোয়াজ্জমা, শাম, মিশর, ইরাক, উমান, উরদুন, আরব আমিরাত, কুয়েত, লিবিয়া এবং মারাকাস ইত্যাদি দেশ

সমুহে আরব মূলুকের সাথে সাথে তাদের ন্যায় দুনিয়ার অন্যান্য দেশে আয়েশ্বরীয়ে মুহাদ্দেসীনে কিরাম কর্তৃক সংকলিত মাওলুদ অতীব গ্রহণ যোগ্য। হজুর নবী আকরাম ﷺ এর জন্মের ঘটনাবলীর বর্ণনাকে যেমন আহলে আরব (আরববাসী) ‘মাওলাদ’ অথবা ‘মাওলুদ বলে থাকে অনুরূপ উর্দু ভাষায় তথা বাংলা ভাষায় উহাকে ‘মীলাদ’ নামাহ বলা হয়।

تَزْكِيَّةُ النَّبِيِّينَ سَنَتُ الْهَيْهَ بِ নবীগণের আলোচনা সুন্নতে এলাই

এক শ্রেণীর নব্য স্বঘোষিত জ্ঞানীদের চিন্তা চেতনায় এই ধারণা তৈরি হয় যে, হজুর নবী করীম ﷺ এর পৃণ্যময় জন্ম হয়েছে এবং তার নির্দর্শন এবং ঘটনাবলী যা সংঘটিত হয়েছে তাও প্রদর্শিত হয়েছে। এর পরে প্রতি জমানায় তার আলোচনা কেন আবশ্যিক? অতএব এখন তাঁর পবিত্র জীবন চরিত ও উত্তম আদর্শের বিষয় আলোচনা হবে। এই চিন্তা সম্পূর্ণ কোরআন বহিভৃত। এই চিন্তাধারার সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী বিষয়।

কেননা কোরআন ও সুন্নাহ্ পাঠের মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ্ প্রিয় বন্ধু এবং পবিত্রময় বান্দাগণের শ্রম করা বা শ্রমনে রাখা শুধু এবাদত-ই নয়, বরং খালেকে কায়েনাতের (বিশ্ব স্রষ্টার) সুন্নতও বটে। আল্লাহ্ তবারক তায়ালা স্বয়ং কোরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় স্বীয় পৃণ্যবান ও নৈকট্য বান্দাগণের বিশেষ করে আম্বিয়া (আ:) এর আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কেননা তারা সকলেই আল্লাহ্ তবারক তায়ালার নৈকট্য এবং বাছাইকৃত মনোনীত বান্দা হয়ে থাকেন। বিজ্ঞানময় কোরআনে তাঁদের জন্ম এবং জীবন চরিত্র উভয়-ই উল্লেখ হয়েছে। কোরআনে কারীমে আম্বিয়া (আ:) এর আলোচনা আল্লাহ্ তবারক তায়ালার সুন্নত এবং হৃকুম মোতাবেক বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে মজীদ হজুর নবী করীম ﷺ এর পবিত্র জবানে কয়েকবার খতম করেছেন। এতদপ্রেক্ষাপটে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। পবিত্র কোরআনে কারীমে আম্বিয়া (আ:) এবং তার উশ্মতগণের অবস্থা এবং ঘটনাবলী বিভিন্ন স্থানে ব্যাখ্যা করেছেন শুধু তাই নয়, বরং কোন কোন স্থানে উহাকেই (যেখানে আম্বিয়া (আ:) এবং আল্লাহহু

*Bangladesh Ahjummaté Ashékaané Mostofír
(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

নেকট্যগণের আলোচনা হয়েছে) উনোয়ানে কালাম (শিরোনাম) বানিয়েছেন। সেই প্রেক্ষাপটে নমুনাস্বরূপ কয়েক খানা আয়ত নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

(১) আল্লাহ ত্বরক তায়ালা সূরায়ে আব্সিয়ায় কিরাম সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন—

وَاسْمِعِيلَ وَالْيَتَّمَعَ وَبُونْسَ وَلُوْطًا . وَكُلًا فَضَلَّا عَلَى الْعَلَمِينَ .
وَمِنْ أَبَائِهِمْ وَدُرِيَّتِهِمْ وَأَخْوَاهِهِمْ - وَاجْتَبَيْتِهِمْ وَهُدَيْنِهِمْ إِلَى صِرَاطِ
مُسْتَقِيمٍ (۔ انعام - ৮৭ . ৮৮)

“অর্থাৎ এবং ইসমাইল, ইলিয়াস, ইউনূস ও হ্যরত লৃত আলাইহিস সালাম কে (আমি আল্লাহ হেদায়াত দান করেছি) এবং তাদের সকলকে (নজি সময়কার) সকল বিশ্ববাসীর উপরে প্রাধান্য দিয়ে (স্বীয়) সম্মানে ভূষিত করেছি। এবং তাদের বাবা, (ও দাদা) তাদের আওলাদ ও তাদের ভ্রাতাগণের মধ্যেও পরম্পরকে (এমনি সম্মানিত করেছি) এবং আমি তাদেরকে (স্বীয় খাছ মেহের বাণীতে বুজুর্গীর জন্য) বাছাই করে নিয়েছি এবং তাদেরকে সঠিক পথে হেদায়াত প্রদান করেছি।”

(২) বিজ্ঞানময় কোরআনের চৌদ্দ নং সূরা খানার নাম আল্লাহ ত্বরক তায়ালা স্বীয় খলিল ইব্রাহিম (আ:) এর নামেই নাম করণ করেছেন। তন্মধ্যে খোদ হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) তার সন্তানদ্বয় হ্যরত ইসমাইল (আ:) এবং হ্যরত ইসহাক (আ:) এর উল্লেখ ফরমায়েছেন।

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبِيرِ اِسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ - اِنَّ رَبِّي
لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ - (ابراهিম - ৩৯)

“সকল প্রশংসা আল্লাহ ত্বরক তায়ালার জন্য। সেই আল্লাহ আমাকে বৃদ্ধাবস্থায় ইসমাইল ও ইসহাক (দু'সন্তান) দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অবশ্যই দেয়া শ্রবণকরী।”

(৩) সূরায় মারিয়াম আল্লাহ ত্বরক তায়ালার পবিত্র বান্দাগণের বর্ণনায় ভরপুর। এই সূরার মধ্যে আব্সিয়া (আ:) এর বর্ণনা ধারাবাহিক ভাবে এসেছে। আল্লাহ ত্বরক তায়ালা হ্যরত জাকারিয়া (আ:) এর বর্ণনা দ্বারা শুরু করে এরশাদ করেন।

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ شَكَّلَ نَافِعَةً مَسْلَوْفَةً (مرিম - ২ . ৩)
Rahmatullahi Shakkala Nafi'atul Maslofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

“ইহা আপনার প্রভুর রহমতের জিকর। (যা তিনি আল্লাহ) তাঁর বান্দা জাকারিয়া (আ:) এর উপর (ফরমায়েছেন)। যখন তিনি স্বীয় পরওয়ার দেগার আলমকে (পরিপূর্ণ আদবে) চুপিস্বরে ডেকে ছিলেন।”

وَحَنَانًا مِنْ لَدُنْ تَأْوِيلٍ وَكَانَ تَقِيًّا (মরিম - ১৩)

(৪) “এবং (আমি) স্বীয় খাছ মেহের বাণী থেকে (তাঁদের) সহমর্মিতা, গোলায়েম এবং পবিত্রতা বা তাহারাত (দ্বারা পরিতৃষ্ঠ করেছি) এবং তাঁরা তত্ত্বান্ত পরহেজগার ছিলেন।”

وَإِذْ كُرِّفِي الْكِتَبِ مَرِيمَ إِذْ أَنْتَبَذْتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيفًا .

(মরিম - ১২)

(৫) “এবং (হে হাবীবে মুকারুম) আপ কিতাবে (কোরআনে মাজীদে) মরিয়াম (আ:) এর বর্ণনা করেছেন। যখন তিনি আপনজন থেকে পৃথক হয়ে (এবাদতের জন্য একাকিন্ত্ব বরণ করতে) মাশরিকি মাকানে (পূর্ব মুলুকে) এসে ছিলেন।”

وَإِذْ كُرِّفِي الْكِتَبِ إِبْرَاهِيمَ - إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا (মরিম - ৪১)

(৬) “এবং আপ কিতাবে (কোরআনে মাজীদে) ইব্রাহিম (আ:) এর বর্ণনা করেছেন। অবশ্যই তিনি অতীব সত্য নবী ছিলেন।”

وَإِذْ كُرِّفِي الْكِتَبِ مُوسَى - إِنَّهُ كَانَ مُحْلِصًا وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا

(মরিম - ৫১)

(৭) “এবং (ঐ) কিতাবে মুসা (আ:) এর বর্ণনা করেছেন। নিশ্চই তিনি (নফসের থাবা-ছোবল থেকে মুক্তিলাভ করে) পবিত্র হয়ে ছিলেন এবং রিসালাত প্রাণ্ডুনবী ছিলেন।”

وَإِذْ كُرِّفِي الْكِتَبِ إِسْمَاعِيلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا - وَ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُورِ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

(মরিম - ৫৫-৫৬)

(৮) “এবং আপ (ঐ) কিতাবে ইসমাইল (আ:) এর বর্ণনা করেছেন। অবশ্যই তিনি প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদি ছিলেন এবং রেসালাত প্রাণ নবী ছিলেন। এবং তিনি তার আপনজনদেরকে নামাজ এবং জাকাত সম্বন্ধে হুকুম দিয়ে ছিলেন। এবং তিনি *Bangladesh Alim Jame'atul Islam Moulidfa* স্থানে (মাকামে) এবং *Sallallaho Alayhi Wasallim* (Sallallaho Alayhi Wasallim)

উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। অর্থাৎ আপন প্রভুকে রাজীখুশি করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন।”

(৯) হ্যরত ইদ্রিস (আঃ) এর শানে এরশাদ ফরমান-

وَإِذْ كُرِّفِي الْكِتَبُ إِذْرِئَسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا - وَرَفَعْنَةَ مَكَانَ
عَلِيًّا (মরিম ৫৭-৫৬)

“এবং (ঐ) কিতাবে ইদ্রিস (আঃ) এর বর্ণনা করেছি। অবশ্যই তিনি অতীব সত্য নবী ছিলেন। এবং আমি তাকে সম্মানিত স্থানে উঠিয়ে নিয়েছি।”

(১০) এমনি করে সূরাতুল আস্বিয়াও আস্বিয়ায় কিরামগণের মাহবুবতরীন বর্ণনায় ভরপুর। এমনকি আস্বিয়ায় কিরামের (আঃ) ধারাবাহিক বর্ণনার পূর্বে ৫০ নং আয়াতে তাকীদ স্বরূপ এক কলেমায় এরশাদ ফরমান-

وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ مِنْ كِرْوَنَ - (الأنبياء ৫০)

“এবং এই (কোরআনে) বরকতপূর্ণ বর্ণনা এসেছে। যা আমি অবতীর্ণ করেছি। তুমি কি উহা অবজ্ঞা করতে পারো?”

(১১) ‘জিকর মুবারক’ এর শিরোনাম দিয়ে পূর্ববর্তী আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ নবী হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) এর বর্ণনা শুরু করেছেন। এরশাদ ফরমায়েছেন-

وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلٍ وَكُنَّا بِهِ عُلِّيِّينَ - (الأنبياء ৫১)

“এবং অবশ্যই আমি পূর্বে থেকেই হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) কে (মর্যাদা অনুযায়ী) জ্ঞান এবং হেদায়াত দিয়ে রেখেছি। এবং আমি তাঁর (যোগ্যতা এবং বংশধর) সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবগত আছি।”

(১২) অতঃপর তাঁর বিস্তারিত বর্ণনার পরে হ্যরত লৃত (আঃ) হ্যরত ইসহাক (আঃ) হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) এর বর্ণনা এসেছে। যার শেষে এরশাদ হয়েছে- (৭২) “এবং তাঁদের সকলকে পুণ্যবান বানিয়েছি।”

(১৩) অতঃপর ৭৩নং আয়াতে তাঁদের অন্যান্য আবশ্যকীয় মর্যাদাশীল অধ্যায়ে বর্ণনা এসেছে। এরশাদ হচ্ছে-

وَجَعَلْنَاهُمْ أَنَمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَحْيَنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخُبُرُاتِ

وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكُورَةَ وَكَانُوا لَنَا عَبْدِينَ (الأنبياء ৭৩)

“এবং আমি তাদেরকে (মানবতার), অগ্রোজ, বানিয়েছি। তারা (লোকদেরকে) আমার নির্দেশে হেদায়াত (পদান/কারে Al-যুব/ তাদের/অতি) উত্তম আমল, নামাজ

কায়েম এবং জাকাত আদায় করার জন্য (হুকুম) অহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেছি। এবং তারা সকলে আমার এবাদত গুজার ছিলেন।”

(১৪) অতঃপর ৭৬নং আয়াতের থেকে ৮৪নং আয়াত পর্যন্ত হ্যরত নূহ (আ:), হ্যরত দাউদ (আ:) হ্যরত সুলাইমান (আ:), হ্যরত আইযুব (আ:) এর বর্ণনা এসেছে। সর্বশেষে হ্যরত আইযুব (আ:) সম্পর্কে এরশাদ ফরমায়েছেন-

فَإِنْ شَاءَ رَبُّكَ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ
رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ذِكْرٌ لِلْعَبْدِينَ - (الأنبياء - ৭৪)

অতঃপর আমি তাদের প্রার্থনা করুল করলাম। এবং তারা যে কষ্ট পেয়েছিল আমি তা দূর করে দিলাম। এবং তাদের আওলাদ ফর্যন্দ দান করলাম এবং এমনি করে আরো (দান করেছি) ইহা আমার খাচ রহমত এবং এবাদতের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি বিশেষ নিসিহত। (যে, আল্লাহ ছবর ও শোকরের জন্য পুরস্কৃত করে থাকেন।)”

(১৫) এর পরের আয়াতে হ্যরত ইসমাইল (আ:) ইদরীস (আ:) এবং হ্যরত জাল কেফল (আ:) এর এই আলোচনা ফরমায়েছেন।

وَاسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكُفْلِ - كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ - وَأَدْخَلْنَاهُمْ
فِي رَحْمَتِنَا - إِنَّهُمْ مِنَ الصَّلِحِينَ - (الأنبياء - ৮৫ - ৮৬)

সূরায় আবিয়া এর ৮৫, ৮৬ নং আয়াতে আল্লাহ এরশাদ ফরমান- “এবং ইসমাইল (আ:), হ্যরত ইদ্রিস (আ:) এবং জাল কেফল (আ:)) কেও জানিয়ে দিয়েছি। তারা সকলেই ধৈর্যশীলদের অন্তর্গত ছিলেন। এবং আমি তাদেরকে স্থীয় (আমলে) রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট করেছি। নিচ্যই তাঁরা পৃণ্যবানদের অস্তর্ভুক্ত ছিলেন।”

(১৬) অতঃপর ৮৭ নং আয়াত থেকে ৯০ নং আয়াত পর্যন্ত হ্যরত ইউনূহ (আ:) (যিনি জুনুন উপাধিতে স্বরণীয় ছিলেন।) হ্যরত যাকারিয়া (আ:), হ্যরত ইয়াহিয়া (আ:) এর বর্ণনা করেছেন। সর্বশেষে পূর্ববত তাঁদের আত্মিক অবস্থা, তাত্ত্বিক কাইফিয়াত ইত্যাদি বর্ণনা ফরমায়েছেন।

إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِ تُؤْتَهُنَّا رَغْبَةً وَرُهْبَةً وَكَانُوا لَنَا
خَاشِعِينَ - (الأنبياء - ৯০)

“নিচ্যই তারা (সকলে) পণ্যকর্মে (আনজাম দিতে) প্রতিগামী ছিলেন। এবং আমাকে জওক-শওক (Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa) এবং জয় (Salmanul Haqayi Wasallim) আমানবেদনের সাথে (অবস্থায়)

ডাকতে থাকে। এবং আমার সামনে অত্যন্ত বিনয়াবন্তচিত্তে বিনীত প্রর্থনা করতে থাকে।”

(১৭) আল্লাহ্ রাকবুল ইজ্জত তাঁর মাহবুবও নৈকট্য এবং পবিত্র বান্দাদের বর্ণনায় চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের প্রান্ত সীমায় এভাবে এরশাদ ফরমায়েছেন।

إِنَّ فِي هَذَا لَبْلَغاً لِقَرْمٍ عِدِّيْنَ (الأنبياء - ١٠٢)

“অবশ্যই তার মধ্যে এবাদতগারদের জন্য (উদ্দেশ্য লাভের ক্ষেত্রে) পরিপূর্ণ জিম্মাদারী বিদ্যমান।”

(১৮) অতঃপর অত্র সূরার মধ্যে মাকবুলানে হকের বর্ণনার পূর্ণ ধারাবাহিকতা গোটা বিশ্বের মাহবুবগণের মাথার তাজ, দোজাহানের রহমতের কাঞ্চারী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। ১০৭ নং আয়াতের পরিসমাপ্তিতে হজুর নবী করিম ﷺ এর (আবির্ভাবই রহমতের কারণ) এই সুন্দর বর্ণনা প্রসঙ্গে এরশাদ ফরমায়েছেন-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (الأنبياء - ١٠٧)

“হে রাসূল মুহাম্মদ ﷺ! আমি আপনাকে এক মাত্র গোটা জাহানের রহমত বানিয়ে প্রেরণ করেছি।”

(১৯) এরপরে এই সূরার মধ্যে আর কোন নবী রাসূল পয়গম্বর গণের বর্ণনা (আল্লাহ্) করেননি। কেননা মাহবুবিয়াতের আলোচনা স্বীয় মে'রাজের মাধ্যমে সমাপ্তির চূড়ান্তসীমায় (নোকতায় কামালে) পৌঁছে গিয়েছে। মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ এর আলোচনার পরে সেই আয়াতে কারীমার দ্বারা এই সূরার (সুরায়ে আস্বিয়া) পরিসমাপ্তি ফরমায়েছেন। এই আলোচনা স্বয়ং রহমানের (জিকরে রহমান) এরশাদ ফরমান-

قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ - وَرِبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ (الأنبياء - ১১২)

“আমাদের হাবীব الْمَوْلَى আরজ করলেন- হে আমাদের প্রতিপালক (আমাদের মধ্যে) হকের সাথে ফয়সালা করুন। আমাদের প্রভু অসীম রহমকারী। তাঁর খেকে সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে ঐ (দিল উজ্জার) বাক্যের উপর যা (হে কাফের) কামাদের উপর বলা হচ্ছে *Ajrumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)*

(২০) আল্লাহ্ তবারক তায়ালা সুরায় ‘ছোয়াদ’ এর মধ্যে ফরমায়েছেন-

وَإِذْ كُرِّ اسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَدَا الْكَفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ - (ص - ৪৮)

“এবং (এমনি করে) হ্যরত ইসমাইল (আ:) এবং ইলিয়াস ও জালকেফল (আ:) এর জিকির করেছি। তাঁরা সকলেই পৃণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আমি শুধু মাত্র পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে কতিপয় বাছাইকৃত আয়াত বর্ণনা করেছি। অন্যথায় মহা পবিত্র আল কোরআন মজীদে অসংখ্য এমন স্থান আছে যেখানে আল্লাহ্ তবারক তায়ালা তাঁর প্রিয় এবং নৈকট্য বান্দাদের ব্যাপক আলোচনা ফরমায়েছেন। একের পর এক সকলের রহনী মশগুলিয়াত ও অভ্যাসগত রীতিনীতির বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তবারক তায়ালা তাঁর নৈকট্যগণের প্রার্থনা ও মুনায়াতের বাক্যাবলী, যার দ্বারা তারা আল্লাহ্ তায়ালাকে আহবান করছিল, তাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের উপাসনাগার এবং তাদের নির্ধারিত সময়ের প্রার্থনা, ভাবনা মূলক প্রার্থনা এবং স্থানকালের মুনায়াত ও বিলাপকৃত অবস্থা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তাঁদের প্রতি স্বীয় আরও গায়েরী অনুকূপ্পার সাথে আন্দাজ, রিয়াজাত, গবেষণা, তাদের ছাবেতে কদম এবং উচ্চাকাঙ্খী বিষয়াবলীর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মোট কথা তাদের সম্পর্কে আলোচনায় কোন কামনার বিষয় এড়িয়ে যায়নি। এই আলোচনায় আমি বারবার এ বিষয়ের প্রতি প্রস্তুত করছি যে, এই আয়োজন সবই উপাসনা, নিমগ্নতা ও এতায়াতের নির্দর্শনের জন্যই ছিল। যে কেউ আল্লাহ্ তবারক তায়লার এতায়াত, ইবাদত এবং মাহবুবিয়াত ও নৈকট্য লাভের রাস্তা পর্যন্ত পৌছার কামনা করে, তখন তার জন্য এ আলোচনা দিকদর্শনস্থল। অর্থাৎ বর্ণিত আলোচনার দিকনির্দেশনা মোতাবেক সত্য সঠিক ইবাদত সম্ভব। রাসুলে পাক
ঝোঁঝোঁ এর মহববত্ত ও আনুগত্য ব্যতিত ইবাদত হবে না, করাও যাবে না।

কেননা ছাহাবায় কেরাম ঝোঁঝোঁ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের সকল যুগে হজুর তাজেদারে কায়েনাত ঝোঁঝোঁ এর পবিত্র সীরাত ও উত্তম আদর্শের তাস্কিতা এবং সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করা সকল ইমানদার রাসুল প্রেমিকের অভ্যাসে পরিনত হয়ে আছে।

আয়েম্বায়ে কেরাম, মুহাদ্দেসীন, ওলমায়ে কামেলীন, আউলিয়া ও আরেফীন সকলেই আপন আপন জওকও শওকের সাথে আপন নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ
ঝোঁঝোঁ এর গুণগাণ, মহববত ও এতায়াতের আলোচনার জন্য অতীব গুরুত্বের সাথে মাহফিল সমাবেশ করে আয়োজন কোর্ট সাথে সাম্মেলন জামানায় একই
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

বিষয়ের উপর শতসহস্র প্রাত্তি, বই-পুস্তক লেখা হচ্ছে। যাতে করে আল্লাহর নির্ধারিত এই সুন্নতের উপর আমল করে অন্যসব লোকেরাও বরকত লাভ করতে পারে। আল্লাহ তবারক তায়ালা স্বয়ং কোরআনে মাজীদে আব্বিয়া (আ:) এর মীলাদ সম্পর্কে বর্ণনা ফরমায়েছেন। কোরআনে কারীমের কয়েক প্রকার শানের মধ্যে হাও একটি শান তা এই যে, মীলাদ নামাহ অর্থাৎ নবী রাসূলগণের জন্ম পৃথিব্বের আলোচনা আর এই মীলাদ পাঠক খোদ জাতে পাক বিশ্ব স্রষ্টা মহান প্রতিপালক। এতদ্ব্যেক্ষাপটে মাহবুবে খোদা رض এর মীলাদ পাঠ সুন্নতে আলাই। (আল্লাহ তবারক তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সুন্নত।)

میلاد انبیاء علیہم السلام کی اہمیت

আবিয়া (আ:) গণের মীলাদের গুরুত্ব

'জন্ম' সকল এন্সানের জন্য আনন্দ ও খুশির কারণ হয়। একই কারনে জন্মের দিনেরও একটি বিশেষ গুরুত্ব দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সেই সাথে এই গুরুত্ব আরো তাৎপর্যময় হয় যদি তা উভয়ের নিষ্পত্ত নবী (আ:) গণের হয়। আবিয়া (আ:) গণের জন্ম স্বয়ংক্রয়ভাবে আল্লাহ তবারক তায়ালার মহা নেয়মত। প্রত্যেক নবীর পুণ্যময় জন্মের কারণে তার উপরের জন্য অন্য সকল নেয়মত নষ্ট হয়েছে। নবীর জন্মের পূর্বে কেহ কোন নেয়মত লাভ করেনি। নবী মুহাম্মদ মুস্তফা رض এর পুণ্যময় জন্মের ছদকার ফলে উপরে মোহাম্মদীর জন্য নবী প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রন্থওয়াতে মোহাম্মদীর মত মহা নেয়মতের অধিকারী করে 'নেয়মতে হেদায়াতে আসমানী' নষ্ট হয়েছে।

গুরী রববানীর নেয়মতে কোরআন নাজিল, মাহে রমজানের নেয়মত, জুমুয়াতুল মোবারক, দুই ঈদের খুশির নেয়মত, বুজগী, ফজিলত এবং সুন্নত ও আদর্শ সবইঁ মহান নবী رض এর পবিত্র জন্মের কারণেই নষ্ট হয়েছে।

মূলত যত প্রকার নেয়মতের ধারাবাহিকতা চলে আসছে, ঐ সকল নেয়মতের আসল বা প্রকৃত মোজেবাত (প্রয়োজনীয়তা) রবিউল আউয়াল মাসের এই তারিখের নূরের (মুহাম্মদ স:) থেকেই ছাদের হয়েছে। যার ফলে ঐ তারিখেই মেন প্রশংসার মধ্যপ্রভাত অন্তর কোঠায় উদ্বেলিত হয়। মহান নবী رض এর পুণ্যময় জন্ম হয়েছে তা অবশ্যই বরকতময় দিন। যেই শুভ মূহূর্তে এই মহা নেয়মতের (মহান নবী স:) এই বাস্তব জগতে শুভাগমন হয়েছে, তা অবশ্য অবশ্যই মূল্যবান মুহূর্তকাল। অতএব হজুর নবী আকরাম رض এর এই মহা পুণ্যময় জন্মের উপর খুশ بঙ্গাঞ্জ উৎসব পালন করা Sallallaho Alayhi Wasallim মানের পরিচয়

ও আপনি আক্তায়ে নবীয়ে মুহতাশাম اللهم إني أتوك এর সাথে কৃলবী তায়াল্লকের দর্পন না আয়না প্রমাণ করে ।

তারই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তবারক তায়ালা মহা পবিত্র আল কোরআনের মত আয়াতে বিভিন্ন নবী (আঃ) গণের জন্মদিনের আলোচনা (আইয়ামে বেলাদাতের) ফরমায়ে (উপস্থাপন করে) ঐ দিনের গুরুত্ব, ফজিলত ও বরকতকে আজো মহিমাহৃত করে প্রকাশ করেছেন ।

(১) যেমন হ্যরত ইয়াহিয়াকে (আঃ) উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তবারক তায়ালা

এরশাদ ফরমায়েছেন-

(۱۱) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَيَوْمٍ وَلِدَ يَوْمٌ يَمُوتُ وَيَوْمٌ يُبَعْثَثُ حَيّاً (মরিম - ۱۵)

“এবং ইয়াহিয়া (আঃ) এর উপর সালাম বর্ষিত হোক তার জন্মের দিন, ওফাতের (মৃত্যুর) দিন এবং ঐ দিন যেদিন তাঁকে পূর্ণজীবিত করা হবে ।”

(২) হ্যরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি কালাম নেছবত করে কোরআনে মজিদে আল্লাহ তবারক তায়ালা এরশাদ ফরমান-

(۱۲) وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمٍ وَلِدَتْ وَيَوْمٍ أَمْوَاتٍ وَيَوْمٍ أَبْعَثْتْ حَيّاً (মরিম - ۳۳)

“এবং আমার প্রতি সালাম হোক আমার মীলাদের দিন, আমার ওফাতের দিন এবং ঐ দিন যেই দিন আমাকে জীবিত করে উঠান হবে ।”

(৩) আল্লাহ তবারক তায়ালা আপনি হাবীব মুকারর্ম الله يرحمه এর পূণ্যময় মোবারক জন্ম শপথের সাথে বয়ান ফরমায়েছেন- এরশাদ হয়েছে-

(۳) لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلْدِ - وَأَنْتَ حِلْبِهَادَا الْبَلْدِ - وَوَالْبَلْدِ وَمَا وَلَدَ -
(البلد - ১-৩)

“আমি ঐ শহরের (মক্কা) কসম খাইতেছি, (হে হাবীবে মুকাররম!) এ জন্য যে, আপনি ঐ শহরে তাশরীফ গ্রহণ করেছেন । (হে হাবীবে মুকারর্ম! আপনার) পিতার (আদম (আঃ) অথবা ইব্রাহিম আঃ) এর কসম এবং (তার) কসম যার জন্ম হয়েছে ।”

যদি জন্মের দিন কোরআন, সুন্নাহ এবং শরীয়তের সূক্ষ্ম নজরে বিশেষ গুরুত্ব বহন না করতো, তা হলে বিশেষ করে এ দিনের উপর খাচ্ছাবে সালাম প্রেরণ এবং কসম খাওয়ার বর্ণনার কি অর্থবহন করে? অতএব এই অতীব গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তবারক তায়ালা কোরআনে মজিদে বহু আব্দিয় (আঃ) এর মীলাদের (জন্মের) বর্ণনা ফরমায়েছেন । এতদ্প্রেক্ষাপটে নিম্নে কতিপয় জলিল কদর আব্দিয় (আঃ) Bangla মীলাদের (জন্মের) আয়োজন Masjidে।
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

١٠) مِيْلَادُ نَامِهِ أَدْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

১. আদম (আ:) এর জন্ম বৃত্তান্ত

আল্লাহ রাবুল ইজত কোরআনে মজিদে তাঁর মাহবুব বুর্জুগবরতর বান্দাদের মধ্যে সর্ব প্রথম আবুল বাশার সাইয়েদেনা হ্যরত আদম (আ:) জন্ম বিদ্বান্ত উল্লেখ পূর্বক পবিত্র কোরআনে এরশাদ ফরমায়েছেন-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرة - ٣٠)

"এবং (ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের নিকট ফরমাইলেন যে, আমি জমিনে আমার প্রতিনিধি তৈরী করব।"

আল্লাহ রাবুল আলামীন আমাদের সর্দার আদম (আ:)-এর আলোচনা তাঁর সৃষ্টির পূর্বে করেছেন। বর্ণিত আয়াতে তার উল্লেখ হয়েছে। অতঃপর যখন আদম (আ:) কে বিশ্ব স্রষ্টা বাশারী ছুরাতে সৃষ্টি করলেন এবং সকল ফেরেশতাদেরকে তাঁর সেজদাবনত হওয়ার হৃকুম প্রদান করলেন, তখন এক মাত্র ইবলীস অগ্রাহ্য করলো, ফলে দরগাহে (এলাহী থেকে) বিতাড়িত হলো। আদম (আ:) এর পূর্ণ জীবন কাহিনী পবিত্র কোরআনে স্ববিস্তারে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তবারক তায়ালা তাই এরশাদ ফরমান-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسَطُونٍ . فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سُجْدَيْنِ فَسَاجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْيَانِ يَكُونُ مَعَ السَّاجِدَيْنِ . (الحجر - ٣١)

"এবং (ঐ ঘটনা স্মরণ করুন) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের নিকট গৃহলেন- আমি মানুষ সৃষ্টিকারী স্রষ্টা দুর্গন্ধক্ষময় কালো ঠনঠনে মাটি থেকে এক বাশারী ছুরাত সৃষ্টি করব। অতঃপর আমি যখন তাঁর (প্রকাশ্য) ছুরাতকে পরিপূর্ণ অবস্থায় ঠিকঠাক করে নেই, সেই সাথে আমি ঐ ছুরাতের মধ্যে (গোপনীয় বাশারের) আমার নিজ রূহ ঝুঁকে দেই। তখন তাঁর প্রতি তোমরা সাজদাবনত হয়ে পরো। অতঃপর (সেই বাশারী মুখাবয়বের মধ্যে প্রতিপালকের নূর প্রতিফলিত হলে বা নূরের বাতি প্রজ্জলিত হলে) সকল ফিরেশতা সাজদাবনত হয়ে পড়লো, এক *Mu'ajjideen Alayhi Wasallim* স্বাক্ষর সাজদাকারী মুর্দে সামিল হতে অধিকার করলো।"

(*Sallallaho Alayhi Wasallim!*)

পবিত্র কোরআন মজিদের অনেক স্থানে হ্যরত আদম (আ:) এর আলোচনা বিস্তারিতভাবে এসেছে। শুধু সৃষ্টির বিষয়ই নয়, বরং তাঁর পবিত্র হায়াতে জিন্দীর রীতিনীতি ও হালচাল সে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। যেমন- জান্নাতে তার বন্দুকী অবস্থান, আদম সৃষ্টির পর ফেরেশতাদের খেয়াল সমূহ, শয়তানে মারদুদের এ'তেরাজ (বর্তক) এবং আদম ছুরাতকে ইবলিসের সিজদা না করার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা এসেছে। মানব সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত যতগুলো আয়াতে কারীমাহ আছে, তার প্রাথমিক সত্যতা আমাদের সর্দার আবুল বাশার আদম (আ:)। যার অবস্থা সমূহের তফসীল থেকে কোরআনে মজীদের সৌন্দর্য বানানো হয়েছে। আর ইহাই তাঁর মীলাদ নামাহ।

(۲) میلاد نامہ موسیٰ (۲)

২. হ্যরত মুসা (আ:) এর জীবন বৃত্তান্ত

সাইয়েদেনা হ্যরত মুসা (আ:) জলিল কন্দর নবী ছিলেন। যিনি ফেরাউনের মত জালেম, অত্যাচারী, খোদাদোহীকে পর্যন্ত করেছেন। (যেই জালেম ফেরাউন) জমিনের উপর খোদাই দাবী করে ছিল। আল্লাহ রাবুল আলামীন মুসা (আ:) নবীকে প্রেরণ করে তার মাধ্যমে বনি ইস্রাইল সম্প্রদায়কে জালেমের হাত (ফেরাউনের) থেকে নাযাত করে অত্যাচারী ফেরাউনকে নীল দরিয়ায় ডুবিয়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য উপদেশের নির্দশন তৈরী করলেন। সাইয়েদেনা হ্যরত মুসা (আ:) এর আবির্ভাবের পূর্বে অত্যাচারী জালেম ফেরাউন বণী ইস্রাইলদেরকে বিভিন্ন রকমের অত্যাচারে নিঃপত্তি করে ছিল। যখন তাকে তার শাহী গড়ফাদারেরা ডেকে বললো যে, বণী ইস্রাইলগণের মধ্যে এমন একটি সন্তান জন্ম লাভ করবে, যার মাধ্যমে গোটা বণী ইস্রাইল সম্প্রদায় তোমার হৃকুম থেকে মুক্তি লাভ করবে। তোমার অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাবে। এ সংবাদের পরে জালেম ফেরাউন তাঁদের প্রতি অত্যাচারের ষাঠি রোলার চালাতে শুরু করলো। ছেট ছেট ছেলেদেরকে কতল করতে শুরু করলো, ছেট মেয়েদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত। এমতাবস্থায় সাইয়েদেনা হ্যরত মুসা (আ:) জন্ম গ্রহণ করলেন, যার সম্পূর্ণ ঘটনাবলী আল্লাহ রাবুল ইজ্জত মহাপবিত্র আল-কোরাআনের বহু সংখ্যক আয়াতে কারিমার মাধ্যমে স্ববিস্তারে বর্ণনা ফরমায়েছেন।

সূরায়ে কৃষ্ণাহ এর প্রথম কেছা হ্যরত মুসা (আ:) ও ফেরাউনের উপর। যা প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) আয়াতে মোবারকার উপর মোশ্তামিল। তন্মধ্যে ৫ (পাঁচ) কর্মকু ধারাবাহিকভাবে হ্যরত মুসা (আ:) এর জন্য যেন ওয়াকফ কৃত। নিম্নে আমি মুসা (আ:) এর মীলাদ নামার (জন্ম বৃত্তান্ত) সূচনা পর্বে সরাতুল কাছাছের প্রথম থেকে ১৪(চৌদ্দ) আয়াতে^{Bangladesh Anjuman e Ashrafeen Mostoja} আহ হুসেন আহ হুসেন (যার মধ্যে বাবী তায়লা

তাঁর জন্ম থেকে শুরু করে ঘোবন পর্যন্ত অতীব দীর্ঘ সূত্র মোতাবেক এমনি আন্দাজে বর্ণনা ফরমায়েছেন, যাতে উচ্চতে মুসলিমার উপর এই পয়গাম বর্তায় যে, আপনার (আল্লাহর) মাহবুব বান্দাদের মীলাদ পাঠ করা আমি আল্লাহর সুন্নত। (এখানে প্রণিধান যোগ্য) যে, নবী-রাসূল ও ওলী আল্লাহগণের জীবনি আলোচনার মধ্যে আল্লাহ ত্বরাক তায়ালা ফয়েজ বরকত রেখেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত অতীতের নবী, রাসূল, পয়গম্বরও ওলী আল্লাহগণের জীবনি শোনার সাথে সাথে অনেকের চোখে পানি আসে। আল্লাহর প্রেম আরো ঘনিষ্ঠুত হয়। যার ফলে পবিত্র কোরআনে পাকে অতীতের নবী-রাসূলগণের জন্ম ইতিহাস অন্যান্য ঘটনাবলি আলোচনায় স্থান পায় এবং উচ্চতে মুসলিমা তার থেকে ফায়দা হাচেল করে। অতএব অতীতকে ভুলে যাওয়ার বা ভূলিয়ে দেয়ার কেন বিধান নেই। বরং ধরে রাখার বিধানই ইসলাম। নবী-রাসূল পয়গম্বরও আউলিয়ায়েকেরামের জন্ম ইতিহাস কারামতে, মো'জেজায়ও অলৌকিকতায় ভরপুর। যার আলোচনার মাধ্যমে এবরাত (উপদেশ) হাসেল করা ও ফয়েজ-বরকত লাভ করাই বিধানও বাস্তবতা। মহা পবিত্র আল কোরআনে পাকে আল্লাহ ত্বরাক তায়ালা সে জন্যই নবী রাসূলগণের জন্ম বৃত্তান্ত উপস্থাপন করেছেন তাঁর বান্দাদের পৃণ্য লাভের উপাদান স্বরূপ। আল্লাহ ত্বরাকতায়ালা সুরায় কাছাকাছের শুরুতে এরশাদ ফরমান-

ظَسِّمْ . تِلْكَ أَيْتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ . نَتْلُوْ عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى
وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ . إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ
أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِي
نِسَاءَهُمْ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ . وَنُرِيدَ أَنْ نَمْنُ عَلَى الَّذِينَ
اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ . وَنُمْكِنُ
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا
يَحْذِرُونَ . وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ أَمْ مُوسَى أَنَّ أَرْضَعِيهِ فَإِذَا خَفِتَ عَلَيْهِ فَالْقِيَه
فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزِنِي إِنَّ رَادِهِ إِلَيْكَ وَجَاعِلُهُ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ . فَالْتَّقَطَهُ إِلَيْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزْنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ
وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا حُطْمَيْنَ . وَقَالَتِ إِمْرَاتُ فِرْعَوْنَ قَرْثُ عَيْنِ
لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَخْذِلَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ .

وَاصْبَحَ فُوَادُ أَمِّ مُوسَى فِرِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبَدِّيْ بِهِ لَوْ لَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى
قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . وَقَالَتْ لِأُخْرِجِهِ قُصْبِيْهِ فَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ
جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ . وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَاتَ هَلْ
أَدْلُوكْمَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ . فَرَدَدْنَاهُ إِلَى
أَمْسِهِ كَيْ تَقْرَرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ وَلَكِنَّ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَدَهُ وَاسْتَوَى أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ . (القصص، ۲۸ : ۱۴۱)

ত সীন.....মীম.....(এর অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ- ই ভাল জানেন।) ইহা মশহুর প্রকাশ্য কিতাবের আয়াত সমূহ। (হে হাবীবে মুকারর্ম!) আমি আপনার নিকট হ্যরত মুসা (আ:) এবং ফেরাউনের মধ্যে অনুষ্ঠিত বাস্তব অবস্থার মধ্য থেকে কিছু কিছু ঐ সমুদয় লোকের জন্য পাঠ করে শোনাচ্ছি, যারা (আপনার প্রতি) ঈমান রাখে। নিচই ফেরাউন জমিনে (পৃথিবীতে) বিদ্রোহী এবং অহংকারী অর্থাৎ আমরে মতলক (খাম খেয়ালীপনা ব্যক্তি রূপে) হয়ে গিয়ে ছিল। এবং সে তার নিজ (মুলুকের) বাসিন্দাদেরকে (বিভিন্ন) ফেরকায় (গোত্রে) বিভক্ত করে ছিল। সে তার মধ্যে একটা দলকে (অর্থাৎ বনি ইস্রাইল সম্পদায়) দুর্বল করে দিয়েছিল যে, তাদের ছেলে শিশুদেরকে হত্যা করে ফেলতো (তাদের ভবিষ্যৎ জীবন দূর্বল করার জন্য) এবং তাদের মেয়ে শিশুদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত। (যাতে পুরুষের অভাবে তাদের মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ফলে চরিত্রগত ভাবে খারাপ হয়ে বিপদগামীর সংখ্যাধিক হয়।) অবশ্যই সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ছিলো। এবং আমি (আল্লাহ্) বাসনা ছিল এই যে, আমি এ সকল লোকদের প্রতি এহসান করব, যাদের পৃথিবীতে (তাদেরকে হক হকুক এর স্বাধীনতা থেকে মাহচূর্ম করে জুলুম ও অত্যচারের মাধ্যমে) দূর্বল করে দেয়া হয়ে ছিলো। এবং (আমি) তাদেরকে (অত্যাচারীত সম্পদায়ের) পথ প্রদর্শক ও নেতৃত্বান করতে চেয়ে ছিলাম। আর সে সাথে তাদেরকে তথ্যের মালিক (মুলুকের) উত্তরাধিকার বানিয়ে দেই। এবং আমি তাদের মুলুকে তাদেরকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে দেই। যাতে ফেরাউন ও হামান উভয়ের লসকরদের (সৈনিকদের) এই (পরিবর্তন) দেখিয়ে দেই, যার থেকে তারা আশংকায় ছিল বা আছে। এবং আমি মুসা (আ:) এর মায়ের নিকট এই কথা (চালিয়া) জানিয়ে দিলাম যে, তুমি ঐ **Bangladesh Anjumane Ashekdané Mostofa** বাচ্চাকে দুধ পান করাতে থাকো। অতঃপর যখন তোমাদের মধ্যে (কতল করে

Sallallaho Alayhi Wasalam

দেয়ার) আশংকা দেখা দেয়, তখন তুমি তাঁকে (মুসাকে বাঞ্ছে করে) দরিয়ায় ফেলে দাও। (এমতাবস্থায়) তুমি কোন ভয় বা প্রেসানি বোধ করবে না। অবশ্যই আমি তাকে পৃণরায় তোমার নিকট প্রত্যার্বতন করিয়ে দিবো। এবং আমি তাকে রাসুলগণের মধ্যে (সামিল) করবো। অতঃপর সেই ফেরাউনের পরিবারের লোকজন তাকে দরিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে এলো। যাতে সে (আল্লাহর ইচ্ছায়) তাদের জন্য দুশ্মন ও চিন্তার কারণ হয়। নিশ্চয়ই ফেরাউন ও হামান এবং তাদের সৈন্যদল অপরাধী ছিল। এবং ফেরাউনের বিবি (স্ত্রী) (মুসা (আ:)) কে দেখে) বললো যে, (এই বাচ্চা) তোমার ও আমার চোখে শান্তি ও ত্পন্দিয়ক, তুমি তাকে কতল করো না। সম্ভবত সে তোমার আমার উপকারে আসবে। অথবা আমরা তাকে আমাদের সন্তান বানিয়ে নেব। এবং তারা (আমি আল্লাহর কৌশলী ধরনা থেকে) উদাসীন ছিলো। (এমন মুহূর্তে) মুসা (আ:) এর মায়ের অন্তরে (ধৈর্যের ছবরের) অভাব দেখা দিল। এমনি অবস্থার নিকটবর্তী হলো যে, সে তার (অস্থিরতার কারণে) গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেয়ার উপক্রম হলো। যদি আমি তার দিলে ছবর ও শান্তির শক্তি না ঢেলে দিতাম। (তাহলে হয়তো সে ভুল করে ফেলতো) যার ফলে সে (আল্লাহর প্রতিজ্ঞার উপর) আস্থাশীলদের মধ্যে গণ্য থাকে। এবং সে (মুসা (আ:)) এর মাতা) তার বোনকে বলে দিলেন যে, (ঐ শিশুর অবস্থা জানার জন্য) তার পিছনে পিছনে যাও। সুতরাং সে (মুসা আ: এর মায়ের বোন) তাকে দূর থেকে দেখতেছিল। (পক্ষান্তরে) ঐ সকল লোকেরা সে সম্পর্কে কিছুই জানত না। এবং আমি (আল্লাহ) প্রথম থেকেই মুসা (আ:) উপর সকল ধাত্রীর দুধ তার জন্য হারাম করে দিয়ে ছিলাম। এতদ্ব্যৱস্থাপনটে (মুসা (আ:)) এর বোন) বললো, আমি কি তোমাদের এমন কোন পরিবারের সন্ধান দেবো, যারা তোমাদের এই (কুড়ে পাওয়া) সন্তানকে লালন-পালন করবে এবং তারা তার মঙ্গল কামী! অতঃপর আমি (মুসাকে) তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার মায়ের চোখ জুড়ায় এবং প্রেসানি দূর হয়। এবং সে (পরিপূর্ণ বিশ্বাসে) জেনে নেয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য-সঠিক। অধিকাংশ লোক তা জানে না। এবং মুসা (আ:) যখন যৌবনে উপনীত হলো, পূর্ণ বয়সে পর্দাপন করলো, জ্ঞান শক্তিতে পরিপূর্ণ হলো, তখন আমি আল্লাহ তায়ালা তাকে (নবুওয়াতের) হেকমত জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সৌভাগ্যশালী করে দিলাম। এবং এমনিভাবে আমি সৎকর্ম পরায়নদেরকে অনুরূপ পুরস্কার প্রদান করে থাকি।”

১৪ (চৌদ্দ) আয়াতে *Bangladesh Anjuman e Ashekaane Mostoja* কারীমার দলিলে আল্লাহ ত্বারক তায়লা সাইয়েদেনা হ্যরত মুসা (আল্লাহর জন্মের মূর্বের অধিহ্য) তার জন্ম, তার জন্মের

পরে সিন্ধুকের মধ্যে করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয়া, পৃণরায় ফেরাউনের শাহী মহলে লালন পালনের ব্যবস্থা, দুধ পানের জন্য পৃণ: তাঁর মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেয়া এবং ঘোবন প্রাপ্ত হলে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ করে নবী রূপে পরিগণিত করা ইত্যাদি এক এক করে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বয়ান এসেছে। সংক্ষেপে ইহাই মীলাদ নামায়ে মুসা (আ:)। যা আল্লাহ্ তবারক তায়ালা তার কোরআনে পাকে জীনাত বা সুশোভিত করেছেন। (অতএব নবীগনের জন্ম) ইতিহাস আল্লাহ্ তার কালামে সন্নিবেশন করেছেন বিধায় মীলাদুল্লাহী উৎসবে অর্থাৎ নবী জীবনি আলোচনা উৎসব সুন্নতে এলাইর অন্তর্ভুক্ত। যার বিপরীত চিন্তা গোমরাই।

(৩) میلاد نامہ مریم علیہا السلام

৩. মরিয়ম (আ:) এর জীবন বিভ্রান্তি

আল্লাহ্ তবারক তায়ালা কোরআন মাজিদে হ্যরত মরিয়ম (আ:)-এর মীলাদ নামাহ (জন্ম কাহিনী) আলোচনা করেছেন, যদিও তিনি পয়গম্বর ছিলেন না; কিন্তু তিনি একজন জলিল কদর রাসুল পয়গম্বর হ্যরত ঈসা (আ:) এর সখানিত মাতা এবং এক পবিত্রময় পরিপূর্ণ মহিলা সাধক ছিলেন। তাঁর মীলাদ নামাহ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তবারক তায়ালা সর্বাত্মে বিভিন্ন আওয়াজ (আ:) এবং তাদের (ধারাবাহিক) বংশীয় ফজিলত বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى أَدَمَ وَبُنُوْحًا وَالْإِبْرَاهِيمَ وَالْأَعْمَانَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ .
ذُرْتَهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ (ال عمران ٣ : ٣٤، ٣٣)

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তবারক তায়ালা হ্যরত আদম (আ:) হ্যরত নূহ (আ:) হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) ও হ্যরত আলে ইমরান (আ:) কে গোটা বিশ্ববাসীদের মধ্যে (বুজুর্গির দ্বারা) পৃথক করে (শ্রেষ্ঠত্ব দানে) পার্থক্য করেছেন। তারা সকলেই একে অপরের আওলাদ বিধায় তারা একই বংশধর এবং সর্বস্নোতা সর্বজ্ঞতা।”

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর মহিমানিত কোরআনে বর্ণিত ভূমিকার পরে হ্যরতে মরিয়ম (আ:) এর জীবন কাহিনী তথা জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা শুরু করেছেন। এখানে কোন তর্কবাণিশ এভাবে এ'ত্তেরাজ করতে পারে যে, কোরআনে হাকীমে তো শুধু অতীতের ঘটনার বর্ণনা এসেছে, এখন উহাকে মীলাদ নামাহ বলা যায় কি ভাবে? এমনি এ'ত্তেরাজ (বিতর্ককারী) কারীদের জানা উচিত যে, যেই বিষয় শুধু শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দিকনির্দেশনা ও হেদয়াতের উদ্দেশ্যে বয়ান করা হয়, তার সীমাবদ্ধতা ও শর্ত হয়ে থাকে কথা যে সামা প্রয়ত্ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট

তা তেমনি-ই বলতে হয়। বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন কথাবার্তা অত্ত পক্ষে আল্লাহর কালামে স্থান পায় না, পেতে পারে না। আর ছফিফাহ(পুষ্টিকা বা প্রবন্ধ) পরিবর্তনশীল বিষয় হিসাবে প্রনয়ন করা জায়েজ নয়। নিম্নে হ্যরত মরিয়ম (আ:) এর জন্মের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত, সেই সাথে যথাযথ অনুবাদ দেয়া গেল। আয়াতে কারীমার এই অনুবাদের প্রতি গবেষনা করলেই এ'তেরাজের জবাব নিজের মধ্যে এভাবে তৈরী হবে যে, মূল বিষয় (মূল আলোচ্য বিষয়) কোন তালীম, তালকীন এবং দিকনির্দেশনা ও হেদায়াতের জন্য নয়, বরং আলোচ্য বিষয় এক মাত্র জন্মের কাহিনী হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। যাকে আমি সেই হিসাবেই ‘মীলাদ নামাহ’ নামে নামকরণ করেছি। যেমন আল্লাহ এরশাদ ফরমায়েছেন—

إِذْ قَالَتِ امْرَأٌ عُمْرَنْ رَبِّ ابْنَيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ ابْنَيْ وَضَعَتْهَا أُنْثِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَلَاتِشِي وَانْسِي سَمَّيْتُهَا مَرِيمَ وَانْسِي أُعِيْدُهَا بِكَ وَذَرِّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - (ال عمران، ৩২، ৩৫ : ৩)

“এবং (শ্বরন করুন) যখন ইমরান এর স্ত্রী আরজ করলেন হে আমার প্রতি পালক! আমার পেটে যা আছে (সন্তান) আমি উহা (অন্যের জিম্মাদারে) আজাদ করে একমাত্র তোমার জন্যই মান্নত করেছি। অতএব তুমি আমার তরফ থেকে (এই নজরানা-হাদীয়া-তোহফা) করুল করে নাও। অবশ্যই তুমি সর্বশ্রেষ্ঠতা সর্বজ্ঞতা। অতঃপর যখন তিনি মেয়ে সন্তান গর্ভপাত করলেন, তখন আরজ করতে লাগলেন— হে মাওলা, আমি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। উপরন্তু সে (ইমরানের বিবি) যা কিছু প্রসব করেছেন তার সব কিছুই আল্লাহ ভাল করে জানেন। (সে বলল) এবং পুত্র সন্তান (যা আমি কামনা করে ছিলাম) কখনো কন্যা সন্তানের সমতুল্য হবে না, হতে পারে না। (যা আমাকে আল্লাহ তবারক তায়ালা দান করেছেন।) এবং আমি তার নাম মরিয়ম (ইবাদত কারী) রেখে দিলাম। এবং অবশ্যই আমি তাকে এবং তার সন্তানকে (প্রবৃত্তনাকারী) শয়তানের থেকে (হে খোদা!) তোমার কুদরাতী কদমে ক্ষমা প্রার্থনা করতেছি।”

ইহা হ্যরত মরিয়ম (আ:) এর জন্মের অতি উত্তম আলোচনা যা আল্লাহ রাকবুল ইজত অতীব সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন। বর্ণিত আয়াতে কারীমায় তার শিশুকালীন আলোচনা এসেছে। যখন সে হ্যরত জাকারিয়া (আ:) এর দয়াদ্রতার ছত্র ছায়ায় লালিত পালিত *Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa* *Salatut Tawhid At-Tayyibat Wasalim* আল্লাহ তবারক তায়ালা

তার উপর যেই অনুগ্রহ করেছেন তা (সম্পূর্ণই কুদরাতি খেলা।) বেমোসুমি ফল ফলাদি তাঁকে দান করেছেন, তা স্বয়ং আল্লাহ্ তবারক তায়ালা আবার বর্ণনা ও করেছেন। তাঁর কেয়ামেগাহ (এবাদত খানা, বায়তুল মুকাদ্দাসের মেহরাব) এর উচ্চিলা করে (হ্যরত মরিয়ম (আ:) এর এবাদত খানা) হ্যরত যাকারিয়া (আ:) আল্লাহ্ রাবুল ইজ্জতের কাছে প্রার্থনা করলেন-

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে একটি পৃত্র সন্তান দাও। সাথে সাথে আল্লাহ্ তবারক তায়ালা ইয়াহইয়া (আ:) এর সুসংবাদ দিলেন এরশাদে বারীতায়ালা-

فَتَقْبِلُهَا رَبِّهَا بِقَبْوِلِ حَسَنٍ وَأَبْتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا
كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمَحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِيمُ أَشْتَى
لِكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(آل عمران، ৩৭)

“সুতরাং তার প্রভৃ এই (মরিয়ম (আ:)) কে উত্তম করুলিয়াতেরই স্তরে কবুল করলেন। এবং তাঁকে উত্তম ঝণ্টেই লালন পালন করলেন। আর তাঁকে (হ্যরত মরিয়ম (আ:)) কে) হ্যরত যাকারিয়া (আ:) এর নেগাহ দৃষ্টিতেই ন্যাস্ত করা হল। যখনই হ্যরত যাকারিয়া (আ:) তাঁর মেহরাবে (এবাদত খানায়) প্রবেশ করতেন, তখন দেখতে পেতেন, তাঁর সামনে (নতুন নতুন) খানা মৌজুদ। তিনি (হ্যরত যাকারিয়া আ:) জানতে চাইলেন হে মরিয়ম (আ:)! তোমার নিকট এ সকল জিনিস পত্র কোথা থেকে আসে? জবাবে (মরিয়ম আ:) বললেন- ইহা (খোদা) আল্লাহর তরফ থেকেইতো আসে। কেননা আল্লাহ্ অবশ্যই যাকে ইচ্ছা অসীম (বে হিসাব) খাদ্য প্রদান করেন।”

বর্ণিত আয়াতে কারীমা সমৃহ হ্যরত মরিয়ম (আ:) এর শিশুকালীন প্রতিপালনের সাথে সম্পৃক্ত। যা পালন কালীন অবস্থার বিবরণ। কিন্তু কথা এখানেই শেষ হয়নি; বরং আল্লাহ্ রাবুল ইজ্জত তাঁর ফজিলত সমৃহ ব্যাপকভাবে বয়ান ফরমায়েছেন। এমনকি তাঁর (মরিয়ম আ:) সম্পর্কিত সাধারণ ছোট কথাও যেন নজরের বাইরে রাখেননি। যা কাহেনের (যাদুর) সাথে সম্বন্ধ তাও আলোচনায় এসেছে। যখন তাঁর লালন পালনের ব্যাপারে ক্ষেত্রা (লটারী) ঢালা হয়েছিল। এরশাদ হয়েছে-

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِمَلَكِ الْمَلَائِكَةِ أَطْلِفْكِ مَلَكَةً لِهِ أَصْطَفْكِ عَلَى
Nisaa-e-Alameen - يَمْرِيمُ أَشْتَى بِرِيزِيكِ وَاسْجِدِي وَارْكِعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ
Bangla-Subhanne Alaykumur Mostoja
(Sallalahu Alayhi Wasallim)

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيَهُ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقَوْنَ
أَقْلَامَهُمْ أَيْمَنَمِ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِّمُونَ - (ال

(عمران، ٤٢: ٣)

“যখন ফেরেশতা সকল বলে ছিলেন : হে মরিয়ম! আল্লাহ্ তাবারক তায়ালা অবশ্যই আপনাকে বাছাই করেছেন এবং আপনাকে পবিত্রতা দান করেছেন। আর আপনাকে গোটা জাহানের সকল মহিলাদের মধ্যে পবিত্রতা দান করে বুর্জগী করেছেন। হে মরিয়ম! আপনি অতীব আজীজি এনকেছারীর সাথে তাঁর (আল্লাহ্) এবাদত বদেগী করে থাকেন। এবং সিজদাহ করেন এবং রঞ্জুকারীদের সাথে রঞ্জু করে থাকেন। হে রাসুল ﷺ! ইহা সবকিছু গায়েবের খবর, যা আমি (আল্লাহ্) আপনার নিকট ‘ওহী’ করে থাকি। এমতাবস্থায় আপনি তখন তাদের কাছে ছিলেন না। যখন তারা (কোরা চেলে কে লালন পালনের দায়িত্ব নিবে তার আন্দাজ করতে ছিল) নিজ কলম ফিকে দিয়ে ছিল এ জন্য যে, মরিয়ম (আ:) কে লালন পালনের দায়িত্ব কে পাবে। এবং আপনি ঐ সময়ও তাদের নিকটে ছিলেন না, যখন তারা এ বিষয় নিয়ে পরম্পর বিবাদ করতেছিল।”

ইহাইতো আল্লাহ্ তবারক তায়ালা কর্তৃক বয়ানকৃত মরিয়ম (আ:) এর মীলাদ নামাহ। এমনিভাবে ছেট ছেট কথাবার্তাও যেন (আল্লাহ্ তবারক তায়ালার) নজরের বাইরে রাখেননি। অথচ ইহা তাঁলীম তরবিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেমন- (আল্লাহ্) বলেছেন যে, তারা কোরা (লটারী) ধরে ছিল। তাঁদের কলম ফিকে দিয়েছিল। তারা পরম্পর বিবাদ করতে ছিল। পক্ষান্তরে হয়রত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে যিনি বর্ণনা করেন, তিনি যদি তাঁর (রাসুলে মকবুল ﷺ এর) অবস্থা ও ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা ও ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা করেন এবং পৃণ্যময় জন্য মুহূর্তের নিদর্শনাবলী সমূহ তুলে ধরেন, তা শুধু বরকতময় সুন্নতের অনুকরনই হবে না; বরং দ্বীনও ঈমানের মূল বা প্রকৃত বিষয়ই হবে। কেননা হয়তোবা কেহ এতটুকুন বুঝ বা ধারনা পেল যে, আল্লাহ্ তবারক তায়ালা যেখানে একজন পবিত্র ও সশ্রান্তিৎ মহিলা ওলী এর মীলাদ নামাহ বর্ণনা করেছেন, সেখানে হয়রত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ যিনি সৃষ্টির মূল, খোদ রববুল আলামীনের মাহবুব এবং কুল কায়েনাতের আবীয়া (আ:) গণের সর্দারে তাজ, তাঁর মীলাদ কেন বয়ান হবে না? তজুর নবী ﷺ এর মীলাদ নামাহ এর বয়ান কোন অবস্থায় বিদায়াত তো হবেই না, বরং ঈমানের অংশ, ঈমানের মূল বৃক্ষতত্ত্বাত্মক হয়েই।

(৪) میلاد نامہ یحییٰ علیہ السلام

৪. ইয়াহুইয়া (আ:) এর মীলাদ নামাহ

আল্লাহ ত্বারক তায়ালা কোরআনে হাকীমে হ্যরত ইয়াহুইয়া (আ:) এর মীলাদ নামাহও বিস্তারিতভাবে বয়ান ফরমায়েছেন। যখন তার মহান পিতা হ্যরত জাকারিয়া (আ:) হ্যরত মরিয়ম (আ:) এর পালিত সময়ের স্থানের (এবাদত খানার) উসিলা করে মরিয়ম (আ:) এর হজরা শরীফে দণ্ডয়মান হয়ে প্রার্থনা করছিলেন, সেই দোয়া কবুল করতে গিয়ে আল্লাহ রাকুল ইজ্জত এরশাদ ফরমায়েছেন-

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِنِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرْيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ . فَنَادَاهُ الْمُلِئَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصْلِي فِي الْمَحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحِيَّى مُصَدِّقًا بِكَلْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِينَ . قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلْمَانٌ وَقَدْ بَلَغْنِي الْكَبُرُ وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ . قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي أَيْةً قَالَ أَيْتُكَ أَلَا تَكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَذِكْرًا رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعُشَّى وَالْإِبْكَارِ . (ال عمران، ১৪-৩৮:৩)

“ঐ স্থানে জাকারিয়া (আ:) আপন প্রভূর দরবারে আরজ করলেন- তিনি বললেন হে মহান প্রতিপালক! আমাকে আপনার মহান তরফ থেকে পবিত্র আওলাদ প্রদান করুন। অবশ্যই তুমি দোয়া শ্রবণকারী। এখন ও পর্যন্ত তিনি ঐ হজরা শরীফে দণ্ডয়মান হয়ে নামাজে রত আছেন। (বা দোয়া করতে ছিলেন) এই অবস্থায় ফেরেশতাগণ আওয়াজ করলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ত্বারক তায়ালা আপনাকে (ফর্জন্দ) ইয়াহুইয়া এর শুভসংবাদ দিলেন। যিনি কালেমাতুল্লাহ (অর্থাৎ ঈসা আ:) এর দ্বীনকে সত্য প্রমাণকারী হবেন। তিনি সরদার হবেন। তিনি মহিলাদের (রগবতের) থেকে হেফজাত থাকবেন। এবং তিনি অতীব নেককার বান্দা গণের মধ্যে নবী হবেন। (জাকারিয়া) আরজ করলেন- হে আমার রব, আমার কি করে সন্তান হবে? কেননা আমার বার্ধক্য বা বৃদ্ধাবস্থা এসে গেছে। (এদিকে) আমার বিবি বঙ্কা। ফরমাইলেন : এমনি করে আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করে থাকেন (Salahatul Aayatun Wasathim) মহান প্রতিপালক! আমার জন্য

নির্দশন নির্ধারণ করে দিন। ফরমাইলেন : তোমার জন্য নির্দশন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত ইশারা-ইংগীত ব্যৱতীত কারো সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না। এবং বেশী বেশী আপন প্রভুকে স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধা তাছবীহ পাঠ করতে থাকবে।”

প্রকাশ থাকে যে, এখন পর্যন্ত হ্যরত ইয়াহুইয়া (আ:) এর জন্ম হয়নি। মাত্র দোয়া করুল হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ ত্বারক তায়ালা জন্মের পূর্বেই তাঁর বিভিন্ন গুনাবলির বর্ণনা দিলেন। এর পূর্বে সুরায় মরিয়ামে তার বেলাদাত সম্পর্কে পূর্ণ বর্ণনা এসেছে। যেখানে প্রথম রূকুতে সম্পূর্ণই ইয়াহুইয়া (আ:) এর জন্মের বর্ণনার জন্যই খাচকৃত। এ আলোচনা পবিত্র কোরআনে হাকীমেএভাবে শুরু করেছেন- ১.২
كَهِيْعَصْ - ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكْرِيَا (مریم - ১.২)

“কাফ, হা, আইন, ছয়াদ, (এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ এবং তার রাসূলই ﷺ ভাল করে জানেন।) ইহা আপনার প্রভূর তরফ থেকে রহমতের জিকির। (যা তিনি) তাঁর (পবিত্র) বান্দা যাকারিয়া (আ:) এর উপর (আলোচনা ফরমায়েছেন।)

এই আয়াতে মোবারক থেকে অবগতহলেম যে, পয়গম্বরগণের জন্মের আলোচনা (মীলাদ নামাহ) কোরআনে মজিদের ভাষায় আল্লাহ্ খাছ রহমত হয়ে থাকে। যখন হ্যরত ইয়াহুইয়া (আ:) এর মীলাদের আলোচনা স্বর্গীয় রহমত, তাহলে রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ এর আলোচনা বদরজায়ে উলা (প্রথম স্তরের) রহমত কেন হবে নাঃ মুহাম্মদ ﷺ এর জন্ম অপেক্ষা বড় রহমত আর কি হতে পারে়? অতএব জ্ঞানের কষ্টিপাথের এবং তর্কবাণিশদের ধারনায়ও মহান নবী মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ এর আলোচনা জিকরে রহমত।

কোরআনে মজিদে এর পূর্বে হ্যরত ইয়াহুইয়া (আ:) এর আলোচনায় রহমতের ধারাবাহিকতা থেকে এভাবে বয়ান ফরমায়েছেন

إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا . قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهْنَ الْعَظِيمُ مِثْيَ وَأَشْتَعَلُ
الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا . وَإِنِّي خَفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ
وَرَاءِي وَكَانَتْ اِمْرَاتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا . بَرْشُنِي وَيَرْثُ
مِنْ أَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا . يَزْكُرِي إِنَّا نُبَسِّرُكَ بِغُلْمَ إِسْمَهُ
يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلٍ سَمِيًّا . قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِيْ عُلْمٌ
وَكَانَتْ اِمْرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَيْنًا . قَالَ كَذَلِكَ قَالَ
رَبِّكُ هُوَ عَلَىٰ هِينِ تِكْ شَيْئًا . قَالَ رَبِّ

اجْعَلْ لِي أَيْدِي قَالَ أَيْتُكَ أَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثُلَثَ لَيَالٍ سُوِّيَّاً . فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمَحَرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَمِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّاً . يَبْخِسِي خُذ الْكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَاتْبِعْنِهُ الْحُكْمُ صَبِيَّاً . وَهَنَانَا مِنْ لَدُنَّ وَزْكُوَّةٍ وَكَانَ تَقِيَّاً . وَيَرَا بِوَالدِيهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيَّاً . وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلْدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَّثُ حَيَّاً . (مریم، ۱۵: ۳)

“যখন তিনি আপন প্রতিপালক (আল্লাহ রাবুল আলামীন) কে নীরবে আহ্বান করলেন। আবেদনের সূরে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার শরীরের হাড়গুলো বার্ধক্যের কারণে কমজোর হয়ে গিয়েছে এবং মাথার চুল অগ্নিরশ্মির মত সাদা হয়ে গিয়েছে। হে মাওলায়ে করীম! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করে কখনো বৈমুখ হইনি। এবং আমি আশংকা করতেছি আমার (বিদায়ের) পরে আমার (বেদ্বীন) স্বজনদের প্রতি। (যারা আমার পরে এই দ্বিনের নেয়মত না জানি ধ্বংশ করে ফেলে।) আমার স্ত্রী বক্ষ্য। সুতরাং তুমি আমাকে তোমার (খাচ) বারেগাহ থেকে এমন একটি ওয়ারিশ (সন্তান) দান কর, যে আমার মত (তোমার আসমানী নেয়মতের) উত্তরাধীকারী হবে। (আমার কর্মসূচী সে বাস্তবায়ন করবে।) এবং ইয়াকুব (আ:) এর আওলাদের (নবুওয়াতের ধারাবাহিকতায়) ওয়ারিশ হবে। হে আল্লাহ! তুমই তাকে তোমার প্রতি গ্রহণ যোগ্য তৈরী করে নাও। হে জাকারিয়া! নিশ্চই আমি তোমার এক পূত্রের সুসংবাদ শুনাচ্ছি। যার নাম হবে ইয়াহ্বীয়া। এর পূর্বে আমি এ নামে আর কাউকেও নামকরন করিনি। (জাকারিয়া আ:) আরজ করলো : হে আমার প্রভু! আমার সন্তান কি করে হবে? এমতাবস্থায় যে, আমার স্ত্রী বক্ষ্য। এদিকে আমার বার্ধক্যের কারনে আমি (চূড়ান্ত পর্যায়ে) শুকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছি। ফরমাইলেন : (তায়াজ্জুব হইওনা) এমনিই হবে। (ইহা) তোমার প্রতিপালক আল্লাহ বলতেছেন। এমনিভাবে (সন্তান পয়দা) করা আমার খুবই সহজ। (তুমি অবগত আছ) অবশ্যই এর পূর্বে তোমাকেও এমনি অস্তিত্বালীন থেকে পয়দা করেছি।

(জাকারিয়া আ:) আরজ করলেন : হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য কোন নির্দশন নির্ধারণ করে দিন। (আল্লাহ তবারক তায়ালা) এরশাদ ফরমাইলেন- তোমার জন্য নির্দশন এই যে, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিন রাত (ও দিন) কোন লোকের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না। অতঃপর (জাকারিয়া আ:) ঐ হজরা শরীফ থেকে বাহুবির হয়ে জাকারিয়ে মাসলেন এবং লোকদের প্রতি

ইশারা ইংগীত করলেন। (বুঝাতে লাগলেন) যে, তোমরা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর তাছবীহ পাঠ করতে থাক।

হে ইয়াহইয়া (আমার) কিতাব (তাওরাত) দৃঢ়তার সাথে ধারন করে রাখ। এবং আমি তাকে শৈশব থেকেই নবুওয়াত এবং হেকমত প্রদান করেছি। আমি আমার খাচ রহমতের মাধ্যমে তাকে কষ্ট সহিষ্ণ ও পবিত্রতার দ্বারা (বিভূষিত) করেছি। যার ফলে অত্যন্ত পরহেজগার খোদা ভীতি সম্পন্ন ছিল। এবং আপন পিতামাতার সাথে অতীব সন্দৰ্ববহারকারী ছিলো। কখনো সে অন্যান্য সত্তানদের ন্যায় অবাধ্য ছিল না। এবং ইয়াহইয়া (আ:) এর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর মীলাদের দিন, তাঁর ওফাতের দিন এবং যেদিন তাকে জীবিতাবস্থায় পূণরুত্থিত করা হবে।”

সূরায়ে মরিয়াম এর পহেলা পূর্ণ রুক্ত হ্যরত ইয়াহইয়া (আ:) এর বর্ণনার জন্য যেন ওয়াক্ফকৃত। যার মধ্যে প্রথম থেকে তাঁর জন্ম সম্পর্কিত আলোচনা এসেছে যে, কিভাবে তার মহান পিতা হ্যরত জাকারিয়া (আ:) তাঁর জন্মের জন্য বিশ্বপ্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা জানিয়েছেন। কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ইয়াহইয়া (আ:) এর জন্মের শুভ সংবাদ জানালেন। যখন তিনি তায়াজ্জব প্রকাশ করলেন, তখন আল্লাহ রাকুল আলামীন তাঁর কুদরতী ক্ষমতা বর্ণনা করলেন। উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াহইয়া (আ:) এর জন্মের সময় আল্লাহ তবারক তায়ালা তাঁর মাহবুব পয়গঘরের মধ্যে কি কথা-বার্তা হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ কোরআনে কারীমে উপস্থাপিত হয়েছে। অতঃপর হ্যরতে ইয়াহইয়া (আ:) এর আত্মিক অবস্থান এবং চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে বিশেষ কিলকাল (কথা বার্তা) ও আলোচনায় স্থান পেয়েছে। হ্যরত ইয়াহইয়া (আ:) এর জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর চারিত্রিক বিভিন্ন বিষয়াবলি আলোচনাতে তার জন্মদিন, ইয়াওয়ে বেছাল (ওফাতদিন) এবং পূণরুত্থান দিনের(কিয়ামতের দিন উঠানো) উপর সালাম (শান্তি) প্রদানের মাধ্যমে আলোচনা শেষ করেছেন। কোরআনে হাকীমে এই খুটিনাটি বিষয় তুলে ধরার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, একজন বুজুর্গ বরতর নবী হ্যরতে ইয়াহইয়া (আ:) এর জন্মের তৎপর্য উপস্থাপন করা, যার ফলে পাঠক জীবনে (তাঁর কুদরতি শক্তি ও আবেগের বিষয়) জাগ্রত হয়। ইহাই ছিল হ্যরত ইয়াহইয়া (আ:) এর মীলাদ নামাহ যা পবিত্র কোরআনে তেলাওয়াত করা হয়। আর এই তিলাওয়াতের মাধ্যমে যেমন পৃণ্যলাভ হয়, তেমনি ইয়াহইয়া (আ:) এর জন্ম ইতিহাস জেনে নসিহত গ্রহণ করা হয়। মীলাদ তো ইহাই। রাসূলেপাক এর মীলাদ তো এমনিই আলোচনার বিষয়। তা বেদায়াত কেন হবে? কোরআনে এসেছে কোরআনের ভাষায় আর উচ্চতেরা তা আলোচনা করবে তার *Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*
(Salalatoh Alayhi Wasallim)

নিজ ভাষায়। আল্লাহ ত্বারক তায়ালা যেমনি জন্ম, ওফাতও পূর্ণরূপান্বের উপর সালাম পেশ করেছেন অনুরূপ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর জন্মের উপর তথা গোটা সীরাতের এবং ওফাতের উপর সালাম পেশ করবে, তা যারা বেদায়াত বলবে তারা কি মুসলমান?

(৫) مِيلَادُ نَامَهُ عَيْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৫. ঈসা (আ:) এর জীবন ইতিহাস

হ্যরত মরিয়ম (আ:) এর মীলাদ নামাহ এর পরে তাঁর ফর্জন্দ (সন্তান) হ্যরত ঈসা (আ:) এর মীলাদ নামাহও পবিত্র কোরআন মজিদে বর্ণনা এসেছে। সূরায়ে মরিয়ামের পরিপূর্ণ একটি ঝুঁকু হ্যরত ঈসা (আ:) এর মীলাদ নামাহ এর উপর উৎকলিত। যার মধ্যে তার বেলাদাতের পূর্বে তাঁর মহামহীম মাতাকে এই সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এর বিস্তারিত পবিত্র কোরআন মজিদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

إِذْ قَالَتِ الْمَلِئَكَةُ يُمَرِّيْمُ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكُلِّمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ
عِيْسَىٰ ابْنُ مَرِيْمٍ وَجِيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالاِخْرَيْ - وَمِنَ الْمُقْرَبِيْنَ - وَبِكُلِّمَ
النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصُّلْحِيْنَ - قَالَتِ رَبِّ اَنِّي يَكُونُ لِي
وَلْدٌ وَكُمْ يَمْسِيْنِي بَشَرًا - قَالَ كَذِلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضَى
اَمْرًا فَانِّي مَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - (ال عمران، ৪৭.৩৫:৩)

“যখন ফেরেশতা সকল বললেন, হে হ্যরত মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর তরফ থেকে একটি কলমাহ এর (খাছ বাক্যের) সুসংবাদ দিতেছেন। যার নাম হবে মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম। সে দুনিয়া ও আখেরাতে সশান্তিত এবং মর্যাদাশীল হবে। আর আল্লাহ ত্বারক তায়ালার খাছ নেকট্য প্রাণ্ড বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং লোকদের সাথে দোলনায় এবং প্রাণ্ড বয়সে (একই ভাবে) কথাবার্তা বলবে। এবং আল্লাহ ত্বারক তায়ালার নেককার বান্দাদের মধ্যে শামিল থাকবে। (মরিয়ম) আরজ করলো- হে মহান প্রতিপালক! আমার জন্য আবার কি করে সন্তান হবে। এই অবস্থায় যে, আমাকে তো কোন পুরুষ হাত পর্যন্ত স্পর্শ করেনি! এরশাদ হলো, এমনি ভাবেই আল্লাহ ত্বারক তায়ালা যা ইচ্ছা পয়নি করেন। যখন কোন কাজ (করার) জন্য (নিজের মধ্যে) চূড়ান্ত ফয়সালা করেন; তখন তার জন্য শুধু এতটুকু ফরমান যে, ‘হয়ে যাও’ সাথে সাথে উহা হয়ে **Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa**
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

‘মতঃপর হ্যরত ঈসা (আ:) এর জন্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে পূর্বের ন্যায় ছোট ছোট খুটিনাটি বিষয়েরও বয়ান এসেছে। কিভাবে জিবরাইল আমীন (আ:) আসলো এবং সে কিভাবে রহ ফুকলো এবং কিভাবে হ্যরত মরিয়ম (আ:) নির্ভরশীল হলেন। গর্ভখালাস কালীন সময়ের কষ্টের বিষয়ও আলোচনায় এসেছে। মহিলাদের লজাঙ্কর বিষয় যা অবশ্যঙ্গবী তা নিয়েও আলোচনা এসেছে। অতঃপর যখন আল্লাহর হুকুমে গর্ভপাত হয়ে সে নিরিবিলি হয়ে গেল, তাও আলোচনায় এসেছে। এর পরে একথাও বর্ণনায় এসেছে যে, কিভাবে কষ্ট দূর করার জন্য অল্লাহ তবারক তায়ালা কুয়ার মাধ্যমে সুসাদু পানি প্রবাহিত করে দিলেন, তাজা খেজুর দিলেন, যা খাওয়ার সাথে সাথে কষ্ট দূর হয়ে গেল। জন্মের সুস্ক মৃহূর্তের কথাও এসেছে। জন্মের পরে যখন তিনি নবজন্মের শিশুকে নিয়ে নিজ কাওমের নিকট ফিরে এলো এবং তারা তাকে উপহাস বা ধিক্কার দিল, সে আলোচনাও স্থান পেয়েছে। সেই উপহাসের জবাবে দোলনার শিশু হ্যরতে ঈসা (আ:) কথা বলেছেন, তাও আলোচনা হয়েছে। এই সম্পূর্ণ অবস্থা আল্লাহ রাবুল ইজ্জত এমনভাবে বর্ণনা করেছেন- এরশাদ হয়েছে-

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَبِ مَرِيمَ إِذْ أَنْتَبَدْتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا
فَاتَّخَذْتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا
سَوِيًّا . قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا . قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ لَا هَبَّ لَكَ غُلْمًا زَكِيًّا . قَالَتْ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَلَمْ
يَمْسِسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيًّا . قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلَىٰ هُنَّ
وَلَنْ جَعَلَهُ أَيَّةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ إِمْرًا مَقْضِيًّا . فَحَمَلَهُ
فَانْتَبَذَتِ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا . فَاجْأَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ
قَالَتْ يَلِيَّتِنِي مِنْ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا . فَنَادَهَا مِنْ
تَحْتِهَا أَلَا تَحْزُنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّكَ تَحْتَكَ سَرِيًّا . وَهُنَّزِي إِلَيْكَ بِجَذْعِ
النَّخْلَةِ تُسْقطَ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا . فَكُلِّي وَاشْرِبِي وَقُرِئِي عَيْنِيَا فَامْلِمْ
تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكِلِمْ
الْيَوْمَ اِنْسِيًّا . فَاتَّبَعَهُ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ . قَالُوا يَمْرِيمَ لَقَدْ جَنِ
شِيًّا فَرِيًّا . يَا أَحْمَدَ هَذِهِ مِنْ سَوِيٍّ وَمَا كَانَتْ أَمْكَنْ
Bangladesh Anjuman e Khadeedne Mostofa
Sallalahu Alayhi Wasallim

بَغِيَّا - فَاشَارَتْ إِلَيْهِ قَاتِلُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا .
 قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ - أَتَنِي الْكِتْبَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا - وَجَعَلْنِي مُبَرِّكًا
 أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوَةِ مَا دُمْتُ حَيًّا - وَبَرَا ،
 بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًّا - وَالسَّلْمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلُودِي وَيَوْمَ
 أَمْوَاتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا - ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
 يُمَتَّرُونَ - مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلِدٍ سُبْحَنَهُ - إِذَا قَضَى أَمْرًا
 فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . (مریم - ۳۵) (۱۶)

“এবং হে (হাবীবে মুকারুম স:) আপনি কিতাবে (কোরআনে মজিদে) মরিয়ম এর স্মরণ করুন। যখন সে নিজ পরিবার পরিজন থেকে ভিন্ন হয়ে (ইবাদতের জন্য নির্জনতা অবলম্বন করে ছিল) পূর্ব এলাকায় চলে আসলো (তার দ্বারা মূল উদ্দেশ্য নিজেকে পর্দায় আনয়ন করা।) অতএব সে তাদের থেকে পর্দা করে নিলেন। তখন আমি তার নিকট আপনি রূগ্ধকে (অর্থাৎ জিব্রাইল ফেরেশতা) প্রেরণ করলাম। অতএব জিব্রাইল তাঁর সামনে পরিপূর্ণ মানবীয় ছুরাতে (তাঁর নিকট) প্রকাশ হল। (মরিয়ম) বললো, অবশ্যই আমি তোমার থেকে (খোদায় রহমানের পানাহ ক্ষমা) পার্থনা করি, যদি তুমি তাঁর (আল্লাহর) থেকে ভয় রাখো। (জিব্রাইল) উভরে বললো, আমি তো শুধু তোমার প্রভূর তরফ থেকে প্রেরিত। (এ জন্য এসেছি) যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান উপহার দেব। (যা আল্লাহ প্রদত্ত) (মরিয়ম) বললো, আমার সন্তান কি করে হতে পারে? যেখানে আমাকে কোন এন্সান সামান্য স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন! এবং আমি কোন বদকারও নই। (জিব্রাইল) বললো, (আশ্চর্য হবে না) এমনি ভাবেই হবে। তোমার প্রভূ ফরমাইতেছেন যে, ইহা (এ কাজ) আমার জন্য অতি সহজ। এবং (ইহা এজন্য হবে) যে, ইহা আমি ঐ সকল আগত লোকদের জন্য নির্দেশন এবং নিজ তরফ থেকে রহমত বানিয়ে দেই। এবং এই আমর (হুকুম পূর্ব থেকেই) চূড়ান্ত হয়ে আছে।

অতএব মরিয়ম উহা গর্তে ধারন করে নিল। এবং (আবাদী এলাকা থেকে) ভিন্ন হয়ে দূরে একটি (নির্জন) স্থানে গিয়ে বসে গেলেন। অতঃপর প্রসব-বেদনা তাকে একটি খেজুর বৃক্ষের নিকট নিয়ে আসলেন সে (অস্থির অবস্থার মধ্যে) বলতে লাগলো, হায়! আমি যাদি কোন অবস্থায় একেবুর্জে মরতে পরিতাম! (আমার মৃত্যু *Bangladesh Anjuman Ashkelman Mazarat-e-Piaratam!* (Sallallaho Alayhi Wasallim))

হয়ে যেতো) এবং আমি সম্পূর্ণই মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। অতঃপর তার নিম্নে থেকে (জিরাইল অথবা খোদ ঈসা) আহ্বান আসলো যে, ‘তুমি প্রেসান হইও না।’ নিশ্চয়ই তোমার প্রভু তোমার নিম্নভাগ দিয়ে একটা নহর প্রবাহিত করে দিয়েছেন। (অথবা তোমার নিম্নভাগ দিয়ে একটি আজিমুশ্যান এনসান পয়দা করে তা শুইয়ে দিয়েছেন।) এবং খেজুর বৃক্ষের শাখাকে (তোমার) নিজের দিকে এমনিভাবে হেলিয়ে দিলেন যে, সে তোমাকে তরতাজা পাকা খেজুর ঢেলে দিলেন। অতঃপর তুমি খাও এবং পান কর। এবং (আপন সুন্দর খোবচুরাত আওলাদ দেখে) আঁখি ঠাণ্ডা কর। অতঃপর যদি কোন মানুষ দেখ, তা হলে (ইশারা ইংগীতে) বল যে, আমি (খোদায়ে) রহমানের জন্য (চুপ থাকার) রোজা মান্নত করেছি বিধায়, আমি আজকের কোন মানুষের সাথে ইচ্ছা করেই কথা বার্তা বলব না।

অতঃপর সে উহাকে (বাচ্চাকে) আপন (ক্রোড়ে) নিয়ে নিজ কাওমের নিকট চলে আসলো। তারা বলতে শুরু করলো— হে মরিয়ম! নিশ্চিত রূপে তুমি খুবই আশ্চর্য জিনিস নিয়ে এসেছ। হে হারুনের ভগ্নি, তোমার বাবা খারাপ লোক ছিল না আর তোমার মাও খারাপ চরিত্রের ছিল না। এই সময় মরিয়ম নিজ সন্তানের প্রতি ইশারা করলেন। (বললেন, এ প্রশ্নের জবাব সন্তানকে জিজ্ঞেস কর।) তারা বললো আমরা এই সন্তানের সাথে কিভাবে কথা বলব? যা এখনো দোলনার শিশু, (বাচ্চা স্বয়ং) বলতে শুরু করলো, ‘নিশ্চই আমি আল্লাহ্‌র বান্দা।’ তিনি (মহান প্রভু) আমাকে কিতাব প্রদান করেছেন এবং আমাকে নবী^র রূপে প্রেরণ করা হয়েছে। আর আমি সেখানেই অবস্থান করব, তিনি আমাকে আপাদমস্তক বরকতময় করেছেন। এবং যতদিন জীবিত থাকব (প্রভু) আমাকে যাকাত ও নামাজের হুকুম প্রদান করেছেন। আর আমার মায়ের সাথে সন্দ্বিহার করার জন্য তাগিদ করেছেন। এবং তিনি আমাকে বিদ্রূপকারী বদ্ব্যুত তৈরি করেননি! এবং আমার মীলাদের দিন, আমার মৃত্যুর দিন এবং ঐ দিন যেদিন আমাকে জেন্দা করে পৃণৰুথান করবেন, এই সকল দিনের উপর (আল্লাহ্‌র) সালাম বর্ষিত হচ্ছে। এই সেই মরিয়মের তনয় ঈসা, ইহাই সত্য কথা, যে বিষয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করতো। আল্লাহ্‌র ইহা শান হতে পারেনা যে, (সে কাউকে নিজ) সন্তান তৈরী করবে। তিনি বরং এ সব থেকে পৃতঃপবিত্র। তিনি যখন কোন কাজের ফয়সালা ফরমান, তখন শুধু এই হুকুম প্রদান করেন ‘হয়ে যাও’ সাথে সাথে উহা হয়ে যায়।’

(৬) میلاد نامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ৬. মুহাম্মদ মুস্তফা (স:) এর জীবন কাহিনী

পূর্বের পৃষ্ঠা সমুহে আলোচিত আস্থিয়া (আ:) এর মীলাদ নামাহ এর শিরোনাম থেকে এমন এক আস্থিয়ায়ে কেরাম এর মীলাদ নামাহ উপস্থাপন করছি যার মীলাদ পাঠ করেছেন স্বয়ং খোদায়ে রহমান। কোরআনে কারীমের বরাত দিয়ে এই আস্থিয়ায়ে কেরামের (আ:) মীলাদ নামাহ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এই যে, আস্থিয়ায়ে কেরামের জন্মের ঘটনাবলি, তাঁদের পরিপূর্ণ কামালিয়াত, বরকত এবং তাদের প্রতি রবের কারীমের অনুরাগ সমূহের আলোচনা করা সম্পূর্ণ রূপে সুন্নতে এলাহী। (আল্লাহর মনোনীত সুন্নত) আর এই সুন্নতের বরকত বারবার পৃণৱাবৃত্তি কোরআনে মজিদেরই মান্থা বা প্রদ্বন্দ্বি। (কেননা উহা পৃণ্যের উপাদান।) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হজুর নবী করীম এর পূর্বের আস্থিয়ায় কেরামের আলোচনা তো অবশ্যই কোরআনে এসেছে, তা হলে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এর জন্ম বৃত্তান্ত কি পবিত্র কোরআনে পাকে এসেছে? এ প্রশ্নের জবাব এভাবে যে, নির্দিষ্ট নবী মুহাম্মদ এর জন্ম ইতিহাস কোরআনে মজিদে স্ববিস্তারে মৌজুদ। কেননা যিনি নবীদের নবী, সৃষ্টির মূল, যার উদ্যোগে, যার মাধ্যমে এ কুল কায়েনাতের সৃষ্টি, তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত কোরআনে থাকবে না, তা হলে কোরআনে কারীম তার উপর কেন নাজিল হল? যিনি একমাত্র নবী, যার সৃষ্টি ও জন্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা এসেছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য নবীদের মধ্যে কারো জন্ম আছে সৃষ্টি নেই, আবার কারো সৃষ্টি আছে জন্ম নেই। অথচ নবী মুহাম্মদ এর সৃষ্টি ও জন্ম উভয়েই মহা গ্রন্থ আল কোরআনে বিদ্যমান।

মহিমাক্ষিত এই কোরআন পাঠে একথা সুন্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ্ রববুল ইজজত কোরআনে মাজীদে আপনি বরগুজিদা আস্থিয়া (আ:) এর বেলাদাতের আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের শান-মান জাগ্রত করেছেন। ইহাই তাদের মীলাদ নামাহ। এখন কোরআনে মজিদের আয়াত সমূহের তাত্ত্বিকতার গাওর ফিকর করার (গবেষণা করার) পর জ্ঞান তৈরী হবে। এমনিভাবে যে, রবের করীম ইমামুল আস্থিয়া হজুর রহমতে আলম এর পূর্বে যত নবীগণের আলোচনা হয়েছে, তা শুধু তাদের বেলাদাতের সীমারেখা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এর আলোচনা এসেছে তখন তার শান-মানসহ পার্থক্য মূলক আলোচনা হয়নি, বরং তাঁর প্রসিদ্ধ জন্ম স্থানের ও তাঁর বাপ-দাদার এবং খোদ নবী **سَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** (Sallallaho Alayhi Wasallam) করেছেন।

আল্লাহ্ তবারক তায়ালা এরশাদ করেছেন-

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلْدَ - وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلْدِ وَوَالْدِ وَمَا وَلَدَ . (البلد . ١ . ٣ .)

“আমি শহরে ‘মক্কা’ এর কসম করতেছি (আয় হাবীবে মুকারুম!) এ জন্য যে, আপনি এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন। (হে হাবীবে মুকারুম স:) আপনার পিতা (আদম আ: অথবা ইব্রাহিম আ:) এর কসম এবং (তাঁর) কসম যিনি জন্ম হয়েছেন (এইমাত্র)।”

আল্লাহ্ তবারক তায়ালা মক্কা শহরকে কসমের উপযুক্ত এ জন্য করেননি যে, তথায় বায়তুল্লাহ্, হজরে আসওয়াদ, মুতায়াফ, হাতীম, মুলতাজিম, মাকামে ইব্রাহিম, আবে জম জমের কুয়া, ছাফা ওয়াল মারওয়া পাহাড়, ময়দানে আরাফাহ মীনা এবং মুজদালিফাহ অবস্থিত। বরং কসম খাওয়ার মূল কারন কোরআনের সুজ্ঞদর্শনে এই যে, এই শহরকে মাহবুবে খোদা ﷺ এর বসবাসের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তবারক তায়ালা শহরে মক্কার কসম করেছেন শুধু এই জন্য যে, এই মক্কার শহরে আল্লাহ্ হাবীব মুহাম্মদ ﷺ এর বাসস্থান। এর পরে তাঁর (আল্লাহ্ হাবীব ﷺ) এর সকল পিতৃপুরুষের কসম খেয়েছেন। এ কথা প্রণিধান যোগ্য যে, আল্লাহ্ তবারক তায়ালা কারো পয়দা হওয়ার কসম করেন নি, বরং শুধু একটি হাস্তির অঙ্গের জন্মের কসম খেয়েছেন।

হজুর নবী করীম (স) এর মোবারকময় আবির্ভাবের আলোচনা রাবুল আলামীন কোরআনে মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ করেছেন- যেমন আল্লাহ্ তবারক তায়ালা অন্য এক আয়াতে বলেছেন-

(١) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ . (البقرة . ١٥١)

“এমনি করে আমি তোমাদের মধ্যে (নিকট) তোমাদের মধ্য থেকেই (আপনা) রাসূল প্রেরণ করেছি।”

আবার অন্যস্থানে আল্লাহ্ তবারক তায়ালা এরশাদ ফরমায়েছেন-

(٢) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ

- (ال عمران . ١٦٤)

“অর্থাৎ নিচয়ই আল্লাহ্ তবারক তায়ালা মুসলমানদের উপর বড় এহ্সান করেছেন যে, তাদের প্রতি তাদের মধ্য থেকে মহা শ্রেষ্ঠতম রাসূল প্রেরণ করেছেন।”

অন্য একস্থানে কোরআনে রাসূলে পাক ﷺ এর আবির্ভাব সম্পর্কে অন্য ভাষায় এভাবে এরশাদ করেছেন *Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*
(*Sallallaho Alayhi Wasallim*)

(۳) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا^১
خَيْرًا لَّكُمْ (النساء - ۱۷۰)

“অর্থাৎ হে লোক সকল! অবশ্যই তোমাদের নিকট এই রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে মহা সত্যের সাথে তাশরীফ নিয়েছেন। অতএব তোমরা তোমাদের মঙ্গলের স্বার্থে ঈমান গ্রহণ করে আস।”

রাসূল প্রেরণ সম্পর্কে অন্য সূরায় এরশাদ হয়েছে-

(۴) يَا هَلَّ الْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّنَ الْكِتَبِ^২
تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَعْقِفُوا عَنِ الْكَثِيرِ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ^৩
نُورٌ وَكِتْبٌ مُّبِينٌ (المائدة، ۵-۱۵)

“অর্থাৎ হে আহলে কিতাব! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আমার (এই) রাসূল তাশরীফ এনেছেন, যিনি তোমাদের জন্য এমন বহুত কথাবার্তা (সুস্পষ্টভাবে) প্রকাশ করবেন, যা তোমরা কিতাবের মধ্যে ছুপিয়ে রেখেছিলে। এবং (তোমাদের) বহু বিষয় থেকে ক্ষমা করে দিবেন। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে একটি নূর (অর্থাৎ হ্যারত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ) এসেছেন আর একখানা প্রকাশ্য কিতাব। (বিধিমালা) অর্থাৎ (কোরআনে মাজিদ) ”

(۵) يَا هَلَّ الْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فِتْرَةٍ مِّنَ
الرَّسُولِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ^৪
وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (المائده، ۵)

“হে আহলে কিতাব, অবশ্যই তোমাদের নিকট (এই শেষ জামানার) রাসূল, প্যাগম্বরগণের আগমনের (ধারা বাহিকতা) বিলুপ্ত হওয়ার মুহূর্তে ড্রবতীর্ণ হয়েছেন বা তাশরীফ নিয়েছেন। যিনি তোমাদের জন্য (আমার আহকাম) উন্নমরণে প্রকাশ করবেন। (এজন্য যে,) তোমারা (ওজর খাহী করতে অবস্থায়) বলতে থাকবে যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদ দাতার আগমন হয় নি এবং কোন ভয় প্রদর্শনকারীও আসেনি। (এখন তোমাদের এই খোড়া যুক্তির অবসান হল।) কেননা তোমাদের নিকট (শেষ জামানার শেষ) সুসংবাদ দাতা এবং ভীতি প্রদর্শন কারীর আগমন হয়েছে। আল্লাহ সর্ব জিনিসের উপর মহা শক্তিধর।

(۶) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ^৫
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوِيَ رَحِيمٌ^৬ (التسوّف - ۱۷)

Bangladesh Anjumane Ashekaante Mostofa

(Sallallahu Alaihi Wasallam)

(۱۷)

“নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে (একজন আজমতওয়ালা) রাসূল তাশরীফ গ্রহণ করেছেন। তোমাদের উপর কোন কষ্ট ও বিপদ মিছিবত এসে যাওয়া তাঁর উপর কঠিন ব্যাপার। (হে লোক সকল!) সে তোমাদের জন্য (মঙ্গল ও হেদায়াতের) ব্যাপারে অতীব কামনাকাংখী আর বিশেষ করে মোমেনদের জন্য তিনি অত্যন্তই দয়ালু এবং অসীম রহমত ফরমানে ওয়ালে (করুনাময়ী)।”

(٧) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ . (الأنبياء - ١٠٧)

“এবং (হে রাসূলে মৃহত্তাশাম!) আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, বরং গোটা জাহানের জন্য রহমত স্বরপ। (রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি।)”

(٨) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ أَيْتَهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ . (الجمعة - ٢)

“অর্থাৎ তিনি সেই, যিনি অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন (শ্রেষ্ঠতম) রাসূল (স) কে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের উপর তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনিয়ে থাকেন। এবং তাদের (প্রকাশ্য এবং গোপনীয়) সকল দিক থেকে পবিত্র করে থাকেন। এবং তিনি কিতাব ও হেকমতের তা'লীম (শিক্ষা) দেন। নিশ্চয়ই তারা (ঐ সকল লোক) তাঁর (তাশরীফ গ্রহনের) পূর্বে প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।”

(٩) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا . (المزمول - ١٥)

“অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর এক রাসূল প্রেরণ করেছি।”

বর্ণিত আয়াত সমূহে হজুরে আকরাম ﷺ এর বিশ্ব জাহানের রং বাতাসে তাশরীফ গ্রহনের আলোচনা মূলত জন্মের আলোচনাই বটে। যদি উল্লেখিত আয়াত সমূহের প্রতি গভীর মনোযোগ আকর্ষন করা যায়, তা হলে জ্ঞাত হওয়া যাবে যে, আল্লাহ্ তবারক তায়ালা তাঁর মাহবুব ﷺ এর জন্মের আলোচনা বিনা পার্থক্যে গোটা মানব জাতির জন্যই করেছেন। যার মধ্যে তামাম আহলে সৈমান ছাড়াও সকল আহলে কিতাব, কুফ্ফার ও গোটা মুশরিকিন পর্যন্ত শামিল হয়েছে। সকলকেই জানিয়ে দেয়া হল, নোটিশ করা হচ্ছে যে, হাবীবে খোদা মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ তা'শরীফ গ্রহণ করেছেন। শুধু কি তাই! বরং হজুর ﷺ এর শুভাগমন কুল কায়েনাতের জন্য নেয়ামত ও রহমত সাব্যস্ত করলেন। আল্লাহ্
 Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
 (Sallalahu Alayhi Wasallim)

গ্রহণের আলোচনা এতই শান-মান ও তাৎপর্যের সাথে লাগাতারভাবে করেছেন যে, কেহই যেন বলতে না পারে যে ইহা সাধারণ কথা বার্তা।

উল্লেখিত পবিত্রতম আয়াত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তবারক তায়ালা উশ্মতে মুসলিমাকে ইহা বুঝিয়ে দিলেন যে, আমার মাহবুবের জন্মের (বেলাদাতের) আলোচনা কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল বংশের উপর অবশ্য কর্তব্য। অতএব ভাবতে থাক যে জন্মের বা বেলাদাতের আলোচনার মধ্যে ফল বা ফায়েদা কি? উক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে কোরআনে মজিদের শত-সহস্র আয়াতের প্রতি আবজাই প্রমাণ করে।

কেননা আবিয়ায়ে কেরামের (আ:) জন্মের আলোচনা এবং সঠিক মীলাদ নামাহ কোরআনে সন্ধিবেষণ করে তা তেলাওয়াতের নির্দেশ দেয়া সম্পূর্ণই আল্লাহর ইচ্ছা। (অর্থাৎ রাসুলগণের সেই মীলাদ নামাহ এর আয়াত তেলাওয়াত করলে পূর্ণ হবে। যা পাঠ করতে কোরআনে ও হাদীসে নির্দেশ সহ তাগিদ এসেছে।) অতএব আমরা যখন হজুর নবী করীম ﷺ এর আলোচনা সূচনা থেকে মীলাদ পাঠ করতেছি তাতে তো আমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করতেছি। যা সম্পূর্ণ সুন্নতে এলাই।

অতএব এ সকল আয়াতের প্রতি গবেষণা করলে দেখা যাবে যে, উক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ তবারক তায়ালা তার মাহবুব ﷺ এবং বুর্জুর্গ বান্দাদের জন্মের আলোচনাই করেছেন। আরো গভীর মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে যে, আয়াতে উল্লেখিত ঘটনাবলী উশ্মতে মুসলিমার তালীম তারবিয়াতের কোন বিষয় নয়, বরং আর্বিভাব ও সূচনা লগ্নের ঘটনা পুঁজি। অতএব ইহাই বাস্তব যে, এই সকল আলোচনার উদ্দেশ্য আবিয়ায় কেরামের মীলাদ নামার বয়ান করা। (যার তেলাওয়াত বা আলোচনা সুন্নতে এলাইর বাস্তবায়ন।)

میلاد نامہ انبیاء سے میلاد نامہ مصطفیٰ ﷺ وسلم تک
আবিয়া (আ:) এর জন্ম ইতিহাস থেকে মুহাম্মদ মুস্তফা আলামাহার প্রাপ্তি আলামাহার প্রাপ্তি পর্যন্ত আল্লাহ রাকুল ইজ্জত তাঁর বরগুজিদা আবিয়া (আ:) এর বেলাদাতের আলোচনা এতই তাৎপর্যের সাথে করেছেন যে, মানবীয় খেয়ালের চিন্তা চেতনা পর্যন্ত বয়ান করেছেন। হ্যরত ইয়াহইয়া (আ:) এর জন্ম বৃত্তান্ত, জন্মের ঘটনাবলী পাঠ করলেই তার বাস্তবতা জেহেনে চলে আসবে যে, যখন তাঁর মহান পিতা হ্যরত জাকারিয়া (আ:) মরিয়মের (আ:) এর হুজরা শরীকে তাশরীফ গ্রহণ করলেন Bangladesh Anjuman e Ashekaane Mostoja (সেই স্থানটি রহমতের এবং তাঁর নিকট বেমৌমুরী/মুসলিম মুল্লায় দেখতে আবেদন

পাক পবিত্র স্থান ও দোয়া কবুলিয়াতের যথোপযুক্ত ঘর) মনে করে ঐ স্থানেই একটি সন্তানের জন্য ফরিয়াদ জানালেন। (দোয়া করতে দেরী কবুল হতে বিলম্ব হল না।) জবাব আসলো, তোমার জন্য শুভ সংবাদ, তোমাকে পুত্র সন্তান প্রদান করা হবে। মানবীয় অবস্থায় অন্তরে চিন্তা আসলো, (আমি রহমতের স্থানে বসে দোয়া করার সাথে সাথে তা কবুল হয়ে গেল) সত্য, কিন্তু আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি, তা সত্ত্বেও আমার স্ত্রী বদ্ধা। তারপরেও (আল্লাহ আমাকে) সন্তান দিবেন কি করে?

এই খেয়াল অন্তরে তৈরি হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তবারক তায়ালার মহান দরবারে ফরিয়াদের সূরে প্রশ্ন করে বসলো। এই খেয়ালের প্রশ্নের জবাবও আল্লাহ তবারক তায়ালা তাঁর কোরআনে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বরং তার পরের পরিনাম ফল কি হবে, তখন কি করনীয়, এই সকল প্রশ্নের জবাব আল্লাহ কোরআনে পাকে দিয়েছেন। (আর তা-ই উদ্ধতে মোহাম্মদী তেলাওয়াত করবে, তাতে পৃণ্যও হবে। এখন জ্ঞানীজন এই অনুবাদ জেনে যদি পাঁচটা প্রশ্ন করে যে, এই সকল আয়াত একজন পয়গম্বরের জন্মের বিষয়, তা আমি তেলাওয়াত করলে কি হবে? এতে কোন ফল হবে? না, এ ধরনের প্রশ্ন তৈরী-ই হতে পারবে না। তাতে স্বীকার থাকবে না। বরং এই তেলাওয়াতেই এবাদত হয়ে যাবে।)

একইভাবে হ্যরতে সৈসা (আ:) এর সম্পর্কিত আয়াত মোতালেয়া (আলোচনা) করলেও অতিশয় সৈমান দৃঢ় হয় এবং গবেষণার খোরাক পাওয়া যায়। তার মধ্যে কোন কোন অংশ পাঠ করলে মন্তিক্ষে প্রশ্ন তৈরী হয় যে, এমনি করে সাধারণ বিষয় (কোরআনে) বয়ান করার কি প্রয়োজন ছিল? যেমন হ্যরত জিব্রাইল (আ:) থেকে শুরু করে হ্যরত সৈসা (আ:) এর জন্য পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর আলোচনা, প্রশ্বব বেদনার কষ্টের তাজকেরা, (আলোচনা) এমনকি হ্যরত মরিয়ম (আ:) এর অস্ত্রিতার (প্রেসানীর) সময় বলা হয়ে ছিল, (মরিয়ম হতবুদ্ধি হয়ে আক্ষেপ করে কি বলে ছিল।) ‘আফসুস! এর চেয়ে আগে-ভাগেই যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, আমার নামটা পর্যন্ত মানুষের অন্তর থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুছে যেত!

এমনি ধরনের কথাবার্তা উল্লেখ করে আল্লাহ তবারক তায়ালা উদ্ধতে মুসলিমাকে এই এলান (ঘোষনা) প্রদান করলেন যে, যেমনিভাবে কোরআন মাজিদে অন্যান্য আবিয়ায়ে কেরামের (আ) জন্ম হতিহাস অব্যায় অনুবিক্রিতার সাথে ঘটনা *Bangladesh Alimuzzaman Al-Jadiduzz Manzil*
(*Sallallaho Alayhi Wasallim*)

সমূহ আলোচনা করা হয়েছে, তেমনিভাবে যখন হাবীবে কিবরীয়া (শ্রেষ্ঠ বক্তৃ) আবিয়ায়ে কেরামের সরদার হ্যরতে মুহাম্মদ মুস্তফা^{সান্দেহাবশিষ্ট} এর কথাবার্তা আসছে এবং তাঁর জন্মের আলোচনা প্রকাশ করা হয়, তা হলে তোমরা হ্যরত আদম (আ:) এর বাতচিত (কথাবার্তা থেকে শুরু করে হ্যরতে আবদুল্লাহ পর্যন্ত আলোচনা কর এবং সাইয়েদা মা আমেনা (রা:) এর মাতৃকোল থেকে শুরু করে হ্যরতে মা হালিমা (রা:) এর অজপাড়াগাঁ পর্যন্ত সকল ঘটনাবলী বয়ান করতে থাক। যা পরিপূর্ণ কামালিয়াত ও বরকত মূলক দৃষ্টিকোনে এসেছে, তারও আলোচনা হতে হবে। ইহাই সুন্নতে এলাহিয়া এবং কোরআনের মানশা (চাহিদা)।

অন্যান্য আবিয়ায়ে কেরামের (আ:) বিষয় তো ওহী এলাহীর মাধ্যমে হজুর নবী করীম^{সান্দেহাবশিষ্ট} প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নবী মুহাম্মদ^{সান্দেহাবশিষ্ট} এর আলোচনা তো পরবর্তীতে আগমন কারীগণ করবেন। কিন্তু তিনি খাতামুন নাবীস্টিন। (শেষ নবী) তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। যিনি হজুর^{সান্দেহাবশিষ্ট} এর আলোচনা করতেন। আর সে জন্যই হজুর নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ^{সান্দেহাবশিষ্ট} এর আলোচনা পর্যালোচনা তাঁর উদ্দিতেরাই করবেন।

‘মীলাদ নামাহ মুস্তফা^{সান্দেহাবশিষ্ট}’ এই সকল ঘটনাবলিকে বলা হয়, যা হজুর নবী আকরাম^{সান্দেহাবশিষ্ট} এর পৃণ্যময় জন্মের পূর্বে এবং জন্মের সময়ের পরে প্রকাশ পেয়েছে। নুরে মোহাম্মদী^{সান্দেহাবশিষ্ট} হ্যরতে আদম (আ:) হইতে শুরু করে হ্যরত খাজা আবদুল্লাহ পর্যন্ত কিভাবে তাঁর পবিত্র পিঠ মোবারক থেকে (মা আমেনার) রেহেম মোবারকে স্থানান্তরিত হল। আপ^{সান্দেহাবশিষ্ট} এর বেলাদাতের বরকতে আল্লাহ তবারক তায়ালা মানুষের উপরে কি কি এহ্সান ফরমায়েছেন। রাসূলে মাকবুল^{সান্দেহাবশিষ্ট} এর আশেকগণ তো সারা বছর সর্ব মৃহৃতে (হজুর^{সান্দেহাবশিষ্ট} এর প্রেমের) গুণগুণানি করতে নিমগ্ন থাকে। হ্যাঁ যখনই মাহে রবিউল মাসের আগমন ঘটে, যা সেই মহান দরদি রাসূলে পূরনূর^{সান্দেহাবশিষ্ট} এর মীলাদের মাস। তখনই তাঁদের হৃদয় বীণায় রাসূল প্রেমের অগ্নীবিনা দাউ দাউ করে জুলে উঠে, তারা আর স্থীর থাকতে পারে না। যা নবী প্রেমের বাস্তবতা।

তারা আপন মাহবুব^{সান্দেহাবশিষ্ট} এর মহা জন্মের ও মহান আদর্শের আলোচনা-পর্যালোচনা^{Bangladesh দে পুরুষ মুসলিম এবং মহিলায়ে মুসলিমতের ও জেহেনকে} (Sallallaho Alayhi Wasallim)^{নূরময় করে আত্মত্পত্তি আনয়ন করতে থাকে। (যাকে কুরআনে ‘সাল্লিমু}

তাসলীমা' বলে আল্লাহ্ তবারক তায়ালা স্বয�়ং উপস্থাপন করেছেন।) আর তখন শুরু হয় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর প্রেমের প্রয়গাম সর্বস্তরে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য মাহফিলে মীলাদের বিশেষ তাৎপর্যময় অনুষ্ঠান পরিচালনার আয়োজন। আর সেই মীলাদ মাহফিলে রাসূল প্রেমিকগণ হৃদয়ের টানে প্রেমের আকিঞ্চনে ভীর জমায়। রাসূল প্রেমে ব্যাকুল হয়।

ইহা অতীব ঈমানাগ্নি প্রজ্জলিত হওয়ার মূল্য। এই মুহূর্তে আপন মাশুক রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর কুল জিসিম মোবারকের তৃষ্ণি দায়ক শুণগাণ করতে থাকে। কেহ ছুল মোবারক, কেহ চেহারা মোবারক আবার কেহ আরো অন্যান্য বিষয়াবলীর আলাপ চারিতায় আত্ম তৃষ্ণি লাভ করে। কেহ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর আনন্দময় দীদারের নিদর্শনাবলি, কেহ সবুজ গম্বুজের সৌন্দর্যময় দৃশ্যপটের বয়ান করতে থাকে, কেহ পবিত্র রওয়াজা মুবারকের সোনালী ঝিল্লির বর্ণনা করতে থাকে, কেহ মদীনা মুনাওয়ারার অলি গলির শান্ত পরিবেশ এবং এই শহরের তৃষ্ণি দায়ক আলোক রশ্মি ও শান্তিপ্রদ রওণক সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে থাকে। কেহ সাইয়েদা মা আমেনা (রা:) এর সেই ছোট নীড়ের আলাপ করতে থাকে। কেহ হ্যরতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর ধাত্রীমাতা হালীমা (রা:) এর শুভাগমন এবং আক্তা মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কে সংগে নিয়ে যাওয়ার মোজেজার কথা বার্তা বলতে থাকে। কেহ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম শিশুকালীন, শৈশবকালীন সময়ের আলাপ আলোচনা করে।

আবার কেহ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর শিশু কৈশৰ কালের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে প্রেমের আকিঞ্চনে চৌদ্দশত বছর পিছনে ঘুরে গিয়ে আলোচনা করতে থাকে। মূলতঃ রাসূল প্রেমীক হৃদয়ে এইমাসে মহবতের সংগীত প্রতিক্রিয়া হয়। মহবতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে (এই মাসে)। আক্তা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর জন্য ও বাছ্পান (শিশুকালীন) কালীন কথাবার্তা প্রেমের কারণেই অন্তর থেকে বের হয়ে আসে। ইহার সব কিছু এ জন্য যে, প্রেমের সংগীত শুনে আহলে ঈমান গণের অন্তরের ঘুমত রাসূল প্রেম (এই রবিউল আউয়াল মাসে) উদ্ভাসিত হয়।

পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা সমূহে কোরআনে মজিদের উদ্ভৃতি থেকে আবিয়া (আ:) এর মীলাদ নামাহ্ সমূহের বর্ণনার দ্বারা এই ধরনের প্রশ্নের উদ্বেক খন্ডিত হল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর জীবন চরিত সূচনার সূত্র ধরে বয়ান করার আবশ্যক কেন? যেমন-কিভাবে নরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম হ্যরত আবদুল্লাহ (রা:) এর পৃষ্ঠদেশের মাধ্যমে এসেছে? তারপর হস্তুমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম হয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি

বর্ণনার কি প্রয়োজন? কোরআনে মজিদে উল্লেখিত আবিয়ায়ে কেরাম (আ:) এর অবস্থা মীলাদের ঘটনাবলি পাঠের পরেও যদি কেহ এমনি করে ভাবে বা বুঝে যে, এসব বিষয় পাঠের কোন প্রয়োজন নেই। তা হলে তার এই মতবিরোধ বা তর্কের (মাধ্যমে প্রমাণ করে) সে কোরআনে হাকীমের প্রকাশ্য আয়াত থেকে না ওয়াকেফ। অবগত নয় শুধু কি তাই! বরং ইহা তার হঠকারী ধর্মভীকৃতার বহিঃপ্রকাশ। আর ইহাই তার সংকীর্ণ জ্ঞানের দলীল। (যা গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না।) পূর্বে উল্লেখিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে পবিত্র কোরআনে মজিদের উদ্বৃত্তি মোতাবেক এই সুস্ম বুঝ দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে, আবিয়া (আ:) এর জন্ম বৃত্তান্ত, জন্মের বিভিন্ন ঘটনাবলি, কামালিয়াত, বারাকাত এবং তাদের উপর বর্ষিত আল্লাহ ত্বরক তায়ালার কর্মনা সমূহের আলোচনা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালারই সুন্নত। যেহেতু তিনি তাঁর (আল্লাহ স্বয়ং) খোদ কোরআনে মজিদে ঐ সকল বিষয় শুলি খুল্মখোলা ভাবে বর্ণনা করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে হজুর নবী আকরাম এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করাও আল্লাহ তায়ালার সুন্নতের মধ্যে পরগণিত। যার ফলে কেয়ামত পর্যন্ত আগমন কারী রাসূল প্রেমিকগণ এমনিভাবে আলোচনা করতে থাকবে। এই আলোচনা কিভাবে হবে? সে নিময় পদ্ধতিও আল্লাহ স্বয়ং বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যখন মীলাদুন্নবী এর অবস্থা এবং ঘটনাপূঁজীর আলোচনা করব, তাও পূর্ববর্তী আবিয়া (আ:) এর মীলাদুন্নবীর আলোচনা অনুযায়ী আল্লাহ ত্বরক তায়ালার সুন্নত এবং কোরআনের আইন মোতাবেকই হবে। এ বিষয়ে অতীতের পৃষ্ঠা সমুহে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যেমন আল্লাহ ত্বরক তায়ালা সাবেক (পূর্ববর্তী) আবিয়া (আ:) এর মীলাদ নামাহ বর্ণনার প্রাককালে সাধারণ বিষয়টি যেমন দৃষ্টির অগোচরে রাখেনি, তেমনি সেই তরীকা এবং সন্নতে এলাহীর প্রতি দীর্ঘ দৃষ্টি নিবন্ধের মাধ্যমে আমরাও আমাদের নবী হাবীবে খোদা (আ:) এর মীলাদের মধ্যে তাঁর সৃষ্টি, আদর্শ, নূরানিয়াত এবং জন্ম বৃত্তান্তের তাত্ত্বিক হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করব।

আক্তা মাওলা হাবীবে আশরাফ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এর ধারাবাহিক সোনালী নছব নামাহ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর পিতা-মাতাও দাদা পরদাদার আলোচনা করতে হবে। আপ এর মীলাদ (জন্মের) মুহূর্তে দৃষ্টি আকৃষ্টকারী আশ্চার্যও বিবল ঘটনাবলি তাঁর খাছায়েছ সমূহ এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে হবে। যার সাথে তার **Bangladesh Ansarul Uloom Alayhi Wasallim** এর মীলাদের

(Sallallaho Alayhi Wasallim)

আলোচনা এসে যাবে, তখন এ সকল ঘটনাবলি হ্যরতে আদম (আ:) থেকে হ্যরত ইব্রাহিম (আ:) এবং হ্যরতে ইসমাঈল (আ:) এর সাথে মিলিত হয়ে হ্যরতে আব্দুল মোত্তালেব (রা:) এবং হ্যরত আবদুল্লাহ (রা:) থেকে কথাবার্তা শুরু করে কুল কায়েনাতের সম্মানিতা, সাইয়েদ্যদাহ মা আমেনা (রা:) এর একাকিঞ্চ এবং হ্যরতে হালীমা সাদিয়া (আ:) এর বস্তি পর্যন্ত চলে যাবে। যার ফলে এই জিক্ৰে জামিলের মিষ্টিস্বাদের মাধ্যমে আমাদের অন্তর (কুলব) এবং রহ খুশিতে ভৱপুর হয়ে যায় এবং এই সুন্দর অন্তর কাহিনী দৃষ্টি আকৃষ্ট করে অন্তরবীণায় স্থায়ী কাল্পনিক নকশা তৈরি হয়। জশনে মীলাদুন্নবী জামাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর লাগাতার অনুষ্ঠিত মাহফিল সমূহে উহাই আলোচনা হয়। যা রিসালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট।

এতদ্প্রেক্ষাপটে এভাবে বলা যে, এই ধরনের মীলাদ মাহফিল করা মায়াজাল্লাহ (আল্লাহ করুণ) না জায়েজ ও দুরুষ্ট নয়, কি করে সমুচীন হতে পারে? মাহফিলে মীলাদুন্নবী জামাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এবং তাঁর বৈধতার উপর কোরআন ও হাদীস থেকে বিস্তারিত দলিল সামনের পরিচ্ছেদ সমূহে আরো বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হবে।

بَابُ الْجَهَارِ الْأَطْوَرِ

جشن میلاد النبی ﷺ کا قران حکیم سے استدلال
میلادون نبی ﷺ

کुదرতے باری تায়লা বিভিন্ন বস্তুকে একে অপরের মোকাবেলায় পৃথক ভাবে সম্মান ও মর্যাদার মাধ্যমে সৌভাগ্যশালী করেছেন। বিভিন্ন অবস্থানের প্রেক্ষাপটে কোন কোন এলাকা অন্য এলাকার উপরে এবং বিভিন্ন দিন অন্যান্য দিনের উপর পৃথক পৃথক ভাবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে। এমনিভাবে আল্লাহু ত্বারক তয়লা স্বীয় বান্দাদেরকে একে অপরের উপর মর্যাদাও সম্মান প্রদান করে থাকেন। প্রেরিত রাসূল পয়গম্বরদের মধ্যেও একে অপরের উপর মর্যাদা প্রদান করে উৎকর্ষ সাধন করেছেন। যেমন : আল্লাহু ত্বারক তায়লার এরশাদে গেরামী-

تَلِكَ الرُّسُلُ فَضَلَّنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (البقرة - ٢٥٣)

“অর্থাৎ এ সকল প্রেরিত রাসূল (যাদেরকে আমি প্রেরণ করেছি) তাদের মধ্যে আমি একে অপরের উপর মর্যাদাশীল করেছি।”

আল্লাহু রাবুল ইজ্জত বিভিন্ন দিনকে অন্যান্য দিনের উপর, বিভিন্ন মাসকে দ্বিতীয় মাসের উপর এবং কোন কোন সময়কে অন্য সব সময়ের উপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করেছেন।

রম্যানুল মোবারক মাসের মর্যাদার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহু ত্বারক তায়লা এরশাদ ফরমান-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ . (البقرة - ١٧٥)

“রম্যান মাস সেই মাস, যে মাসে পবিত্র কোরআন অবর্তীণ হয়েছে।” ঐ বরকতপূর্ণ মাসের এক রাত্রি (লাইলাতুল কদর) কোরআন অবর্তীর্ণের রাতের প্রেক্ষাপটে অন্যান্য রাতের উপর প্রাধ্যান্য প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহু এরশাদ করেন- إِنَّ أَنْزَلَنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . (القدر - ١)

“অবশ্যই আমি এই ‘কোরআন’ পবিত্র কদরের রাত্রিতে অবর্তীণ করেছি।”

এমনিভাবে অন্যান্য পবিত্র স্থানের প্রেক্ষীতে একমাত্র মক্কা মোয়াজ্জমার শপথ

*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

করে উহাকে অন্য যে কোন শহরের উপর মর্যাদাবান করা হয়েছে। কেননা হজুরে পূর্বনূর بَلْ مَنْ বেশীরভাগ সময় ঐ শহরেই কাটিয়েছেন। এরশাদ ফরমান-

لَا أَقِسْمٌ بِهِذَا الْبَلْدِ - وَأَنْتَ حِلٌّ بِهِذَا الْبَلْدِ - (البلد. ১.২.)

“আমি এই শহরের (মক্কা মোয়াজ্জমার) শপথ করেছি (হে হাবীব স:) এজন্য যে, আপনি ঐ শহরে তাশরীফ গ্রহণ করেছেন।”

এমনিভাবে ঈমানও ইসলামের পরে মানবীয় জীবনের ইজ্জত, সশ্রান্ত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদার মাপকাঠি তাঁর জীবনে তাকওয়া বা পরহেজগারীর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। আল্লাহ্ বলেন-

إِنَّ أَكْرَمَ كُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ - (الحجرات. ১৩)

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট অধিকতর সশ্রান্তি ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে বেশি পরহেজগার হয়ে থাকে।”

বাস্তব উদ্দেশ্য মূলত এই যে, মহাজ্ঞানময় কোরআনে অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ্ তবারক তায়ালা বিভিন্ন স্থান এবং জিনিসের পবিত্রতা প্রকাশ ও তার শান-মান বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। যেমন- লাইলাতুল কদর হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম। রময়ানুল মোবারক অন্যান্য মাস অপেক্ষা সশ্রান্তিত। তেমনি রবিউল আউয়াল মাসের বৈশিষ্ট্য ও উচ্চতর মর্যাদা এজন্য হয়েছে যে, ছাহেবে কোরআন অর্থাৎ কোরআনের বাহক এই মাসে তাশরীফ গ্রহণ করেছেন। ইহা ঐ মহিমাবিত মাস, যে মাসে রব তায়ালায় কারীম মুমিনীনের উপর অসীম এহ্সান ফরমায়েছেন এবং তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ কে এই মাসেই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। স্বভাবতই রাসুলে মকবুল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর পৃণ্যময় জন্মের শুভাগমনে রবিউল আউয়াল মাসকে রাসুলেপাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর পৃণ্যময় জন্মের মৌসুম হিসাবে গণ্য করা হলে তা অবশ্যই যথাযোগ্য ও যথোপযুক্ত বিষয় ও বৈশিষ্ট্যে পরিষ্কৃত হবে। যার বিপরীত চিন্তা ঈমান ও আমলে ঘাটতি প্রমাণিত হবে।

۱۔ جشن نزول قران سے استد لال

১. মহাপবিত্র কোরআনের শুভ সূচনা থেকে দলিল

কোরআনে মজীদ আল্লাহ্ তবারক তায়ালার মহা পবিত্রবাণী এবং তাঁর গুণাবলী হওয়ার প্রেক্ষাপটে একক শান-মানের অস্তিত্ব রাখে। যার ফলে এই মহা গ্রন্থ আল কোরআনের নুজুল মানবের জন্য এক মহা নেয়মত। আর এই কোআনের জন্যই মানুষের জাতীয়ত্বের অঙ্গকার দৰীভূত হয়ে বিশ্বয়কর নূর প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষ সেই শরাফত গুরুত্বপূর্ণ কোরআনের আলোকে দৈয়ানীতের ও অস্তিত্বের সন্ধান

লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কোরআন আমাদেরকে পবিত্র ও সশ্নানের অস্তিত্ব প্রদান করেছে। আল্লাহর এই কিতাব স্রষ্টার নূরের একটি নূর নিয়ে শুভাগমন করেছে। আল্লাহ এরশাদ ফরমায়েছেন-

فَلَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكَتَبٌ مُبِينٌ۔ (المائدہ - ১০)

“বে-শখ তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে একটি নূর অর্থাৎ হ্যরত মুহাম্মদ ﷺ এসেছেন এবং আলোকজ্ঞল কিতাব অর্থাৎ কোরআন এসেছে।”

যখন কোরআনের জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহ্ রাবুল ইজত মানুষের প্রতি আজমতপূর্ণ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন তখন সেই মহা অস্তিত্বের আজমত এ ধারায় কি হবে। যার উপরে এই জীবন্ত কিতাব অবতীর্ণ হল, তাজাল্লিয়াত ও তাঁজীমের দ্বারা এন্সানের শ্রেষ্ঠত্বের পুঁজিও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করে উৎসমূল হৃদায়াত প্রাপ্ত হল, যার ‘অন্তর’ আল্লাহ তবারক তায়ালার মহা পবিত্র ওহীর ঠিকানায় পরিণত হল, সর্বোপরি উত্তম চরিত্র ও আদর্শে কোরআনের বক্তা মনোনয়ন করল। অতএব এই মহান নবী ﷺ এর উচ্চাসনের পরিসীমা কে নিরূপণ করতে পারবে?

মূল বিষয় তো এই যে, কোরআনে মজিদ হল রাসূলে পাক ﷺ এর পরিপূর্ণ আদর্শের, মর্যাদার ও চরিত্রের উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্যের সমষ্টি। ইহা এমন এক স্বচ্ছ আয়না, যার মধ্যে উকি মেরে মানুষ স্বীয় বিকৃত আকার-আকৃতি আলোকিত করতে সক্ষম হয়। মহা কবি ইকবালের ভাষায়-

قران پیش خود ائینه اویز— دگرگون گشته از خویش بگریز۔
(ইকবাল, কুল্লিয়াত (ফার্সি), আরমেগানে হেজাজ-৮১৬)

“অর্থাৎ হে আল্লাহর বান্দা। কোরআনের আয়নায় নিজের মধ্যে আপনি পরওয়ারদেগারকে দেখ, তোমার অবস্থা বিকৃত হয়েছে। নিজেকে ঐ বিকৃত অবস্থা থেকে বের করে আন এবং সেই আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন কর, যেই চিত্ত তুমি কোরআনের আয়নায় দেখতে পেয়েছে।”

অতএব কোরআনে হাকীম (বান্দার প্রতি) মহান বারী তায়ালার মহা নেয়মতে
হাদীয়া-তোহফাহ। যার ফলে এই কোরআনের প্রতি ঈমান গ্রহণ করা
মহবতের মধ্যে সামিল রাখা ইমানী দায়িত্ব। এই শোকরিয়া জ্ঞান তত্ত্বে
পর্যন্ত যথার্থ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর (কোরআনের) পৃণ্যময় জন্মের প্রতি
Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান *Salamallo Huayha Kasallam* মহান জাতে পাক মহাপনিধা

কোরআন অবর্তীণ করে বান্দাকে ফয়েজ রহমতে আমদিত করেছেন এই সময়ের প্রতি যথার্থ মূল্যায়ন হলেই তো কোরআনের মূল্যায়ন হয়ে যায়। এজন্য যখন কোরআন নাজিলের শুভ রাত্রিকে কোরআনের ন্যায যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হবে এবং কোরআনের ফজিলত ও তা'লীমাত যথোপযুক্তভাবে করা হবে, মূলত তখন কোরআনেরই মূল্যায়ন বাস্তবতায় পর্যবসিত হবে। কিন্তু যেই অস্তিত্বের বদৌলতে আমাদের প্রতি এই মহা নেয়মত বাস্তবে রূপদান করল, সেই অস্তিত্বের ‘পুণ্যময় জন্ম’ সর্বাঞ্ছে ও সর্ব প্রথম যথার্থ মূল্যায়নের সাথে পালনের দাবী রাখে।

شب میلاد اور شب قدر کا مقابل شবے میلاد و شبے کدরের مुखوامুখি

হজুর নবী করিম ﷺ এর উস্তুয়ায়ে হাসানা (উত্তম খাচ্ছলত) মহান চরিত্র এবং সর্বোন্ম গুণবলি প্রকাশের সর্বশেষ গ্রন্থ আল কোরআন নাজিলের কারনে রম্যান মাসের একটি রাত্রিকে হাজার মাস অপেক্ষা আফজাল কুরার দেয়া হয়েছে। যেই মোবারক রাতে কালামে এলাহী (আল্লাহর কালাম) লাওহে মাহফুজ থেকে আসমানে দুনিয়ায় নাজেল করা হয়েছে। আল্লাহ তবারক তায়ালা এই রাত্রিকে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য “লাইলাতুল কদর” (সম্মানিত রাত্রি) এর অবয়বে সর্বোচ্চ মর্যাদার উছিলা এবং সম্মত রাতের শিরোনাম বানিয়েছেন। তাহলে যেই রাত্রিতে কোরআনের ছাহেব অর্থাৎ বিশ্বের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হল (বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য) এবং বিশ্ব সভার সভাপতি হজুর ﷺ আসমান-জমিনকে অনন্ত রহমত ও চিরস্তন পৃণ্যে মুনাওয়ার ফরমাইলেন, আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে এই রাতের মর্যাদা ও স্তর কি হয়েছে, উহার আনুপাতিক আন্দাজ মানুষের উপলক্ষ্মিতে আনয়ন অসম্ভব। বস্তুত লাইলাতুল কদরের ফজিলত এ জন্য যে, উহা কোরআন নাজিলের এবং ফিরিশতা অবতরনের রাত। যখন আমাদের সর্দার মুহাম্মদ ﷺ এর মহা পবিত্র আস্থায় কোরআন নাজিল হল, তখন যদি হজুর ﷺ না হতেন; তাহলে না কোরআন নাজিল হত, না শব-ই-কদর হত, এবং না এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করা হত। মূলত এই সকল ফজিলত মীলাদে মুস্তফা ﷺ এর বাবরকতে উৎসর্গকৃত।

অতএব যদি বলা হয় যে, শব-ই-মীলাদ শব-ই-কদর অপেক্ষা ফজিলতপূর্ণ, তা অতিশয়োক্তি হবে না। |**Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostoja**|

অপেক্ষা ফজিলতপূর্ণ বলে নির্ধারণ করে তাঁর (কদরের রাত) ফজিলতের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে শব-ই-মীলাদে রাসূল ﷺ এর ফজিলতের সীমা বোধশক্তির বাইরে। এ বিষয় প্রনিধান যোগ্য যে, যদিও শব-ই-মীলাদের ফজিলত অধিকতর তথাপি শব-ই-কদরের রাতে অধিক পরিমাণে ইবাদত করতে হবে। কেননা এই রাতে ইবাদতের বিষয় কোরআন ও হাদীসে বিশেষ তাকিদ এসেছে। যা অধিকতর উজরত ও ছওয়াবের জন্য নির্ধারিত এবং ছাবেতকৃত।

মুহাদ্দেসীনে কেরাম রাত সমূহের ফজিলতকে আলোচনার বিষয় বানিয়েছেন। যেমন শব-ই-নেছফেস্ শাবান (শাবান মাসের অর্ধেক রাত্রি) শব-ই-কদর, শব-ই-ইয়ামুল ফিতর, (ঈদুল ফিতরের রাত্রি) শব-ই-ইয়াওয়ালুল আরাফাত (আরাফার রাত্রি) ইত্যাদি। তন্মধ্যে শব-ই-মীলাদুন নবী ﷺ এর জিক্রিণ এসেছে। অধিক ওলামা ও মুহাদ্দেসীনে কেরাম এবং জ্ঞানীগণ ও প্রেমিকগণ শব-ই-মীলাদ কে শব-ই-কদর অপেক্ষা ফজিলতপূর্ণ বলে উপস্থাপন করেছেন। ইমাম কুস্তুলানী (হিঃ ৮৫১-৯২৩), শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (হিঃ ৯৫৮-১০৫২), ইমাম জুরকানী (হিঃ ১০৫৫-১১২২) এবং ইমাম নাবহানী (হিঃ ১৩৫২ م) প্রভৃতি ইমামগণ অতীব প্রাঞ্জলতার সাথে বর্ণনা করছেন যে, সকল রাতই ফজিলতপূর্ণ, কিন্তু শব-ই-মীলাদুন নবী ﷺ সর্বাপেক্ষা ফজিলতপূর্ণ।

১. ইমাম কুস্তুলানী (রহঃ) এ বিষয়ে লিখতেছেন-

إذْقُلْنَا بِأَيَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَدَ لَيْلَةً فَأَيْمَأْ أَفْضَلُ لَيْلَةً
الْقَدْرُ أَوْلَيْلَةً مَوْلِدِهِ (ص) أَجِبْ : بِأَيَّ لَيْلَةٍ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ وُجُوهِ ثَلَاثَةٍ :

أَحَدُهَا : إِنَّ لَيْلَةَ الْمَوْلِدِ لَيْلَةٌ ظُهُورِهِ (ص) وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ مُعْطَاهَا لَهُ
وَمَا شَرَفٌ بِظُهُورِ ذَاتِ الْمُشْرَفِ مِنْ أَجْلِهِ أَشْرَفُ مِمَّا شَرَفَ بِسَبَبِ
مَا أُعْطِيهِ . وَلَا نَزَاعٌ فِي ذَلِكَ . فَكَانَتْ لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ بِهَذَا الْأَعْتِبَارِ
أَفْضَلُ .

الثَّانِي : إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ شَرَفَتْ بِنُزُولِ الْمَلَكَةِ فِيهَا وَلَيْلَةُ
Bangladesh Anjuman e Ashekaane Mostofa
الْمَوْلِدِ شَرَفَتْ بِظُهُورِهِ (ص) وَمِنْ كُلِّ لَيْلَةٍ تِبْيَانِ سَلَالَةِ الْمَوْلِدِ بِهِ لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ

أَفْضُلُ مَمَّنْ شَرِفَتْ بِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عَلَى الْأَصْحَاحِ الْمُرْتَضَى (إِذْ عِنْدَ
الْجَمِيعِ رَاهِلُ السُّنْنَةِ) فَتَكُونُ لَيْلَةُ الْمَوْلَدِ أَفْضَلُ .

الثَّالِثُ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَقَعَ النَّفَاضَلُ فِيهَا عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (ص) .
وَلَيْلَةُ الْمَوْلَدِ الشَّرِيفِ وَقَعَ التَّفَاضَلُ فِيهَا عَلَى سَائِرِ الْمُوْجُودَاتِ .
فَهُوَ الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً عَلَى الْعَالَمِينَ . فَعَمِّتْ بِهِ النِّعْمَةُ
عَلَى جَمِيعِ الْخَلَاقِ . فَكَانَتْ لَيْلَةُ الْمَوْلَدِ أَعْمَمُ نَفْعًا . فَكَانَتْ
أَفْضُلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِهُدَا الْإِعْتِبَارِ .

অর্থাৎ যখন আমি এভাবে বলতেছি যে, রাসূলে মাকবুল ﷺ রাতে জন্ম লাভ
করেছেন, তখন প্রশ্ন তৈরী হয় শব-ই-মীলাদে রাসূলে আকরাম ﷺ উত্তম, না
'লাইলাতুল কদর' উত্তম? এ প্রশ্নের উত্তরে (বর্ণনা করী বলতেছেন) আমি বলি রাসূলে
পাক ﷺ এর জন্মের রাত্রি তিনি কারণে লাইলাতুল কদর অপেক্ষা উত্তম।

(১) শব-ই-মীলাদ ঐ রাত যে রাতে রাসূলে পাক ﷺ এর আবির্ভাব হয়েছে।
তারপরে এই রাসূলে পাক ﷺ কে-ই 'লাইলাতুল কদর' প্রদান করা
হয়েছে। অতএব যে রাত আপ (রাসূল স:) এর আবির্ভাবের সম্মান লাভ
করলো, সে রাত অবশ্যই সর্বাধিক সম্মানের যোগ্য। মর্যাদা প্রাপ্তির যোগ্য।
যেহেতু ঐ রাত এই মহান অস্তিত্বের কারণেই সম্মান বা মর্যাদা লাভ
করেছে। এ সম্পর্কে কোন বির্তক নেই। একারণেই লাইলাতুল কদর
অপেক্ষা শব-ই-মীলাদ উত্তম।

(২) লাইলাতুল কদরের রাতের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব এই ভিত্তিতে যে, ঐ রাতে
ফিরিশতা অবর্তীর্ণ হন। তথাপি শব-ই-মীলাদের (রাসূলে পাক স: এর
জন্মের রাত্রি) মর্যাদা এ জন্য যে, এ রাতে আল্লাহ্ তায়ালা আপনি মাহবুব
ৱাস্তুতে কে এ বিশ্ব ভূবনে দিগ্নিমান ফরমায়েছেন। অধিকাংশ আহলে সুন্নত
ওয়াল জামাতের অভিযন্ত এই যে, শব-ই-মীলাদ কে যেই হাস্তি (অস্তিত্ব)
অর্থাৎ হজুর ﷺ মর্যাদা দান করেছেন, তদাপেক্ষা শব-ই-কদরকে উচু

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

- কৃতুলানী- আল মাওয়া হিবললাদুন্নিয়া বিল মানহিল মুহাম্মদিয়াত ১ : ১৪৫।
- আবদুল হক- মাছাবাতা মিনাচুল্লাতি ফি আইয়ামিস সুন্নাতি- ৫৯-৬০।
- জুরকানি- [শাহিজ মাওয়া হিবল লাদুন্নিয়াতি মিনাচুল্লাত মুহাম্মদিয়াত](#) ১ : ২৫৫-২৫৬।
- নাবহানী- জাওয়াহিরেল ফাতেবাতি কাজারিল নবীয়াতুন্নুবুতারে (স:)- ৩ : ৪২৪।

মর্যাদাবান করার ফিরিশতা কে হতে পারে! অতএব স্বীকার করতে হবে শব-ই-মীলাদ-ই সর্বোত্তম রাত।

(৩) শব-ই-কদরের কারণে উপরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসলাম এর প্রতি ফজিলত বখশিশ করা হয়েছে, পক্ষান্তরে শব-ই-মীলাদের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের প্রতি ফজিলত প্রদান করা হয়েছে। কেননা একমাত্র হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসলাম কেই 'রহমাতাল্লিল আলামীন' বা বিশ্ব ভূমান্ডের রহমত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। এ জন্যই নেয়মত এবং রহমত কুল কায়েনাতের জন্য আম করা হয়েছে। অতএব শব-ই-মীলাদের কারণে কত উপকার সাধিত হয়েছে তা উপলব্ধির বাইরে। আর এ জন্যই 'লাইলাতুল কদর' অপেক্ষা 'লাইলাতুল মাওলাদ' ফজিলত পূর্ণ বলতে হবে।

২। ঈমাম তাহাবী (হি: ২৩৯-৩২১) কতিপয় শাফী মাজহাবের লোকদের থেকে নকল করতেছেন।

إِنَّ أَفْضُلَ اللَّيَالِ لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ (ص) ثُمَّ لَيْلَةَ
الْأَسْرَاءِ وَالْمَعْرَاجِ ثُمَّ لَيْلَةَ عَرَفَةِ ثُمَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ - ثُمَّ لَيْلَةَ
النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ - ثُمَّ لَيْلَةَ الْعِيدِ ।

অর্থাৎ নিচয়ই রাত সমূহের মধ্যে ফজিলত পূর্ণ রাত হল মীলাদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসলাম। (রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসলাম এর জন্মের রাত) অতঃপর শব-ই-কদর, এরপর মেয়রাজের গোপন রাত, তৎপর আরাফাহ এর রাত, তারপর জুময়ার রাত, তারপরে শাবান মাসের পনের তারিখের রাত, সবশেষে ঈদের রাত।

৩। ঈমাম নাবহানী (হি: ১৩৫০ ম) তার প্রসিদ্ধ ঘন্টা আল-আনওয়ারিল মুহাম্মদিয়াতে মিনাল মাওয়া হেবেল লাদুন্নিয়াতে (স: ২৮) লিখতেছেন-
وَلَيْلَةُ مَوْلِدِهِ (ص) أَفْضُلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অর্থাৎ শব-ই-মীলাদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসলাম শব-ই-কদর অপেক্ষা উত্তম।

৪। মাওলানা মো: আবদুল হাই ফরহাঙ্গি মহল্লী লখনুবী (হি: ১২৬৪-১৩০৪) শব-ই-কদর এবং শব-ই-মীলাদ থেকে অধিকতর ফজীলত বহনকারী রাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ার প্রেক্ষিতে এক প্রশ্নের জবাবে লিখতেছেন-

১। বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১। ইবনে আবেদীন : রচনামুহতার আলা দুররূল মুখতার আলা তানবীরূল আবসার। ২: ৫১১।

২। শারওয়ানী- হাশিয়াত আলা তহফাতূল মুহতার বিশ্বরহিল মেনহাজ- ২: ৪০৫।

৩. নাবহানী- জাওয়াহিরল বাহু ফি ফজুলনবীয়ল মুখতার (স: ৩: ৪২৬।

“সকল রাতের উপরে কদরের বুর্জুগীর দলিল কয়েক প্রকার থেকে ছাবেত”।

১. এই রাতে রংহ সকল এবং ফিরিশতাগণ জমিনে অবতরণ করেন।
 ২. সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার নুরের তাজালী প্রথম আসমানে আসতে থাকে।
 ৩. লগ্নে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানের উপর এই রাতে কোরআন নাজেল হয়েছে।
- বর্ণিত বুর্জুগীর (মর্যাদার) কারণে শান্তি ও তৃষ্ণি প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে উচ্চতে মুহাম্মদীর জন্য এই এক রাতের ইবাদতের ছওয়াব হাজার মাস ইবাদতের চেয়ে বেশী। যার জন্য আল্লাহ বলেন-

لِيَلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ - (القدر ৩-)

অর্থাৎ শব-ই-কদর (ফজিলত, বরকত, উজ্জরাত ও ছাওয়াবের জন্য) হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

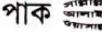
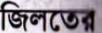
এমনি করে বহু হাদীসে এই রাত জাগরন করার জন্য বিশেষ তাকিদ এসেছে। কোন কোন মুহাদ্দেসীনে কেরাম শব-ই-মীলাদকে শব-ই-কদরের উপর ফজিলত দিয়েছেন। কিন্তু তাদের কামনা বাসনা ইহা নয় যে, শব-ই-মীলাদের ইবাদতে ছওয়াবের মধ্যে শব-ই-কদরের ইবাদতের সমান। কেননা ছাওয়াব এবং শান্তির অবস্থা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নছ বা দলিলে কেতোয়ী (যথোপযুক্ত দলিল) না পাওয়া যাবে, কোন কাজকে ছাওয়াবের কারন বা ভিত্তি সাব্যস্ত করা যাবে না। কিন্তু শব-ই-মীলাদকে শব-ই-কদরের উপরে সীয় স্বকীয় জাতি সত্ত্বার যশ-খ্যাতির থেকেই আল্লাহ জাল্লা শানুহ এর বরাবরে ফজিলত পূর্ণ বা মর্যাদা সম্পন্ন।

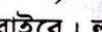
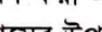
বর্ণিত রাওয়ায়েত খানা মাওলানা আবদুল হাই মজমুয়ায়ে ফতুয়া মাজমুয়াহ এর

১ : ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

শব-ই-কদরের ফজিলত এ জন্য মিলেছে যে, কোরআনে হাকীম এই রাতে নাজিল হয়েছে এবং ঐ রাতে ফিরিশতাগন অবর্তীর্ণ হন। অপর পক্ষে স্বকীয় সন্তার যশ-খ্যাতিতে পরিপূর্ণ মুহাম্মদ ﷺ এর ফজিলত সুপ্রসিদ্ধ। তার বাস্তবতা এই যে, আপ ﷺ এর উপর কোরআন নাজিল হয়েছে। প্রতি নিয়ত সন্তুর হাজার ফিরিশতা সকালে এবং সন্তুর হাজার ফিরিশতা সন্ধায় রাসূলে পাক ﷺ এর রওজা মোবারক জিয়ারত ও তাওয়াফ করতে থাকেন এবং বারেগাহে মুস্তফা এ দরবন্দ ও সালামের হাদীয়া পেশ করতে থাকেন। এই সিলসিলা রোজ কেয়ামত পয়ন্ত লাগাতার চলতে থাকবে। এখানে আরো মজার বিষয় এই যে, ফিরিশতাদের মধ্যে একবার যারা এই মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে, তারা দ্বিতীয় বার আর এই **Sallallaho Alayhi Wasallim** (Sallallaho Alayhi Wasallim)

সক্ষ্য এমনিভাবে জিয়ারত ও তাওয়াফ করতে থাকবে। ১

ফিরিশতা তো রাসূলে পাক  এর নূর কদমে খাদেম (খেদমতগার) ও বাড়ুদার। তারা অবর্তীর্ণ হয় বিধায় শব-ই-কদর হাজার মাস অপেক্ষা ফজিলতপূর্ণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যেই রাতে কুল কায়েনাতের (বিশ্ব জগতের) সরদার এই ধরাদামে তাশরিফ গ্রহণ করলেন, তাঁর (সেই রাতের) ফজিলতের বা মর্যাদার বেষ্টনি নির্ধারণ করা মানুষের জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে। ভজুর  এর আগমনের রাত ও মাসের উপর কোটি কোটি মাসের ফজিলত কোরবান। যে ফজিলতের হিসাব সংখ্যায় নির্ধারণ করা যাবে না।

সার সংক্ষেপ এই যে, শব-ই-কদরের ফজিলত ঈমান্দার বা মুসলমানদের জন্য, বাকী সকল ইন্সান বা জাতি তার থেকে মাহরূম। কিন্তু ভজুরে পূর্নর  এর আগমন শুধু আহলে ঈমানের (মুসলমান) জন্য ফজিলত ও রহমতের কারণ নয়, বরং কুল কয়েনাতের জন্যই রহমত। রাসূলে পাক  এর মোবারকময় জন্ম বিশ্বভূমান্ডের সৃষ্টিকূলের জন্যই রহমত ও ফজিলত বিধায় এই জন্মের প্রতি আনন্দ প্রকাশ করা উজরত ও ছওয়াবের কারণ তো অবশ্যই।

১. বর্ণিত রাওয়ায়েতের সূত্র :

১. ইবনে মোবারক, আজজুল্লাহ- ৫৫৮ নং-১৬০০।
২. দারামি, আস্সুনান- ১ : ৫৭ নং- ৯৪। *
৩. কুরতুবী- আততাজকিরাতু ফি উম্মিরি আহওয়ালিল মাউতি, ওয়া উম্মিরিল আবিরাতে- ২১৩-২১৪ (বাবু ফি বায়াছিনবী (স:) মিন কাবরিহি)
৪. নাজ্বার, আররদ্দু আলা মাইয়াকুলুল কোরআনে মাখলুকেন- ৬৩ নং ৮৯।
৫. ইবনে হাববান-আল আজমত- ৩ : ১০১৮-১০১৯ নং- ৫৩৭।
৬. আজ্দি- ফজলুচ ছালাতি আলান নবী (স) -৯২ নং- ১০১।
৭. বায়হাকী- শায়াবুল ঈমান- ৩ : ৪৯২ ৪৯৩ নং-৪১৭০।
৮. আবু নাসীম- হালিয়াতিল আউলিয়া, ওয়া তাবকাতিল আছফিয়া ৫ : ৩৯০।
৯. ইবনি জুজি- আল অফা বি আহওয়ালিল মুত্তফিয়া (স:) ৭৩ নং ১৫৭৮।
১০. ইবনে কাইম-জালাইল এফহাম ফিছ ছলাতি ওয়াস্ত সালামি আলা খাইরিল আনাম (স:) ৬৮-নং- ১২৯।
১১. সামছাদি-অফাউল অফা বিল আখবারে দারমল মুত্তফিয়া (স:) -২ : ৫৫৯।
১২. কুতুলানী- আল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাস্বদিয়াত ৪ : ৬২৫।
১৩. সুয়াতী- কিফায়াতুত তালিবিল নবীব ফি খাছাইছিল হাবীব (স:) ২ : ৩৭৬।
১৪. ছালেহী- সাবিলিল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সীরাতি খাইরিল ইবাদ- ১২ : ৮৫২, ৮৫৩।
১৫. জুরকানি-শ্রবিল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়াতিবিল মানহিল মুহাস্বদিয়াত- ১২ : ২৮৩, ২৮৪। **Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa**
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

(۲) جشن نزول خوان نعمت سے استدلال

২. নিয়মতের থালা নাজিলের উৎসবের থেকে দলিল

পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদেরকে আল্লাহ্ তবারক তায়ালা বহু নিয়মতের দ্বারা বিভূষিত করেছেন। যার ফলে তারা আল্লাহ্ দেয়া সেই নিয়মত সমূহের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন। শুধুই নিয়মতের শোকর আদায় করতেন না, বরং যেদিন এই নিয়মত নাজিল হয়েছে সেই দিনের জন্যও শোকর আদায় করতেন। যেমন নিয়মতের থালা প্রাণ্ডির দিন ঈদের দিনের মত পালন করা হত। এ উদাহরণ এই উদ্দেশ্যে যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাদের প্রবর্তিত বিধান মতে নিয়মিত নির্ধারিত দিন নিয়মত প্রাণ্ডির শোকরিয়া হিসাবে পালন করতেন। যার বাস্তবতা এই যে, পবিত্র কোরআনে তা উল্লেখ আছে।

যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেন-

رَبَّنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِبْدًا لِأَوْلِنَا وَآخِرِنَا^۱
وَآيَةً مِنْكَ . (المائدة - ۱۱۴)

“হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্! আমাদের প্রতি আসমান থেকে খানে নিয়মত (আসমানি খাদ্যের থালা) নাজিল করুন যে, যেদিন তুমি এই মহা নিয়মত নাজিল করবে, সেদিনটাকে আমরা আমাদের ঈদের দিন হিসাবে পালন করব। যা আমাদের ও আমদের পরবর্তী গণের জন্যও ঈদের দিন হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। আর ইহা হবে তোমার নির্দশন।”

তাতে প্রমাণিত হয় পূর্ববর্তী উম্মতগণ সাধারণ নিয়মতের জন্যেও শোকর আদায় করতেন। নিয়মতের শোকর আদায় করা এই হিসাবে বিধানে পরিণত হল, যা বাহ্যিক ভাবে পালনের নির্দশন প্রমাণ করে। অতএব মুসলিম উম্মাহ এর উপরও তেমনি পরিপূর্ণ আবশ্যকীয় বা করণীয় বিধানে পরিনত হল এই ভাবে যে, (স্রষ্টার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি) মহান নবী ﷺ এর আগমন দিন সর্বশ্রেষ্ঠ মহা নিয়মত লাভের দিন। এই দিনের প্রতি খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করে শ্রেষ্ঠতম শোকরিয়া প্রকাশের বাস্তবতা প্রমাণ করা। অর্থাৎ নিয়মত যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ তেমনি ঐ দিনের কৃতজ্ঞতার উপস্থাপনও হবে সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা এইভাবে পালনের হুকুম আল্লাহ্ দ্বয়ং করেছেন। আল্লাহ্ এরশাদ করেন-

وَإذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَالْفَلَّافَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَالْأَعْلَمُ (Sallallahu Alayhi Wasallahu)

“এবং তোমাদের প্রতি (প্রদানকৃত) আল্লাহর ঐ নিয়মতের স্মরণ কর যে, যখন তোমরা (একে অপরের) শক্র ছিলে। তিনি মহান (আল্লাহ) তোমাদের অন্তরে প্রেম (ভালবাসা মহবত) তৈরী করে দিলেন। অতএব তোমরা ঐ নিয়মতের কারণে পরম্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছ।”

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তবারক তায়ালার ইহা মহা নিয়মত যে, তিনি তাঁর হাবীব মুহাম্মদ ﷺ এর মাধ্যমে বান্দাদের পরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অন্তর সমূহকে জোড়া লাগিয়ে দিলেন। তাদের পরম্পরের বিচ্ছিন্নতা ও শক্রতা মহবত ও মানবতায় পরিবর্তন করে দিলেন। মূলত এই নিয়মত হজুর ﷺ এর আর্বিভাবের দান থেকে বিশ্ব মানবতার নছীব হয়েছে। এই নিয়মতের সূচনা এবং কেন্দ্রস্থলও হজুর ﷺ এর পবিত্র জাতের থেকে হয়েছে। অতএব হজুর ﷺ এর এই দুনিয়ায় তাশরীফ গ্রহণ এবং মানুষেরা তাঁর প্রতি দ্রুমান গ্রহণ করে অনুগত হওয়া ও খুনের পিপাসার পরিবর্তে পরম্পর কৃতজ্ঞতায় পরিণত হওয়া এই নির্দেশের প্রতি তাগিদ করে যে, আমরা দোজাহানের রহমত ﷺ এর মীলাদের দিনের উপর খোদা ওয়ান্দে কারীমের প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য আপাদমস্তক ঝুকে পরি।

(۳) جشن آزادی منانے سے استدلال

۳، س্বাধীনতা উৎসব পালন থেকে দলীল

আল্লাহ্ তায়ালার নিয়মতের স্মরনের মাধ্যমে শোকর আদায় করা শুধু উচ্চতে মুহাম্মদী ﷺ এর উপর ওয়াজেব নয়, বরং পূর্ববর্তী উচ্চতের প্রতিও এই হকুম ছিল। যেমন বণী ইস্রাইলের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ-

يَا بَنِي إِسْرَائِيلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي
لَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْغُلَمِينَ - (البقرة - ۴۷)

“হে ইয়াকুব (আ:) এর সন্তানেরা, আমার নিয়মতের স্মরন কর, যা তোমাদের প্রতি প্রদান করা হয়েছে। এমনি কি আমি তোমাদেরকে (তখনকার সময়ের) সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছি।”

এমনিভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তবারক তায়ালা বনি ইস্রাইলদের আল্লাহ্ প্রদত্ত এহ্সান সমূহের প্রতি এভাবে ইংগীত করেছেন। এরশাদ হয়েছে-

وَإِذْ نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ كُمْ سُوءَ الْعَذَابِ - (البقرة - ۴۹)

“এবং (হে ইয়াকুব (আ:)) এর আওলাদেরা! স্বীয় কাওমের ঐতিহাসিক ঘটনার কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদেরকে ফিরাউনের লোকদের থেকে বাঁচিয়ে ছিলাম, যারা তোমাদেরকে সীমাহীন শাস্তি দিত।”

কোরআনে হাকীমের প্রজ্ঞাময় আয়াতে মোবারকা থেকে এই সুস্ক্ষ তথ্য উদ্ঘাটিত হয় যে, কাওমের স্বাধীনতাও একটি (আহাম তরীন) মহামহিম নিয়মত। যার ফলে বনী ইস্রাইলদের হৃকুম দেয়া হয়েছিল যে, ফেরাউনের কবলে গোলামীত্ব (দাসত্ব) থেকে স্বাধীনতা লাভের প্রেক্ষিতে তোমরা শোকর আদায় কর।

কাওমের স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার মহা এক নিয়মত। অতএব এই স্বাধীনতা লাভের জন্য শোকরিয়া জ্ঞাপন করা আল্লাহর-ই নির্দেশিত বাস্তবতা। উদাহরণ স্বরূপ- আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা আমাদের জন্য বা বাঙালি জাতির জন্য মহা সৌভাগ্যের বিষয়। বিশ্বের মধ্যে আমরা স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিচিত। সে জন্য আমরা প্রতি বছর নির্ধারিত তারিখে এই দিবস পালন করি। ইহা আল্লাহর বিধান। যে কোন জাতির স্বাধীনতা আল্লাহর নিয়মত। এই নিয়মত লাভের দিন সে জাতিকে স্মরণ রাখতে হবে। উল্লেখিত আয়াত তারই ইংগীত বহন করে। সে জন্য স্বীয় স্বাধীনতা দিবসে আনন্দ প্রকাশ করা বিধান সম্মত। হা-সেই আনন্দ প্রকাশ শরীয়ত সম্মত অর্থাৎ দোয়া, মীলাদ, তথা মানব সেবা বা মানব কল্যাণ মূলক কাজের মধ্যমে (সেই দিবস) পালন করতে হবে। এই পালনের মধ্যে যেমন আল্লাহর নিয়মতের শোকর আদায় করা হল, অন্য দিকে যাদের ত্যাগও ক্লোরবানীর বিনিময় এই নিয়মত অর্জিত হল তাদের আস্তার প্রতি দোয়া হল।

এমনিভাবে কোরআনের দলিল থেকে এই হৃকুম প্রকাশ পেল যে, কাওমের স্বাধীনতার সময়ের উপর প্রতি বছর উহার স্মরণ ও বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন বৈধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দিনটি পালন করা যেমন শোকরিয়া হিসাবে গণ্য তেমনি ইহা রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় বিধানও বটে। ইহা পালন না করা আল্লাহর হৃকুমের বরখেলাপ। প্রতি নিয়ত, প্রতি বছর ও প্রতি জামানায় বিশ্বব্যাপি একই তাহবীব-তামদুন হয়ে থাকে। প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক কবিলাহ (বংশ বা সম্প্রদায়) স্বত্ব তারিখ অনুযায়ী শোকরিয়াতান এই আনন্দের মুহূর্ত পালন করে থাকে। দুনিয়ার *Bangladesh কেন্দ্ৰীয় মুসলিম বাল্যদান কেন্দ্ৰীয় মুসলিম* (Sallallahৰ Alayhi Wasallim)

বসবাসকারী লোক তাদের স্বকীয় যে কোন ধর্মতে বা জাতিমতে কোন না কোন অনুষ্ঠান পালন করে না। ইয়াহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ হিন্দু এমনকি ফাসেক নাস্তিকেরাও নিজ নিজ কালচার অনুযায়ী বা রেওয়াজ মোতাবেক স্বীয় স্বাধীনতা বা স্বকীয়তা কায়েম রাখে এবং সেই হিসাবে খুশি বা আনন্দ প্রকাশ করে।

মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ ত্বারক তায়ালা এমনিতরো বহু দিন সমূহের অবতারনা করেছেন। হজুরে আকরাম ﷺ এর পবিত্র জাত আমাদের জীবনের জন্য হেদায়াত, শরীয়ত, তাহবীব তামদুন ও কালচারের সূতিকাগার। আজকের বিশ্বব্যাপী কালচারের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলে হজুর নবীয়ে আকরাম ﷺ এর মীলাদ উৎসব ইসলামী তাহবীব তামদুনের প্রচারণ প্রকাশের জন্য প্রধান অনুষ্ঠানের মর্যদা বহন করে।

تہذیبی تسلسل کا اہم تقاضا

کُষ্টِ کالচারের ধারাবাহিকতার অত্যাবশ্যকীয় তাগিদ

বর্ণিত আয়াতে কোরআনের মধ্যে যে পর্যন্ত নিয়মতের তাজকীরের (স্বরণের) হৃকুম এসেছে, তাতে প্রতিয়মান হয় যে, কোরআনের হৃকুমের ইংগিত একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি। কিন্তু শোকরিয়া জ্ঞাপনের তাগিদ এই যে, আল্লাহ্ নিয়মত সমূহের সদা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। ইহাকে দিল ও দেমাগ থেকে মূহূর্তের জন্যেও দূর করা যাবে না। ফলে বান্দাদের দিল ও দেমাগ শোকরের অবস্থায় নিবন্ধ থাকবে। অর্থাৎ দিল ও দেমাগ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে নিমগ্ন থাকবে। তদুপরি মুসলমানিত্বের একটা বাস্তবতা এই যে, সাড়া বছর স্মরণ রাখা সত্ত্বেও যখন পরিবর্তনশীল দিনের এক প্রান্তে এসে ঐ দিন, ঐ মুহূর্তকাল ঘুরে সামনে উপস্থিত হয়, তখন খুশি-উচ্চাস-আবেগ খোদ-বখোদ মনের অজাত্তেই যেন কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রকাশ হতে থাকে। কেননা ইহা মানুষের প্রাকৃতিক এবং জাতিগত তাগিদ ও আবশ্যকীয় কালচার, যা যথাসময়ে বিশেষভাবে ঐ নেয়ামতের স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে আনন্দ ও উচ্চাসের সাথে (ঐ নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা বোধের আধিক্যতা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে এমনি গুরুত্ব বহনকারী নিয়মতের স্মরণ ভাবে বৃদ্ধি করতে হবে এই জন্য যে, পরবর্তী বৎসরের মধ্যেও যেন এর উল্লেখযোগ্যতা অতীব তাৎপর্যের সাথে স্বত্বাবগত আনন্দ-উচ্চাসের *Birthing gladness in me* ইতিহাসের প্রাতঃfএক সচেতন ও *(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

স্তুতিশীল কাওমের ন্যায় নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখা তাহ্যীব তমদুন ও কালচারের ধারাবাহিকতার মাধ্যমেই সম্ভব হয়।

আমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া-দাক্ষিণ্যের শোকর আদায় করতে না পারি এবং আমাদের ইতিহাসের তাৎপর্যময় ঘটনাপূঁজিকে যথাযথ রাওয়ায়েত মোতাবেক পরবর্তী বংশধর পর্যন্ত পৌছে দিতে সক্ষম না হই, তাহলে সেদিন বেশী দূরে নয় যে, আগত বংশধরেরা আল্লাহর এই মহা নিয়মত থেকে উদাসীন হয়ে যাবে। শুধু কি তাই! বরং তাদের দৃষ্টি থেকে ঐ দিনের মহা নিয়মত লাভের মর্যাদা ও স্তর বিলুপ্ত হবে। অতএব আল্লাহর নির্দেশের তাৎপর্যময় তাগিদ এই যে, সাড়া বছর তো স্বাভাবিক নিয়মে আল্লাহর নিয়মতের শোকর আদায় করতে হবে, কিন্তু যখন বছর ঘুরে ঐ দিনের আগমন ঘটবে, যেদিন আল্লাহ তাবারক তয়ালা আমাদের স্বাধীনতাৰ মত মহানিয়মত প্রদান করে ছিলেন, তখন অতীব হাউস ও মহবতের সাথে এমনিভাবে খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করতে হবে, যাতে ঐ দিনের উৎসবের অবস্থা অন্যান্য দিনের চেয়ে ভিন্ন রূপ লাভ করে। যাতে করে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে এ দিনের তাৎপর্য যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রকাশিত হয়। অতএব যখন স্বজাতীয় স্বাধীনতা লাভের নিয়মতের শোকর মান্য করা পবিত্র কোরআন থেকে ছাবেত হল, তখন পবিত্র জাতের নবী ﷺ এর শুভাগমনের খুশি পালন করা কেন জয়েজ বা উত্তম হবে না? যা কুল কায়েনাত (বিশ্বব্রাহ্মণ) সৃষ্টির কারণ। যার বদৌলতে, যার সত্যায়নের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি নিয়মত সমুহ প্রদান করেছেন।

(٤) نعمتو پر خوشی منا ناست انبیاء عالیہم السلام ہے

- নিয়মতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা নবীগণের সুন্নত

হয়রতে ঈসা (আ:) যখন আল্লাহ রাবুল ইজ্জতের দরবারে স্বীয় উচ্চতের জন্য ‘মায়েদাহ’ (এক প্রকার খাদ্য) এর নিয়মতের প্রার্থনা জানালেন তখন এভাবে আরজ করলেন, এরশাদ হচ্ছে-

رَبَّنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلَانَا وَآخِرِ نَا

وَآيَةً مِنْكَ । (المائدة - ١١٤)

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি আসমানী খানার নিয়মত প্রদান করুন, যেন (উহা অবতীর্ণ আল্লাহ আলয়ের জন্মস্থানের দিন হয়, আমাদের

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য। আর ঐ খাদ্য থালার নিয়মত তোমার তরফ থেকে নির্দশন হিসাবে গণ্য হয়।

কোরআনে মজীদে এই আয়াতের মর্মে নবীর জবান থেকে এই কল্পনা চিন্তা প্রকাশ করে দিলেন যে, যেদিন আল্লাহ তবারক তায়ালা এই নিয়মত দান করবেন সেই দিন আমরা মহা খুশির দিন হিসাবে পালন করব। (অর্থাৎ) ঈদের দিন হিসাবে) যা উক্ত নিয়মতের শুকরিয়া জাপনের উত্তম পছ্টা। প্রথম ও পরবর্তী নাজিল হওয়ার পরে যেই উম্মত বর্তমান (প্রথম) জামানার ও পরবর্তী জামানার হবে অর্থাৎ বর্তমানে যে উম্মত আছে এবং পরবর্তীতে যারা আসবে সকলের জন্য এই নিয়মত অবতীর্ণের দিন ঈদের দিন হিসাবে পালনীয় হয়ে থাকবে।

سُوكھ چিন্তা یوگی بیوی : قابل غور نکته

বর্ণিত আয়াতে উল্লেখিত শব্দ **الافتال** আউলেনা **اوْلَنَا** এবং আখেরোনা **اخرنَا** এর মধ্যে না "L" শব্দ এই নির্দেশের প্রতি ইশারা করে যে, নিয়মতের কৃতজ্ঞতার "খুশি" তারাই মান্য করবে যারা ঐ নিয়মতে আমাদের সাথে একাত্তৃতা প্রকাশ করবে। যারা এই নিয়মতের কৃতজ্ঞতায় আমাদের সাথে একাত্তৃতা প্রকাশ করবে না, তাদের জন্য উহা ঈদ হিসাবে পালন করার কোন অর্থ নেই। এখানে কোরআনে মজিদ মানুষের দিলের অবস্থা পরোখ করার জন্য একটি মাপকাঠি তৈরী করে দিয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আ:) এর উম্মত ছিল। আর বর্তমানে আকুল হযরত হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মত। যিনি সৃষ্টির মূল। এখানে আরো একটি বিষয় তা হল এই যে, 'মায়েদা' (খাদ্য) এক প্রকার আবেদন কৃত নেয়ামত। পক্ষান্তরে বেলাদাতে মুস্তফা ﷺ এর জন্ম এক দায়েমী নিয়মত। (যার সাথে কোন নিয়মতের তুলনা হয় না।) এতদ্সত্ত্বেও এখানে আমাদের জন্য অনুরূপ মাপকাঠি যে, যখন রবিউল আউয়াল মাসের হজুর ﷺ এর বেলাদাতের (জন্মের) দিন সমুপস্থিত হয়, আর মহান নবী ﷺ এর পুণ্যময় জন্মের দিনের সূর্য উদিত হতে থাকে, তখন দেখতে হবে যে, আমাদের মধ্যে কার অন্তরে খুশি আনন্দের উচ্ছাস দোলন দেয় এবং কে নিজেকে আউয়ালেনা **اوْلَنَا** এবং আখেরেনা **اخرنَا**। দলে দলভূক্ত করে নিছে। যদি কারো অন্তরে রাসূলে পাক **انجمن** এর জন্মের এই দিনে খুশির বিপরীত ভাব তৈরী হয়, মীলাদে মুস্তফা ﷺ এর জন্য খুশিতে প্রফুল্ল হয় (**بِالْمَرْحَبِيَّةِ** অন্তরে **ইত্তত্যাম** মদেহ, শোভাহ এবং ঘৃণাভাব

তৈরী হয়, তখন তার জন্য উচিত হবে, সে যেন আল্লাহ'র দরবারে তাওহাহ করে। কেননা ইহা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভয়াবহ বিমার। সৈমানী দৌলত রক্ষা করার জন্য এমনি ধরনের শক, শোভাহ, ইতস্ততা এবং সন্দেহ (সৈমান কুড়ে কুড়ে খায়) যাহা থেকে বিরত থাকতেই হবে। অন্যথায় উপায় নেই। ইহা কি করে সম্ভব যে, বিশ্ব ভূবনের বাদশাহ এর নাম শুনবে বা নিবে আর উন্মত হয়ে তাঁর পৃণ্যময় জন্মের প্রতি খুশি হবে না, বা ঈদে মীলাদুন্নবী মান্য করবে না, তাতো হতেই পারে না!

রাসূলে পাক ﷺ এর মীলাদে মোবারকা এর উপর দলিল তালাশ করা এবং উহার জায়েজের উপর বহু, মোনাজেরা, তর্ক-বিতর্ক করা রাসূলে পাক ﷺ এর মহৱতের পরিপন্থি প্রমাণ করে। মূলত “মুহূবত কোন দলিলের অধিনস্থ হয় না।” অতএব যখন ছরকারে দো'আলম মুহাম্মদ ﷺ এর পৃণ্যময় মোবারক জন্মের মাস এসে যায়, তখন একজন মোমেনের অবস্থা এই হবে যে, এর জন্য আনন্দ প্রকাশ করতে তার দিল বেক্ট্রারার (অঙ্গুর) এবং মন-মগজ ব্যাকুল হয়ে যাবে। তার অবস্থা হবে যে, তাঁর জন্য গোটাবিশ্বের আনন্দ কিছুই নয়, বরং রাসূলে মাকবুল ﷺ এর এই জন্মের আনন্দই প্রকৃত আনন্দ। সে অনুভব করবে যে, এই দিন বিশ্বের সকল আনন্দ একত্রিত করে তাঁর আঁচলে আগলে রেখেছে। একজন সৈমানদারের জন্য এর চেয়ে খুশি ও আনন্দের কোন্ মূহূর্ত হতে পারে? বিশ্ব জগতে এই দিনের খুশি অপেক্ষা আর কোন খুশি বা আনন্দের চিন্তার উদ্দেক তার মধ্যে হবে না।

৫. ميلاد مصطفى ﷺ کی خوشیان منانے کا حکم خداوندی

৫. مুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ এর জন্মের দিনে আনন্দ পালন করা আল্লাহ'র নির্দেশ আল্লাহ' তবারক তায়ালার ফজল, দয়া এবং তাঁর নিয়মতের শোকরিয়া জ্ঞাপনের কবুল যোগ্য একটি সাধারণ নিয়ম খুশি ও আনন্দের ঘোষণা প্রকাশ পাওয়া। মীলাদে মুস্তফা ﷺ অপেক্ষা বড় নিয়মত আর কি হতে পারে! ইহা সেই আজীমতরীন নিয়ামত যার জন্য স্বয়ং রাববুল আলামীন খুশি পালন করার হুকুম প্রদান করেছেন। এরশাদ হচ্ছে-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلَيَفْرَحُوا - هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمِعُونَ
- (যোনস ৫৮) -

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
'হে নবী ﷺ আপনি বক্তব্য দিনান্ত (এই দিন কিছু মাত্র) আল্লাহ' তবারক তায়ালার ফজল

এবং রহমতের কারণ, (যা মুহাম্মদ ﷺ এর প্রেরণের বরকতে তোমাদের উপর প্রদানকৃত)। অতএব মুসলমানদের উচিত সে জন্য আনন্দ প্রকাশ করা। ইহা (খুশি পালন) থেকে এমন কি উত্তম যা তারা জমা করে থাকে?”

এই আয়াতে কারীমাহ এর মাধ্যমে আল্লাহ্ ত্বারক তায়ালার সমুজ্জল ও মশহুর খেতাব তাঁর হাবীব ﷺ এর প্রতি এই যে, স্বীয় ছাহাবী (রাঃ) এবং তার মাধ্যমে সকল উম্মতদেরকে জানিয়ে দেয়া যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার যে রহমত নাজেল হয়েছে, তিনি তার থেকে এই হৃকুমের প্রতি তাগিদ করেছেন যেন তাঁরা তাঁর উপর যেই পর্যন্ত সম্ভব খুশি ও আনন্দের ঘোষনা করে। আর যেদিন হাবীবে খোদা ﷺ এর মোবারকময় জন্মের ছুরাতে এই আজীমতরীন নিয়মত তাদের প্রতি প্রদান করা হয়েছে, সেই দিনকে আলীশান ভাবে যেন পালন করে। এই আয়াতের মধ্যে নিয়মত লাভের এই আনন্দ গোটা উম্মতের জন্য সমষ্টিগত ভাবে খুশি। যা সকল উম্মত যৌথভাবে আনন্দ উৎসবের ছুরাতে পালন করবে। যেখানে হৃকুম হয়ে গিয়েছে যে, ‘আনন্দ প্রকাশ কর’ এবং যৌথভাবে ঈদের উৎসবের ন্যায় অথবা তদাপেক্ষা আরও সমুজ্জলতার সাথে পালন কর। অতএব আয়াতে কারীমাহ এর অন্তর্নিহিত মর্মে মশহুর (প্রসিদ্ধ) হল যে, মুসলমান রাসূলে করীম ﷺ এর জন্মের দিন ঈদে মিলাদুল্লবী ﷺ (জন্ম উৎসব) হিসাবে পালন করবে। এই কানুনের বা নিয়মের উপর কয়েকটি গ্রহন যোগ্য দলিল বা যুক্তি নিম্নে উপস্থাপিত হল।

١) لَقْظِ قُلْ مِنْ مَضْمُرِ قُرْآنِي فَلْسَفَه

১. ‘কুল’ শব্দের অন্তর্নিহিত কোরআনী হেকমত

প্রজ্ঞাময় কোরআনে আল্লাহ্ ত্বারক তায়ালা কোন কোন স্থানে সর্তকতার সাথে মশহুর ভাবে লোকদেরকে খেতাব করেছেন। যেমন- يَا يَهْبَأ النَّاسُ (ইয়া আইয়ুহান্নাছু) আবার বলতেছেন أَمْنُوا بِيَهْبَأ الَّذِينَ (ইয়া আইয়ুহাস্লাজীনা আমান) ইত্যাদি। আবার কোথাও কোন হক হাকিকত এবং আহকাম সমূহ বাস্তবায়ন করনার্থে ”لَقْظِ قُلْ” ‘কুল’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার মাধ্যমে হজুর ﷺ এর জাতীয় সত্তার সর্বোচ্চ মর্যাদাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য ছিল। “لَقْظِ قُلْ” আরবী ব্যাকরণ মোতাবেক আমরের ছিগা বা নির্দেশ সূচক রূপ। যার অর্থ হবে ‘বলেন্দিন’ বা ‘বলন’। উসল বা বিধান এই যে, কোরআনে মজিদে **Bangladesh Anjuman-e Ashekaane Mostoba** যেখানেই ‘কুল’ শব্দ ব্যবহার করে আকুমি আমরেন্দু নির্দেশের সূচনা করা

হয়েছে, উহা দীনের ভিত্তি ও সন্দেহহীন গুরুত্বপূর্ণ হকমের সাথে সম্পর্কিত। যেমন- যখন আল্লাহ্ তবারক তায়ালা তাঁর রাবুবিয়াত ও একাত্তুর ঘোষণা এবং তাওহীদের বিশুদ্ধভাব প্রকাশ করার অভিপ্রায় হয়, তখন এরশাদ করেন-
 (আলাইহি ওয়াসল্লাম) ‘**قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ**’ (الإخلاص)
 হে নবী মুহাম্মদ আলাইহি ওয়াসল্লাম আপনি স্বয়ং ঘোষণা করে দিন যে, ঐ আল্লাহ্, যিনি এক ও একক।’ এমনিভাবে আল্লাহ্ তবারক তায়ালার উদ্দেশ্য যখন ইবাদত বন্দেগী হয় অর্থাৎ মহবতে এলাহী লাভের নিয়মাবলী বর্ণনা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে তাঁর হাবীবে মুকারব্মের এন্ডেবা করার হকুম দেন, তখন তথায়ও আপ আলাইহি ওয়াসল্লাম এর পবিত্র জবান মোবারক থেকে উহা বের করেন। যেমন- এরশাদ হচ্ছে-

قُلْ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ. (ال عمران - ٣١)

“আয় হাবীব আলাইহি ওয়াসল্লাম আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্ তবারক তায়ালার সাথে প্রেম বা ভালবাসা করতে চাও, তা হলে আমি নবী মুহাম্মদ আলাইহি ওয়াসল্লাম এর পায়রবি কর। তবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে মহবত করবেন। তোমাদের মাহবুব বানাবেন।”

অতঃপর যখন পরিপূর্ণ ইবাদত বন্দেগীর প্রকাশ করার অভিপ্রায় হয়, যেমন-হায়াত, মউত, ইবাদত এবং সর্ব প্রকার কোরবানী ও ত্যাগের জ্ঞান মূলক বিষয় বয়ান করতে গিয়ে প্রকাশ করলেন যে, ‘হে নবী আপনি বলুন- ইহা সকল কিছু আল্লাহ্ তবারক তায়ালার জন্য।’ এরশাদ ফরমান-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(الأنعام - ١٦٢)

“হে নবী আলাইহি ওয়াসল্লাম আপনি বলেন- নিঃসন্দেহে আমার নামাজ, আমার হজ্জ, আমার কোরবানী (সহ সকল বন্দেগী) আমার জীবন, আমার মরন সবই আল্লাহর জন্য। যিনি তামাম জাহানের প্রতিপালক।” কোরআনে হাকীমের এই পদ্ধতিতে বর্ণনার বৈজ্ঞানিক ও হেকমতপূর্ণ বিষয়ের উপর নিম্নে বর্ণিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (তাওজিহাত) আমাদের ব্যাখ্যা (তাওজীহ) চিন্তা, এবং গবেষণাকে তরাহিতও উৎসাহিত করে।

(۱۱) ایمان بالله سے پہلے ایمان بالرسالت کی ناگزیریت۔
আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণের পূর্বে রাসূলে পাক আল্লাহর উপর উপর উপর উপর এর প্রতি ঈমান বাধ্যতামূলক

নিঃসন্দেহে কোরআন আল্লাহর কালাম। যার প্রতিটি শব্দ-বাক্য রাসূলে মাকবুল আল্লাহর উপর উপর উপর উপর এর জবান মোবারক থেকে আদায়কৃত। এতদ্সত্ত্বেও আল্লাহর একত্ববাদ ও মহবতে এলাহী লাভের উপায় এবং অন্যান্য অসংখ্য আকায়েদ ও আমলের উপর আহকামে শরীয়তের ভিত্তির ঘোষণায় "قل" لِفَظٍ এর মাধ্যমে বলা হয়েছে। এভাবে বলানো হয়েছে যে, 'হে মাহবুব! আপনি আপনার জবান মোবারক দিয়েই বলেদিন। তা হলে লোক সকল আপনার জবান থেকে শ্রবন করে আমি আল্লাহর খালকিয়াত, মেলকিয়াত, ওয়াহেদানিয়াত (স্রষ্টা, মালিক ও একাত্মা) হওয়ার উপরে ঈমান গ্রহণ করবে। কেননা আমার অস্তিত্ব, প্রভৃতি ও এককের বিশুদ্ধ বা অকান্ত জ্ঞান প্রমাণ করা একমাত্র আপনার মাধ্যমেই সম্ভব।'

অতএব যথোপযুক্তবাণী ইহাই যে, একত্বার ঘোষণাও আপনি করুন। যার ফলে মানুষেরা আপনার পবিত্র জবান থেকে শ্রবন করে আমার ওয়াহেদানিয়াতের (তাওহীদের) উপর ঈমান পোক করে। আর এই ঈমানের পূর্বে তারা বাধ্য হয়ে আপনার রিসালাতের উপর ঈমান গ্রহণ করবে। অতএব যদি কেহ হজুর নবী আকরাম আল্লাহর উপর উপর উপর এর নবুওয়াত ও রিসালাতের উপর ঈমান গ্রহণের পূর্বে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাতে যা কিছু হোক না কেন কিন্তু মুসলমান মোমেন হতে পারবে না। ইসলামের দায়েরায় (ঈমানের পরিপন্থতায়) প্রবেশ করতে হলে ঈমান বির রেসালাতের (রিসালাতের উপর ঈমান) মাধ্যম থেকেই ঈমান বিল্লাহ হতে হবে। অন্যথায় হবে না। যদি কেহ এমনি দাবী করে, যার মধ্যে শুধু মাত্র উলুহিয়াত (প্রভৃতি) সাব্যস্ত হয়, আর নবুওয়াত ও রিসালাতের অবজ্ঞা প্রমাণ করে, তাহলে সে নিজ সত্ত্বায়ই কুফফর।

অতএব "لِفَظٍ 'কুল'" শব্দে এই তাত্ত্বিকতার জ্ঞান প্রকাশ পায় যে, মানবকুল রসূলে মকবুল আল্লাহর উপর উপর উপর কে আল্লাহর পরিচয়ের জন্য একমাত্র একক উপায়, মাধ্যম ও অবলম্বন জেনে তাওহীদের পরিচয়ের জন্য নবুওয়াতের দরজার উপর রাসূলের আল্লাহর উপর উপর উপর এতায়াত ও মহবতে পেশানী (কপাল) ঠুকিয়ে দেয়। কেননা অন্য কোন উপায় বা অন্য কোন মাধ্যমে পবিত্র জাতে হক পর্যন্ত পৌছার কল্পনাই সম্পূর্ণ

অসম্ভব। তাই মহা কবি ইকবালের ভাষায় ‘কুল্লিয়াতে (উদু)’ আরমানে হিজাজ'-পৃষ্ঠা ৬৯১ এর একটি পংক্তি।

بِمَصْطَفِي بَرْسَانِ خُوِيشْ رَا كَهْ دِينْ هَمَهْ اوْسْتْ
اَگْرَ بَهْ اوْ نَرْسِبِي تَمَامْ بُولْهَبِي اَسْتْ .

“অর্থাৎ দীন সারবেসার (একমাত্র) মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ পর্যন্ত পৌছার নাম। আমরা যদি সেই দরওয়াজা পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম না হই, তাহলে ঈমান বিদ্যয় গ্রহণ করবে। বোলচাল (কথাবার্তা) বাকী থাকবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আরো জানতে উৎসুক হলে লিখক ‘রাকেম’ এর কিতাব ‘কিতাবুত তাওহীদ’ کتاب التوحید অব্বেষণ করুন।

(ب) لفظ قل سے حکم کی اہمیت اور قضیلت اور بئرہ جاتی ہے
“کُل” شدےর خেکے ہکومےর گرعت و فوجیلعت آراؤ بُندی پاے

কালামে এলাহী (আল্লাহর কালাম) হজুরে আকরাম ﷺ এর মাধ্যমে মানবের নিকট পৌছিয়েছে। তন্মধ্যে কোন কোন স্থান (আয়াত) এ রকম যেখানে কোন হকুমের গুরুত্ব ও ফজিলতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সরাসরি মানুষদের প্রতি, যার ফলে সে হকুমের প্রতি তাদেরকে খাচ্ছাবে মোতাওয়াজ করা (বুকিয়ে দেয়া) অত্যাবশ্যক ছিল। সেই তাগিদের জন্য তথায় আল্লাহ তবারক তায়ালা لفظ "قل" 'কুল' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়াও কোরআনে পাকের ঐ সমস্ত স্থান- যেখানে "کُل" শব্দ দিয়ে বাক্য শুরু করা হয়েছে, উহা হজুর নবী করীম ﷺ এর শান-মানের প্রতি বাধ্যবাধকতার প্রমাণ। এই সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে ইহাই দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতে কোরআনীর মধ্যে "کُل" শদের ব্যবহারে কর্মবাস্তবায়নের চৌকশ হিকমত নিহীত। উদাহরণ স্বরূপ পূর্বোল্লিখিত আয়াত। যেমন- (قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِذْلِكَ فَلِيَفْرَحُوا) - এর উপর গবেষনা করলে অসংখ্য হিকমত ও জ্ঞান পরিলক্ষিত হবে। বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ তবারক তায়ালা (لفظ "قل") (ب্যতীত হকুম প্রদান করতে পারতেন এভাবে যে, "লোক সকল, আল্লাহর ফজল এবং তাঁর রহমত লাভের উপর আনন্দ প্রকাশ কর।" কিন্তু না, এ রকম বর্ণনা প্রদান করেন নি, বরং (আল্লাহ তায়ালা) বর্ণনার কায়েদা এভাবে যে, 'মাহবুব! এই কথাটি আপনি নিজ জবানে (মুখের মাধ্যমে) *Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostoja*
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

এখানে প্রশ্ন তৈরী হয় যে, নেয়ামত প্রদান কারী তো স্বয়ং আল্লাহ আর আনন্দ প্রকাশকারী তাঁর (আল্লাহর) বান্দা সকল। স্বয়ং আল্লাহ বান্দার প্রতি এই নির্দেশ প্রদান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এভাবে কেন ফরমাইলেন না যে, (বান্দাদের) ‘আমার বান্দা সকল! আমার নিয়মতের উপর খুশি বা আনন্দ পালন কর। যেমনি করে পূর্ববর্তী উচ্চতগণের থেকে মশুর ভাবে মোখাতেব (প্রস্তাবক) হয়ে নিয়মতকে স্বরণ করার জন্য হৃকুম প্রদান করে ছিলেন। আর এখানে আনন্দ বা খুশি পালনের নির্দেশ হজুর ﷺ এর পবিত্র জবানে কেন বলানো হল?

এ প্রশ্নের জবাব বর্ণিত আয়াত খোদ-ই দিয়েছে যে, আয় মাহবুব! আপনার প্রসংশিত গুণাবলি-ই কায়েনাতের সমস্ত নিয়মতের কারণ। যেহেতু এই নিয়মতের কারণ যখন আপনি স্বয়ং সেহেতু আপনি-ই নিজ জবানে বলুন! লোক সকল! এই নেয়ামত যা আমার অস্তিত্ব, আমাকে প্রেরণ এবং আমার রেসালাত ও নবুওয়াতের অবস্থায় আল্লাহ ত্বারক তায়ালা তোমাদের প্রদান করছেন, তার উপর তোমরা যতই খুশি পালন করে থাক, কোন দিনই সমাপ্তি করতে পারবে না।

۲. حضور نبی اکرم ﷺ کی فضل اور اس کی رحمت بیس

হজুর নবী আকরাম ﷺ আল্লাহর ফজল এবং তাঁর রহমত

সুরায় ইউনুচের ৫৮ নং আয়াতে দুই বিষয় অর্থাৎ আল্লাহর ফজল এবং রহমতের উপর আনন্দ পালন করার হৃকুম দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন তৈরী হচ্ছে যে, এখানে ফজল এবং রহমত পৃথকভাবে কেন উল্লেখ করা হল এবং এর তাৎপর্য কি?

কোরআনে হাকীমের বর্ণনার নিয়মাবলীর মধ্যে এটাও একটা নিয়ম যে, যখন ফজল এবং রহমতের উল্লেখ হয় তখন তাতে হজুর ﷺ এর মহান জাতের অর্থ প্রমাণ হয়। এর প্রামাণ্য আলোচনা পরে আসবে। প্রথমেই দেখতে হবে যে, বর্ণিত আয়াতে কারীমায় ফজল ও রহমত দ্বারা কি বুঝায় বা কি প্রমাণ করে।

ایکی لطیف علمی نکته

একটি سূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানীক বিচক্ষণতা

বর্ণিত আয়াতে কারীমায় দু'টি বিষয়ের আলোচনা এসেছে-

(۱) اللہ کی رحمت (۲) (আল্লাহর ফজল) (الله کا فضل)

রহমত)। *Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

এই দুই শব্দের মাঝখানে আরবী ব্যাকরণের বর্ণনানুসারে বা আরবী ভাষার বচনভঙ্গিমায় ۱۹ (ওয়াও) আত্ফ আছে। (বাক্যের মধ্যে পৃথকীকরণ ও সম্পর্ক করণ বর্ণকে ওয়াও আতফ বলে।) স্বাভাবিকভাবে এই নিয়ম ছিল যে, যেমনিভাবে ফজল এবং রহমতের উল্লেখ পৃথক পৃথক হয়েছে, তেমনিভাবে উভয় শব্দঘয়ের বর্ণনায় (۰۱۷ حُرْفُ إِشَارَةً) ইশারাকৃত ‘বর্ণ’ যেমন (و۰۱۸ جَلِيلًا) ('জালিকা') এক বচনের পরিবর্তে দ্বিবচন বা তাছনিয়াহ হবে। বস্তুত এখানে সন্ধিবেশিত বা ধারনাকৃত নিয়ম বা কায়েদাহ রাখা হয়নি। (অর্থাৎ এভাবে বলা হয়নি যে, উভয়ের খাতিরে আনন্দ প্রকাশ কর, বরং কলা হয়েছে-তাঁর খাতিরে আনন্দ প্রকাশ কর।) ব্যাকরণের কায়েদা মোতাবেক এভাবে বলা যায়- জায়েদ এবং বকর ঘরে প্রবেশ করেছে। এভাবে বলা হয়নি যে, জায়েদ এবং বকর উভয় এসেছে। প্রবেশকারী যেহেতু দুইজন সেহেতু আরবী ব্যাকরণের কায়েদা অনুযায়ী শব্দ রূপও দ্বিবচন ব্যবহৃত হবে। আর তাদের মোকাবেলায় যখন দ্বিবচন ও বহুবচনের উল্লেখ হয়, তখন তাদের জন্য এ সময়ে ইশারা ও নিয়ম মোতাবেক ۱۹ (জানেকা) অথবা ۱۸ (উলাইকা) বলা যাবে। এখন এই উসূল বা নিয়ম জ্ঞানে ধারণ করে, যখন আয়াতে কারীমার উপর গবেষনা করা হবে, তখন জ্ঞানে আসবে যে, ফজল ও রহমত উল্লেখের পরে ওয়াহেদ ইশারা (ইশারা একবচন) ۱۸ (জালিকা) লওয়া হয়েছে। এ বিষয়ের হেকমত কি? কোরআন কি তাঁর বর্ণনায় এখানে কাওয়ায়েদ (ব্যাকরণের নিয়ম) পরিবর্তন করে দিয়েছেন না, ইহা কখনও নয়।

অতএব অবশ্যই মানতে হবে যে, ছিগা ওয়াহেদ (একবচনের শান্তিক রূপ) এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, এ স্থলে ফজল ও রহমতের দ্বারা মুরাদ বা তাৎপর্যময় ইংগীত ঐ একই অস্তিত্ব। (তিনিই মুহাম্মদ মুস্তফা স:) এ নিয়মে বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা যে, লোকেরা যেন আল্লাহর (ভাষা) ফজল ও রহমত এর মুরাদ তালাশ করে চিন্তা চেতনাকে অন্যদিকে ঘূরিয়ে না নেয়। বরং গভীর ভাবে এই সুস্ক্র জ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করবে যে, আল্লাহ তবারক তায়ালা তাঁর ফজল ও রহমতের ধারা মূলত একই জাতের মধ্যে (রাসূলে পাক ﷺ এর মধ্যে) শামিল করেছেন। অতএব এই একই মোবারক অস্তিত্বের কারণে শোকর আদায় এবং আনন্দ উৎসব পালন করতে হবে।

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ কোরআনের ব্যাখ্যায় কোরআন

আমরা যদি বর্ণিত আয়াতের তাফছীর করতে কোরআনের অন্যান্য আয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করি, তা হলে বিষয়টির তাত্ত্বিকতা বা গভীর তথ্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ এর মহান জাতই আল্লাহ বাবুল আলামীনের ফজল এবং তাঁর রহমত। لَفْظُ رَحْمَةٍ রহমত শব্দের ব্যাখ্যা সুরায় আঘিয়া এর এই আয়াত থেকে হয়, যেখায় হজুর ﷺ এর পূর্ণ মর্যাদার এক ছেফাতী লক্ষ্য “রহমাতাল্লিল আলামীন” এর বর্ণনা এসেছে। কেননা আল্লাহ বাবুল ইজত সুস্পষ্ট শব্দ সমষ্টির মাধ্যমে রাসূলে মকবুল ﷺকে ‘রহমত’ কৃতার দিয়েছেন।

(۱۱) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (الأنبياء، ۱۰۷۔)

“এবং (আয় রাসূলে মুহাম্মদ ﷺ)! আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, বরং গোটা জাহানের জন্য (আপনাকে) রহমত বানিয়ে।” অর্থাৎ হে রাসূল! আপনাকে গোটা বিশ্বের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছি।

হজুর ﷺ কে তামাম জাহানের জন্য আপাদমস্তক রহমত বানানো হয়েছে। যার মধ্যে শুধু ভূগৃহী নয়, বরং কুলে আলমও শামিল। তাই বলতে হবে তাঁর (রাসূল স): রহমতের দায়েরা (বেষ্টনী) গোটা মানবতাকে ঘিড়িয়ে নিয়েছে।

সর্ব শ্রেণীর মানুষের পথ প্রদর্শন ও হেদয়াতের জন্য দয়াল নবী রাসূলে পাক ﷺ এর মহান জাতের জেসেম মোবারক ও রহমতে ভরপূর করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ কারণেই তিনি ﷺ প্রেরীত। অতএব প্রতিভাত হল যে, আল্লাহ জাল্লাসানুহ এর ফজল এবং তাঁর রহমত রাসূলে পাক ﷺ এর অবয়বে রূপান্তর হয়ে পার্থিব জগতে দ্বিষ্ঠিমান হয়েছে।

কোরআন মাজীদে হজুর ﷺ কে আল্লাহর ফজল ও তাঁর রহমত সাব্যস্ত করে অন্য এক স্থানে এরশাদ হয়েছে-

(۲) فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَسِيرِينَ۔
(البقرة، ۶۴۔)

“অতএব যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তবারক তায়ালার ফজল এবং তাঁর রহমত না হত, তোমরা **অবশ্যই মৃত্যু মুক্তি নেতে** Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

নিম্নে বর্ণিত আয়াতে কারীমায় রাসূলে পাক بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কে আল্লাহ্ তবারক তায়ালার ফজল এবং তাঁর রহমত হওয়ার প্রামাণ্য দালিলিক জ্ঞান দেয়।

(৩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلٰيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَأَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
النساء - ৮৩ -

“এবং (হে মুসলমান সকল!) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তবারক তায়ালার ফজল এবং তাঁর রহমত না হত, তা হলে অবশ্যই কতিপয় ব্যতীত অন্য সকল শয়তানের অনুসরণ করতে।”

এখানে আল্লাহ্ রাবুল ইজতের দৃশ্যমান খেতাব সাধারণ মোমেনীন ও ছাহাবায় কিরাম (রাঃ) এর প্রতি। বস্তুত তিনি (আল্লাহ্) স্বীয় হাবীব بِنْ مَحْمَدٍ কে তাদের প্রতি আনয়ন বা প্রেরণকে নিজ ফজল ও রহমত কূরার দিয়ে এরশাদ করেন যে, তোমাদের প্রতি যদি আমার বন্ধু হ্যরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ তাশরীফ গ্রহণ না করতেন, তা হলে তোমাদের থেকে বহু সংখ্যক লোক শয়তানের পায়রবি করতে। কুফ্ফার, মুশরেক, গোমরাহী এবং পথ ভষ্টতা তোমদের উদ্দেশ্যে পরিনত হত। অতএব আমার মাহবুব পয়গম্বর মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ কে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করাই আল্লাহর ফজল হয়ে গেল। এই আগমনের বাস্তবতায় তোমাদের হেদায়াত নছীব হল। আর তোমরা শয়তানের পায়রবী ও গোমরাহী থেকে বেঁচে গেলে। ইহা আল্লাহর এক মাত্র করুণা যে, তিনি সত্যসঠিক পথ থেকে ভেগে যাওয়া মানবের মধ্যে রাসূল মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ কে প্রেরণ করেছেন। ফলে মানুষের মধ্যে একটা শ্রেণী শয়তানের আক্রমন থেকে বেঁচে গেল। এই রাসূলে মোয়াজ্জম صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ দুনিয়ায় তাশরীফ হওয়ার পরে সত্য সঠিক পথের দিশা প্রদান কৃত ‘আমর’ (নির্দেশ) সমূহের সত্যতা প্রমাণ কারী খোদ কোরআন বলতেছেন-

(৪) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلٰيِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَشْلُوْلُ عَلٰيْهِمْ أَيْتَهُ وَيُزْكِيْهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْئِيْ صَلِيلِ مُبِيْنِ - (ال عمران - ১৬৪)

“অর্থাৎ এজন্যই আল্লাহ্ তবারক তায়ালা মুমিনদের প্রতি অসীম এহসান করেছেন যে, তাদের প্রতি তাদের মধ্য থেকে (সম্মানিত রাসূল স:) প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের উপরে তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করতেছেন এবং তাদেরকে পবিত্র করতেছেন। আর তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের তা'লীম দিতেছেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে পথভুংক্ত ছিলো।”
Bangladesh Anjuman-e-Ashkaane Mostofa
(Salallaho Alayhi Wasallim)

রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা^{আল্লাহুস্লাম} এর আবির্ভাবের পূর্বে গোটা বিশ্বের মানব সমাজ পরিপূর্ণ গোমরাহী ও পথ ভ্রষ্টার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। আল্লাহ^{আল্লাহুস্লাম} তবারক তায়ালা তাদের মধ্যে আপনি মাহবুব মুহাম্মদ^{আল্লাহুস্লাম} কে প্রেরণ করলেন। হজুরে আকরাম^{আল্লাহুস্লাম} এই সকল লোকদের মধ্যে আল্লাহ^{আল্লাহুস্লাম} প্রদত্ত আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করে, কিতাব ও হিকমতের তা'লীম প্রদানের মাধ্যমে মুর্খতা, গোমরাহী ও পাপাচারের অঙ্ককার থেকে বের করে এনেছেন। তাদের অন্তর সৈমানী নূর দ্বারা আলেক্ষিত করেছেন। তাদের জান-প্রাণকে নবুবী তালীম ও তারবিয়াতের বদৌলতে তামাম দুনিয়ার খারাবিয়াত থেকে পবিত্র করেছেন। ইহা বিশ্বমানবতার প্রতি আল্লাহ^{আল্লাহুস্লাম} তবারক তায়ালা^{আল্লাহুস্লাম} এত বড় ফজিলত ও রহমত যাকে আল্লাহ^{আল্লাহুস্লাম} রাবুল আলামীন এহ্সানে আজীম (অসীম দয়া) বলে উল্লেখ করেছেন। এ অবস্থায় দয়াল নবী রাসূলে পাক^{আল্লাহুস্লাম} কে প্রেরণ করা কত বড় মহা নিয়মত, যার জন্য আল্লাহ^{আল্লাহুস্লাম} তবারক তায়ালা স্বীয় পবিত্র কালামে পাকে **فَلِيَفْرَحُوا** (ফাল ইয়াফরাহ) বাক্য এস্টেমাল করেছেন যে, হে বান্দা সকল! তোমরা এই মহা নিয়মত প্রাপ্তির পরে খুশি ও আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে গোটা দুনিয়া শোকরের আনন্দে ভরপুর কর। তবে হা, এই সত্যায়নের পরে আহলে ইসলাম যে প্রকারেই আনন্দ প্রকাশ করবে ও খুশির অনুষ্ঠান পালন করবে, তাতো যথাযোগ্য মর্যাদায় হবেই না, বরং তুলনায়ও আসবে না। অতএব ইহা প্রনিধান যোগ্য যে, এই আনন্দ ও খুশি অন্তরে অনুধাবন করলেও হবে না, বরং এর বহিঃপ্রকাশ হতেই হবে। অন্যথায় সর্বস্তরের উন্নতি এ আনন্দের বিষয়টি যে আল্লাহ^{আল্লাহুস্লাম} নির্দেশিত, তার মহেন্দ্র বুঝতে, অনুধাবন করতে ও বাস্তবতায় উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে না।

এতদ্প্রেক্ষাপটে আল কোরআনের অন্যস্থানে হজুরে পূরনূর^{আল্লাহুস্লাম} এর উল্লেখিত আওছাপের (গুনাবলি সমূহের) বিষয় উল্লেখ করে আল্লাহ^{আল্লাহুস্লাম} তবারক তায়ালা এরশাদ ফরমান-

(٥) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْتِي
ضَلَلُ مُبِينٌ (الجمعة : ٢)

“তিনিই হন সেই জাতে পাক যিনি উম্মী লোকদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন (আজম^{আল্লাহুস্লাম}) রামুন প্রেরণ করেছেন যেন তাদের নিকট তাঁর আয়াত^{আল্লাহুস্লাম} (Sallallaho Alayhi Wasallim)

সমূহ পাঠ করেন, তাদের (জাহের বাতেন) পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাবও হিকমতের জ্ঞান দান করেন। যদিও তারা ইতোপূর্বে (হজুর (স;)) এর তাশরীফ গ্রহণের পূর্বে) অবশ্যই সুস্পষ্ট পথভৃষ্টতার মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল।”

বর্ণিত আয়াতে কারিমা ইহাই বলতেছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর রাসূলে পাক, যিনি আগমন করে কুফফরী-গোমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত লোকদেরকে আল্লাহ্ প্রদত্ত আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনিয়েছেন এবং তার অলৌকিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের ভিতর বাহিরের ময়লা কিচিলা (খারাবিয়াত) দূর করে দিলেন। আর অন্তরকে দুনিয়া বিমুখী করে পরিষ্কার করে দিলেন। এই নবী মুহাম্মদ ﷺ স্বয়ং তাদেরকে আল্লাহ্ র কিতাবের বাস্তব তা’লীম দিলেন এবং কিতাবী হিকমতের নূর তাদের অন্তরে প্রবিষ্ট করলেন। যার বদৌলতে লোকেরা মা’রেফাত ও আল্লাহ্ হেদয়াতের মত মহা নিয়মত লাভে ধন্য হলো। অন্যথায় ইতোপূর্বে তো তারা পার্থিব জগতের মোহে গোমরাহীর স্বীকারে নিঃমগ্ন ছিল। এমনি মুহূর্তে মহান নবী রাসূলে মকবুল ﷺ এর মত মহা নিয়মত তাদের জন্য আল্লাহ্ হেদয়াতের ‘নূর’ প্রকাশ্য আশ্রয়স্থলে পরিগত হল। আর ইহাই আল্লাহ্ রাবুল আলামীনের ফজল ও রহমত। যাহা লাভের পরে আহলে সৈমানের প্রতি এই দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, তারা যেন এই তোহফা প্রাপ্তির শোকরিয়া জ্ঞাপন করে। আর এই শুকরিয়া জ্ঞাপনের বাস্তবতায় আনন্দের উচ্চাসে খুশির উৎসব পালন করে।

বর্ণিত আয়াতের পরের আয়াতে আল্লাহ্ তবারক তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদেরকে একইভাবে ফয়েজ ও রহমতে শামিল করলেন। যেই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ্ রাবুল ইজ্জত প্রেরীত নবী মুহাম্মদ ﷺ কে তাঁর (আল্লাহ্) ‘ফজল’ ক্ষারার দিলেন (সাব্যস্ত করলেন)। তাই এরশাদ হয়েছে-

(٦) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحُقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ .

(الجمعة ٤.٣)

“এবং তাদের মধ্য থেকে অন্য লোকদেরকেই এবং (এই রাসূলে পাক ﷺ কে একই তাজকিয়া ও তালীমের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে) যারা এখন পর্যন্ত তাদের সাথে মিলিত হয়নি। (যারা বলত্বাত তাদের প্রেরণ জ্ঞামায়ানায় তারা আসবে)

এবং তিনি অসীম বিজেতা ও অসীম জ্ঞানময়। ইহা (অর্থাৎ এই রাসূলে পাক প্রক্ষেপণ এর আগমন এবং তাঁর ফয়েজ ও হেদায়াত) আল্লাহ্ তবারক তায়ালার ‘ফজল’। তিনি যাঁকে ইচ্ছা তাঁকেই এই মহা নিয়মতে বিভূষিত করেন এবং খোদ আল্লাহই অসীম ফজল ওয়ালা।”

সুরায়ে জুমুয়াহ এর বর্ণিত আয়াত সমূহে আল্লাহ্ তবারক তায়ালা হজুর ﷺ কে প্রথম রাসূল বলেছেন, এর পরে এই নিয়মতে রেসালাতকে স্বীয় ‘ফজল’ বলে তা’বীর বা ব্যাখ্যা ফরমায়েছেন। এই আয়াতে নির্ধারিত হচ্ছে (ছাবেত হচ্ছে) যে, আপনি মাহবুব ﷺ কে প্রত্যেক যুগে আগত মাখলুকের জন্য তাঁর পয়গম্বর ও রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। যার মধ্যে কোন বংশ, স্থান এবং যুগ বা জামানা নির্ধারণ নেই। আপনি নবী ﷺ এর ছোহবতে লাগাতার মশহুর ভাবে মানুষ ফয়েজ প্রাপ্ত হবে, যারা এই জামানায় (প্রথম জামানায়) এসেছে এবং পরবর্তীজামানায় আসবে। আপনি যাদের মাঝে জন্মলাভ করেছেন তারাই শুধু নয় বরং সুরায়ে জুমুয়াহ এর তৃতীয় নং আয়াতে এসেছে **‘وَأَخْرِيْنَ مِنْهُمْ’** ‘এবং তাদের পরবর্তীগণ।’ তারা ঐ লোক, হে রাসূল ﷺ যারা আপনার পরে আসবে। তাদের মধ্যে অন্যান্য সকল কাওম ও বসবাসকারী সর্বস্তরের লোক শামিল। যারা আপনার দ্বীন-ইসলামে দাখিল হয়ে আপনার উপরের মধ্যে গণ্য হতে থাকবে। তারা ঐ লোক, যারা **‘لَمَّا يَلْحُفُوا بِهِمْ’** তাদের সাথে পরে মিলিত হবে। এবং যারা আপনাকে বাস্তবে স্বশরীরে কখনো দেখেন নাই, আর কখনো আপনার নূর চেহারা মোবারকের প্রতি দর্শনীয় মোলাকাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাদের জামানা-ই আপনার ﷺ শুভ বাস্তব জামানা থেকে ভিন্নতর হবে। তারা মুত্তাআখ্যরিন হিসাবে পরিচিত হবে, কিন্তু আপনার ফয়েজ রহমত প্রাপ্তিতে ঘাটতি হবে না।

হজুরে আকরাম ﷺ এর জন্য এবং আবির্ভাবের উল্লেখের পরে সুরায়ে জুমুয়াহ এর ৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ তবারক তায়ালা (**ذلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ** ‘জালিকা ফাজলুল্লাহি’ বাক্য ফরমায়েছেন। এর দ্বারা মুরাদ জাতে মুস্তফা ﷺ। যেমন আল্লাহ্ বলতেছেন— আমার হাবীবের জন্য, প্রেরণ এবং তারপরে তাঁর মারেফত (তাত্ত্বিকতা) সবই আমার ফজল। তাঁর জন্য যার যা সাধ, তা-ই কর। তবে হ্যাঁ, যে কেহ আমার হাবীবের মহৱতে উন্মাদ এবং যে কেহ আমার নবী মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ কে **Bangla’atul-hutayyib, tariqatul-deekam, Moulafa**’ (Sallallaho Alayhi Wasallim) হতে থাকবে।

যেমনিভাবে আমি রাসূলের জামানায় লোকজনকে স্বীয় রহমত ও ফজলের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান করেছি তেমনিভাবে (হে রাসূলের আশেকেরা) তোমাদের প্রতিও অনুরূপ ফজল ও রহমতের দৌলত নেছার থাকবে ও আছে। সুরায় ইউনুচের ৫৮ নং আয়াতের সুস্পষ্ট তাশরীহও তাত্তজীহ (শরাহ ও ব্যাখ্যা) অত্যাবশ্যক। এ জন্য যে, সুরায়ে জুমুয়াহ এর ৪নং আয়াতের তথ্য ও তত্ত্ব অবগত করান হয়েছে এবং বুরানো হয়েছে। নিম্নে (লিখক বলছেন) আমি উক্ত আয়াতের তাফসির ও তা'বীর বর্ণনা করছি।

والله ذو الفضل العظيم كامعني “ওয়াল্লাহ জুল ফাজলিল” এর তাত্ত্বিক অর্থ

উল্লিখিত আয়তের শাব্দিক অর্থ- ‘এবং আল্লাহ্ বড় ফজল ওয়ালা।’ আল্লাহ ত্বরাক তায়ালা যেহেতু কুল কায়েনাতের (বিশ্ব ভ্রমান্ডের) খালেক, তামাম রহমত, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের একচ্ছত্রে মালিক, সেহেতু তিনি আপন ফজল এবং শ্রেষ্ঠত্বেও আজীম। তামাম ফজল তাঁর স্বত্ত্বাধিকারে এবং গোটা জাহানের উপর কর্তৃত তাঁরই। সকল লফজফের চূড়ান্ত এখানেই যে, অবশ্যই স্বীকার করতে হবে ঐ জাতেপাক আল্লাহ্ ত্বরাক তায়ালা তামাম ফজলের মালিক কিভাবে হয়, তিনি খোদই ফজল নয় কেন? তার উদাহরণ এভাবে যে, কোন বাড়ির জিস্মাদারকে প্রশ্ন করা হলো- এই বাড়ীখানা কারঃ জবাবে উক্ত বঙ্গ বলবে-উমুক ব্যক্তির বাড়ী। এমনি ভাবে যদি কেহ কারো প্রতি এহসান করে, তো বলা যায় যে, তোমার প্রতি আমার এহসান আছে।

অর্থাৎ আমি ছাহেবে এহসান বা আমি এহসানকারী। যখন এহসানকারী অত্যাধিক এহসান করে তখন তাকে ‘এহসান করনে ওয়ালা’ শব্দ ব্যবহার করে (জুল এহসান) বলা হবে। এখন আপনি যদি আরবি ব্যাকরণের কাওয়ায়েদ দেখেন, তা হলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তার মধ্যে মোজয়াফ মোজআফ এলাই (مضاف اور مضاف الیہ) আছে। আর মোজয়াফ -মোজআফএলাই উভয় পৃথক পৃথক হয়। কিন্তু একই সাথে হয়ে থাকে, যেমন এক ব্যক্তি মোজয়াফ দ্বিতীয় মোজআফ এলাই হয়। যেমন- (ছাহেবুল কিতাব) সাহেব কিতাবের ছাহেবে। পূর্ণ (জুল কিতাব) বাংলা ভাষায় অর্থ হবে- কিতাবের ছাহেব।

*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

অর্থাৎ কিতাবের ছাহেব। তেমনি করে (دُوْالْفَضْل) জুল ফজলের মধ্যে মুজআফ এবং মোজআফ এলাই ভিন্ন হবে। এ রকম কখনোই হবে না যে, উভয়ই এক ব্যক্তি হবে। তার অন্য একটি উদাহরণ - رَسُولُ اللّٰهِ (রাসূলুল্লাহ) যার মধ্যে রাসূল رَسُولٰ مোজআফ আর লফজ আল্লাহُ مُلّٰ মোজআফ এলাই হয়েছে। উভয়ই একক মোজআফ বা একক মোজআফ এলাই হয়নি। এই নিয়মে বা এই কাওয়ায়েদ অনুযায়ী رَسُولُ - أَللّٰهُ (রাসূল আল্লাহর) হবে না এবং رَسُولُ (আল্লাহর রাসূল) এভাবে পৃথক পৃথক হবে না।

এই সুস্মাতিসূস্ম চিন্তা চেতনার পরে আমি দ্বিতীয়বার কোরআনে হাকীমের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করছি এবং উসুলের (কাওয়ায়েদের) প্রয়োগ দেখতেছি। বর্ণিত **وَاللّٰهُ دُوْالْفَضْلُ الْعَظِيمُ** (আল্লাহ বড় ফজল ওয়ালা) এই আয়াতে (জু) শব্দ মুজআফ (আল ফজল) শব্দ মুজআফ এলাই হয়েছে। বর্ণিত কাওয়ায়েদ মোতাবেক মুজআফ এবং মুজআফ এলাই ভিন্ন হয়ে থাকে। অতএব জ্ঞাত হলে যে, فضل (ফজল) এবং دُوْالْفَضْل (জুল ফজল) ও ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বে অবস্থিত। আল্লাহ তবারক তায়ালা এ ফজলের মালিক। তিনি স্বকীয় জাতে ফজল নয়। কেননা ফজল (فضل) ঐ জিনিস, যা আল্লাহর তরফ থেকে প্রদানকৃত।

এখানে প্রশ্ন তৈরী হয় যে, তিনি স্বয়ং ফজল নয়, তা হলে ফজল কে? তার জবাব এই যে, ফজল رَاسُولুল্লাহ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) এর মহান জাতি সম্মা, যাঁকে আল্লাহ তবারক তায়ালা সকল মানবের জন্য রহমত ও হেদায়াত বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আর যার নাম দেয়া হয়েছে মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)। নিম্নে আমি বিষয়টির স্বপক্ষে অবস্থান স্থলে সঠিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কতিপয় মুফাচ্ছিরিনে কেরামের কাওল বা উদ্বৃত্তি উপস্থাপন করছি, যাতে সন্দেহ না থাকে।

أئمہ تفسیر کے نزدیک "فضل الله" سے مراد
মুফাচ্ছিরিনে কেরামের নিকট 'ফজলুল্লাহ' দ্বারা কি মুরাদ'

সুরাতুল জুমুয়াহ এর আয়াত নম্বর চার এর আলফাজ। (শব্দ সমূহ) ذلِكَ فَضْلٌ (এর পাঁচটি মুক্তফা) دُوْالْفَضْل (আল ফজল) এর শুভাগমনের জন্য ওহী করা হয়েছে। তাঁর পৃণ্যময় আবির্ভাব বিশ্ব মানবতার জন্যই হয়েছে। **Bangla Alayhi Alayhi Wasallim** | (Sallallaho Alayhi Wasallim)

উপস্থাপন করেছেন বা আপনি ফজল হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যদি কেহ ‘ফজল’ কে জীবিত-জগত ছুরাতে দেখার কামনা বাসনা করে, তা হলে সে যেন রাসূলে আকরাম ﷺ কে অবয়বে দেখে নেয়। এই সুস্মাতিসুস্ম বিষয়টির তাওজীহ (ব্যাখ্যা) এবং তাশ্রীহ (শরাহ) স্বয়ং কোরআনে মজিদ-ই ফরমায়েছেন। নিম্নে আমি এই নির্দিষ্ট আয়াতে কারিমার উপরে কতিপয় উল্লেখযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য মুফাচ্ছিরিনে কেরামদের উদ্বিতি উপস্থাপন করছি।

(۱) حَضَرَتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَللَّهُ عَنْهُمَا

(م ۶۸) الفضل العظيم کی مراد یون بیان کرتے ہیں
 (وَاللَّهُ دُو الفَضْلِ) الْمَنْ (الْعَظِيمُ) بِالْإِسْلَامِ وَالنَّبُوَّةِ عَلَى مُحَمَّدٍ
 (ص) وَيُقَالُ : بِالْإِسْلَامِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - وَيُقَالُ بِالرَّسُولِ
 وَالْكِتَابِ عَلَى خَلْقِهِ . (فیروزابادی) . تنوير المقباس من
 تفسیر ابن عباس : (۴۷۱)

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ) ‘ফজলে আজীমের’ মুরাদ এভাবে বলেছেন যে, ফজলে আজীম অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম নবুওয়াতে মুহাম্মদী ﷺ এর সূরাতে সর্ব শ্রেষ্ঠ এহ্সান। ইহাও বলা হয়েছে –মোমেনের উপরে ইসলামের অবয়বে (ফজলে আজীম) সর্বশ্রেষ্ঠ এহ্সান। আবার এভাবেও বলা হয়েছে– মাখলুকের উপরে মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ এর অস্তিত্ব কোরআন নাজিলের ছুরাতে ‘সর্বোৎকৃষ্ট’ এহ্সান।

(۲) علامہ زمخشیری (۴۶۷-۵۳۷ھ) نے بیان کرتے ہیں
 (ذلك) الْفَضْلُ الَّذِي أَعْطَاهُ مُحَمَّدًا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا أَبْنَاءَ
 عَصِيرَةٍ - وَنَبِيًّا أَبْنَاءَ الْعَصُورِ الْغَوَابِرِ . هُوَ (فَضْلُ اللَّهِ يُوتَّهُ مَنْ
 يَشَاءُ) (زمخشیری) . الْكَشَافُ عَنْ حَقَائِقِ غَوَامِضِ التَّنْزِيلِ وَعُيُونِ
 الْأَقَوِيلِ فِي وُجُوهِ التَّاوِيلِ . ۴: (۵۳۰)

হ্যরতে আল্লামা জুমুখশরী (রহ:) (হি: ৪৬৭-৫৩৮) বর্ণনা করতেছেন যে (জালিকা) থেকে মুরাদ (অর্থ) এই ফজল যা আল্লাহু ত্বরক তায়ালা মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ কে প্রদান ফরমায়েছেন (Shahih Al-Haythi) (Tuhfatul Ummah) বাস্তব জামানার লোকের

জন্য (কেয়ামত পর্যন্ত) এবং পরবর্তী জামানার লোকের জন্যও নবী হবে। ইহা আল্লাহ্ তবারক তায়ালার ‘ফজল’ (মহা নিয়মত)। তিনি (আল্লাহ্) যাকে ইছা তাঁকে উহা প্রদান করে বিভূষিত করেন।

(৩) علامہ طبری (م ۵۴۸ هـ) مذکورہ الفاظ کی مرادیوں واضح کرتے ہیں۔ (وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) ذُو الْمَنْعِ الْعَظِيمِ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِبَعْثٍ مُّحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔ (طبری - مجمع البيان فی تفسیر القرآن - ۴۲۹: ۱)

আল্লামা তীবরী (হি: ৫৪৮ م) উল্লিখিত শব্দ সমূহের ব্যাখ্যায় এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে, তিনি ঐ এহ্সানে আজীম ওয়ালা যিনি উহাকে আপন মাখলুকের উপর মুহাম্মদী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ছুরাতের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ রাসূলে মুহাম্মদ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ কে দুনিয়ায় মানবতার নিকট প্রেরণ করা আল্লাহ্ তবারক তায়ালার মহা আজীম তরীন ফজল এবং এহ্সান।

৪. علامہ ابن جوزی (م ۵۷۹-۵۱ هـ) فرماتے ہیں (وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) يَا رِسَالَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔ (ابن جوزی - زاد المسیر فی علم التفسیر - ۲۶۰: ۷)

আল্লামা ইবনে জুজী (হি: ৫১০-৫৬৯) এরশাদ করতেছেন: আল্লাহ্ বহুত বড় ফজল ওয়ালা এবং (তাঁর এই ফজল) এর প্রেরণ মুহাম্মদ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর মাধ্যমে হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলে মুয়াজ্জাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ কে নবীরূপে মানব প্রকারে তাশরীফ হওয়া ‘বিয়ছাতিল্লাহ’ (প্ররীত হওয়া) এর অতীব গুরুত্বপূর্ণ মহা ফজল (ফজলে আজীম) এবং নিয়মত।

৫) امام نسفی (م ۷۱۰ هـ) فرماتے ہیں -

(ذلک) الْفَضْلُ الَّذِي أَعْطَاهُ مُحَمَّدًا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا أَبْنَاءَ عَصْرِهِ وَنَبِيًّا أَبْنَاءَ الْعُصُورِ الْغَوَابِرِ (نسفی - مدارك

التنزيل وحقائق التاویل ۱۹۸: ۵
Bangladesh Anjumane Ashkeuane Mostoja
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

ইমাম নাসফি (হিঃ ৭১০) ফরমাইতেছেন— জালিকা এর মুরাদ (অর্থ) ঐ ফজল যা আল্লাহ রবুল আলামীন মুহাম্মদ ﷺ কে প্রদান করেছেন এবং উহা হজুর ﷺ এর জামানার লোকের জন্য এবং (কেয়ামত পর্যন্ত) পরবর্তী জামানার লোকের জন্যও নবী হওয়ার বাস্তব দৃষ্টান্ত।

হজুর নবী আকরাম ﷺ এর প্রকাশ এবং মোবারকময় আবির্ভাব এই সবকিছু তাঁর দামনে রহমতে নেয়া হয়েছে। যা তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে ছিল। আর তা আপনার ﷺ এর বাস্তব মোবারক রেচালাতের পরেও কেয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। অর্থাৎ হজুর ﷺ এর প্রথম জামানায় আগমনকারী এবং পরবর্তীতে আগমনকারী কেয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত (সকল লোক) হজুর ﷺ এর রেসালাতের ফয়েজ থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হবেন। ইহাই হল (ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) ('জালিকা ফাজলুন্নবী ইউতিহি মাইয়াশাউ') এর তাফছির। যার মধ্যে ইমাম নসফী উভয় অর্থে ঘিরিয়ে নিয়েছেন। (وَأَخْرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ -)। 'ওয়া আখ্রিন মিন্হুম লম্মা যালহাকু বিহিম' এর মধ্যে ঐ সকল লোক সামিল যারা হজুর ﷺ এর পরে জন্ম লাভ করবে। তারা নবী মুহাম্মদ ﷺ কে জাগতিক চোখে দেখতে পারবেন। তাদের জন্যও (فَلَيَفْرَحُوا) (ফাল-ইয়াফরাত্ত) এর হৃকুম ওয়ারেদ হয়েছে। অতএব তাদের জন্য অবশ্য করণীয় যে, তারা হজুর ﷺ এর মহাপূণ্যময় জন্মের (দিনের) উপর আনন্দ উৎসব পালন করবে।

হজুর নবী আকরাম ﷺ এর এই ভূপৃষ্ঠে বহিঃপ্রকাশ (আবির্ভাব) এক মহা মহিমায় পরিণত হল। যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকলের জন্য একই মহিমায় প্রচলিত থাকবে। কেননা এই সেলসেলা কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে, কম্পিনকালে মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হবেনা।

(٦) إمام خازن (٦٧٨-٧٤١) **الفضل العظيم** کی تفسیر کرتے

ہوئے لکھتے ہیں۔

أَيُّ عَلَىٰ خَلْقِهِ حَيْثُ أَرْسَلَ فِيهِمْ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

ইমাম খাজেন (হিঃ ৬৭৮ - ৭৪১) 'আল্ফজলে আজীমের' তাফসির করে লিখতেছেন-এর থেকে মুরাদ আল্লাহ তায়ারান নিজে (যানোগী) অন্তিম থেকে (Sallallaho Alayhi Wasallim)

আপন মখলুকের উপর ফজল । যা তিনি স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ ﷺ কে প্রেরণ ফরমায়েছেন । উল্লেখিত বর্ণনা “খাজেন-লোবাবত তাওবিল ফি মায়ানিত তানজীল কিতাবের ৪ : ২৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ।

۷. ابوحیان اندلسی (۷۴۹-۶۸۶ھ) اس لفظ کی مراد کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

(ذلک) إِشَارَةٌ إِلَى بُعْثَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - (ابوحیان - تفسیر

البحر المحيط - ۲۶۵:۸)

অর্থাৎ আবু হায়ান আন্দুলুসি এ বিষয় বর্ণনা করতেছেন যে, (জালিকা) হ্যরত নবী আকরাম ﷺ এর বেয়ছাতে মোবারকার (মোবারকময় জন্মের) প্রতি ইংগীত করেছেন ।

۸) امام ابن کثیر (۷۰۱-۷۷۴ھ) تفسیر کرتے ہیں

يَعْنِي مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مُحَمَّدًا (ص) مِنَ النَّبُوَةِ الْعَظِيمَةِ . وَمَا خُصٌّ بِهِ أُمَّتُهُ مِنْ بُعْثَتِهِ (ص) (ابن کثیر - تفسیر القرآن العظيم : ۳۶۴)

ইমাম ইবনে কাছীর (হিঃ ৭০১-৭৭৪) বর্ণিত আয়াতের তাফসীরে লিখতেছেন যে, উহার দ্বারা মুরাদ (উহার অর্থ) ঐ নবুওয়াতে আজীমা (মহা নবুওয়াত) যা আল্লাহু তবারক তায়ালা হ্যরত মুহাম্মদ ﷺ কে প্রদান ফরমায়েছেন । (উহার দ্বারা মুয়াদ) ঐ বৈশিষ্ট সমূহ, যাতে আপ ﷺ এর আবির্ভাবের মাধ্যমে উল্পত্তে মোহাম্মাদিকে বিভূষিত বা সৌভাগ্য শালী করে সমৃদ্ধ করেছেন ।

অতএব হজুর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহা পৃণ্যময় আগমন বা আবির্ভাব এবং নবুওয়াত উভয়ই মূলত আল্লাহু তবারক তায়ালার মহা ফজল বা নিয়মত ।

۹) امام سیوطی (۸۴۹-۹۱۱ھ) لکھتے ہیں

(ذلك فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهُ مَنْ يَشَاءُ) الْأَنْبَى (ص) وَمَنْ ذَكَرَ مَعْهُ .

(ذلك فَضْلُ اللَّهِ مَرَادٌ حَضُورِنِبِي (Sallallaho Alayhi Wasallim))

Bangladesh Anjuman e Akhlaque Marofa

اکرم ﷺ اور اپ (ص) کے ساتھ مذکور لوگی ہیں
(سیوطی - تفسیر جلا لین) (۵۵۳)

এই آয়াতের মধ্যে (ফজল) এর মুরাদ হজুর নবী আকরাম ﷺ এবং
তাঁর (নবী স:) এর সাথে উল্লেখিত লোক সকল।

(۱۰) علامہ الوسی (۱۲۷۰-۱۲۱۷ هـ) اس لفظ کی مراد کی طرف
اشارة کرتے ہوئے گہتے ہیں

(ذلِك) اشارةٌ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَسُولًا
فِي الْأَمِينِ وَمِنْ بَعْدِهِمْ مُعْلِمًا مَزْكِيًّا . وَمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى
الْبُعْدِ لِلتَّعْظِيمِ أَيْ ذَلِكَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ

আলগোসি আলওসি (হি: ۱۲۱۷-۱۲۷۰) এই বাক্যের মুরাদের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ
করে বর্ণনা করতেছেন যে, জালিকা (জালিকা) ঐ আমরের প্রতি ইশারা করতেছেন
যে, সুরার শুরুতে যা বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলে মুয়াজ্জম হযরত মুহাম্মদ
মুস্তফা ﷺ উপরি (অশিক্ষিত) এবং তারপরে আগতদের মধ্যে ইহা তালীম দিতে
এবং তাদের পরিত্র করণার্থে প্রেরীত হয়েছেন। আর ইহা ইশারা বয়িদ বা দূরের
জন্য। যেমন: জালিকা। এই জালিকা তা'জীমের (সম্মানের) জন্যও
এসেছে। অর্থাৎ বেশক (নি:সন্দেহে) তিনি (মুহাম্মদ ﷺ) ফজলে আজীম।
(আলগোসী-রুম্হুল মায়ানী ফি তাফসীরিল কুরআনিল আজীম ওয়াস্ সাবউল
মাছানী- ২৮ : ৯৪ - ৯৫।

(۱۱) شیخ احمد مصطفیٰ مراغی (۱۳۰۰-۱۳۷۲ هـ) مذکورہ
الفاظ کی تفسیر مبنی لکھتے ہیں

إِي وَارْسَالُ هَذَا الرَّسُولُ إِلَى الْبَشَرِ مُزَكِّيًّا مُطَهِّرًا لَهُمْ . هُدًى .
مُعْلِمًا، فَضْلٌ مِنِ اللَّهِ . وَاحْسَانٌ مِنْهُ إِلَى عِبَادِهِ . (احمد)
مصطفیٰ - تفسیر القرآن الکریم - ۱۰/۲۸:۹۶

শায়খ আহমদ মুস্তফা মুরাগী (হি: ۱۳۰۰ - ۱۳۷۲) বর্ণিত শব্দসমূহের
তাফসির এভাবে লিখতেছেন (যে আল্লাহু ত্বরানু তায়ালা Wasallim)
Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa

পৃতঃপবিত্র করে হেদায়াত প্রদানের জন্য তালীম দাতা বানিয়ে তাঁর মাহবুব
মুহাম্মদ মুস্তফা অবস্থান করছেন
অবস্থান করছেন কে রাসূল রূপে প্রেরণ-ই বান্দার প্রতি অসীম ফজল ও
এহ্সান।

(۱۲) عصر حاضر کے ایک نام ور مصری مفسر شیخ طنطاوی جو

ہری (م ۱۳۵۹ھ) لکھتے ہیں

(وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) فَإِذَا كَانَ مُحَمَّدٌ قَدْ أَرْسَلَهُ إِلَيْكُمْ
أَيْهَا الْمُسِّيْنَ إِلَى مَنْ يَاتِي بَعْدَ كُمْ - طنطاوی جوہری -

الجوابر فى التفسير القرآن الكريم . ۲۴ : ۲۴

সম সাময়িক যুগের প্রসিদ্ধ মিসরীয় মুফাচ্চির শাইখ তনতাবী জাওহারী (হিঃ ১৩৫৯) লিখতেছেন : (এবং আল্লাহ বহুত বড় ফজল ওয়ালা) আমার এই ফজল তোমাদের প্রতি ঐ সময় হয়েছে, যখন আমি হে উষ্ণি ! (অশিক্ষিত লোক সকল !) আমার নবী মুহাম্মদ ﷺ কে তোমাদের এবং তোমাদের পরে আগমনকারী লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি ।

আয়াতে কারীমার আলোচনা ও তাফসীরে সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়ে গেল যে, হজুর নবী আকরাম ﷺ নিরংকুশ ভাবে সকলের জন্য ফজল । অতএব যখন কেতুয়ী দলিল (অখণ্ডনীয় দলিল) থেকে সিদ্ধান্ত/সাব্যস্থ হল যে, আল্লাহ তায়ালার (পবিত্র কালামে ব্যবহৃত) ফজল ও রহমত মূলত রাসূল মুহাম্মদ ﷺ । তখন এই আমর (হকুম) ও অকাট্টি দলিলের মর্যাদায় পৌছে গেল যে, এই রহমত এবং ফজল (অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ নামক এই ফজল ও রহমত) প্রাপ্তির উপর ফাল্ইয়াফরাহ (আয়াতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে দুদে মীলাদুন নবী) (عید میلاد النبی) এর খুশি পালন করা কোরআনের দাবী এবং আল্লাহ তবারক তায়ালার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় । অর্থাৎ রাসূল মুহাম্মদ ﷺ ই-হলেন আল্লাহর ফজল ও রহমত । এই ফজল ও রহমত রাসূলে পাক ﷺ এর অবয়বে আবির্ভূত হওয়ার জন্য খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করা নিয়মতের শোকরিয়া আদায়ের বাস্তবতা । এই নিয়মত লাভের প্রেক্ষিতে আনন্দ প্রকাশ করতে হবে, তা কোরআনের আয়াতের নির্দেশক্রমে আল্লাহ তবারক তায়ালার বাস্তব উদ্দেশ্যে পরিণত হল । অতএব বছর ঘরে রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এর মত এই মহা নিয়মত আবির্ভূত হওয়ার মাস (Safar) আগস্ট মাসে করে আল্লাহ অবস্থান করছেন প্রেমিক আল্লাহর

نیزہشیت پথے آناندے عدّبہلیت ہبے ایہاہی تاہ باؤتبا۔ یا ر بیپکھے کوئی
مکنیہ آسالے تا یہمن اگھاہی تےمنی ایسلام بیدھیہی با کوئی آن بیدھیہی۔
سرپری ایٹھاہ بیمیٹھی بلنے پڑیہماں ہبے۔

ائمہ تفسیر کے نزدیک "فضل" "ورحمة" کا مفہوم مُفْرَّقَةٍ رِّيلَنَے کِرَامَ بَرَابَرَةِ فَجَلَ وَ رَحْمَتَهُ اَنْتَنَیْتَ مَرْ

اتتیتھر پڑھ سمعھے سُرای ایٹھنچ ار ۵۸ نے آیا تھر تافسیرے کوئی آنے کو
گتھی رتھا سُرای جو میا ر علّیہ خیت آیا تھر تافسیرے و تاوجیہ کر رہی ہے۔ ار
پرے اخن آمی (لیکھ) نیزے سُرای ایٹھنے سر ۵۸ نسبر آیا تھر علّیہ خیت
آل فاچ (شند سمعھ) 'فَجَلَ وَ رَحْمَتَهُ' تافسیر، تاوجیہ، تاشریہ
(بیکھا، بیشے شن و بیش د بَرَنَنَا) کتی پیار ایماغنے ر تافسیر سمعھے
اللکھت بَرَنَنَا عپسٹاپن کر رہا۔ یا تھے بیشیٹھ انتنیتھ تھی و تاخیکتا
اتتیہ بُرھتھر ساٹھے یکھا یوگی میڈا دیا ر عپلندی کر رہا سمعھے ہے۔

(۱) علامہ ابن جوزی (۵۷۹-۵۱۰ھ) سورہ یونس کی ایت نمر ۵۸
کی تفسیر میں حضرت عبد اللہ بن عباس (رض) کا قول نقل
کرتے ہیں۔

إِنَّ فَضْلَ اللَّهِ : الْعِلْمُ وَرَحْمَتُّهُ : مُحَمَّدٌ (ص) رَوَاهُ الصَّحَّاكَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ - (ابن جوزی) زادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ - ۴۰ : ۴
آلاہاما ایبنے جو جی (ہی: ۵۱۰ - ۵۷۹) سُرای ایٹھنچ ار ۵۸ نے آیا تھر
تافسیرے ہے رات آبادنلاہ ایبنے آکھا س (را:) ار اک کاول نکل کرے
بَرَنَنَا کر رہئے۔ جاہاک، ہے رات آبادنلاہ ایبنے آکھا س (را:) خکے
راویا یہت کر رہن یے، نیسندھے فضل اللہ (فَضْلُ اللَّهِ) خکے میڈا د
(اہم) ارثاہ کوئی آن ار و رہمات (رَحْمَت) خکے میڈا د میہاشد ﴿۱﴾।

(۲) ابو حیان اندلی (۷۴۹-۶۸۲ھ) ضحاک کے حوالے سے حضرت
عبد اللہ بن عباس (رض) کی بات نقل کرتے ہیں

Bangladesh Anjuman Ashraque Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَا رُوِيَ الصَّحَّافُ عَنْهُ : الْفَضْلُ : الْعِلْمُ .
وَالرَّحْمَةُ : مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . (أَبُو حَيَّانَ -
تَفْسِيرُ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ ৫ : ১৭১)

আবু হায়ান আন্দুলুসি (হিঃ ৬৮২-৭৪৯) জাহাকের বর্ণনার মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস (রাঃ) এর বর্ণনা নকল করে লিখতেছেন-

জাহাক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করতেছেন যে,
فضل (ফজল) থেকে মুরাদ এলম (علم) অর্থাৎ কোরআন এবং রহমত
(رحمت) থেকে মুরাদ মোহাম্মদ رض স্বযং।

(৩) إمام سيوطى (٩١١-٨٤٩) نے بھی حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکورہ بالاقول نقل کیا ہے۔

وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْآيَةِ -
قَالَ : فَضْلُ اللَّهِ . الْعِلْمُ . وَرَحْمَةُ مُحَمَّدٍ (ص) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ - الانبیاء ١٠٧)

ইমাম সুযুতী (হিঃ ৮৪৯-৯১১) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস (রাঃ) থেকে নিম্নে বর্ণিত কাওল নকল করেন।

আবু শাইখ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করতেছেন যে, ‘فضل اللہ’ থেকে মুরাদ ‘علم’ ‘ইলম’ অর্থাৎ কোরআন, রহমত থেকে মুরাদ মোহাম্মদ رض এর মহা পর্বত জাত। তাই আল্লাহ তবারক তায়ালা স্বযং ফরমায়েছেন- হে রাসূলে মুহতাশাম! আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, বরং গোটা জাহানের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছি।”
(সুযুতী-আদ্দুররূলমানচুর ফিত তাফসীরে বিল মাছুর ১ : ৩৩০)

(৪) علامہ الوسى (۱۲۱۷-۱۲۷۰) بیان کرتے ہیں

وَأَخْرَجَ أَبُو شَيْخَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ الْفَضْلَ الْعِلْمُ وَالرَّحْمَةُ
مُحَمَّدٌ (ص) وَأَخْرَجَ Bangladesh Anjumane Ashekaané Mostafa
(Sallal Nabi Alayhi Wasallahu تَفْسِيرُ الْفَضْلِ

بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (الْوَاسِيٰ) - رُوحُ الْمَعَانِي فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالسَّبْعِ الْمَثَانِيٍ - (١٤١: ١١)

আলুমা আলুসী (হিঃ ১২১৭- ১২৭০) বর্ণনা করেন-

আবু শায়েখ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে রাওয়ায়েত করেন যে, ফজল দ্বারা এখানে মুরাদ ইলম এবং রহমত দ্বারা মোহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ। খাতিব এবং আছাকীর ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে রাওয়ায়েত করেন যে, ফজলের দ্বারা মুরাদ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ।

বর্ণিত তাফসীর থেকে প্রতিয়মান হয় যে, সাইয়েদেনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আববাস (রাঃ) ‘ফজল’ দ্বারা ইলম মুরাদ নিয়েছেন। আর ‘ইলম’ অর্থ এখানে কোরআনুল হাকীম। যার সমর্থনে নিম্নে বর্ণিত আয়াত এসেছে।

(١١٣) وَعَلَمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا - (النَّسَاءُ)

“এবং তিনি আপনাকে ঐ সকল ‘এল্ম’ প্রদান করেছেন, যা আপনি জানতেন না এবং আপনার প্রতি আল্লাহ্ ত্বারক তায়ালার অসীম ফজল রয়েছে।”

ফজল থেকে যদি ইলম অথবা কোরআন মুরাদ নেয়া হয়, তারপরেও উহার অর্তনিহিত সূক্ষ্ম তাত্ত্বিকতায় বাস্তব ফজল হজুর নবী আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ ই হবেন। যার বরকতে আমরা এই কোরআনে মজীদ লাভ করেছি। প্রথ্যাত মুফাচ্ছির ও জলিল কদর ছাহাবী হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) এরও এই উক্তি। হজুর নবী আকরাম صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ এর মহান জাতে পাকের ফজল এবং তাঁর আপাদ মস্তক থেকে শুরু করে সবই রহমত। সুরায়ে ইউনুচ এর ৫৮ নম্বর আয়াতে মাজকুরা আলফাজ فَبِذِلِكَ فَلِيَفْرَحُوا এর অর্তনিহিত তাত্ত্বিক জ্ঞানই মীলাদুন্নবী উৎসব পালনের প্রতি উৎসাহিত করে। এতদ্ব্রেক্ষাপটে রাসূলে মকবুল صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ এর জন্ম উৎসব। (মীলাদ উৎসব) ঈদের খুশির ন্যায় পালনকে আল্লাহ রক্ববুল আলামীনের ঘোষিত ফজল এবং রহমতের উপর খুশি ও আনন্দ প্রকাশের উপায় প্রবর্তিত হল। উহার জিকির এ কারণে কঠিন থেকে কঠিনতর করা হয়েছে যে, কোন তাফাক্কুর কারী (গবেষণা কারী।) মুসলমান যেন এ কথাকে অবজ্ঞা করতে বা ঘূনা করতে না পারে। উল্লেখিত আরবী ভাষার এবারতের তাফসীর সমূহে ফজল ও রহমত أَعْلَمُ بِمَا يَبْشِّرُونَ (Sallallahoh Alayhi Wasallam)

ভেদ ও রহস্য সম্পূর্ণ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর এ বিষয়টি পরিপূর্ণরূপে অকাউ দলিলের মর্যাদায় উপনিত হল। যাতে আল্লাহ তবারক তায়ালার ফজল এবং রহমতের উপর খুশি ও আনন্দের ধারাবাহিকতায় ঈদ উৎসবের মত পালনের অবস্থা যেন খোদাঅন্দে কুদুসের উদ্দেশ্য মোতাবেক হয়।

علامہ طبری (م ۵۴۸ھ) نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے
আল্লামা তিবরী (রহ:) (হি ৫৪৮?) এই আয়াতের সম্পর্কে লিখতেছেন।

وَمَعْنَى الْآيَةِ قُلْ لِهُؤُلَاءِ الْفَرِحِينَ بِالدُّنْيَا الْمُغْتَدِّينَ بِهَا
الْجَامِعِينَ لَهَا إِذَا فَرِحْتُمْ بِشَئٍ فَأَفْرَحُوا بِفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتِهِ لَكُمْ يَانِزَالٍ هُذَا الْقُرْآنُ وَرَسُولُ مُحَمَّدٍ أَلَيْكُمْ فَاتَّكُمْ
تَحْصِلُونَ بِهِمَا نَعِيمًا دَائِمًا مُقِيمًا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا
الْفَانِيَةِ
الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (فَضْلُ اللَّهِ) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ۔ (طبری - مجمع البيان في تفسير القرآن - ۵ : ۱۷۷-۱۷۸)

আল্লামা তিবরী (হি: ৫৪৮) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখতেছেন যে, আল্লাহ তবারক তায়ালা আপন মাহবুব মোহাম্মদ মুস্তফা আল্লামা তিবরী কে যেন বলতেছেন যে, আপনি ঐ সকল লোকদেরকে বলুন যারা দুনিয়ার খুশিতে নিমগ্ন, আর তারা এ জন্যে একে অপরের উপরে জুলুম করে এবং সীমা লংগন করতে থাকে এবং সর্বদা তার জন্য একত্রিত হতে থাকে, (তাদেরকে বলুন-) যে, 'যদি তোমরা কোন আনন্দ ও খুশির অনুষ্ঠান করতে চাও, তাহলে আল্লাহ তবারক তায়ালার ফজল এবং তাঁর রহমতের উপর খুশির উৎসব পালন কর, যা কোরআন নাজিল, জন্ম এবং মৃহাম্মদ মুস্তফা আল্লামা তিবরী এর আবীর্ভাবের ছুরাতে তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। অতএব অবশ্যই তোমরা এই উভয় (অর্থাৎ নুজুলুল কোরআন এবং মুহাম্মদ মুস্তফা আল্লামা তিবরী জন্ম ও আবীর্ভাবের উপর খুশি পালন করে) আনন্দের মধ্যে নিমগ্ন থাকবে।' বিনিময়ে নেয়ামত অর্থাৎ জান্নাত লাভ করবে। যা তোমাদের জন্ম বাহির মুসলিম অনুপ্রেক্ষা সেরিউচার্স Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

হয়েরত কাতাদাহ এবং মুজাহিদ আরো অন্যান্য ওলামায় কিরাম থেকেও এমনি
রাওয়ায়েত আছে যে, ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ আল বাকের (আঃ)
ফরমায়েছেন-আল্লাহ তবারক তায়ালার (ঘোষিত) এ ফজল থেকে মুরাদ
রাসূলুল্লাহ সাল্লোল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ।

বয়ানকৃত তাফসীরের সকল অর্থ এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম প্রতি
বেদনের ইংগীত থেকে ইহাই প্রতিয়মান হয় বা বোধগম্য হয় যে, আল্লাহ
তবারক তায়ালা যত ধরনের নিয়মত বান্দাকে প্রদান করেছেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে
শ্রেষ্ঠ নিয়মত যা তাঁর ফজল এবং রহমতের ছুরাতে নাজিল করেছেন, উহাই
কোরআন এবং মুহাম্মদ মুস্তফা (সহ) এর মহান জাতীয় নন্দিত গুণাবলি । ইহার
বাস্তব উদ্দেশ্য এই যে, আনন্দ উৎসব এবং খুশির অবস্থা প্রকাশের যথোপযুক্ততা
শুধু দুটি বিষয়েই নিহিত । এক, কোরআনের অবতীর্ণ, দ্বিতীয় মুহাম্মদ মুস্তফা رض
এর জন্য । যার উপরে আল্লাহ তবারক তায়ালার ঘোষণা—
فَيَذْلِكَ فَلَيْفِرْخُوا—
দলিল প্রমাণ করে । অতএব এখন যদি কোন খুশি আল্লাহর বিধান মতে পালনের
বৈধ্যতা পায়, তা একমাত্র এই রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা رض এর দুনিয়ায় তাশরীফ
গ্রহণের দিন । তদাপেক্ষা আর কোনদিন হকদার ও যথাযোগ্য (দিন) হতে
পারেনা ।

مولانا اشرف علی تھانوی کا نقطہ نظر ماولانا آشraf آلی (رہ:) اور سُکھ دُستی

کلیکاتاৰ প্ৰসিদ্ধ দেওবন্দেৱ দণ্ডৱিক প্ৰখ্যাত আলেমে দীন মাওলানা আশraf
আলী থানুবী-(হি: ১২৮০-১৩৬২) এৱ বিচক্ষণ দৃষ্টিতে এ আলোচ্য বিষয়েৱ
উপৱ কি অভিমত, তা বিষয়টিৰ প্ৰতি অৰ্তদৃষ্টি দেয়াৱ জন্য সুস্পষ্ট হওয়া
প্ৰয়োজন। যেমন পূৰ্বে আলোচিত হয়েছে যে, ফজল (فضل) ও রহমত
(رحمت) এৱ দ্বাৱা মুৱাদ (উদ্দেশ্য) মূলত রাসূল মুহাম্মদ ﷺ। একই
ধাৰাবাহিকতায় মাওলানা মৌছুফ তাৰ সংকলিত প্ৰসিদ্ধ কিতাব “মীলাদুন্নবী
অলামুরাহ” এৱ আলোচনায় উপস্থাপন কৱেছেন যে, নিঃসন্দেহে রাসূল মুহাম্মদ ﷺ
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নিয়মত এবং পৱিত্ৰ ফজল। বৰ্ণিত আয়াত থেকে দালালাতিন্নছ
(কোৱানেৱ দলিল) মুৱাদ নেয়া যাবে যে, এখানে রহমত ও ফজল দ্বাৱা মুৱাদ
রাসূল মুহাম্মদ ﷺ। যাৱ ফলে আল্লাহ তবাৱক তায়ালা হজুৱ নবী আকৱাম
অলামুরাহ এৱ মত এই মহা নিয়মতেৱ জন্মেৱ দিনে আনন্দ প্ৰকাশেৱ হকুম দিয়েছেন।
অতপৱ বিষয়টিকে এমনিভাৱে আৱো স্পষ্ট কৱা হয়েছে যে, কুল কায়েনাতে যত
নিয়মত আছে তাৰ মূল এবং উৎস এই রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এৱ তাৰীফ গ্ৰহণ।
(মাওলানা আশraf আলী থানুবী-আলোচনাকৃত আয়াতে কোৱানেৱ মধ্যে
উল্লেখিত ফজল ও রহমতেৱ আসল উদ্দেশ্য কোৱানকে সাব্যস্ত কৱে বৰ্ণনা
কৱতেছেন-

এতদ্বেক্ষাপটে কোৱানে মজিদেৱ দ্বিতীয় আয়াত বা অন্যান্য স্থানেৱ উপৱ
মনোযোগ আকৰ্ষণ কৱতে হবে যে, ঐ উভয় শব্দ (فضل-رحمت)-ফজল ও
রহমতেৱ দ্বাৱা উদ্দেশ্য কি বা কাকে? তখন দেখা যাবে যে, কোৱান মজিদে
এই উভয় শব্দ অধিক স্থানে এসেছে। কোথাও উভয় শব্দ দ্বাৱা একই অৰ্থ মুৱাদ
নেয়া হয়, আবাৱ কোথাও কোথাও পৃথক অৰ্থও নেয়া হয়েছে। বস্তত এক স্থানেৱ
উপৱ এৱশাদ হচ্ছে-

فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَسِيرِينَ - (البقره - ٦٤)
“অতএব যদি তোমাদেৱ প্ৰতি আল্লাহৰ ফজল ও রহমত (فضل و رحمت) না
হতো তাহলে অবশ্যই তোমৱা ধৰণ্খ হয়ে যেতে।”

এখানে অধিকাংশ মুফাছিরিনে কিরামের নিকট ফজল ও রহমতের মুরাদ হজুর নবী ﷺ-এর অস্তিত্বের অস্তিত্ব। অন্যত্র আল্লাহ তবারক তায়ালার এরশাদে গেরামী এই যে,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً لَا تَبْعَثُمُ الشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا۔

(النساء - ৮৩)

“এবং তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর ফজল এবং তাঁর রহমত না হত তাহলে কতিপয় ব্যতীত (সকলেই) শয়তানের অনুকরণ করতে লেগে যেতে।”

এখানেও অধিকাংশ মুফাছিরিনে কেরামের কাওল মোতাবেক হজুর নবী করীম ﷺ-ই মুরাদ নেয়া হয়েছে। কোন কোন আয়াতে ফজলের দ্বারা পার্থিব জগতের রহমত। আর রহমত থেকে মুরাদ ইসলামী দীন। অতএব মুফাছিরীনে কেরামগণের সমষ্টিগত অভিমত পার্থিব জগতের রহমত ও দীন ইসলামের রহমত।

মাওলানা আশ্রাফ আলী থানুবী আরো অতিরিক্তভাবে যা লিখতেছেন তার বর্ণনা নিম্নরূপ :

এমতাস্থায় এই আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ যত সংখ্যক আয়াতের উদ্ধৃতি এসেছে, সকল আয়াতের থেকে কোরআনে মজিদ মুরাদ প্রমাণ করে। কিন্তু তার অর্থ যদি আম বা সাধারণ ভাবে নেয়া হয়, তাহলে কোরআনে মজিদও একটি ফর্দ বা অংশ হয়, তা আরো উত্তম। উহা এই যে, ফজল এবং রহমত দ্বারা মুরাদ হজুরে পাক ﷺ এর কদম মোবারক। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী যত নিয়মত এবং রহমত হোক না কেন, তা দুনিয়া ও ধর্মীয় হতে পারে এবং কোরআনও হতে পারে, সবই তার মধ্যে অস্তর্ভুক্ত হবে। ইহা এজন্য যে, হজুর ﷺ এর অস্তিত্বই সকল নিয়মতের মূল। সকল রহমত ও ফজল তারই উৎসমূল। তখন ইহা এজমায়ে মুফাছিরিনে কেরামের তাফসিলে পরিণত হয়ে গেল। এখন এ ব্যাখ্যা মোতাবেক এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝা গেল, আমাদের যেন আল্লাহ তবারক তায়ালা নির্দেশ করতেছেন যে, হজুর ﷺ এর মহিমাময় অজুদের উপর হয়তো সেই অজুদ অজুদে নূরী হোক অথবা প্রকাশ্য জন্ম, তার উপর খুশি হতে হবে। ইহা এ জন্য যে, হজুরে মাকবুল ﷺ সকল নিয়মতের কারণ। (প্রথম আম নিয়মতের পরে দ্বিতীয়) আফজল (উত্তম/শ্রেষ্ঠ) নিয়মত এবং সবচেয়ে বড় দৌলত হল ঈমান। আর সেই মহা মূল্যবান ‘ঈমান’ রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-ই আমাদেরকে প্রকাশ্য করেছেন অতএব সব মুক্তেপ এই যে, সকল মূলের (Sallallaho Alayhi Wasallim)

মূল ফজল ও রহমতের সারাংশ হজুর নবী করীমে صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় জাত । অতএব এই বরকতময় জাতের বাস্তব অঙ্গিতের উপর যত মর্যাদায়-ই খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করা হবে, তা কোনদিন পরিপূর্ণ হবে না, বরং কর্ম হবে । (আশ্রাফ আলী থানবী-খুতবাতে মীলাদুন্নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ ৬৩-৬৫ ।)

এতদপ্রেক্ষাপটে বলা হয়, যদি কেহ (আল্লাহর ঘোষিত) ফজল ও রহমতে এলাহীকে ছুরাতান উদাহরণ স্বরূপ দেখার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে, সে যেন রসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ কে-ই দেখে নেয় । আল্লাহ স্বয়ং যাঁর আপাদমন্ত্রক ফজল ও রহমত বানিয়ে দিয়েছেন । আর তা এ জন্য যে, রহমত ও ফজল একই জাত । যেই জাত জাতে মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ এর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছে । যা কোন স্থান-কাল-পার্থক্য না হয়ে সকল স্থান ও সকল যুগের প্রতি আবির্ভূত হয়েছে । অতএব বর্ণিত ব্যাখ্যা বিশেষণ থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে নিশ্চিত জানা গেল যে, আল্লাহর নির্দেশিত **فَلَيَفِرَحُوا** (ফালইয়াফরাত) এর হুকুম সকল মুসলমানের জন্য । তারা যেন হজুর صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ এর পৃণ্যময় জন্মের উপর খুশি ও আনন্দ উৎসব পালন করে । এমতাবস্থায় শরীয়তের সীমাবদ্ধতা ও পাবন্দী মোতাবেক যে কোন মর্যাদায় আনন্দ উৎসব পালন করা হবে তা সম্পূর্ণ বৈধ হবে ।

(۳) فضل ورحمة کی امدپر خوشی کیوں کر منائی جائے

ফজল ও রহমতের আগমনের উপর কিভাবে খুশি পালন করা যাবে সুরায়ে ইউনুচ এর ৫৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তবারক তায়ালা আপন ফজল ও রহমত নাজিলের উপর খুশি পালন করার হুকুম কেন ফরমাইলেন? ইহার কারণ কি, যেই কারণে আল্লাহ রাবুল ইজ্জুত এই ফজল ও রহমত (**فضل و رحمت**) প্রাঞ্চির সাথে সাথে আনন্দ প্রকাশের নির্দেশ প্রদান করলেন । এ বিষয়ের জবাবের পূর্বে বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক যে, ফজল ও রহমত শব্দব্যয় এক বিশেষ দৃশ্যপটে বর্ণনা করা হয়েছে । কোরআনে হাকীমে সেই দৃশ্যপট বেশ সংখ্যক আয়াতে বয়ান করেছে, যার আলোচনা আমি পূর্বেই উপস্থাপন করেছি ।

আল্লাহ তবারক তায়ালা মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ ফরমায়েছেন যে, যদি তোমাদের উপর আমার হাবীব মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ এর তাশরীফ লাভের ছুরাতে আমার ফজল ও রহমত না হত, তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে সল্ল সংখ্যক লোক **Bangadeshi Amimane Ashekane Mostafa** **(Sallallaho Alayhi Wasallim)** পথবর্ষণ হয়ে শরানের পায়রবি করে

ধ্রংশ প্রাপ্ত হত। যদি আমার রাসূলে মুয়াজ্জম প্রাপ্তব্য কর্তৃত আলাম কর্তৃত উচ্চারণ কর্তৃত সম্মত কে বিশ্ব মানবতার নিকট প্রেরণ না করা হত, তাহলে লোকদেরকে গোমরাহী, পথভ্রষ্টতা, কুফফারী ও শির্কের অঙ্ককার থেকে বের করে সত্য সঠিক প্রভৃতি ও হেদায়াতের আলোর দিকে কে ফয়েজইয়াগ্নাহ করতো? যদি হাদী বর হক প্রাপ্তব্য কর্তৃত আলাম কর্তৃত উচ্চারণ কর্তৃত সম্মত (প্রকৃত সত্য সঠিক পথ প্রদর্শক) আবির্ভূত না হতেন, তাহলে লোকদেরকে জুলুম, অত্যাচার, হতাশা, এবং বেআইনি চাকি থেকে কে বের করে নিয়ে আসতো! এবং প্রকৃত ভিত্তিমূলের হেফাজতের জিম্মাদার হয়ে কে তাদেরকে একত্রিত করত? ঐ মহান জাত যিনি গোমরাহির অঙ্ককারে নিমজ্জিত মানবতাকে হেদায়াতে এলাহীর নূরের আলোকে আলোকিত করলেন, সেই (মহাজাতের) আভিভাবের উপর সর্বশ্রেণীর এনসানের প্রতি খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করার হৃকুম দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তবারক তায়ালা। আর সে জন্যই এই দুনিয়ার তামাশার বুবাতাসে (শান্তির ফোয়ারা নিয়ে) তাশরীফ গ্রহণ কারী অবশ্যই আল্লাহ তবারক তায়ালার ফজিলত ও রহমতের প্রতিফল বা প্রতিদান। যার প্রতি খুশি ও আনন্দ উৎসব পালন করা ঈমানের জন্য কঠিন এস্তেকামাত ও মহবতের তাগীদ।

(٤) آیت میں حصر کا فائدہ আয়াতের মধ্যে সামিল করার ফল

বর্ণিত আয়াতের **فَبِذَلِكَ فَلَيْفِرُهُوا** সদ্শ্যগত ইংগীত অনুধাবন করা অত্যাবশ্যক। যেহেতু (উল্লেখিত আয়াতের) তাফসীর করতে গিয়ে ফখরুল মুফাছিরিন ইমাম রাজী(হি: ৫৪৩:৬০৬) উক্ত আলফাজ (শব্দসমূহের) এর বেষ্টনী, বিশেষত্ব ও প্রাধান্যকে এভাবে আলোকপাত করেছেন।

قوله : (فَبِذَلِكَ فَلَيْفِرُهُوا) يُفِيدُ الْحَصْرَ : يَعْنِي يُحِبُّ أَنْ لَا يَفْرَحَ
الْأَنْسَانُ إِلَّا بِذَلِكَ . (রাজি মفاتিখ গুরুত্ব গ্রহণ করে আলফাজটির অর্থ দেখুন) -

(١١٧:١٧)

আল্লাহ তবারক তায়ালার ঘোষিত আয়াত **فَلَيْفِرُهُوا** (এমতাবস্থায় তোমরা আনন্দ প্রকাশ কর) মোতাবেক (নির্দেশিত বিষয়টির হৃকুমকে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার) বেষ্টনীর মধ্যে ঘেরাও করার ফায়েদা দেয়। অর্থাৎ মানুষ একমাত্র ইহার জন্য (মীলাদুন্নবীর জন্য) আনন্দ প্রকাশ করবে। ইহা ইনসানের **Bangladesh Anjuman e Ashekaane Mostoja** (Sallallaho Alayhi Wasallim)

প্রতি ওয়াজের। (পৃথিবিতে আল্লাহর নির্ধারিত অন্য কোন বিষয় নেই, যার প্রতি খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করার জন্য এমনি ভাবে নির্দেশ করেছেন। সে জন্য ফাল ইয়াফরাহ (আনন্দ কর) নির্দেশটি খাচ্ছাবে ঘেরাও করার হুকুমের ফায়েদা দিচ্ছে। ইমাম রাজী আয়াতে মোবারকার (হুকুমকে) তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অবরোধ করে ইহার বিশেষত্বকে আরো ঘাঁভুত করেছেন। যার বিশেষণ ও বিস্তৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে **فَرِّحْ** (ফ্রাহ) অর্থাৎ খুশি ও আনন্দ প্রকাশের উপর আলোকোজ্জ্বল রংতুলি ঢেলেছেন। এই লফজের **لَفْظٍ** (শব্দের) আচ্ছলে ঐ সকল খুশি ও আনন্দ সমূহ খিচিয়ে ঘনিভূত হলো যেন, যা শুধু জায়েজাই নয়, বরং হুকুমের ব্যক্তি বিস্তৃতির কারণে উহা জশনে জুলুসের সাথে পালন করার তলবে পরিণত হল। যেমন আল্লাহ রববুল আলামীন ফরমায়েছেন যে, আল্লাহর ফজল ও রহমতের উপর আনন্দ প্রকাশ কর এবং খুব বেশী খুশির অনুষ্ঠান পালন কর। প্রিয় পাঠক। এ বিষয়ে হৃদয়ংগম করতে হবে যে, এমন সব খুশি অনুষ্ঠান পালনের জন্য আল্লাহ তবারক তায়ালা নিষেধ ফরমায়েছেন যা শুধু প্রদর্শনীর রূপ পরিধাহ করে। আল্লাহ রববুল আলামীন ফরমাইতেছেন যে, পার্থিব জগতের কোন নিয়মত লাভের উপর এমন আনন্দ প্রকাশ যেন কোন লোক না করে যার মধ্যে আত্মহারা হয়ে উদাসীন হয়ে যায় এবং তাহায়ীব তমদ্দুনের সকল সীমা অতিক্রম হয়ে নিজেকে আত্মভোলা বেগানা করে ফেলে। এই সীমালংগন না করার জন্য আল্লাহ রববুল আলামীন এরশাদ করেন (৭৬: **أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِّجِينَ** (القصص) “নিশ্চই আল্লাহ তবারক তায়ালা সীমা লংগন কারীদেরকে পছন্দ করেন না।”

কিন্তু এর বিপরীত যখন ফজল ও রহমতের বিষয় হল- তখন সীয় হুকুমের পার্থক্য (exception) নির্ণয় করে এ'লান (ঘোষণা) ফরমাইলেন-‘যদি আমার ফজল ও রহমত তোমাদের নছীবে হয়, তাহলে আমার-ই হুকুম ‘ফালইয়াফরাহ’ অর্থাৎ মনের আবেগপূর্ণ করে খুশি প্রকাশ কর।’ আর সেই প্রসঙ্গে আল্লাহর আয়াতের- **وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون** - (উহা উত্তম তা হতে, যা তোমরা জমা করতেছ।) মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, যে লোক জশনে মীলাদের (মীলাদুন্নবী-অনুষ্ঠানের) স্থানে লাইটিং এর জন্য ঝারবাতী লাগালেন, বিজলী-বাতি ফিট করলেন, ফুল ছিটালেন, কার্পেট-গালিচা বিছালেন, জৌলুসের সাথে জলসা মাহফিলের ও সম্মেলনের আয়োজন করলেন, উপস্থিত (লোকজনের জন্য) তবারক বা **Bangladesh Alif Jumane Askeranee Hostoya** (Sallallaho Alayhi Wasallim)

খুশি প্রকাশের জন্য যা কিছু এন্টেজাম করলেন, ইহা সব কিছুই রাসূলে পাক
এর আবির্ভাবের খুশির জন্য করলেন, ইহার সবই আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়।
অতএব তাদের এ সকল ধন সম্পদের ভাড়ার তৈরী করা বা জমা করার মধ্যে
কি উত্তমতা আছে? কিছুই নেই। বস্তত যখনই রবিউল আউয়াল মাসের আগমন
হতে থাকবে, তখন গোটা বিশ্বের রাসূলের আবির্ভাবের সময়ের সম্মত নাম গোলামের তাঁর জন্ম উৎসবের
প্রতি আনন্দ প্রকাশের জন্য দেওয়ানা হয়ে যাবে। চতুর্দিকে আনন্দের ফোয়ারা বয়ে
যাবে। বিশ্ব ভূমান্ডের সকল খুশি, তামাম আনন্দ ও সকল জৌলুস একান্তভূক্ত হয়ে
একাকার হয়ে যাবে, তবুও এই পৃথ্যময় জন্মের এ দিনের আনন্দের হক পূর্ণ করা
যাবে না। কেননা ইহার বৈধতার দলিল কোরআন থেকে ছাবেত। স্বয়ং আল্লাহ
রাবুল আলামীন এই খুশি পালন করার জন্য শুধু ব্যবস্থাই করেননি, বরং
আয়াতে কোরআনির দিকদর্শনের মাধ্যমে আমাদেরকেও এই মহা নেয়ামতের
উপর খুশি ও আনন্দ উৎসব পালনের হস্ত ও দিয়েছেন।

(۵) فِيذَلِكَ كَيْ أَسْتَعْمَالُ كَيْ حَكْمَةٍ

৫, “ফাবে জালিকা” আয়াত খানি ব্যবহারের হেকমত

এ মজমুনের মধ্যে যদিও আমি ۴۷; (জালিকা) শব্দের ব্যবহারের হেকমত পূর্ণ
জ্ঞানিক একটি সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক আলোচনা উপরে করেছি, তা সত্ত্বেও কিছু কথা বার্তা
আলোচনার যোগ্য রাখে। যেমন আল্লাহর আয়াত-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَحُوا - (যোনস - ۵۸)

“বলেদিন- (ইহা সবকিছু) আল্লাহর ফজল এবং তাঁর রহমতের কারণে। (যা
মুহাম্মদ আবির্ভাবের সময়ের সম্মত নাম এর আবির্ভাবের বাবরকতে তোমাদের প্রতি হয়েছে। অতএব
মুসলমানদের আবশ্যক যে, তারা যেন এই (নিয়মতের) উপর খুশি পালন
করে।” (বিষয়টি বিচক্ষণ ও সুস্পষ্টিক কোন্ থেকে জ্ঞানিকও তাৎপর্যময় চোখে
দেখতে হবে।) যদি আল্লাহ তবারক তায়ালা আয়াত খানা এভাবে বলতেন-
(যেমন আয়াত- **قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلِيَفْرَحُوا**)
মধ্যে মূল উদ্দেশ্যও বিষয় ভিত্তিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু
(ফাবেজালিকা) শব্দ ব্যবহারের ফলে বিষয়টি আলোচনার উদ্দেশ্যে পরিণত হল।
এ ভাবে যে, খুশি প্রকাশের কারণ যেন অন্য কোন জিনিসের উপর না যায় এবং
Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
চিন্তাধারাও যেন অন্য **ক্ষেত্রে ধৰ্মীয় সামাজিক সাহায্য করার বিষয়ে** থেকে ইহাও উদ্দেশ্য ছিল

যে, তাঁর জন্যের কারণে যেই মহিমাহিত মহা নিয়মত তোমাদের নছীব হলো, তাহার প্রেক্ষীতে খুশি ও আনন্দ প্রকাশের হৃকুম প্রদানে আমি তোমাদের ইহা বলতেছিনা যে, আমার শোকর গুজারী শুধু সেজদা করে আদায় করে নাও। ~~গু~~ রোজার ছুরাতে ইহা পালন কর, ছদকা ও দান খয়রাতের মাধ্যমে আমার শোকর আদায় কর। এই সকল নিয়ম কানুন যথা স্থানে আছে। কিন্তু এই নিয়ম কানুন তো সাধারণ নিয়মতের শোকর আদায় করার জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এই মহা মূলা রহমত তোমাদের নিকটে আসা এত বড় মহা নিয়মত যে, এই নিয়মতের বাবরকতেই (বদৌলতে) তো আমি গোটা মানবতাকে অন্য সকল নিয়মত সমৃহ দান করেছি। অতএব এই নিয়মতে ওজমা (মহা শ্রেষ্ঠ) প্রাপ্তি স্থানে তোমরা আলোক শয্যা কর, উৎসব পালন কর, খানা পিনার জন্য আম ব্যবস্থা কর, গরীব মিসকিনদের খানা পিনা দাও। আলোচনা ও দোয়াখানি কর। যার সংক্ষেপ এই যে, জায়েজ নিয়মে ঐ সকল খুশি উৎসব পালন কর যা পার্থিব জগতের অন্যান্য স্থানে করে থাক। যেমন আল্লাহ তবারক তায়ালার জাত স্বীয় বকু মুহাম্মদ ﷺ এর ন্যায় এই মহা নিয়মত আগমনের পরে আনন্দের টৈদ, জশনে জুলুস, জশনে মীলাদ এইভাবে দেখতে হবে বা পালন করতে হবে, যেন প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুসলিমাহ আপনি আজীমুল মুরাব্বেবাত নবী ﷺ এর বেলাদাত বা পৃণ্যময় জন্য দিনের উৎসব, খুশি, আনন্দ ও জুলুস চুড়ান্ত সীমায় অতি তাৎপর্যের সাথে পালিত হচ্ছে বা হয়েছে। (যা অন্য কোন উৎসবের সাথে তুলনা করা যাবেনা।)

(۶) نعمت کے شکرانے کا انفرادی و اجتماعی سطح پر حکم

৬. একক এবং সমষ্টিগত ভাবে নিয়মতের উপর শোকরিয়া জ্ঞাপনের হৃকুম

বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা যায় কোথাও কোন লোকের সন্তান জন্য হয়েছে অথবা কোন সম্প্রদায় (কাওম) স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেই বিজয়ী ও সাহায্যের দিন আগমন করলে উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসব পালনও করে থাকি। আমরা এ সব আনন্দ একক অথবা যৌথভাবে পালন করে থাকি। আল্লাহ তবারক তায়ালা আমাদের থেকে শুধু ইহাই চাহেন যে, যখন এই নিয়মতে ওজমা ﷺ (মহা নিয়মত) যেদিন আমাদের নছীব হল, সেই দিন এমনি খুশি ও আনন্দের আয়োজন করি যে, দুনিয়ার সকল খুশির উপরে যেন এই খুশি গালের হয়, প্রাধান্য থাকে। ইহা Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa Sulalatul Attafihi মুফত প্রকাশ, উৎসব পালনে এবং

আলোক শয্যা করতে তথা তাবারুকের ব্যবস্থা করণে মাল দৌলত টাকা পয়সা ব্যয় হয়ে থাকে ।

অহেতুক বিত্তকারীগণ এ ব্যাপারে তর্ক করে থাকে যে, ঈদে মীলাদুন্নবী<sup>সা ফারাহ/১৫
ওয়াল্লামাজিদ
তৃতীয়সপ্তাহের</sup> অনুষ্ঠানের স্থানে ও কর্মসূচীতে ধন-সম্পদ বা মালামাল খরচ করলে কি লাভ? এর চেয়ে উত্তম ছিল এই যে, এই অর্থ সম্পদ টাকা পয়সা কোন মুহতাজ, গরীব নাদানদের (অসহায়) দান করে দেয়া । অথবা কোন মসজিদ নির্মাণ করে দেয়া, বা কোন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানে দান করা ইত্যাদি ইত্যাদি । অর্থাৎ এমনি ভাবে উল্লেখিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্তব্যের মাধ্যমে মতাদর্শের সৃষ্টি করা হয় । সন্দেহ ও আমাদের জবাব এই যে, তাদের চিন্তা চেতনায় প্রতিবন্ধক হয়েছে । কেননা এ স্থানে উম্মতদের জন্য যৌথভাবে খুশি প্রকাশ অত্যধিক তাৎপর্য বহন করে । আল্লাহ তবারক তায়ালা কাউকে দান ছদকা করতে নিষেধ করেননি, বরং সাধ্যানুযায়ী গরীব মিসকিন ও নিঃস্ব লোকদের খেদমত প্রতিনিয়ত করার জন্য তাগিদ এসেছে । কিন্তু যখন হাবীবে মুকাররম^{সালাম} এর পৃণ্যময় জন্মের খুশি পালনের ক্ষেত্র এসে যাবে, তখন এমনিভাবে বাহানা তৈরী করে বসে থাকা যাবেনা যে, আমরা তো অন্যান্য নেক কাজে ধন সম্পদ ব্যয় করে আসছি, পূর্ণ : নতুন করে আবার কি দরকার আছে? কিন্তু না, ইহা সম্পূর্ণ বাহানা, বাস্তবতায় ইহা ভাস্ত চিন্তা । কেননা আল্লাহ রাবুল ইজ্জত ‘ফালাইয়াফরাহ’^{فَلِيفِرْحُوا} শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এই নির্দেশ দিচ্ছে যে, আমার হাবীবের^{সালাম} জন্যই সকল কিছু হয়েছে । অতএব সেই খাতিরে খুশি প্রকাশ কর । আর অন্য ^{হু}^{ক্ষির্ম্মা} (উহাই উত্তম যা জমা করতেছ তদাপেক্ষা ।) আয়াতের মর্মানুসারে আল্লাহর নির্দেশ প্রকাশ করে দিলেন যে, এই খুশির উপর যা ব্যয় করবে তা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সঞ্চিত করে রাখা অপেক্ষা অত্যধিক উত্তম ।

(۷) آیت مذکورہ میں کثیر تاکیدات کا استعمال

۷، بর্ণিত আয়াতে অধিক তাগিদ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

কোরআনে হাকীমে কোন নির্দেশ (মূলক বিষয়) বর্ণনা করার নিয়মাবলি খুব একটা বিরল, যেই নিয়মে এই আয়াতের নির্দেশ আল্লাহ তবারক তায়ালা দিয়েছেন। অর্থাৎ জশনে মীলাদুন নবী ﷺ এর উপর বর্ণিত আয়াতের হৃকুম যেই তরীকায় প্রয়োগ করা হয়েছে, পবিত্র কোরআনে অন্য কোন হৃকুম এমনি ভাবে আসেনি। গভীর মনোনিবেশ করলে প্রতিয়মান হবে যে, এই আয়াতে মোবারকার মধ্যে আমি সুম্পষ্টভাবে ۱۰ (দশ) প্রকার তাগিদ দেখতে পাই।

۱. قُلْ - قُلْ (কুল) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে কোন কথা শুরু করা হলে, ইহাই এক প্রকারের তাগিদ। যার উদ্দেশ্য এই যে, আপাদ মন্তক নিমগ্ন হয়ে যাও।
۲. بِفَضْلِ اللّٰهِ - আল্লাহর ফজলের কারণে। প্রশ্ন তৈরী হয়, আল্লাহর ফজলের কারণ কি? অতএব এই প্রশ্ন তৈরী করাও তাগিদের নিয়ম এই যে, অধিকান্ত মূল বক্তব্য যেন এখনও গোপন।
۳. -وَبِرَحْمَتِهِ - আল্লাহর রহমতের কারণে। এখানেও প্রশ্ন তৈরী করা হয়েছে যে, রহমতের কারণ কি? ইহা তৃতীয় তাগিদ।
۴. فَ-أَوْرَحْمَتْ كَا جِتْمَاع - ফজল ও রহম একত্রীকরণ। ফজলের পরে রহমতের উল্লেখ করাও তাগিদ।
۵. فَ-জালিকা (ذلک) এর পরে ফ ফাকে এজাফত করা হয়েছে। ফ (ফা) আরবী কাওয়ায়েদ অনুযায়ী তাগিদের জন্য ব্যবহৃত হয় বা তাগিদের জন্য আসে।
৬. فَ-বِذْلَكَ - ফজল ও রহমত এর উল্লেখ করার পরে ইশারা বায়ীদ (বعید) লওয়াও তাগিদের অন্তর্ভূক্ত।
৭. لِيَفْرَحُوا - فَلَيَفْرَحُوا (লিইয়াফরাহু) শব্দের উপর পূর্ণ: ফ (ফা) হরফ এজাফত করা হয়েছে, যার ফলে তাগিদ তৈরী হয়েছে।
৮. يَفْرَحُوا - فَلَيَفْرَحُوا (লাম) লাম ও তাগীদের জন্য হয়ে থাকে।

৯. حَسْرٌ-এখানে হয়া' (হো) তাগিদের জন্য এসেছে।

১০. مِمَّا يَجْمَعُونَ - ইহাও তাগিদের কালাম।

বর্ণিত আয়তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ১০ (দশ) তাগিদের সাথে যে হৃকুম প্রদান করেছেন উহা এই যে, فَلِيفُرْحُوا (ফালিফুর্খু) খুশি পালন কর, জশন পালন কর। কেননা فِيذَالِكَ (ফাবিজালিকা) শব্দ দ্বারা যেই মাহবুবের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, তিনি আগমন করেছেন। বিষয়টি যদি মানবীয় সাধারণ আচারণের মধ্যে হয়, তা হলেও এমনি তাগিদের কারণে উহা বিশেষ গুরুত্বের মধ্যে বিবেচিত হয়। কিন্তু এখানে একেতো মাহবুবের কথা অন্য দিকে আল্লাহর বাণী। যে জন্য তার মধ্যে অতিরিক্ত সৌন্দর্য এবং উজ্জ্বল্য পয়দা হয়ে গিয়েছে। দশ (১০) তাগিদের পরে বিষয়টি এখানে এসে শেষ হয়েছে যে, এই সকল খুশি ও আনন্দ প্রকাশের গুরুত্বকে চুড়ান্ত সীমায় সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান করা হয়েছে।

(যে কোন বিষয়ের উপরে) তাগিদের পূর্ণাবৃত্তিতে বাক্যে কি তৈরী হয়? এর একটি উদাহরণ এভাবে দেয়া যায় যে, যেমন কোন সন্তানকে তার পিতা কোন কাজ করার জন্য হৃকুম দিতে গিয়ে বলতেছে-‘ওমুক কাজ করো।’ জ্ঞানী সন্তানের কাছে পিতার এতটুকুন বাক্যই যথেষ্ট। কিন্তু পিতা যখন তার এই নির্দেশের সাথে এমনি ভাবে বলতেছে যে, ‘বেটা (সন্তান) আমি তোমাকে বলতেছি যে, তুমি এ কাজটি করো।’ এখন সন্তানের কান খাড়া হয়ে যাবে। কেননা এখন (ঐ কাজের জন্য) কথা তাগিদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে (সন্তান) জান- প্রান লেগে যাবে যে, পিতা আমাকে যে কাজের হৃকুম দিয়েছে উহা অবশ্যই কোন বিশেষ কাজ। কিন্তু এইবার যদি পিতা তদাপেক্ষা আরো শক্ত ভাষায় হৃকুম দিতে গিয়ে বলে-বেটা, (সন্তান) শুনে রাখ, আমি তোমাকে বিশেষভাবে বলতেছি যে, ঐ কাজটি অবশ্য-অবশ্যই কারো। এখন পিতার হৃকুমে চার প্রকার তাগিদ এসে গেল। এর পরেও যদি ঐ তাগিদের সাথে পিতা উহাকে এভাবে বলে দেয় যে, বেটা, (সন্তান) কোন কিছু করো আর না কারো এ কাজ অবশ্যই করবে, অন্যথায় আমি কিন্তু রাগ করব। না খোশ হবো। তা হলে এখন ভাল কথা বলুন, এখনও হৃকুমের হেরফের বা পরিবর্তন বা রদবদল করার কোন সন্তাবনা কি থাকলো? (অবশ্যই না)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa

(Sallallaho Alayhi Wasallim)

কর্ম বর্জন এবং বৈপরিত্বতা তো প্রথমেই আদরের খেলাপ ছিল। কিন্তু এত তাগিদের সাথে হৃকুম দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে বেটা! (সন্তান) আমি শুধু তোমার থেকে ঐ হৃকুম যথাযথভাবে পালন দেখতে চাই। এখন যদি সীমাহীন খারাপ সন্তানও হয় তার পরও সে এই হৃকুমের বরখেলাপ করবে না, যে কোন অবস্থায় কর্ম কাজে আসবে।

এ উদাহরণ শুধু বুঝানোর জন্যই ছিল। অন্যথায় কোথায় পিতার হৃকুম আর কোথায় ‘রবের জুল- জালালের’ হৃকুম। জমিনে পবিত্র কৃপা দৃষ্টি প্রদানকারী ও গোটাজাহানের সত্যায়ন কারী মহান প্রতিপালক তো তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ এর হাকিকতের ভাষার বর্ণনায় যেন বলতেছেন-মাহবুব! ‘আপনি আমার তরফ থেকে লোকদেরকে হৃকুম প্রদান করুন যে, (তাদের প্রতি) আল্লাহ তবারক তায়ালার ফজল ও রহমত স্বীয় কামালাতের পূর্ণতায় উপনীত হয়ে শেষ নবীর পবিত্র অস্তিত্বের অবয়বে তাদের নছীব হয়েছে। অতএব সে অস্তিত্বের প্রতি শোকর জ্ঞাপনের প্রেক্ষীতে খুশি প্রকাশ কর’ এ কথার প্রতি তাগিদ প্রদানের জন্য বলতেছেন- আল্লাহ তবারক তায়ালা স্বীয় হাবীব ﷺ এর জন্মের খুশি প্রকাশের অবস্থায় শুধু একটি কানুন (বিধান) ঠিক রাখতে হবে, তা হচ্ছে- وَسُوْلَهُ عَبْدُهُ وَسُوْلَهُ (আবদুহুওয়া রাসূলুল্লাহ) অর্থাৎ হজুর ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। এই অবস্থায় শরীয়তের সীমা রেখার মধ্যে থেকে যতখানি সম্ভব খুশি প্রকাশ করা হবে, তা সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু তারও কোন সীমা রেখা নেই। যখন আল্লাহ তবারক তায়ালার তরফ থেকে খুশি প্রকাশের বা আনন্দ উৎসব পালনের কোন সীমারেখা নির্ধারণ নেই বা পরিধি করা হয়নি, তা হলে কোন লোক কোন (সীমা রেখায়) কি অবস্থায় তা করবে?

আল্লাহ তবারক তায়ালা ইহাও ফরমাইলেন যে, যদি আমার কামনা বাসনা ও হৃকুম মোতাবেক খুশি ও আনন্দ প্রকাশ কর, তার উপর কি পরিমাণ উজরত ও ছওয়াব লাভ হবে, তার অনুমান বা আন্দাজ এই কথা থেকে নিরূপণ করবে যে, তোমরা এ পারপাছ (এ প্রেক্ষীতে) যা কিছু তোশা, হাদীয়া, খানা পিনা ও সাজশয়্যায় খরচ করবে, তোমাদের সেই খুশির প্রেক্ষাপটে আমার নিকট অধিক পুণ্যের কারণ হবে। আল্লাহ বলেন (৫৮- বুন্স -)
هُوَ خَيْرٌ مَّا يَحْمِلُونَ
ইহা (খুশি মান্য করা) আর থেকে উত্তম যা আর মুক্তি করে রাখে।
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

এ কথা সুষ্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলাম যে, যদি তোমরা আমার এই ফজল ও রহমতের আগমনের উপর খুশি প্রকাশ না কর, তা হলে নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমাদের ইবাদত ও রিয়াজতের স্তুপ তৈরী করলেও আমার তাতে কোন সোরকার (সহযোগিতা) থাকবে না। আমার নিকট তো আমার মাহবুবের ~~আবাসন~~ আগমনের উপর খুশি পালন করা ঐ সকল ইবাদত ও রিয়াজত থেকে অধিক ভাল লাগে। এ কথাও সত্য যে, ঐ ইবাদত ও রিয়াজতের হকুম আমি-ই দিয়েছি। কিন্তু এই নিয়মতের শোকরিয়া জ্ঞাপনে ঐ ইবাদতের মোকাবেলায় খুশি পালনেই আমি সন্তুষ্ট।

٨) هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ كَيْ تَفْسِيرٌ

“হয় খাইরুম্মায় জামেুন কি তেফ্সিৰ” এই আয়াতের ব্যাখ্যা-

(উপরে উৎকলিত) আয়াতের সাধারণ জ্ঞান এই যে, আল্লাহর ফজল এবং তাঁর রহমতের উপর খুশি মান্য করা সম্পদ গুদাম জাত করে রাখা অপেক্ষা উত্তম। প্রশ্ন তৈরী হয় যে, ইহা কি জিনিস যা পৃঞ্জিভূত বা জমা হয়? দু’জিনিসই সঞ্চিত করে, (জমা করে) গুদাম জাত বা পৃঞ্জিভূত করে রাখা যায়।

১. দুনিয়ার অবস্থায় পৃঞ্জিভূত করতে চাইলে তো মাল-আসবাব এবং দৌলত ইত্যাদি জমা করা যায়।
২. যদি পরকালের জন্য সঞ্চিত করতে হয়, তা হলে উত্তম কাজ যেমন নামাজ রোজা, হজ্জ, জাকাত, ছদকা-খয়রাত ইত্যাদি জমা হয়। কিন্তু কোরআনে হাকীম এখানে যেমনি মাল ও দৌলত খাছ করেননি তেমনি আমলে ছালেহা এবং তাকওয়া ইত্যাদিও চিহ্নিত করেননি। বরং আয়াতে মোবারকার মধ্যে **مَا كِلَمَةً :** (মা, শব্দ) আম (সাধারণ) রাখা হয়েছে। যিনি নিজের মধ্যে সাধারণ (বিষয়ের) অর্তনিহিত জ্ঞান/বুঝ রেখে দিয়েছেন এবং দুনিয়াও আখেরাত উভয়কে (তিনি) বেষ্টনকারী।

বর্ণিত আয়াতের উভয় আলোচনার সূক্ষ্ম তাত্ত্বিকতা অন্তঃঙ্গস্থিত রেখে যদি দেখা যায়, তাহলে এই আয়াতের মুরাদ বা উদ্দেশ্য হবে— লোক সকল! তোমরা মাল-দৌলত-জমা করতেছ, জমি-জমা, মিল- কারখানা-ফ্যাক্টুরী বানাইতেছ (গড়ে তুলতেছ) স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তুপ করে গুদাম জাত করতেছ, তথাপি সার সংক্ষেপ এই যে, যত প্রকারের ধনদৌলত চাহে নগদ টাকার অবস্থায় অথবা যে কোন অবস্থায় সঞ্চিত করতে থাকনা **Bangladesh Anjuman Ashekaane Mostofa** **Salalatul Alayhi Wasallim**

করা তোমাদের জন্য সকল পরিমাণ ধন সম্পদ অপেক্ষা অতিউচ্চম। যদি আখেরাতের চিন্তায়, সেজদা, রূকু ও কেয়াম-কুউদের স্তুপ করে লও, নফল ইবাদত জমা করে লও, ফরজ সমূহ পালন করে উজ্জরাতও ছওয়াবের গোডাউন তৈরী করে নাও, তবুও সারকথা— পৃণ্যের চিন্তা ধারায় যা ইচ্ছা করতে থাকো, কিন্তু ঐ মহা নিয়মতের প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপনে জশনে জুলুস মান্য করা এবং তার উপর ধন-দৌলত খরচ করা তোমাদের ঐ আমলে ছালেহার (নেক আমলের) শুদ্ধাম অপেক্ষা অধিক থেকে অধিকতর উচ্চম। ইহা এ জন্য যে, যদি তোমরা এই নিয়মতে ওজমার (মহা নিয়মতে) আগমনের প্রতি খুশি না থাক, তা হলে তোমরা ঐ আমলে ছালেহারও সঠিক মর্যাদা করতে পার নাই, করতে শিখ নাই, করতে জান নাই। কেননা (ভুলে গেলে চলবে না) এই সকল আমল তো তাঁরই কারণে তোমাদের নষ্টীব হয়েছে। কোরআন তাঁরই কারণে তোমাদের নষ্টীব হয়েছে। কোরআন তাঁরই কারণে পেয়েছে। নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদি তো তাঁরই মাধ্যমে লাভ করেছে। স্টামান ও ইসলাম তো তাঁর বাবরকতে মিলেছে। দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেকটি নেকী এবং মান-সম্মান তাঁর কারণেই হয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং এই পৃণ্য, তাতোপৃণ্য চয়নকারী মুহাম্মদ ﷺ থেকে সৌভাগ্য হয়েছে। অনুরূপ এই পাপ, তাও তো পাপ পরহেজকারী মুহাম্মদ মুক্তফা ﷺ থেকে সাব্যস্থ হয়েছে। আর হক (সঠিক সত্য) তো এই যে, ইহার সবকিছু প্রদানকারী রাবুল ইজতের পরিচয়, তাও তো তার মাধ্যমে নষ্টীব হয়েছে। অতএব এই মহা সত্ত্বার আবির্ভাবের উপর খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করে বারী তায়ালার মহান দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপনের এই আমল সর্বাপেক্ষা বড় করে হওয়াই তো বাস্তব শোকর।

۔ ১۔ جشن میلاد۔ شکرانہ نعمت عظمی ﷺ

৬. মীলাদ উৎসব নিয়মতে ওজমার (মহা নিয়মতের) কৃতজ্ঞতা

বিশ্ব স্বষ্টি সর্ব শ্রেণীর মানব সন্তানের উপরে সীমাহীন (বেহিসাব) এহ্সান ও নিয়মত প্রদান করেছেন। তিনি আমাদেরকে অগণিত নিয়মত দিয়েছেন, খানাপিনাও অন্যান্য আরাম আয়েশের সরূপসামানের সৌন্দর্যের মাধ্যমে সুশোভিত করেছেন। আমাদের জন্য দিন রাতের আনজাম প্রস্তুত করেছেন। সাগর- পাহাড় এবং আসমানকে **Bangla** দের জন্য মন্তব্য করে আয়েছেন। এতদ্যুত্তেও তিনি (মহান **(Sallallaho Alayhi Wasallim)**)

স্রষ্টা) কখনও তাঁর নেয়ামতের জন্য খোঁটা দেননি। এই মহান দয়ালু ও করুণাময় জাতেপাক আমাদেরকে তাঁর কুল কায়েনাতের মধ্যে শরীফ ও বুজুর্গির তাজ পরিধান করিয়েছেন। আর **أَحَسْنَ تَفْوِيمٍ** (আসানে তাকবীম) সর্বোত্তম সৌন্দর্যরের ধাচে (ফ্রেমে) ঢেলে ফিরিশতাদের ঈর্ষায় পরিণত করেছেন। আমাদেরকে মা-বাবা ভাই-বোন, বিবি-বাচ্চা এমনি করে অন্যান্য রেঙ্গদার (আজীয় এগানা) প্রদান করেছেন।

সংক্ষেপে বলা যায়, অন্তররাজ্যে মহাকাশে এমনি হাজার হাজার নিয়মত সমুহ যা আমাদের অনুভবের বেষ্টনীরও বাইরে আছে, তাও আমাদের নছীব করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষ কোন নিয়মতের উপর খোঁটা দেননি। ইহা এজন্য যে, এই মহান সত্ত্বা এতই উদার, যে কেহ তাকে মান্য করুক আর না-ই করুক তাদের সকলকে তাঁর আপন অনুগ্রহে প্রতিপালন করেন। এমতাবস্থায়ও কারো প্রতি এতটুকুন এহ্সান জিতলায়নি। কিন্তু এক ‘নিয়মতে ওজমা’ (আজীমতের নিয়মত) এমনই যে, আল্লাহ তবারক তায়ালা তাঁর মহানুভবতায় মানব সন্তানের প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং কুল কায়েনাতকে (গোটা জাহানকে) এ নিয়মত দ্বারা সুশোভিত করেছেন। তিনি তাঁর বিষয়টি শুধু উল্লেখ-ই করেননি; বরং তামাম নিয়মত অপেক্ষা একমাত্র তাঁর জন্য এহ্সান জিতলায়েছেন। আর তাঁর প্রকাশ সাধারণ ভাষায় করেননি, বরং দু'তাকিদের [] (লাম) এবং [] (কাদ) এর সাথে করেছেন। এরশাদ ফরমায়েছেন-

لَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ - (ال
عمران- ১৬৪)

“অবশ্যই আল্লাহ তবারক তায়ালা মুসলমানদের উপর বড় এহ্সান করেছেন যে, তাদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে (আজীমত ওয়ালা একজন) রাসূল ﷺ প্রেরণ করেছেন।”

আয়াতে মোবারকা রৌশন করতেছে যে, আল্লাহ রাবুল ইজ্জত ফরমাইতেছেন হে লোক সকল! তোমাদের প্রতি আমার ইহা বহুত বড় এহ্সান এবং করম এই যে, আমি আমার মাহবুবকে তোমাদের জান-প্রাণের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য পয়দা করেছি, তোমাদের তাকুদীর বদল করে দিয়েছি। বিগরিয়ে যাওয়া অবস্থাকে সুসম্ভিত করে দিয়েছি আর তোমাদেরকে অভিসংগ্ৰহ পোষণাত্মীর গর্ত থেকে উত্তোলন করে ইজ্জত, সম্মান ও শুরাফের স্থলে আলিঙ্গনবদ্ধ করেছি।” আর জেনে

ରାଖୁ ଯେ, ଆମାର କୁଦରାତି କାରଖାନାୟ ଏର ଚେଯେ ବଡ଼ କୋନ ନିୟମତ ଆର ଛିଲ-ଇନା । ସଖନ ଆମି ଐ ମାହବୁବକେ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଦିଯେ ଦିଲାମ, ତଥନ ତାର-ଇ କାରଣେ ଗୋଟା ଜାହାନକେ ନିଷ୍ଠି ଥେକେ ହାସ୍ତିତେ ପରିଣତ କରଲାମ । (ଯାର ବଦୌଲତେ) ତୋମାଦେରକେ ରକମାରୀ ନିୟମତ ସମୁହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୂର୍ୟମୟ କରେ ଦିଯେଛି । ଏହି ଅବଶ୍ଵା ଅତ୍ୟବଶ୍ୟକ ଛିଲ ଯେ, ଆମି ରବସୁଲ ଆଲାମୀନ ହୋୟା ସତ୍ତ୍ଵ-ଇ ଏହି ଆଜୀମତରୀନ ମହା ନିୟମତେର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଏହ୍ସାନ ଜିତଲାଇ । କୋଥାଓ ଯେନ ଏମନି ଅବଶ୍ଵା ନା ଘଟେ ଯେ, ଉଚ୍ଚତେ ମୁକ୍ତଫା ଉତ୍ତରାଧିକ ଉହାକେ ସାଧାରଣ ନିୟମତେର ବିବେଚନାୟ ତାଁର କଦର ଓ ସମ୍ମାନେର ଶର ଥେକେ ବେପରୋଯା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଆମାର ଏହି ମହା ଏହ୍ସାନେର ପ୍ରତି ଅକୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରେ । ଏହି ଏହ୍ସାନ ଜିତଲାନେର ମଧ୍ୟେ ଉଚ୍ଚତେ ମୁସଲେମାହ ଏର ମଙ୍ଗଲକେ ଆପନ ଦୃଷ୍ଟିତେ ରାଖି ହେଁବେ । ଆର କୋରାଆନେ ହାକୀମ ଏହି ସୁମ୍ପଟ୍ ହକୁମେର ଉଛିଲାଯ ସକଳ ତାଓହିଦେର ଫର୍ଜନ୍ଦକେ ସାବଧାନ କରେ ଦେସ ଯେ, ତାରା କଥନ ଓ ଆଲ୍ଲାହର ଏହି ଏହ୍ସାନ କେ ବିଶ୍ୱାସ ନା କରେ । ବରଂ ଏ ‘ନିୟମତେ ଓଜମା’ ଏର ଉପର ଶୋକରିଯା ଆଦାୟ କରନାର୍ଥେ ଜଶନେ ଜୁଲୁସ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଲନ କରେନ ।

(۷) نعمتوں کا شکر پجالانا کیون ضروری ہے؟

৭. নেয়ামত সমূহের শোকর আদায় করা কেন আবশ্যিক?

ଆଲ୍ଲାହ ତବାରକ ତାୟାଲାର ନିୟମତ ସମ୍ବୂଦ୍ଧ ଏବଂ ତା'ର ଫଜଳ ଓ କରମେର ଶୋକର ଆଦାୟ କରା ଇବାଦତେର ଜନ୍ୟ ତାଗିଦ । କିନ୍ତୁ କୋରାନେ ମାଜିଦ ଏକଟି ଜାୟଗାୟ ତାର ଆରୋ ଏକଟି ହେକମତ ଓ ବର୍ଣନା କରେଛେ । ଏରଶାଦ ବାରୀ ତାୟାଲା-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. - (ابراهیم - ٧)

“যদি তোমরা শোকর আদায় কর, তাহলে আমি তোমাদের (নিয়মত) আরো বৃদ্ধি করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখ, আমার শাস্তি খুব কঠিন।”

নিয়মত সম্মুহের শোকর আদায় করা বর্ণিত আয়াত মোতাবেক অধিক নিয়মত
লাভের পটভূমি। অর্থাৎ আল্লাহ তবারক তায়ালা শোকরিয়া জ্ঞাপনকারী বান্দাদের
প্রতি অধিক নিয়মত উৎসর্গ করেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ লোকদের নিকট ইহা এতই
অপচন্দনীয় আমল যে, এভাবে আমল কারীদেরকে আল্লাহ তবারক তায়ালার
আজাবের ধর্মকি বাণী শুনিয়ে দেয়। এতদ্প্রেক্ষাপটে আল্লাহ রাববুল আলামীনের
অন্যান্য নিয়মত সম্মুহের **উপস্থিতির সীমান্তি পায়ের জন্ম হওয়ার** নবী করিম
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

এর পৃষ্ঠায় জন্মের অবস্থায় সুভাগমনকারী নিয়মতে ওজমা (রাসূলে পাক এর ন্যায় মহা নিয়মত) এর উপর শোকরিয়া জ্ঞাপনে অনুষ্ঠান পালন করা অত্যাবশ্যক ।

۸. شکرانہ نعمت کے معروف طریقے

নিয়মতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মশहুর নিয়ম

এ অধ্যায়ের শেষে আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে নিয়মতের শোকর আদায় করার বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করব। যার স্বীকৃতিও কোরআনে হাকীম কর্তৃক উৎকলিত। মীলাদে মুস্তফা^{رض} এর মত এই নিয়মতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রাক্কালেও এই নিয়ম পালন অতীব জরুরী ।

ذِكْرُ نِعْمَتٍ (۱) নিয়মতের স্মরণ

কোরআনে হাকীম (আল্লাহর প্রদত্ত) নিয়মত সমূহের শোকরিয়া জ্ঞাপনের এক অবস্থা এভাবে বয়ান করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালার রহমত এবং তাঁর নিয়মতকে স্মরণ রাখতে হবে। যেমন অতিতে উল্লেখিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় বনী- ইস্রাইলের প্রতি প্রেরিত নিয়মত সমূহের বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে। সুরায় বাকারার ৪৭ নং আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেছেন-

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِ اللّٰهِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ . (البقرة ۴۷)

“হে ইয়াকুব (আ:) এর আওলাদ সকল। আমি তোমাদের প্রতি যে সকল নিয়মত প্রেরণ করেছি, তা তোমরা স্মরণ কর।”

একই নিয়মে সুরায় আল ইমরানের ১০ নং আয়াতেও প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করেছেন। যেখানে আল্লাহ তবারক তায়ালা সর্বস্তরের মনুষদেরকে হকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত/প্রদত্ত নিয়মতের স্মরণ কর। আল্লাহ বলেন-

وَإِذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالْفَلَّافَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَانًا -

“এবং তোমাদের উপর প্রেরিত আল্লাহর ঐ নিয়মত সমূহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা (একে অপরের) সন্তুষ্মান হিলে। এই ঘটনায় জাতে পাক তোমাদের

অন্তরে (পরম্পরের প্রতি) উলফত মহবত তৈরী করে দিলেন। ফলে ঐ নিয়মতের বাবরকতে তোমরা পরম্পর ভাইয়ে ভাইয়ে পরিণত হয়ে গেলে।”

হজুর নবী আকরাম ﷺ এর জন্য এবং আবির্ভাবকে স্মরণ করা হজুর ﷺ এর অবস্থা, চরিত্র মর্যাদা, পরিপূর্ণতা ও মোজেজা ইত্যাদি আলোচনা করা খোদা ওয়াল্দে কুদুসের বরাবরে ঐ নিয়মতে ওজমার (মহা নিয়মতের) শোকরিয়া জ্ঞাপনের এ এক অবস্থা প্রমাণ করে। ঐ নিয়মতে জলিলা এর স্মরণ করেই তো আমরা আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে প্রকাশ করি। অন্যথায় হজুর ﷺ এর মর্যাদা পূর্ণ স্মরণ তো আল্লাহ তবারক তায়ালার ঘোষিত-
ورفعنا لك ذكرك .

(ওরারফা'না লাকা জিকরাক) অর্থাৎ ‘হে রাসূল ﷺ আমি আপনার আলোচনা সর্বোচ্চ করেছি।’ এই আয়াত মোতাবেক প্রতিনিয়ত তাঁর স্মরণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর আগত প্রতি মুহূর্তই হজুর ﷺ এর জিকির বা স্মরণ বুলন্দ থেকে আরো বুলন্দতর হতে দেখা যাবে। কেননা আল্লাহর ঘোষণা-

(৪) وَلَلْأَخْرَةُ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْأُولَى . (الآشুরাহ - ৪) “(এবং অবশ্যই) হে রাসূল ﷺ আপনার পরবর্তী মুহূর্ত প্রথম মুহূর্ত থেকে উত্তম। অর্থাৎ প্রেরণের শ্রেষ্ঠত্বতা তো শ্রেষ্ঠ হয়েই আছে।” আল্লাহর ঘোষণা-

(৫) وَرَفَعْنَا لَكِ ذِكْرِكَ (الضحى - ৫) “এবং আমি আপনার খাতিরে আপনার স্মরণ আমি (আল্লাহর) জিকিরের সাথে একত্রিত করে (দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বত্র) আরো বুলন্দ করে দিয়েছি।”

বর্ণিত আলোচনায় প্রমাণিত হল যে, এখন যদি কেহ (হে রাসূল ﷺ আপনার স্মরণ করে, তাহলে তা তার নিজের জন্যই পৃণ্যময় হবে, লাভ হবে। আর আপনার (হে রাসূল ﷺ মীলাদে মোবারকের স্থানে ও মুহূর্তের উপর বারেগাহে তায়ালার নিকট শোকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য খুশি পালন করবে, তা তারই উপকারে আসবে। এভাবে শোকরিয়া জ্ঞাপনকারী অন্য কারো প্রতি এহসান করে না, বরং সে নিজের জন্যই পরকালের (তোহফা) খাজিনা (সম্পদ) জমা করতেছে। ইমাম আহমদ রেজা খান (হি: ১২৭২ - ১৩৪০) এ সম্পর্কে কত সুন্দর বলেছেন-

وَرَفَعْنَاكِ ذِكْرَكَ كَاهِي سَايِه تَحْمِه پِر .

(সূত্র: আহামদ রেজাখান হাদায়েকে বখশিশ ১:১৮)

অর্থাৎ অরাফা'না লাকা জিকরাক এর ছায়া (হে রাসূল ﷺ আপনার উপরে পরে আছে। সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে সর্বাধিক প্রচলিত হয়ে আছে আপনার শ্রণ)।

۲. عبادت و بندگی

ইবাদত ও উপাসনা

আল্লাহ তবারক তায়ালার নিয়মতের শোকর তার ইবাদত ও উপাসনার মাধ্যমে আদায় করা যায়। নামাজ, রোজা, হজ্জ এবং যাকাত এর মত ফরজ ইবাদত অপেক্ষা অন্য সকল নফল ইবাদত আল্লাহ তবারক তায়ালার নিয়মত সমূহের শোকরানা জ্ঞাপনের উত্তম ব্যবস্থা। এ ছাড়াও ছদকা-খয়রাত, গরীব-ইয়াতীম মিসকীনদের দান খয়রাত এবং তাদের দেখাশুনা করেও আল্লাহর নিয়মতের শোকর আদায় আমরে মুস্তাহাবের বাস্তবতা প্রকাশ করে।

٣. تَحْدِيثُ نِعْمَةٍ

আলোচনার মাধ্যমে নিয়মতের শোকর

নিয়মতের শোকর আদায় করার ইহাও একটি নিয়ম যে, মানুষ আল্লাহ তবারক তায়ালার প্রদান কৃত যে কোন নিয়মতের উপর তাদের অন্তরের প্রেম প্রকাশ করবে। খুশি প্রকাশের সাথে সাথে অন্যান্যদের সামনে তৃতীয় আলোচনাও করবে। তার প্রমাণ কোরআনে হাকীমে এসেছে- **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَثَ**. (১১-‘এবং আপনার রবের নিয়মত সমূহের আলোচনা করুন।’)

পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা সমূহে বর্ণনাকৃত কোরআনের আয়াত সমূহের মাধ্যমে প্রতিয়মান হয় যে, নিয়মতের জিকির আল্লাহর হৃকুম। যার মূরাদ এই যে, অন্তরে নিয়মতের শ্রণ বিদ্যমান থাকতে হবে। আর তা ভাষায়ও প্রকাশ করতে হবে। অর্থাৎ চর্চা করতে হবে। কিন্তু এ জিকির লোকজনের জন্য নয়, বরং আল্লাহ তবারক তায়ালার জন্য। বর্ণিত আয়াতে উল্লেখিত নিয়মতের হাদীস (আলোচনা) অর্থাৎ প্রকাশ্য লোকালয়ে ঐ নিয়মতের আলোচনা হতে হবে, তাই হৃকুম। যার তাত্ত্বিক জ্ঞান এই যে, আল্লাহর মাখলুকের সামনে ঐ নিয়মতের চর্চা করতে হবে। (অন্তরে নিয়মতের শ্রণ রাখার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ফায়েদা হতে পারে। কিন্তু রাসূলে পাক ﷺ এর ন্যায় এই মহা নিয়মতের প্রকাশ্য লোকালয়ে আলোচনা মূলক শ্রণ করে জাকিমে সমষ্টিগত ফায়েদা লাভ হয়) বস্তুত জিকর এর

নিয়মতের চর্চার মধ্যে ভিত্তিগত পার্থক্য এই যে, জিকর একমাত্র আল্লাহ তবারক তায়ালার জন্য হবে। যখন তাহদীসের (চর্চার) সম্পর্ক অধিকতর লোকালয়ের সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ লোকালয়ে চর্চা করা। যেমন আল্লাহ তবারক তায়ালা এক আয়াতে বলেছেন-

فَإِذْ كُرُونَى أَذْ كَرْكِمَ وَأَشْكَرُوْ لِيٰ وَلَا تَكْفُرُوْنَ . (بقرة - ١٥٦)

“অতএব তোমরা আমার স্মরণ করলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আমার শোকর আদায় কর (আমার নিয়মতের শোকর কর) এনকার করোনা।” এখানে জিকর থেকে মুরাদ আল্লাহকে স্মরণ করা। কিন্তু তাহদীসে নিয়মতের দ্বারা মুরাদ শুধু জিকরের উপর কাফি বা যথেষ্ট থাকা যাবে না, বরং ঐ নিয়মতের এমন ভাবে প্রকাশ করতে হবে যে, তার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিও যেন শুনতে বা জানতে পায়। আর এ জন্য ইহা অধিক সংখ্যক লোকের সমাগমে করতে হবে। ইহাই আল্লাহ তবারক তায়ালার কামনা বাসনা।

তাহদীসে নিয়মতের (নিয়মতের চর্চা) বর্ণনায় সব চেয়ে বড় হেকমত এই যে, খোদাওয়ান্দে কুন্দুসের নিয়মত নাজিলের ইলম অধিকতর ভাবে আল্লাহর মাখলুক পর্যন্ত পৌছে যায়, অসংখ্য লোক এই শুকরানা আদায় অনুষ্ঠানে যোগদান করে স্বীয় শুকরিয়া জ্ঞাপনের সুযোগ লাভে ধন্য হয়। তাঁর শোকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য আজিমুশান মাহফিল ও মজলিস এবং সমবেত হওয়ার ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর সকল মাহফিলে এই মহা নিয়মতের আলোচনা-ই করা হয়।

تحديث نعمت کیسے کی جائے^ت নিয়মতের চর্চা কিভাবে করা যায়

মনোযোগ আকর্ষণের সূক্ষ্ম তত্ত্বিকতা এই যে, যখন মুসলিম উম্মাহ আপনি আক্তা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মত এই মহা নিয়মতের তোহফায় (পুরক্ষার প্রদান অনুষ্ঠান) তাহদীসে (চর্চা) নিয়মতের আবশ্যকীয় কর্তব্য মূলক বিষয়ের উপর আলোচনা হবে, তখন এ আলোচনায় কখন কখন হজুর ﷺ এর উপর নায়াতে (রাসূল ﷺ পাঠ করা হবে, কখন কখন সালাতু সালামের নজরানা পেশ করা হবে, মাঝে মাঝে হজুর ﷺ এর ফজিলত ও অন্তরঙ্গ জীবন সম্পর্কে বয়ান হবে, ফাঁকে ফাঁকে মহান নবী ﷺ এবং মহামহীম জন্মের বিষয় কথাবার্তা হবে, সেই

সাথে এক পর্যায় আপ الْمَنْدُور এর উত্তম আদর্শের আলোচনা প্রাধান্য পাবে। কেহ কেহ হজুর الْمَنْدُور এর মনোযোগ আকর্ষণীয় অবস্থা ও হৃদয়গ্রাহী ঘটণা বলির পর্যালোচনা করবে, আবার কেহ আপ الْمَنْدُور এর প্রতি প্রেমাগ্নি প্রজলিত আবেগময়ী অভ্যাস বা আয়াতে মোবারকার আলোকপাত করবে। ইহার সবকিছুই (ওয়া আশ্বা বিনিয়মতি রবিকা ফাহাদিস) (وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحِدْثٌ)

“এবং আপনার রবের নিয়মত সমুহের (খুব) বেশী বেশী করে আলোচনা কর।” এর মূল তাফসির। আর সেই মহা নিয়মতের স্মরণের বিভিন্ন অবস্থা আছে। যা নিয়মতের শোকর আদায়ের অধীনে আলোচনায় আসবে। যদি এ সকল মীলাদ অনুষ্ঠানের বাস্তব অবস্থার প্রতি গভীর মনোযোগ আর্কণ করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, মূলত সকল মাহফিলে মীলাদের স্বাভাবিক অবস্থা ইহাই। আর এই মাহফিলে মীলাদে এ সকল বিষয়ের প্রতি-ই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখানে এ বিষয়ের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণে যদি কারো চিন্তা চেতনায় এমনি ধারণার উত্তর হয় যে, হজুর নবী আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর মীলাদ আলোচনায় তাঁর জিকির কিভাবে করা যায়? তার সীমা রেখা ও শর্ত কি হওয়া উচিত? আর বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন থেকে (বাঁচিয়া) আত্মসংবরণ করে হজুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর স্মরণে তাঁর দ্রষ্টব্য ও দৃষ্টান্ত মূলক তারীফ কিভাবে করা যায়? এই সকল জটিলতার জবাবে রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর প্রশংসা গীতিকার অধিনায়ক, রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর আশেক দলের সর্দার ইমাম শরফুদ্দিন বুছরী (হিঃ ৬০৮-৬৯৬) তাঁর কতিপয় কবিতার ছন্দে এমন সুন্দর সুস্পষ্ট ভাবে আলোকপাত করেছেন যে, যাদের অন্তরে এ বিষয়ে এশকাল (সন্দেহ) তৈরী হয়, তাদের জন্য এই পংতি গুলোর জবাবই যথেষ্ট ও যথোপযুক্ত। তিনি লিখতেছেন

- ١- دَعْ مَا أَدْعَتْهُ النُّصَارَىٰ فِي نَبِيِّهِمْ
وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحَأً فِيهِ وَاحْتَكِمْ
- ٢- فَانْسَبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرْفِ
وَانْسَبْ إِلَىٰ قَدِيرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عَظِيمِ
- ٣- فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيَسَّ لَهُ

ইমাম বুছিরী (রহ:) এখানে মনোযোগ আর্কষণীয় সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন-

১. নাছারা সম্পদায় (ঈসাই সম্পদায়) আপন নবী হ্যরতে ঈসা (আ:) এর ব্যাপারে যে খোদায়ী দাবী করেছে, (তাদের নবীকে তারা খোদার বেটা ইত্যাদি বানিয়ে সীমালংঘন করে কুফরির মধ্যে সামিল হয়েছে) তা ছেড়ে দাও। হজুর ﷺ এর তারীফ ও জিকির করতে গিয়ে এমনি সন্দেহ মূলক বাড়াবাড়িও অতিরিক্ততা থেকে নিজেকে রক্ষা করে তোমাদের মনে যা চাহে তা-ই বল, যা করার তা-ই কর এবং পরিপূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের সাথে দোজাহানের বাদশাহ হজুর ﷺ এর গুণগান বা প্রশংসা গীতি আন্তরিক পরিবেশে করতে থাক।
২. অতএব পবিত্র জাতের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর। তৎপর হজুরে আকরাম ﷺ এর মহান জাতের যে সকল শ্রেষ্ঠত্ব (শিরকবিহীন অন্তরে) তোমার মধ্যে যা উদ্ভব হয়, তা তাঁর শান-মানের বলন্দের কামনায় সন্ধিবদ্ধ কর।
৩. কেননা অবশ্যই বাদশাহে রিসালাতে মা-আব (প্রত্যাবর্তন স্তুল) ﷺ এর ফজল, শরাফত ও মহত্বের মর্যাদা এবং শান মানের এমন কোন সীমা রেখা নেই যে, কোন প্রশংসাকারী তাঁর সীমা পর্যন্ত পৌছতে পারে।
এমতাবস্থায় হজুরে পাক ﷺ এর স্মরণে তাঁর প্রশংসা মূলক আয়াত পরিবেশণ সার্বক্ষণিকের জন্য শুধু জায়েজাই নয়, বরং আবশ্যকীয় উদ্দেশ্য। সেই সাথে আল্লাহ তবারক তায়ালার একাত্মবাদের স্তর ও নবুওয়াতের স্তরের মধ্যে আদব ও মর্যাদার (সীমারেখার) প্রতি খেয়াল নিবন্ধ রাখা সার্বক্ষণিকের জন্য ঈমানী ফরজ ও শর্ত।

(٤) جشن عید ঈদ উৎসব

জিক্‌রে নিয়মত এবং নিয়মতের চর্চা ব্যতীত আল্লাহ তবারক তায়ালার অন্য সকল নিয়মত ও তাঁর অনুগ্রহের দানের উপর শুকরিয়া জ্ঞাপনের এক নিয়ম ও তরিকা এই যে, সেই খুশি ও আনন্দ প্রকাশের জন্য ঈদের ন্যায় উৎসব পালন করবে। পূর্ববর্তী উদ্দেশ্যাবলী নিয়মত শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে *Masloofa* যার বর্ণনা পৃষ্ঠে *(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

করা হয়েছে। যার ফলে ইহা স্বীকার করতে হবে যে, ইহা নবীগনের সুন্নত। যেদিন আল্লাহ ত্বারক তয়ালার কোন খাছ নিয়মত আসে, ঐ দিন ঈদ উৎসবের ন্যায় পালন করতে হবে। হ্যরত ঈসা (আ:) আল্লাহ রাকবুল ইজতের দরবারে ইহাই আরাধনা করেছিলেন।

رَبَّنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لَا وُلِّنَا وَآخِرَنَا ।
“হে আল্লাহ ! হে আমার প্রতিপালক ! আমাদের জন্য আকাশ থেকে নিয়মতের দস্তরখান নাজিল ফরমান। এ জন্য যে, (উহা নাজিলের দিন) আমাদের জন্য ঈদ উৎসবে পরিণত হয়। আর এই ঈদ-আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সকলের জন্য একই বিধানে পরিণত হয়।”

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সেই প্রেরিত অস্ত্রায়ী নিয়মত লাভের উপর ঈসায়ী সম্প্রদায় আজবদী রোববার দিন ঐ নিয়মতের শোকর ঈদ উৎসবের ন্যায় পালন করে থাকে।

দস্তরখানে নিয়মত নাজিলের সাথে আকায়ে মাওলা হজুর দোজাহানের বাদশাহ এর মোবারক অবির্ভাবের কোন তুলনা হয়? কোথায় আকমিক খানা মূলক নিয়মত আর কোথায় চিরস্তন চিরস্থায়ী অপরিবর্তন শীল, বরং দোজাহানের জন্য সীমাহীনভাবে প্রবাহমান যাঁকে ‘রহমাতাল্লিল আলামীন’ এর অবস্থায় মানবীয় ছুরাতে এনসানের নষ্টীর হয়েছে! এই উভয় নিয়মতের সাথে পরম্পরের মোকাবেলায় ওজন বা তুলনাই করা যাবে না। আমাদের জন্য অনুভূতি মূলক চিন্তা ফিকির এই যে, আমরা চিরস্তন ও নিত্য প্রবাহমান চিরস্থায়ী এই নিয়মতের উপর যথাযোগ্য মর্যাদায় যথোপযুক্ত শুকরিয়া জ্ঞাপনে সক্ষম হয়েছি কি না।

প্রকাশ থাকে যে, দস্তরখানে নিয়মত নাজিল ও বেলাদাতে মুস্তফা এর মধ্যে দলিলে কেতুয়ী দ্বারা পরম্পরের তুলনা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং সৃজনশীল, অপরিবর্তনীয়, অখণ্ডনীয় যথোপযুক্ত ও প্রকৃত বাস্তব একটি তারিখের প্রতি শেণ দৃষ্টি দিয়ে তার বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য ইংগীত করা যাচ্ছে। কেননা ঈসায়ী সম্প্রদায় সেই নিয়মত নাজিলের দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতি রোববার দিনকে শুকরিয়া স্বরূপ (দিনটি) পালন করে আসছে। যেহেতু পরবর্তী উম্মতগণ (রোববার) দিনটিকে ভাবেই পালন করেছেন। যার বাস্তবতা স্বরূপ কোরআনে উল্লেখ আছে, যা উক্ততে মোহাম্মাদীকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। যার অর্থ ভুলে যাওয়া যাবেন (Allahumma iastu 'ala 'Alayhi Wasallem) ত্বারক তয়ালার সত্ত্বষ্ঠি

লাভের আশায়-ই করেছেন। ইহা এমন একটি ‘সুন্নত’ যা আবিয়া (আ:) এর সুন্নত। অতএব যখন সাধারণ পালন করা নবীর সুন্নত ও আল্লাহর হৃকুমের পায়রবী করার বাস্তবতা সাব্যস্থ হল, তা হলে মীলাদে মুস্তফা ~~জামান~~ এর ন্যায় এই নিয়মতে ওজমা (মহা নিয়মত) লাভের উপর যার কারণে গোটা বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের মাধ্যমে অন্য সকল নিয়মত প্রাপ্ত হয়েছে, সেই দিনের উপর ঈদ উৎসব কেন পালন করা যাবে না?

অতীতের পৃষ্ঠা সমুহে প্রদত্ত ব্যাখ্যা থেকে এই নির্দেশ যথার্থভাবে সুম্পষ্ট হল যে, মীলাদ উৎসব পালন করা কোরআনের বাস্তব দলিল থেকে ছাবেত। উহার উপর কোন রকম এ’তেরাজ করা ও কোন সন্দেহ পোষণ করা কোরআনের শিক্ষাকে অবজ্ঞা করার শামিল। অতএব আমাদের প্রতি অত্যাবশ্যকীয় ও করণীয় বিষয় এই যে, আকায়ে নামদার, তাজেদারে মদীনা, মুহাম্মদ মুস্তফা, আহমেদ মুজতবা ~~জামান~~ এর মীলাদ উৎসব নির্দিধায় অতীব হাউস ও মহববতের সাথে ঝাঁকজমক পূর্ণ অবস্থায় জান-প্রাণ উজার করে পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নিয়মত হজুর নবী আকরাম ~~জামান~~ এর তরফ থেকে ফয়েজ বরকত লাভ করা।
